শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৯৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সংঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৯৩
১৫ গোবিন্দ, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ | ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ কাশীধাম
সময়—রবিবার, অপরাহ্ণ, ১৫ই আশ্বিন ১৩৩৪, ২রা অক্টোবর, ১৯২৭

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

আজ আমরা বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত। এখানে আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর গুরু শ্রীসনাতন প্রভুর নিকট শ্রীগৌরসুন্দর সনাতন ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সেই শ্রীসনাতন প্রভুর সম্বন্ধে 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী'-তে শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু পূর্ব্বকথিত শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন।

হিতাহিত-বিবেকশূন্য মানুষ আমি—বাহ্য-জ্ঞানাদিতে প্রমত্ত আমি নিজের মনগড়া ভজনাদিতে ব্যস্ত ছিলাম্। আমাকে ইতরপিপাসা-রহিত করাইয়া মহাবদান্য গৌরসুন্দরের নিত্যভৃত্য মহামহাবদান্য শ্রীল সনাতন প্রভুপাদ অনিচ্ছুক আমাকে বলপূর্ব্বক ভক্তি-রস পান করাইয়াছিলেন। আমাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপ, তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীসনাতন।

শ্রীসনাতন—সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য। তিনি 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত'-গ্রন্থের মধ্যে সম্বন্ধবিষয়ক কথা বিচার করিয়াছেন। ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইলে ভগবানের ভক্তের আশ্রয়ব্যতীত আমাদের ভগবৎসেবা-লাভ ঘটে না। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপগোস্বামী, যাঁহার (শ্রীরূপের) অনুগত বলিয়া শ্রীদাসগোস্বামী আপনাকে পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহা হইতে ভজনবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—আমাদের কবিরাজ গোস্বামী, সেই শ্রীরূপপ্রভু অত্যন্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির, এমন কি উদ্ধবাদিরও দুর্ল্লভ একমাত্র গোপী-গণ-প্রাপ্য ভক্তি-কথা শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট শুনিবার অভিনয় করিয়াছিলেন।

প্রাক্তন অনাদিকর্ম্মফলে আমাদের মনে হইয়াছে যে, কৃষ্ণেতর প্রীতিসংগ্রহই আমাদের প্রয়োজনীয়। আমরা পতিত জীব। আমরা নিজের মঙ্গল নিজে করিতে পারি না। পতিতপাবনের চরণাশ্রয় না করা পর্য্যন্ত আমাদের মঙ্গল হয় না—তদ্ব্যতীত অন্য মঙ্গলের উপায় নাই।

শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ নিত্য ভগবৎ-পার্ষদ। তাঁহাদের পাদপদ্ম নিত্যকাল সর্ব্বজীবের সর্ব্বোচ্চ গুরুপাদপীঠ।

এই কাশীপুরীর 'যতনবটের' নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে চন্দ্রশেখরের গৃহে তখন মহাপ্রভু বাস করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র, রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর পিতৃরূপী শ্রীতপনমিশ্র মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু পূর্ব্বেই গৃহত্যাগের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। শ্রীসনাতন কারারক্ষককে অর্থাদির দ্বারা বঞ্চনা করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে ছুটিয়া আসেন। শ্রীসনাতন মজঃফরপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ডাকাতের হাতে পড়িবার অভিনয় করেন। তখন শ্রীল সনাতন 'সাকর মল্লিক' নামে পরিচিত ছিলেন। সনাতন কাশী আগমন করিলে তপনমিশ্র 'সাকর মল্লিকে'র দাড়ি, গোঁফ প্রভৃতি দেখিয়া 'মুসলমান ফকির' মনে করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু 'সাকর মল্লিক' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'সনাতন' নাম দিলেন। কর্ণাট ব্রাহ্মণোচিত বেষ না দিয়া সনাতনকে দিলেন কাঙ্গালের বেষ। সনাতন বৈষ্ণবের অবশিষ্ট অধৌত বসন পরিধান করিলেন।

পুরাতন কাপড় রাগপর্য্যায়ে গৃহীত নিষ্কিঞ্চনের বেষ বা বৈষ্ণব-পরমহংসের বেষ। তাহা বিধিপর্য্যায়ে গৃহীত বেষ নয়। কাষায়-বসনাদি বৈধ বেষ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে সম্বন্ধের কথা বলিয়াছিলেন। যেখানে বস্তুর একত্বের অধিক, সেখানেই পরস্পরের সম্বন্ধভাব বিদ্যমান—সেখানেই সেব্য-সেবক ভাব।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥

—ভাঃ ১২।১২।৫৫

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ স্মরণে অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

আদৌ সম্বন্ধ জ্ঞান। সম্বন্ধ জ্ঞানের অপর নামই 'দিব্যজ্ঞান' বা 'দীক্ষা'। গুরুপদাশ্রয় হইতেই এই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥

—হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ম সংখ্যা-ধৃত
বিষ্ণুযামল-বাক্য

যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধ-জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রথমঃ কিরণঃ—প্রমাণ-নির্দ্দেশঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৩৬ পৃষ্ঠার পর]

বেদানাং দুর্গমত্বাজ্জীবোপকারার্থায় তদর্থসার-সংগ্রহরূপং

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রদত্তম্—[১২।৪।৪১, ৪৩]

পুরাণসংহিতামেতামৃষিনারায়ণোঽব্যয়ঃ।
নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সঃ ॥
স বৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাম্ ॥৪৮

ইমাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে।
দীর্ঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ সংপৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুকঃ—[১২।৫।১]
অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ ॥৫০॥
সূতেন শ্রীমদ্ভাগবতস্য সর্ব্বপুরাণসূর্য্যাত্বম্ কথিতম্
—[১।৩।৪১, ৪৩]
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবিদাম্বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥৫১॥
কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥৫২
শ্রীসূতঃ—[১২।১৩।১৪]
রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্ ॥ ৫৩ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রমাণনির্দ্দেশে
গ্রন্থসূচনানাম প্রথমঃ কিরণঃ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

বেদের দুর্গমতাপ্রযুক্ত তদর্থসারসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা-নিবন্ধন, সর্ব্বপুরাণসার শ্রীমদ্ভাগবত হইয়াছেন। এই পুরাণসংহিতা নারায়ণ ঋষি পূর্ব্বকালে নারদকে বলিয়াছিলেন। নারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ঐ পুরাণ বলেন। শুকদেব কহিলেন,—হে মহারাজ! সেই বাদরায়ণ ঋষি আমাকে সর্ব্ববেদসম্মত এই ভাগবতী সংহিতা প্রীত হইয়া দিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

নৈমিষক্ষেত্রে এই সূত ঋষিদিগের নিকট, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দীর্ঘসত্রে শৌনকাদি ঋষিগণদ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া এই পুরাণ ব্যাখ্যা করিবেন ॥ ৪৯ ॥

যাঁহার প্রসাদ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহার ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হন, সেই বিশ্বাত্মা ভগবান্ এই শ্রীমদ্ভাগবতে নিরন্তর অনুবর্ণিত হইয়াছেন ॥ ৫০ ॥

সমস্ত বেদ, রামায়ণ-মহাভারতাদি ইতিহাস হইতে সার সার কথা সংগৃহীত হইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত উদিত হইয়াছেন। বেদব্যাস এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মবিদ্‌গণের শিরোমণি শ্রীশুকদেবরূপ স্বীয় পুত্রকে শিক্ষা করাইয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীগোলোকবৃন্দাবনপতি কৃষ্ণচন্দ্র যখন স্বীয় প্রপঞ্চাগত লীলাকে অপ্রকট করিলেন, তখন জীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ এই পুরাণপ্রভাকর সমস্ত ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত কলিকালে নষ্টদৃষ্টি পুরুষদিগের প্রয়োজনসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সম্প্রতি উদিত হইয়াছেন ॥ ৫২ ॥

অন্যান্য পুরাণসকল সাধুসমাজে সেইকাল পর্য্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেন, যে পর্য্যন্ত এই ভাগবত-পুরাণ সাধুসমাজে শ্রুত না হন। ইনি অমৃতসাগরস্বরূপ।'৫৩

তাৎপর্য্য এই, পরমার্থ-নির্ণয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষানুমান প্রভৃতি প্রাকৃতপ্রমাণ অপ্রাকৃত বিষয়ে কার্য্য করে না। তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে-সকল পারমার্থিক শাস্ত্র হইয়াছে, তাহাতে জীবের মঙ্গল হয় না। অপ্রাকৃত জ্ঞান একমাত্র অপৌরুষেয় বেদই বলিতে পারেন, কিন্তু বেদও দুর্ব্বোধ, বিশেষতঃ কলিযুগে। পরমকারুণিক নারায়ণ এই ভাগবত-পুরাণে সমস্ত বেদবেদান্তার্থ সংগ্রহপূর্ব্বক জীবমঙ্গলের জন্য জগতে এই সর্ব্বপ্রমাণসার ভাগবত অর্পণ করিয়াছেন। একমাত্র পারমহংস্য-সংহিতারূপ এই ভাগবতকে সৌভাগ্যবান্ জীবসকল পরমার্থবিষয়ে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করুন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রমাণনির্দ্দেশো-
নাম-প্রথমকিরণে 'মরীচিপ্রভা'-নাম-
গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

সাধুসঙ্গ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৩৯ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গের ভয়াবহ পরিণাম জানাইতেছেন—

"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥"

—ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৫

অর্থাৎ "যে সকল অসদ্‌ব্যক্তির সঙ্গক্রমে সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থ-বিষয়ামতি, লজ্জা, ধনধান্যলক্ষণা অথবা হরিসেবাময়ী শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ, বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয়নিগ্রহ-(জনিত) চিত্তের প্রশান্তভাব, উন্নতি প্রভৃতি দ্বাদশটি কল্যাণগুণ—একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইসকল অশান্ত, মূঢ়, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তি-গণের সঙ্গ কখনও করা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গ-দ্বারা সেইরূপ হয় না।"

এজন্য ভগবদ্বিমুখজনের সঙ্গ হইতে বিশেষ সাব-ধান হইতে হইবে। কাত্যায়নসংহিতায় কথিত হইয়াছে—

"বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্।"

অর্থাৎ "প্রজ্বলিত বহ্নিশিখামধ্যে পিঞ্জরমধ্যে অবস্থিতি-জনিত দারুণ ক্লেশ সহ্য করা বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি কৃষ্ণচিন্তাবহির্ম্মুখ জনের কষ্টকর সঙ্গ কখনও করিবে না।"

আরও গোস্বামিপাদোক্তিদ্বারাও বলা হইয়াছে—

"মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ কৃচিদপি।
ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥"

অর্থাৎ ক্ষীণপুণ্য ভগবদ্ভক্তিহীন মনুষ্যগণকে দেখিও না।

পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে—

"কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জয়েৎ ॥
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৬।৩০৩-৩০৪

(পদ্মপুরাণ বাক্যম্)

অর্থাৎ "এবিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; পরন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ—অবৈষ্ণব, ভ্রমেও তাহাদিগকে সম্ভাষণ বা স্পর্শ করিবে না।"

"জগতে কুক্কুরভোজি চণ্ডালের ন্যায় (অর্থাৎ চণ্ডালের দর্শন যেমন অবৈধ বা নিষিদ্ধ, তদ্রূপ) অবৈষ্ণব বিপ্রকে দর্শন করা কখনও উচিত নহে। বৈষ্ণব (ব্রাহ্মণগুরু) বর্ণনিরপেক্ষ হইলেই অর্থাৎ যে কোন বর্ণে আবির্ভূত হউন না কেন, ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকেন।"

"ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয় ॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৬।৩০৫

এস্থলে ভগবদ্ভক্তিহীনতাকেই অবৈষ্ণব বলা হইয়াছে। বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ হইলেও ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের গুরুত্ব স্বীকৃত হইতেছে না। সুতরাং তাদৃশ ব্রাহ্মণ—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥

—হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০ ধৃত পাদ্মবাক্য

অর্থাৎ মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও (বেদের) সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না।

বৈষ্ণব কাহাকে বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইয়াছে—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

—ঐ হঃ ভঃ বিঃ ১।৪১

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (সদ্‌গুরুসকাশে) বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তিনিই অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক

বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অ-বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত।

এইরূপ নিষ্কপট, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ ভজনবিজ্ঞবৈষ্ণবই সঙ্গযোগ্য বৈষ্ণব।

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন করিতেছেন—

কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
(জড়) বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥
মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ানো না যায়।
সাধুগুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥
অদোষদরশি প্রভু পতিত-উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥"

ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"সাধুস্তবোত্তমঃশ্লোক মতঃ কীদৃগ্‌বিধঃ প্রভো।
ভক্তিস্ত্বয্যুপযুজ্যেত কীদৃশী সদ্ভিরাদৃতা॥
এতন্মে পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎপ্রভো।
প্রণতায়ানুরক্তায় প্রপন্নায় চ কথ্যতাম্॥"

এই পরিপ্রশ্নোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স তু সত্তমঃ॥"

—ভাঃ ১১।১১।২৬-২৭, ২৯-৩২

অর্থাৎ "শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে উত্তমঃশ্লোক! প্রভো! কীদৃশ পুরুষকে আপনি সাধু বলিয়া মনে করেন এবং সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক আদৃতা কীদৃশী ভক্তি আপনার প্রতি উপযুক্তা হইয়া থাকে? হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে বৈকুণ্ঠেশ্বর! হে জগৎপ্রভো! প্রণত, অনুরক্ত ও শরণাগত আমার নিকট এই সমস্ত বর্ণন করুন।"

তদুত্তরে শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"হে উদ্ধব, যিনি 'কৃপালু'— সংসার-পরদুঃখাসহিষ্ণু, 'অকৃতদ্রোহ'—নিজের দ্রোহিব্যক্তির প্রতিও অকৃতদ্রোহী, তিতিক্ষা—সর্ব্বদেহধারিজীবপ্রতি—এমনকি নিজেকে অবজ্ঞাকারি জনগণপ্রতিও তিতিক্ষু অর্থাৎ তাহাদের অপরাধক্ষমাশীল, সত্যসার—সত্যই সার অর্থাৎ বল যাঁহার—সত্যনিষ্ঠ, 'অনবদ্যাত্মা' অর্থাৎ অসূয়াদি দোষরহিত প্রাণিমাত্রে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগদানে বিরত, 'সম' অর্থাৎ সুখদুঃখ মান-অপমানাদিতে তুল্য বোধবিশিষ্ট, 'সর্ব্বোপকারক'—সকলের হিতকারি সুহৃৎ (জীবের স্বরূপোদ্বোধনে সহায়তাই প্রকৃত সৌহৃদ্য), 'কামৈরহতধীঃ' অর্থাৎ কামাদিদ্বারা অক্ষুভিত চিত্ত, 'দান্ত'—সংযত বাহ্যেন্দ্রিয়, 'মৃদু'—অকঠোরচিত্ত, 'শুচিঃ'—সদাচারসম্পন্ন, 'অকিঞ্চন'—অপরিগ্রহ অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ, কাম-মোক্ষাদির বা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি প্রভৃতির গ্রহণপিপাসাশূন্য— চতুর্ব্বর্গাদি ভোগাকাঙ্ক্ষারহিত, 'অনীহ'—জড়ভোগ বা জড়ত্যাগের চেষ্টারহিত বা ব্যবহারিকক্রিয়াশূন্য, 'মিতভুক্'—যথাযোগ্য বিষয়-গ্রহণকারী—বা পবিত্র লঘ্বাহারী, 'শান্ত'—কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥" —শমগুণোপেতঃ, 'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' (ভাঃ ১১।১৯।৩৬) অর্থাৎ বুদ্ধির ভগবদ্বিষয়ে একনিষ্ঠতা বা চিত্তৈকাগ্রতাই শমোগুণ, তদ্‌যুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠচিত্ত, 'স্থির'—স্ব-স্ব-কৃত্যে ফলোদয় পর্য্যন্ত অব্যগ্র—অচঞ্চল চিত্ত, 'মচ্ছরণ'—মদেকাশ্রয়—শ্রীভগবানে শরণাগত, 'মুনি'—মননশীল—স্থিতধীঃ, 'অপ্রমত্ত'—জড়বিষয়ভোগে প্রমত্ত না হইয়া যিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণভজনশীল, 'গভীরাত্মা'—অপরের দুরবগাহ-স্বভাব বা অনাত্মচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মচিন্তায় বা ভগবচ্চিন্তায় গাঢ় অভিনিবেশবিশিষ্ট, 'ধৃতিমান্'—নির্ব্বিকার বা জিহ্বা ও উপস্থজয়ী অথবা সদসৎ বিবেক বা ধারণাযুক্ত, 'জিতষড়্‌গুণ'—ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু—এই ছয়টি গুণ জয় করিতে সমর্থ (এই ছয়টি গুণকেই ষড়ূর্ম্মি বলে), 'অমানী'—নিজের মান বা পূজাকাঙ্ক্ষাশূন্য, 'মানদ'—অপরকে যথাযোগ্য মানদানকারী, 'কল্য'—পরবোধনে 'দক্ষ'—অপরকে হরিকথা বুঝাইতে ও হরিভজন করাইতে নিপুণ, 'মৈত্র'—অবঞ্চক—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তনদ্বারা সকলের হিতকারী বন্ধুসূত্রে অবস্থিত, 'কারুণিক'—

সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বজ্ঞানহীন বালিশ জীবকে প্রকৃত তত্ত্বোপদেশদ্বারা পরদুঃখকাতরতা প্রদর্শনকারী ও 'কবি'—বহ্ন-মোক্ষ-বিৎ—সম্যগ্‌জ্ঞানী—এই সকল গুণবিশিষ্ট "এবং আমার শরণাগত হইয়া মদীয় বেদশাস্ত্রাদিষ্ট স্বধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ অবগত হইয়াও তাদৃশ ধর্ম্মসকল মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক বলিয়া মদীয় ভক্তিবলেই সমস্ত সিদ্ধ হইবে, এইরূপ নিশ্চয়সহকারে যিনি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সেবা করেন, তিনিও পূর্ব্বোক্ত পুরুষের ন্যায় উত্তম সাধুরূপে গণ্য হইয়া থাকেন।"

উপরিউক্ত ভাঃ ১১।১১।২৯-৩২ শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"এই তিনটি (অর্থাৎ ২৯-৩১) শ্লোকে ভগবদ্ভক্তের ২৮টি সদ্‌গুণের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 'কৃষ্ণৈকশরণ' গুণটিই মুখ্য এবং তৎসহ অপর ২৭টি গুণ সংশ্লিষ্ট। কৃষ্ণৈকশরণ বা শরণাগত কৃষ্ণদাসই 'কৃপালু'। কৃষ্ণ-ভক্তিবিতরণ-কার্য্যই তাঁহার কৃপা অর্থাৎ অমন্দ-উদয়া কৃপার বিতরণই কৃপালুত্ব।

তিনিই 'অকৃতদ্রোহ', কিন্তু মায়াবাদী আত্মঘাতী এবং নিজ-কুবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম শব্দবাচ্য। কর্ম্মী ও ভোগপরায়ণ হইয়া আত্মঘাতী আর অন্যাভিলাষী, কর্ম্ম, যোগ, স্বাধ্যায়, বিদ্যা বা অবিদ্যা প্রভৃতি বৃত্তির বশে অনাত্মপ্রতীতিযুক্ত ও সাপেক্ষধর্ম্মান্বিত বলিয়া আত্মঘাতী ও পরপীড়ক। শরণাগত ব্যক্তিই (ভক্তই) সকলের প্রতি স্নেহবিশিষ্ট; তিনি কায়মনোবাক্যে কাহারও অমঙ্গল কামনা করেন না।"

[আমরা এখানে মাত্র দুইটি গুণের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিলাম, বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভাগবতে দ্রষ্টব্য।]

বস্তুতঃ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্রা ভক্তিযাজী অসংখ্য সাধুর মূর্ত্তি জগতে বিরাজমান, কিন্তু কেবলা বা শুদ্ধা ভক্তিযাজী সাধুর সংখ্যা খুবই বিরল। উক্ত ভাঃ ১১।১১।৩২ শ্লোকে কেবলা ভক্তির প্রবর্ত্তক সাধুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শুদ্ধভক্ত সাধুত্তমে শুদ্ধকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছার লেশমাত্রও অনুস্যূত নাই। তাদৃশ সাধুই নিষ্কপট নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকের পক্ষে একমাত্র সর্ব্বসঙ্গদোষহর সঙ্গযোগ্য-সাধু। কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী ব্যক্তিই প্রকৃত প্রেমধনের সন্ধানপ্রদাতা।

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥"

—ভাঃ ৩।২৫।২০

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—স্ত্রীপুত্রমিত্রাদিতে আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ। আবার সেই আসক্তিই যদি সাধুপুরুষে কৃত হয়, তাহা হইলে উহা বৈরাগ্যাদি উৎপাদনের দ্বারা মোক্ষদ্বারকে নিরাবরণ বা উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

ঐ সাধুপুরুষের লক্ষণসম্বন্ধে বলিতেছেন—

"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥"

—ভাঃ ৩।২৫।২১-২৪

অর্থাৎ "সেই সাধুর তটস্থলক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন—তাঁহারা হরিকীর্ত্তনে (বৃক্ষের ন্যায়) সহিষ্ণু; জীবদুঃখে দয়ার্দ্র—প্রাণিমাত্রেরই নিত্য-মঙ্গলবিধাতা; তাঁহারা সকল জীবকেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভগবানেরই সেবক বলিয়া জানেন, সুতরাং কাহাকেও শত্রু বলিয়া ভাবেন না; তাঁহারা নিষ্কাম, অতএব শান্ত; শাস্ত্রানুবর্ত্তী এবং সুশীলতাই তাঁহাদের ভূষণস্বরূপ। অতঃপর ঐ সাধুগণের স্বরূপ (৪০ মুখ্য) লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন—তাঁহারা আমাকেই একমাত্র ভজনীয় বিষয়জ্ঞানে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি করিয়া থাকেন; আমার সেবাসুখতাৎপর্য্যার্থে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন—আমার জন্য স্বজনবন্ধুবান্ধবাদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; তাঁহারা মদ্‌বিষয়ক পবিত্র কথা শ্রবণ ও পরস্পর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; মদ্গতচিত্ত এই-

সকল সাধুগণকে আধ্যাত্মিকাদি তাপ ব্যথিত করিতে পারে না। হে সাধ্বি, উক্ত গুণসম্পন্ন এইসকল সাধুগণ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে আসক্তিশূন্য, তাঁহারাই অসৎ-সংসর্গজনিত দোষ হরণ করিতে সমর্থ, সুতরাং হে মাতঃ এইপ্রকার সাধুগণের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়।"

এইরূপে শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের সঙ্গযোগ্য সাধুর লক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন। সুতরাং শুদ্ধভক্ত সাধুর সঙ্গই সর্ব্বপ্রযত্নে অন্বেষ্টব্য। ঐরূপ সাধুসঙ্গে সম্মুখরিত শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপগুণ-লীলাকথা শ্রবণফলেই কৃষ্ণে ক্রমশঃ সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

শ্রীঋষভদেব পুত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন —"হে পুত্রগণ,—এমন সুদুর্ল্লভ পরমার্থপ্রদ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া অতীব ঘৃণ্যবিষ্ঠাভোজী কুক্কুরশৃগালাদির ন্যায় জড়বিষয়বিষ্ঠাভোগলিপ্সায় কালাতিপাত করা কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে, মহতের সেবাই বিমুক্তির দ্বারস্বরূপ, যোষিৎসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ-ফলে কাম-ক্রোধ-লোভাত্মক ত্রিবিধ নরকদ্বার-স্বরূপ সংসারই লাভ হইয়া থাকে"—

"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥

—ভাঃ ৫।৫।২

অর্থাৎ "পণ্ডিতগণ ব্রহ্মোপাসক ও ভগবদুপাসক-ভেদে—দ্বিবিধ মহৎসেবাকেই ব্রহ্মসাযুজ্য ও ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ রূপ দ্বিবিধ মুক্তিপ্রাপ্তির উপায় এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া থাকেন। (সেই মহতের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—) যাঁহারা সমদর্শী, ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত, অক্রোধী, সর্ব্বভূতহিতে রত এবং অদোষদর্শী (সাধবঃ পরদোষা-গ্রাহিণঃ ভবন্তি), তাঁহাদিগকেই মহৎ বলিয়া জানিবে। (ভগবন্নিষ্ঠতাই ভগবদুপাসক মহতের বিশেষত্ব।)

"যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভর বার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥"

—ঐ ৩য় শ্লোক

অর্থাৎ "যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্যবস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাঁহারা ভোজন-পানাদিতে রত বিষয়িগণের অসদ্‌বার্ত্তায় এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাঁহারা ইহলোকে দেহ নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ।"

উপরিউক্ত প্রথম শ্লোকে মহতের সাধারণ লক্ষণ কথিত হইলেও তৃতীয় শ্লোকেই মহতের অসাধারণ স্বরূপ-লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীভগবানে প্রগাঢ় প্রীতিই মহতের মুখ্য লক্ষণ। এইরূপ কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ বা প্রিয়তম সাধুসঙ্গফলেই কৃষ্ণে প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণপাদপদ্মে ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে কৃষ্ণপ্রীতি প্রদর্শন, তাদৃশী প্রীতিতে প্রীতির কাপট্য নাট্য অন্তর্নিহিত, তাহা প্রকৃত প্রীতি নহে, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলা প্রীতিকে কখনই প্রীতি বলা যায় না। নিষ্কপট কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলা প্রীতিই প্রকৃত কৃষ্ণপ্রীতি, সেইরূপ প্রীতিযুক্ত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সাধুগুরুই প্রকৃত মহত্তম। তাঁহারাই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর নিজজন, তাঁহাদেরই কৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভ হয়।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত 'শ্রীশিক্ষাষ্টক' এবং শ্রীগৌর-পার্ষদপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিপ্রভু বিরচিত 'শ্রীউপদেশামৃত' গ্রন্থদ্বয় 'সাধনপথ' নাম দিয়া ভাষ্যাদিসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ঐ গ্রন্থের ২৪৩/২ আপার সার্কুলার রোডস্থিত গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ৪৪২ গৌরাব্দে পুরুষোত্তমমাসে মুদ্রিত একখণ্ড দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। বস্তুতঃ উহাই প্রকৃত সাধনপথপ্রদর্শক এবং ঐ পথাবলম্বীই প্রকৃত সাধ্যবস্তু কৃষ্ণপ্রেমসম্পৎ লাভ করিয়া সাধ্য-সাধন-তত্ত্বজ্ঞ সাধুত্তম হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কুলীনগ্রামবাসী শ্রীল সত্যরাজ খানকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

(১) প্রভু কহে, যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥

(২) কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥
(৩) যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি—বৈষ্ণবপ্রধান ॥

ইহাই নামভজনানন্দী বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম সাধুর লক্ষণ।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনশিক্ষায় এবং শ্রীরায়রামানন্দ সংবাদে যে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, সেই সাধ্য-সাধনতত্ত্বের আচার-প্রচারপরায়ণ সাধুই প্রকৃত সঙ্গযোগ্য।

ভক্তভাগবতপ্রবর সাধুত্তম শুকদেব গোস্বামীর নিকট মুমূর্ষু মহারাজ পরীক্ষিৎ সপ্তাহকাল শ্রোতব্যসার শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণাদর্শ প্রদর্শনদ্বারাই সাধুসঙ্গের চরমাদর্শ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

মহাজন যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পথই আমাদের সকলেরই অনুসরণীয় পথ—'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ'। মহাজন কে বা কাহারা? তাহাতে বলা হইয়াছে—

স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), নারদ, শম্ভু, কুমার (সনৎকুমার বা চতুঃসন— সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার), দেবহূতিনন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহলাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি ও বৈয়াসকি (শুকদেব) এবং যমরাজ—এই দ্বাদশ মহাজন ভাগবতধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ-মহাজন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সকলেই ভক্তিপথাবলম্বনের মহদাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। (ভাঃ ৬।৩।২০ দ্রষ্টব্য)

মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক বলি, শম্ভু, প্রহলাদ, বিদুর, ধ্রুব, দালভ্য, পরাশর, ভীষ্ম এবং নারদাদি ভক্তবৃন্দের সেবা করা একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা ঘোরতর অপরাধ হয়।

(—লঘুভাগবতামৃত উত্তরখণ্ড ২য় সংখ্যাধৃত শাস্ত্রবাক্য) উঁহাদের নাম করিতে করিতে প্রণতি-জ্ঞাপনও মঙ্গলজনক।

বৃহদ্ভাগবতামৃতে অম্বরীষাদি ভক্ত হইতে প্রহলাদের শ্রেষ্ঠতা (ভাঃ ৭।৯।২৬), প্রহলাদ অপেক্ষাও পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা (—লঘুভাঃ উঃ খঃ ১৭ সংখ্যাধৃত ভাঃ ৭।১০।৫০ শ্লোকের স্বামিটীকা), পাণ্ডবগণ হইতেও যাদবগণের শ্রেষ্ঠতা (উক্ত লঘুভাঃ উঃ খঃ কারিকা ১৮ সংখ্যা), যাদবগণ হইতেও উদ্ধবের শ্রেষ্ঠতা (ভাঃ ১১।১৪।১৫) [ভাঃ ৩।৪।৩১ শ্লোকে স্বয়ং ভগবানও বলিতেছেন—উদ্ধব আমা অপেক্ষাও কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন নহেন, যেহেতু ইনি গোস্বামী—বিজিতেন্দ্রিয়—বিষয় দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না।] উদ্ধব হইতেও আবার ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠতা (ভাঃ ১০।৪৭।৬১), [বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকার লক্ষ্মী হইতেও ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠতা—আদিপুরাণোক্ত ভগবদ্‌বাক্য।], আবার সমস্ত ব্রজদেবী অপেক্ষা শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা (—উক্ত লঘুভাঃ উঃ খঃ ৪৫ সংখ্যাধৃত শাস্ত্রবাক্য, হঃ ভঃ বিঃ ১৬।১০৬), আবার যেমন শ্রীরাধিকা, তাঁহার কুণ্ডও তেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম—

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

এই শ্রীকৃষ্ণশ্রেষ্ঠারাধার আনুগত্যে শ্রীবার্ষভানবী-রাধাদয়িত কৃষ্ণের নিষ্কপট ভজনরতভক্তই প্রকৃত সাধু, তাঁহার সঙ্গই বরণীয়।

বর্ষারম্ভে

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের অশেষ করুণায় নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ প্রবর্ত্তিত—তাঁহার বড় সাধের—বড় আদরের—শ্রীচৈতন্যকথামৃত বিতরণের মুখপত্রস্বরূপ—'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকা আজ সপ্তবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীগৌরাঙ্গশক্তি গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীমুখামৃত দ্রবসংযুত পরমপ্রিয় শ্রীচৈতন্যকথামৃত আসমুদ্রহিমাচল সমগ্রভারতে পরিবেশন করিয়া

আচারপ্রচারপ্রমোদ গুরুদেবের কতই না আনন্দ বিধান করিয়াছেন। তাই তাঁহার অফুরন্ত স্নেহামৃতধারাভিষিক্ত হইয়া তাঁহারই সঞ্চারিত অত্যদ্ভুত কৃপাশক্তিপ্রভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময়ী শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচারকেন্দ্রস্বরূপ বিশাল বিশাল মঠ-মন্দির স্থাপন করতঃ সেই প্রচারের মুখপত্ররূপে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকা প্রবর্ত্তন করিয়া ১৯৭৯ সালে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। তদবধি তাঁহারই করুণামৃতধারায় অভিষিক্ত— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সেই অমৃতবর্ষিণী পত্রিকার সম্পাদনসেবাভার প্রাপ্ত হইয়া আমাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতেছেন। অন্যান্য পার্থিব সকল বস্তুর আশার মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ ধারাশ্রয়ে যাহাতে 'শ্রীরাধিকা মাধবাশা' —সেই যুগলসেবাপ্রাপ্তির আশাকেই হৃদয়ে প্রগাঢ়রূপে পোষণ করিতে পারি. তাহা হইলেই আমাদের জীবনের প্রকৃত সার্থকতা লাভ হয়। শ্রীরাধামাধবমিলিততনুই শ্রীগৌরসুন্দর। কলিযুগপাবনাবতারী তাঁহার শ্রীমুখ-বাণীই কলিহতজীব আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টকই আমাদের সর্ব্বশ্রেয়োবিধাতা। "শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সকলপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান" "এতৎ সপ্তগুণকং সচ্চিদানন্দ স্বরূপযুগলপ্রেমবিচিত্রলীলাপরং শ্রীকৃষ্ণম্ সংকীর্ত্তনং বিজয়তে—বিশিষ্টতয়া সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিতেছেন—

"পীতবরণ কলিপাবন গোরা। গাওয়ই ঐছন ভাববিভোরা॥ চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী॥ হেলাভবদাবনির্ব্বাপণবৃত্তি। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি॥ শ্রেয়ঃ কুমুদবিধু জ্যোৎস্না প্রকাশ। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস॥ বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূ জীবনরূপ। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় সিদ্ধ-স্বরূপ॥ আনন্দপয়োনিধিবর্দ্ধনকীর্ত্তি। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্লাবনমূর্ত্তি॥ পদে পদে পীযূষ স্বাদপ্রদাতা। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা॥ ভক্তিবিনোদ স্বাত্ম-স্থাপনবিধান। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমনিদান॥"

নামসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন এবং উহাই সাধু-সঙ্গ, ইহাই সমগ্র শ্রীচৈতন্যবাণীর শিক্ষামৃতসার।

আমরা আমাদের শ্রীপত্রিকার নববর্ষারম্ভে সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকাগণকে আমাদের হার্দ্দ অভিনন্দন ও যথাযোগ্য অভিবাদন জানাইতেছি, তাঁহারা সকলেই প্রসন্ন হউন।

"চৈতন্যবাণী"

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ]

দীর্ঘদিন পরে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা হওয়ায় দুইচারি কথা লিখিতেছি। চৈতন্যবাণী কীর্ত্তনের হার্দ্দী প্রচেষ্টা থাকিলেও নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে সেবা করিতে পারি নাই। সুধীজনসমাজ পারমার্থিক চিন্তাস্রোত লইয়া আমার লিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করিলে আমার পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

তত্ত্বানুসন্ধানে শ্রদ্ধার একান্ত প্রয়োজন। উহাই পরমার্থ পথের পাথেয় এবং জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া উপস্থিত হইলে তত্ত্বদর্শিগণের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

চৈতন্যবাণী মানে সাধুবাণী। শ্রীচৈতন্যদেব সাধুবেশ ধারণ করিয়া জগতে আসিয়াছিলেন। সাধু-বাণী বলিতে আমরা কি বুঝি। 'সাধু' শব্দের অর্থই হইতেছে যিনি সদ্‌বস্তুর অনুশীলন করেন। ভগবান্ একমাত্র সদ্‌বস্তু, সেই সদ্‌বস্তুস্বরূপ ভগবান্, তাঁহার বাণী কীর্ত্তনকারিগণই সাধু। সাধু বলিতে বাহ্যিক পোষাকধারী ব্যক্তিবিশেষকে বোঝায় না। শাস্ত্রে সাধুর লক্ষণ যাহা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি কৃপালু, কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করেন না, সত্যনিষ্ঠ, শমগুণ-সম্পন্ন, নির্দ্দোষ, দাতাশিরোমণি, মৃদু স্বভাবযুক্ত, পরম পবিত্র, অন্যাভিলাষরহিত, যুক্তাহারযুক্ত, বাচালতা-

রহিত, মানদ ও অমানী এবং শাস্ত্রজ্ঞ। এইসমস্ত গুণের দ্বারা ভূষিত যিনি, তিনিই সাধুপদবাচ্য। তাঁহার কৃত্য একমাত্র হরিগুণগান। "হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ"—হরি নির্গুণ ও প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব। নির্গুণ শব্দে ইহা নয় যে, তাঁহার কোন গুণ নাই। তিনি প্রাকৃত গুণরহিত, অপ্রাকৃত গুণে বিভূষিত। এইজন্য তিনি প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব, অর্থাৎ মায়াতীত।

"কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হৈয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥"

অনন্ত অপ্রাকৃত গুণে বিভূষিত শ্রীহরি, তাঁহার সেবাবিমুখতাই জীবের দুর্দ্দৈবের কারণ। জীবকে এই দুর্দ্দৈব হইতে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীহরি তাঁহার কৃপা-সিক্ত সাধুগণকে ইহজগতে প্রেরণ করিয়া থাকেন তাঁহারই বাণী শোনাইবার জন্য। সেই শ্রীহরির বাণী সাধুগণ তাঁহাদের শ্রীমুখে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন আর লেখনীর দ্বারা তাহা গ্রন্থ বা পত্রিকাদিতে প্রকাশ করেন।

"সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।"

সাধুর বাণী আর শাস্ত্রবাণী একই। আচার-প্রচারবান্ সাধুই জীবন্ত শাস্ত্র, অতএব শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে হইলে সাধুর নিকটই আমাদের যাইতে হইবে। কারণ তিনি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষচতুষ্টয়মুক্ত। ভ্রম হইতেছে একটাকে আর একটা মনে করা, প্রমাদ—অনবধানতা, করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা। এই সমস্ত দোষ হইতে যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত, তিনিই সাধু। এইরূপ সাধুর শ্রীমুখ হইতে নির্গত ভগবদ্‌বাণী শ্রবণ করিলে জীবের বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা থাকে না। শ্রোতা ও বক্তার সহিত পারমার্থিক নৈকট্য সম্বন্ধই পথপ্রদর্শন করিয়া থাকে। এই সমস্ত সদ্‌গুণযুক্ত এবং প্রাকৃত গুণমুক্ত সাধু ব্যতীত যাহাদের নিকট হইতে আমরা ভগবানের কথা শ্রবণ করিব সেখানে বঞ্চিতই হইতে হইবে। কারণ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে এক অন্ধকে আর অন্ধের পথ দেখাইবার মত দুর্গতিই পাইতে হইবে। ইহা ছাড়া বাস্তব কল্যাণ লাভের কোন সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥"

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম করিতে হইবে। তাহাতেই সংসারের জয় অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের শ্রীগৌরহরি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও তিনি কৃষ্ণকে পাইবার পথ প্রদর্শনকল্পে সাধুভাবে বিভাবিত হইয়া সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণানুভূতি জীবকে প্রদান করিবার জন্য নগ্নপদে প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন, বল—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

তাঁহার অবদান-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি দান করিতে আসিয়া ভিক্ষুক সাজিয়াছিলেন এবং সাজাইয়াছিলেন। যথা—নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রভু বলিলেন—

"শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥"

তাঁহারাও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী-পসরা মস্তকে লইয়া প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—

"প্রভুর কৃপায় মোরা মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥"

আমরা সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণে সাধারণের নিকট ভিখারীর বেশে ভিক্ষা-স্বরূপ হরি-কীর্ত্তন করিবার ভিক্ষা-প্রার্থী হইয়া এই সাধুকথা প্রচারার্থ যত্নপর হইতেছি। ইহাতে যে সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য যাঁহারা প্রয়াসী হইবেন, তাঁহারা নির্ম্মৎসর সাধুগণের কীর্ত্তিত বাণীর অনুসরণে প্রবন্ধাকারে হরিকথা কীর্ত্তন করিলে জগৎকল্যাণ ও তাঁহাদেরও কল্যাণ হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুধীসমাজ আমার এই প্রবন্ধের ভুল ত্রুটি না দেখিয়া আমার বক্তব্যবিষয় অনুধাবন করিলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। আমার সতীর্থ ও শিক্ষাগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী

মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া জীবের পরম মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই শ্রীচৈতন্যবাণী বদ্ধজীবের চৈতন্য আনিয়া দিবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে হার্দ্দ্য আগ্রহ লইয়া এই শ্রীচৈতন্যবাণী পাঠ করিলে অবশ্যই কল্যাণ লাভ হইবে।

শ্রীপরশুরাম

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

দশাবতারের মধ্যে ষষ্ঠাবতার পরশুরাম। লীলাবতার অসংখ্য, তন্মধ্যে মুখ্য ২৫টী লীলাবতারের নাম শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা ২৬শ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৪ পৃষ্ঠায় মৎস্যাবতার বর্ণনপ্রসঙ্গে পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। ২৫টী লীলাবতারের মধ্যে ভার্গব পরশুরাম ঊনবিংশাবতার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে ২৪৬ পয়ারের অনুভাষ্যে পরশুরামকে শক্ত্যাবেশাবতারের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে—পরশুরামে দুষ্টদমন শক্তির আবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলে ব্রহ্মা, শিব, নারদ ও দেবতাগণ গর্ভস্তুতিতে পরশুরামকে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে স্তব করিয়াছেন। যথা—

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥

—ভাগবত ১০।২।৪০

'মৎস্য, অশ্বগ্রীব (হয়গ্রীব), কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, দাশরথি, পরশুরাম, বামন ইত্যাদিরূপে বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে তুমি প্রতিপালন করিয়া থাক; হে যদুত্তম, তোমাকে বন্দনা করি হে ঈশ্বর এই পৃথিবীর ভার এখন গ্রহণ কর।' —শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ঃ—রামচন্দ্র ও পরশুরাম।
অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্॥

—ভাগবত ১।৩।২০

'ভগবান্ বিষ্ণু ষোড়শ অবতারে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়রাজগণকে দেবদ্বিজবিদ্বেষী দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্যা করিয়াছিলেন।' শ্রীল সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে যে দ্বাবিংশাবতারের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ষোড়শ অবতার পরশুরাম।

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়দ্বয়ে শ্রীবেদব্যাসমুনিকৃত পরশুরামচরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—

গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র সোম (চন্দ্র), চন্দ্রের পুত্র বুধ। বুধ হইতে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম। পুরূরবা বা ঐলবংশে জহ্নুমুনির আবির্ভাব। জহ্নুমুনি হইতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কুশের জন্ম হয়। কুশ হইতে কুশাম্বু, কুশাম্বু হইতে গাধির জন্ম হয়। গাধির সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা ছিল। দ্বিজবর ঋচীক মুনি* গাধির কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে গাধি পণস্বরূপ এক সহস্র অশ্ব (বিশেষ লক্ষণযুক্ত অশ্ব—শরীর পাণ্ডুরবর্ণ, কর্ণে রক্তবর্ণ ও বাহিরে শ্যামবর্ণ) চাহিলেন। ঋচীক মুনি বরুণদেবের নিকট হইতে এক সহস্র অশ্ব আনয়নপূর্ব্বক গাধিকে প্রদান করিয়া সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন। অনন্তর সত্যবতী এবং তাঁহার জননী ঋচীকের নিকট পুত্রের জন্য চরু প্রার্থনা করিলে ঋচীক নিজপত্নীর গর্ভে ব্রহ্মণ্যগুণশালী এবং গাধির পত্নীর গর্ভে ক্ষত্রিয়গুণশালী পুত্রের জন্য দুইটী চরু নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ঋচীক স্নানার্থে গমন করিলে সত্যবতীর জননী মনে মনে বিচার করিলেন

* ঋচীক মুনি ঃ— ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুর বংশে ঔর্ব্বের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

—নিজের স্ত্রীর প্রতিই পতির অধিক স্নেহ হয়, সুতরাং পত্নীর জন্য যে চরু নির্ম্মাণ করিয়াছেন উহা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হইবে ; এইজন্য কন্যার জন্য যে চরু নির্ম্মিত হইয়াছে সেই চরু কন্যার নিকট হইতে চাহিয়া লইলেন। কন্যা মাতার জন্য নির্ম্মিত চরু গ্রহণ করিল। স্নানান্তে মুনি প্রত্যাগমন করতঃ উক্ত ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'সত্যবতীর পুত্র দণ্ডধর ক্ষত্রিয় হইবে এবং সত্যবতীর জননীর পুত্র ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্* হইবে।' অবশ্য পরে সত্যবতীর বিনম্র প্রার্থনায় ঋচীক মুনি বলিলেন, সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্র ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন না হইলেও তাঁহার পৌত্র ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হইবে। সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। জমদগ্নির সহিত রেণুর কন্যা রেণুকার বিবাহ হয়। জমদগ্নির কএকটী সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র 'পরশুরাম' নামে বিখ্যাত হন।

'যমাহুর্বাসুদেবাংশং হৈহয়ানাং কুলান্তকম্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো য ইমাং চক্রে নিঃক্ষত্রিয়াং মহীম্॥'
—ভাগবত ৯।১৫।১৪

'পণ্ডিতগণ এই রামকে কার্ত্তবীর্য্যকুলান্তক এবং ভগবান্ বাসুদেবের অংশ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইনি পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন।'

হৈহয়গণের অধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দত্তাত্রেয়ের আরাধনার দ্বারা প্রচুর শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করতঃ প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এইরূপ মহাবলশালী ছিলেন যে দিগ্বিজয়ার্থনির্গত বীর রাবণ একদা নর্ম্মদা নদীর তটে দেবার্চ্চনকালে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কর্ত্তৃক আলোড়িত জলে বিঘ্নিত হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাসন করিতে আসিলে তাঁহার দ্বারা যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত হইয়া বানরের ন্যায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে অবশ্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাবণকে হীন দুর্ব্বল জ্ঞানে অবজ্ঞাক্রমে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

একদিন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়ার্থ বাহির হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবক্রমে জমদগ্নির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনি জমদগ্নি রাজাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতঃ তাঁহাকে, তাঁহার সৈন্য, অমাত্য ও সেবকগণকে কামধেনুর সাহায্যে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজনাদির দ্বারা সৎকার করাইলেন। রাজা কামধেনুতে নিজাপেক্ষাও অধিক ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কামধেনুকে পাইবার জন্য লালসান্বিত হইলেন। তিনি জোরপূর্ব্বক জমদগ্নির অগ্নিহোত্র ধেনু অপহরণ করিয়া নর্ম্মদা নদীর তটবর্ত্তী নিজ নিবাসস্থান মাহিষ্মতীপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আসিতে লাগিলেন। অপহৃত সবৎস কামধেনুর সকাতর ক্রন্দনে জমদগ্নি ব্যথিত হইলেন। পরশুরাম উহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া পরশু, ধনু গ্রহণপূর্ব্বক হস্তীর প্রতি যেরূপ সিংহ ধাবিত হয় তদ্রূপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মাহিষ্মতীপুরে প্রবেশ করিবেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ কৃষ্ণাজিন পরিহিত জটাযুক্ত ধনুর্ধারী ভীষণপুরুষ বাণ, পরশু ও অস্ত্র লইয়া অতি বেগে তাঁহার দিকে আসিতেছেন। রাজা ভীত হইয়া পরশুরামকে প্রতিরোধের জন্য হস্তী, রথ, অশ্ব, গদা, বাণ, পদাতিক প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণসহ সপ্তদশ অক্ষৌহিণী† সেনা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ভগবান্ পরশুরাম একাকী সেই সমস্ত সৈন্য, হস্তী, অশ্বাদি নিধন করিলেন। মন ও বায়ুর ন্যায় বেগবান পরশুরাম পরশুর আঘাতে সমস্ত বিপক্ষীয় সৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রণভূমি নিহত সৈন্যগণের রুধিরে কর্দ্দমাক্ত হইলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ক্রুদ্ধ

* পুত্র ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্=বিশ্বামিত্র

† অক্ষৌহিণী :—১,০৯,৩৫০ পদাতি ; ৬৫,৬১০ অশ্ব ; ২১,৮৭০ হস্তী এবং ২১,৮৭০ রথ—মোট ২,১৮,৭০০ ; সেই পরিমাণে সৈন্য।

"একেভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা
পত্ত্যঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্।
সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকীনী দশানীকিন্যক্ষৌহিণী॥" —অমরকোষ

১ হস্তী, ১ রথ, ৩ অশ্ব ও ৫ পদাতি এইগুলির সমবায়ের নাম=পত্তি; এই পত্তির প্রত্যেকটীর তিনগুণ সমবায়ের—অর্থাৎ ৩ হস্তী, ৩ রথ, ৯ অশ্ব, ১৫ পদাতির নাম সেনামুখ ; সেনামুখের ত্রিগুণ=গুল্ম, গুল্মের ত্রিগুণের নাম বাহিনী ; বাহিনীর ত্রিগুণ=পৃতনা ; পৃতনার ত্রিগুণ=চমূ ; চমূর ত্রিগুণ=অনীকিনী ; অনীকিনীর দশগুণ=অক্ষৌহিণী।

—আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান

হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করতঃ স্বীয় সহস্রবাহুতে একসঙ্গে পাঁচশত বাণ যোজনা করিলেন। কিন্তু পরশুরাম একটী ধনু ধারণ করিয়া মুহূর্ত্তে সেই সকল বাণ, তূণ ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। অস্ত্রসমূহ ধ্বংস হইলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পর্ব্বত বৃক্ষাদি উৎপাটিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরশুরাম কুঠারের দ্বারা প্রথমে অর্জ্জুনের ভুজসমূহ, পরে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় তাঁহার মস্তককে ছেদন করিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নিহত হইলে তাঁহার দশসহস্র পুত্র প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। পরশুরাম অগ্নিহোত্র ধেনুকে উদ্ধার করিয়া পিতা জমদগ্নিকে দিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মৃত্যু সংবাদে জমদগ্নি দুঃখিত হইয়া পুত্রকে এইরূপ বলিলেন—

'হে মহাবাহো রাম! তুমি সর্ব্বদেবতার অধিষ্ঠান রাজাকে বিনাশ করিয়া পাপ করিয়াছ। আমরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ক্ষমাগুণের দ্বারা সকলের পূজ্য হইয়াছে। লোকগুরু ব্রহ্মা ক্ষমাগুণের দ্বারাই পরমেষ্ঠীপদবী লাভ করিয়াছেন। ক্ষমাশীল পুরুষগণের প্রতি ভগবান্ শ্রীহরি অতি শীঘ্র প্রসন্ন হন। সার্ব্বভৌম রাজার বধ ব্রাহ্মণবধ অপেক্ষাও গুরুতর। তুমি অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক তীর্থসেবাদ্বারা এই পাপকে দূরীভূত কর।'

পরশুরাম পিতৃ আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ সংবৎসরকাল তীর্থ পর্য্যটনান্তে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

একদা জমদগ্নির নির্দ্দেশে পত্নী রেণুকা জল আনয়নের জন্য গঙ্গায় গেলে গন্ধর্ব্বরাজ পদ্মমালীর (চিত্ররথের) সহিত অপ্সরাগণের ক্রীড়া দেখিতে পাইয়া গন্ধর্ব্বরাজের সঙ্গের জন্য কিঞ্চিৎ লালসান্বিত হইয়া উদ্ভ্রান্ত হইলে পতির হোমের সময় যে অতিবাহিত হইতেছে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর নিজের ত্রুটী বুঝিতে পারিলেন। মুনির শাপে অত্যন্ত ভীতা হইয়া রেণুকা পতির নিকটে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা রহিলেন। মুনি পত্নীর ব্যভিচার অবগত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য পুত্রগণকে আদেশ দিলেও পুত্রগণ তাহা করিতে অস্বীকৃত হইল। তখন জমদগ্নি কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরামকে তাঁহার পত্নী রেণুকাকে এবং আজ্ঞালঙ্ঘনকারী পুত্রগণকে হত্যা করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। পিতার মহিমাভিজ্ঞাতা পরশুরাম—'যদি তিনি পিতৃ আদেশ পালন না করেন পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হইবেন, আর যদি পিতার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করেন পিতা প্রসন্ন হইয়া বর দিবেন, সেই বরের দ্বারা জননী ও ভ্রাতাগণকে জীবিত করিতে পারিবেন'—এইরূপ বিচার করিয়া জননী ও ভ্রাতাগণকে হত্যা করিলেন। জমদগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে পরশুরাম জননীর ও ভ্রাতাগণের পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রার্থনা করিলেন তিনি যে তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছেন ইহা যেন তাঁহাদের স্মৃতিপটে উদিত না হয়। জমদগ্নির বরে জননী ও ভ্রাতাগণ নিদ্রা হইতে উত্থিতের ন্যায় পুনর্জীবন লাভ করিলেন। পরশুরাম পিতার তপোবীর্য্য অবগত ছিলেন বলিয়াই আত্মীয়বধে ব্রতী হইয়াছিলেন।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণ প্রাণভয়ে পলাইলেও পিতৃবধের কথা ভুলেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা জাগ্রত হইল। পরশুরাম ভ্রাতৃগণকে লইয়া একদিন বনে গেলে সেই সুযোগে মূর্ত্তিমান পাপস্বরূপ অর্জ্জুনপুত্রগণ জমদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভগবদ্ধ্যানরত জমদগ্নিকে রেণুকার সকাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা* করতঃ ছিন্ন মস্তকটী লইয়া পলায়ন করিল।

জননীর আর্ত্তনাদে পরশুরাম দ্রুত আশ্রমে আসিয়া পিতাকে মৃত দেখিতে পাইলেন, কিয়ৎকাল বিলাপ করিলেন। অনন্তর পিতার দেহরক্ষার ভার ভ্রাতৃগণকে দিয়া ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংসের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। পরশুরাম ব্রহ্মঘাতকদোষে হতশ্রী মাহিষ্মতীপুরে গমনপূর্ব্বক অর্জ্জুনপুত্রগণকে হত্যা করতঃ তাহাদের মস্তকগুলির দ্বারা বৃহৎ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিলেন। অর্জ্জুনপুত্রগণের রক্তের দ্বারা ব্রহ্মদ্বেষিগণের একটী নদীও তৈরী হইল। পরশুরাম এইরূপভাবে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিলেন এবং তাঁহাদের রক্তের দ্বারা সমন্তপঞ্চকে নয়টী হ্রদ নির্ম্মিত হইল।

---

* শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ টীকাতে লিখিয়াছেন নিরপরাধা পতিব্রতা শিরোমণি রেণুকাকে বধের আদেশ করায় উক্ত অপরাধফলে জমদগ্নির বধ প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরশুরাম পিতা জমদগ্নির মস্তক তদীয়দেহে সংযোজিত করিয়া কুশের উপরে স্থাপন পূর্ব্বক যজ্ঞের দ্বারা সর্ব্ববেদময় বাসুদেবের পূজা করিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে পরশুরাম হোতাকে পূর্ব্বদিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক, উদ্গাতাকে উত্তর-দিক এবং অন্যান্য ঋত্বিক্‌দিগকে ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ু এই দিকচতুষ্টয় দক্ষিণাস্বরূপ দিয়া কশ্যপকে মধ্যদেশ, উপদ্রষ্টাকে আর্য্যাবর্ত্ত এবং সদস্যবর্গকে অবশিষ্ট দেশ প্রদান করিলেন। যজ্ঞান্তে স্নানজলে সমস্ত পাপরাশি বিধৌত করিয়া পরশুরাম সরস্বতীর তীরে মেঘশূন্য আকাশে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া বিরাজিত রহিলেন। পরশুরাম কর্ত্তৃক এইরূপভাবে পূজিত হইয়া স্বীয়দেহ লাভ করতঃ ঋষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষিরূপে* পরিগণিত হইলেন।

জামদগ্ন্যোঽপি ভগবান্ রামঃ কমললোচনঃ।
আগামিন্যন্তরে রাজন্ বর্ত্তয়িষ্যতি বৈ বৃহৎ ॥
আস্তেঽদ্যাপি মহেন্দ্রাদ্রৌ ন্যস্তদণ্ডঃ প্রশান্তধীঃ।
উপগীয়মানচরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ ॥
এবং ভৃগুষু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
অবতীর্য পরং ভারং ভুবোঽহন্ বহুশো নৃপান্ ॥
—ভাগবত ৯।১৫।২৫-২৭

ভগবান্ জমদগ্নিপুত্র কমললোচন পরশুরাম ভবিষ্যমন্বন্তরে বেদপ্রবর্ত্তক এবং সপ্তর্ষিগণের অন্যতম হইবেন। ক্ষত্রিয়নিধনাদি দণ্ডবিধান কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরশুরাম অদ্যাপি প্রশান্তচিত্তে মহেন্দ্র পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণগণ তাঁহার পূত-চরিত্র সর্ব্বদা গান করিতেছেন। এইরূপ বিশ্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর হরি ভৃগুবংশে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ বহু নৃপতি বধ করিয়াছিলেন।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ও বনপর্ব্বে পরশুরামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারত বনপর্ব্বে ঋচীককে ভৃগুর পুত্ররূপে নির্দ্দেশিত করা হইয়াছে এবং ভৃগুই চরু দিয়াছিলেন সত্যবতীকে ও তাহার জননীকে এইরূপ লিখিত আছে। সত্যবতী-পুত্র জমদগ্নির সহিত রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার বিবাহ হয়। রেণুকার গর্ভে পাঁচ পুত্র হয়, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পরশু-রাম। পঞ্চপুত্র ঃ—রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও কনিষ্ঠ পরশুরাম। মতান্তরে ঃ—বসু, বিশ্বাবসু, বৃহদ্ভানু, বৃহৎকনব ও রাম।

পরশুরাম গন্ধমাদন পর্ব্বতে মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে অতি তেজোময় পরশু অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম পরশুরাম হয়। পশুনা কুঠারাখ্যশস্ত্রেণ রামঃ রমণং যস্য।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বাণসম্ভূত অগ্নিতে বশিষ্ঠের আশ্রম দগ্ধীভূত হইলে বশিষ্ঠ অভিশাপ দিয়াছিলেন—জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তাঁহার সহস্র বাহু ছেদন করিবেন। একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করার পর পিতামহ ঋচীকের নিষেধহেতু পরশুরাম ক্ষত্রিয়বধ কার্য্য বন্ধ করিলেন।

পরশুরামের অন্য নামসমূহ—জামদগ্ন্য, পর্শুরাম, পরশুরামক, ভার্গব, ভৃগুপতি, ভৃগূলাপতি।

বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও সহ্যাদ্রিখণ্ডে পরশুরামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত বর্ণনের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তাহাতে এইরূপও লিখিত আছে—মাতৃহত্যার পাপে পরশু পরশুরামের হস্তে সংযুক্ত ছিল এবং উক্ত পাপস্খালনের জন্য কৈলাসে তাঁহাকে তপস্যায় যাইতে হইয়াছিল। মাতৃহত্যাহেতু পরশুসংযুক্ত হস্ত হওয়ায় ইনি পরশুরাম আখ্যা পাইয়াছিলেন। সহ্যাদ্রিখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—জমদগ্নি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রেণুরাজকন্যা রেণু-কাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

রামায়ণ আদিকাণ্ডে পরশুরাম প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। হরধনুভঙ্গের পর রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া পিতার সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে পরশুরাম তাঁহার পথরোধ করিয়াছিলেন। তিনি রামকে এই-রূপ বলিলেন—'তুমি হরধনু ভাঙ্গিয়াছ শুনিয়া আমি আর একটী ধনু আনিয়াছি। এই ধনুর নাম বৈষ্ণব ধনু। ইহা শৈবধনু হইতে কোন অংশেই হীন নহে। এই ধনু বিষ্ণু হইতে আমার পিতামহ ঋচীক, পিতামহ হইতে পিতা ও তাহা হইতে আমি পাইয়াছি। তুমি যদি এই ধনুতে শরযোজনা করিতে পার, তবে তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।' রাম উক্ত ধনু ধারণ করিয়া অনায়াসে উহাতে শরযোজনা করিয়া বলিলেন—'এ শরের দ্বারা সমস্ত বিপক্ষকে আমি সংহার করিতে

* কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ—তত্র জমদগ্নিরেব—সপ্তম ঋষিরভূতঃ। —বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

পারি। বলুন ইহার দ্বারা আপনার তপস্যার্জ্জিত লোকসকল ধ্বংস করিব অথবা আপনার আকাশের গতিরোধ করিব' তখন জামদগ্ন্য পরশুরাম বীর্য্যহীন ও স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—'আমি কশ্যপ ঋষিকে সমস্ত পৃথিবী দান করিয়াছি। তদবধি আমি আর পৃথিবীতে রাত্রিবাস করি না। অতএব আমার গতি-নাশ না করিয়া তপস্যার্জ্জিত লোকসমূহ নাশ কর।' শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের তপোবলসঞ্চিত লোকসমূহ ধ্বংস করিলেন। জামদগ্ন্য ভগবান্ রামের নিকট এইরূপে পূজিত হইয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করিলেন।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পরশুরামের স্থিতিস্থান কাম্যক-বনে এবং মহাপ্রভুর প্রয়াগ হইতে গোকুল আগমনের পূর্ব্বে অগ্রবনে রেণুকাগ্রামে পরশুরামের জন্মস্থান উল্লিখিত হইয়াছে।

"পরশুরাম—স্থিতিস্থান করহ দর্শন।
এথা সিংহাসনে বসিলেন নারায়ণ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ৫।৮৭৬

"প্রয়াগ হইতে ক্রমে আসি অগ্রবনে।
আইলেন শীঘ্র জমদগ্নির আশ্রমে॥
তাঁর ভার্য্যা রেণুকা, 'রেণুকা' নামে গ্রাম।
যথা জন্ম লভিলেন শ্রীপরশুরাম॥
রেণুকা হইতে শীঘ্র 'রাজগ্রাম দিয়া।
এই বৃক্ষতলে রহে গোকুলে আসিয়া॥"
—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৭৯৩-৯৫

"ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং।
কেশবধৃত ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।"
—শ্রীজয়দেবকৃত দশাবতারস্তোত্র

হে কেশব! ক্ষত্রিয়রুধিরময় সলিলের দ্বারা জগৎ আপ্লুত করতঃ জগতের পাপহরণকারী পরশু-রামমূর্ত্তিধারী জগদীশ্বর শ্রীহরি, আপনার জয় হউক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরতত্ত্বের শেষ সীমা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ]

[কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ ১৬ জানুয়ারী ১৯৮৭]

শ্রীবেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রসমূচ্চয় 'বস্তু' শব্দে অদ্বয় জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই জ্ঞান স্বয়ংই জ্ঞেয় এবং স্বয়ংই জ্ঞাতা। 'বস্তুদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ 'বস্তু' বলিতে যেখানে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাস্তি সেখানে এতদ্ব্যতীত কোন বিকল্প সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইতেই পারে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, পরিদৃশ্যমান্ যাহাকিছু দ্বিতীয় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে তাহার স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম কি? ইহা কি অদ্বয়জ্ঞান পরিবারভুক্ত অথবা অপর কিছু? অপর কিছু তো স্বীকার করাই যায় না, স্বীকার করিতে গেলে 'বস্তু'র অদ্বয়ত্বের হানি হয়। তজ্জন্য পরাবর সকলকিছুকেই অদ্বয়জ্ঞানের পরিবারভুক্তই বলিতে হইবে। প্রশ্ন, অদ্বয়জ্ঞানে তো কোন মায়া বা অজ্ঞান স্বীকৃত হইতে পারে না; তবে যে 'অজ্ঞান' বলিয়া একটী তত্ত্ব সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ কি? উত্তর,—বস্তুব্যতিরিক্ত যাহাকিছু প্রতিভাত হইতেছে, সকলকেই বস্তুভ্রান্তি বা বস্তুর মায়া বলিতে হইবে, বস্তু কখনও নহেন। প্রশ্ন, —তবে বস্তুভ্রান্তি কাহার হয়? অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগ-বানের তো এবম্প্রকার ভ্রান্তি স্বীকার করা যায় না, আবার ভ্রান্তিও তো অনস্বীকার্য্য। এমতাবস্থায় একটী তৃতীয় বস্তু স্বীকার করিতেই হয় এবং তাহা বস্তুরই কোন ব্যক্তাব্যক্ত শক্তি হইবে, অপর কিছুই নহে। শক্তিগুলি বস্তুতে কখনও ব্যক্ত, কখনও অব্যক্তরূপে বিরাজমান্। ব্যক্ত হইলে বোধের বিষয় হয়, অব্যক্ত থাকিলে বোধের বিষয় হয় না। ইহাই মাত্র বলা যায়। 'বস্তু' স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার থাকিলেও তাঁহার শক্তিসমূচ্চয় নির্ব্বিকারে তাঁহাকে প্রকাশ করে। ইহা শক্তির স্বভাব ও স্বধর্ম্ম। "কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ

প্রকৃতিরুচ্যতে" গীতা। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী সুস্পষ্ট করা যাউক যেমন সুবর্ণ একটী বস্তু। তাহা হইতে বিবিধরূপ অলঙ্কার প্রকাশ পায়, সুবর্ণের সর্ব্ববিধ অলঙ্কারিকরূপের মধ্যেও সুবর্ণ সর্ব্বদাই অপরিণামী বা নির্ব্বিকাররূপেই অবস্থান করে। তবে যে বিবিধ রূপের প্রকাশ দেখা যায়, ইহারা কাহার রূপ? ইহাই সুবর্ণের শক্তির রূপ। সুবর্ণের আলঙ্কারিক রূপ প্রকাশিত হইলেই মাত্র তাহার শক্তিকে বুঝা যায় নতুবা অব্যক্তাবস্থায় তাহাকে বুঝা যায় না। বুঝা যাউক অথবা না যাউক সুবর্ণ যে বস্তু তদভিন্ন তাহার শক্তিরূপ অবশ্যই স্বীকার্য্য। তদ্রূপ 'অদ্বয়জ্ঞান' বস্তুর চিন্ত্যাচিন্ত্য শক্তিগণ তাঁহাতে সর্ব্বদা বিরাজমান্। শাস্ত্রবিচারে অদ্বয়জ্ঞান অনন্ত শক্তিমান্ বা সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও তন্মধ্যে মুখ্যরূপে তাঁহার তিনটী প্রধান শক্তিই স্পষ্টীকৃত বা বিচারিত হইয়াছে ঃ—(১) অন্তরঙ্গাশক্তি বা বিভু চিচ্ছক্তি (২) তটস্থাখ্য জীবশক্তি বা অণুচিচ্ছক্তি এবং (৩) মায়াশক্তি বা অচিচ্ছক্তি। বিভু চিচ্ছক্তি হইতে বিভু চিজ্জগৎ (বৈকুণ্ঠ), অণুচিচ্ছক্তি হইতে জৈবজগৎ এবং অচিচ্ছক্তি হইতে অচিজ্জগৎ বা জড় জগতের প্রকাশ। প্রকৃতপ্রস্তাবে বস্তুর অধিনতাই শক্তির স্বাধীনতা এবং তদ্বৈপরীত্যই মায়া বা অজ্ঞান। অণুচিচ্ছক্তি জীব নিজকে স্বতন্ত্র ভোক্তা অভিমান করিলেই মাত্র অদ্বয়জ্ঞানের অভাবে মায়ামুখী হয় বা জড় জগতের আশ্রয়ে চলিয়া যায়। তাহাতে তাহার বিপর্য্যয় ও অস্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহারই নাম 'শক্তিপরিণাম'-বাদ। বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথা ইহা হইতেই প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, 'শক্তিপরিণাম'বাদে বস্তু সর্ব্বদা নির্ব্বিকারই থাকেন। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত হইল যে, পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জৈব ও জড় জগৎ বস্তুর মায়া মাত্র, 'বস্তু' নহেন। শ্রীগীতাশাস্ত্র ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণ এই জীবশক্তিকে ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি বলিয়াছেন এবং শ্রীনারদীয়ে তাহাকে তটস্থাশক্তি বলিয়াছেন। এতাবৎ ভগবান্, জীব ও জড় জগতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম।

উপরিউক্ত তত্ত্ব ও তথ্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভগবানের সহিত জীবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সম্পর্ক রহিয়াছে এবং সাম্বন্ধিক বস্তুর চিন্তন জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥" ভাঃ ১।২।৬ [অন্বয়ার্থ ঃ—যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদিলক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে।] তবে যে জীব তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে? তাহার কারণ mal-engagement সংসারসুখ বা জড়সুখ। "মায়াবদ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ পুরাণ।" জীব ভগবানকে ভুলিয়া থাকিলেও ভগবান্ জীবকে ভুলেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই জীবের সহাবস্থানে থাকিলেও দুর্ম্মদাবস্থাপ্রাপ্ত জীব তাহা দেখিতে পায় না। তজ্জন্য তিনি বিবিধ উপায় আবিষ্কার করতঃ জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্মের উদ্বোধনে চেষ্টান্বিত থাকেন। "কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥" ভাঃ ১১।১৪।৩ [অন্বয়ার্থ ঃ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালগ্রস্তাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ করিয়াছিলাম।]

এইভাবে চিরকালই ভগবান্ কখনও স্বয়ংরূপে (কৃষ্ণরূপে) কখনও অনন্ত অবতার প্রকাশ করিয়া, কখনও শ্রীনামরূপে (শব্দব্রহ্মরূপে) এই মায়াময় জগতে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ লীলা বিস্তার করতঃ দেব-তির্য্যগ-মনুষ্যাদিকে আকর্ষণ করেন। প্রকৃত আত্মীয়তার ইহাই লক্ষণ।

"নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায়তে নমঃ ॥"
—চৈঃ ভাঃ ১।২

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং য
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ৬।২৫৫

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥"
(শ্বেতাঃ ৩।১২)

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥
—ভাঃ ১১।৫।৩২

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥"
—মঃ ভাঃ দানধর্ম্ম ১৪৯ অঃ

ইত্যাদি শ্লোকে জগদ্‌গুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি, মহানুভব পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম, শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণ পরতত্ত্বকে প্রণাম করিয়াছেন। অপৌরুষেয় শাস্ত্র বিচার এবং মহানুভব মহাজনগণের আশ্রয় ব্যতীত শ্রীভগবদনুভবের বিকল্প কোন মার্গ নাই। এই সকল বিচারাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্ত্বা সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই সম্পর্ক অধিক বিচারের কিছুই নাই। কেবলমাত্র অবতারাবলীর দয়ার তারতম্য বিচার করিয়া নিজাভিষ্ট দেবে অধিকতররূপে আবেশ লাভ করতঃ তাঁহার রাতুল শ্রীচরণান্তিকে নিত্যকাল বাসের সৌভাগ্য পোষণই চরম আকাঙ্ক্ষণীয়। "চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ (চৈঃ চঃ) তজ্জন্যই মহানুভবগণ বিচার করিয়া ভগবানের অন্যান্য অবতার ও অবতারীর দয়া এবং অবতারী পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার পার্থক্য নির্ণয়ে সুখলাভ করেন এবং অধিকতররূপে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। সেই দয়াটী কিপ্রকারের তাহার কিঞ্চিৎ অনুশীলনের যত্ন করিব।

লীলাময় শ্রীহরির অবতারের অন্ত নাই এবং তাঁহার লীলারও অন্ত নাই। আমরা এখানে মুখ্যতঃ শ্রীরামলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলার পরপর উৎকর্ষতা ও লীলাগত তারতম্যের অনুশীলন করিব। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রীহরির মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীবিগ্রহরূপে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীবিগ্রহরূপে এবং শ্রীগৌরহরিকে শ্রীঔদার্য্যপুরুষোত্তম বিগ্রহরূপে অভিজ্ঞগণ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরামলীলা জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ও সম্পূর্ণ নীতিপর বলিয়া মর্য্যাদামার্গে (বেদমার্গে) তাঁহার মর্য্যাদা প্রচুর। উচ্ছৃঙ্খল বদ্ধজীবের পক্ষে তাহা পরম হিতকর। তাহাতে সত্যের মর্য্যাদা, পতি পত্নীর মর্য্যাদা, পিতামাতার মর্য্যাদা, ভ্রাতা-ভ্রাতার মর্য্যাদা, রাজাপ্রজার মর্য্যাদা ইত্যাদি সংস্থাপিত হইয়াছে। বদ্ধজীবকুল কি প্রকারে জগতে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে তাহার দিগ্‌দর্শন শ্রীরামলীলাতেই সম্যগ্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেও জীবকুল ভগবানের স্বাভাবিকলীলার সুখানুভূতি হইতে বঞ্চিত। শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রীহরির সমপেক্ষিত নিজস্ব লীলা। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"—ভাগবত। প্রেমপ্রাধান্যই এই লীলার বৈশিষ্ট্য। প্রেমেতে নীতি (moral codes) অবহেলিতের ন্যায় দেখায়। মহাজনগণ 'প্রেম'কেই মহানিধি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বস্তু বিচারের চরমতায় 'প্রেম'ই একমাত্র বস্তু। প্রেমের দুইটি বিভাগ (১) বিষয় বিভাগ (২) আশ্রয় বিভাগ। বিষয় বিভাগের চরম "অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং আশ্রয় বিভাগের চরমতায় অনয়ারাধিকা (Uncommon Servitor) বা শ্রীরাধাভাবমূর্ত্তি [ভাঃ ১০।৩০।২৮] প্রকাশ পায়। শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত তনুই শ্রীহরির পূর্ণ স্বরূপ অথবা শ্রীগৌরহরিরূপ। "...রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্" ॥
—চৈঃ চঃ ১।১।৫

এই গৌরজ্ঞান হইতেই মাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ জ্ঞান বা বিষয় আশ্রয় জ্ঞানে নির্ম্মল প্রেম লাভ হয়। অন্যপ্রকারে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, এই ঔদার্য্যময় শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রচ্ছন্নরূপে ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ নিজ আচরণমুখে জীবগণকে শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন, যুগধর্ম্ম শ্রীনাম সংকীর্ত্তন প্রচার মুখে স্বভক্তিশ্রী স্বয়ং আস্বাদন করতঃ তাহা অবরযোনি পর্য্যন্ত এমনকি ব্যাঘ্র-ভল্লুক-গুল্ম-লতাদিতেও বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীগৌরগুণমুগ্ধ মহাজন গাহিয়াছেন, "সত্য ত্রেতা দ্বাপরে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিল সংহার রে। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, হরিনাম দিয়া জগৎ শোধিল রে ॥"

উপসংহারে ইহাই বলিতে হয় যে, শ্রীগৌরবিগ্রহই পরতত্ত্বের শেষ সীমা, তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় এবং তিনিই জ্ঞাতা অথবা তিনিই স্বয়ং প্রেম এবং প্রেমের

বিষয় ও আশ্রয় বিগ্রহ। এহেন শ্রীগৌরসুন্দরের আমরা নিরন্তর জয়গান করি।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনং। রাম রাম রাম রম্য দিব্যছন্দ নর্ত্তনম্॥ যত্র তত্র কৃষ্ণনাম দান লোক নিস্তরম্। প্রেমধাম দেবমেব নৌমি গৌর সুন্দরম্॥" "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[শ্রীবিশ্বম্ভরদাস ব্রহ্মচারী]

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

শ্রীরূপগোস্বামী পাদের প্রণাম সূত্রে পরমোদার শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লিখিত হয়। প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ছিলেন মহাবদান্যের মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপ। তিনি ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমদাতা শিরোমণি এবং অখিলরস ঘন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। তিনিই কৃষ্ণচৈতন্য নাম্না এবং গৌরাঙ্গরূপধারী।

এতদ্ শ্লোকে লক্ষিতব্য হইল নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও তত্ত্ব সমন্বিত শ্রীচৈতন্যদেব—

নাম— মহাজন প্রবর শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদের কৃত শ্লোকে দৃষ্ট হয় যে—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা॥
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রণামমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরোঃ নঃ পরঃ॥

—শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী

যেমন ব্রজলীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তিনি নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ও লীলাক্ষেত্র রচনা করিয়াছিলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে এবং সেখানে কিছু আস্বাদন অসম্পূর্ণ থাকায় তদাভিন্ন লীলা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও তত্ত্বকে পুনরায় পরিগ্রহ করেন। সেই সূত্রে লীলাক্ষেত্র রচনা করিয়াছিলেন, শ্রীধাম নবদ্বীপ অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে—

"নবদ্বীপ নামে গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য-গোঁসাঞি॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সব লোক তোমা হইতে যাতে হইল ধন্য॥

এতদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃত শ্রীচৈতন্য ভাগবত পয়ার অনুযায়ী জ্ঞাতব্য বিষয় হইল তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

গুণ— শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অশেষ সদ্‌গুণাবলী অবলম্বনে কিছু লিখিবার ভৃত্যাধমের ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞানুযায়ী সেই মহাবদান্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের গুণকীর্ত্তনে সুযোগ লইতেছি।

অপ্রাকৃত চিন্ময় রাজ্যই জীবের প্রথম বস্তু। এতদ্ ব্যতীত যাহা প্রতীতি হয় তাহাই দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ জড়জগৎ বা প্রাকৃত বিশ্ব। অতএব মায়াবদ্ধ জীবের দেহ হইল নশ্বর বা বিনাশ শীল। যখন জীবজগৎ অর্থাৎ মনুষ্য সমাজ ভুলিয়া গিয়াছিল তাহাদের বাস্তব পরিচয়, একে অপরের প্রতি হিংসাচরণ, এমনই অমঙ্গল আচ্ছন্ন বিশ্বকে গ্রাসিত করিয়াছিল। এমতাবস্থায় পরমোদার শ্রীচৈতন্যদেব মহাবদান্যের স্বার্থক কল্পে, ভৌমলীলা আবিষ্কার হেতু মঙ্গল প্রদীপ স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ ধাম অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান জগতে বিভিন্ন প্রকার সেবার উল্লেখ হয়। সেখানে রহিয়াছে একে অপরের প্রতি স্বার্থের বিনিময়, যেমন জিহ্বাতে কোনবস্তু থাকাকালীন তাহার যে কি আস্বাদ তাহা বোঝা যায়। কিন্তু যখন থাকে না তখন আবার আস্বাদন করিবার জন্য প্রলুব্ধ হয়। বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজে যদি কেহ বলেন শ্রীচৈতন্যদেব কোন সেবামূলক ধর্ম্মের কিছু বলেন নাই। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় সমাজ সংস্কারের দিকে তিনি কিছু করিয়া যান নাই, প্রকাশ্যে তিনি কিছু করেন নাই সত্য কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা

যায় বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারের মূল ভিত্তি ও বীজ বপন কারীই—শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহার প্রকাশ্য আন্দোলনের বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারীগণ অনেকেই ছিল। তখন বাংলার সমাজ-বন্ধন খুব দৃঢ় ছিল। যেমন যদি কোন মুসলমান কোন ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে যাইত তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা হইত। এই সমস্ত সংকল্পকে দৃঢ় করিবার জন্য স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ বিশেষ চেষ্টিত বা বিশেষ পথ অবলম্বন করিতেন। কিন্তু সাধন রাজ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু এক নূতন সংস্কার পদ্ধতি প্রচলন করেন। যাহাতে তদানিন্তন পণ্ডিত সমাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরোধী হইল। কিন্তু কালক্রমে মহাপ্রভুর আচরণ ও প্রচার প্রত্যক্ষ করতঃ—শ্রীচৈতন্যদেবের পদাকৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জনসাধারণের সাময়িক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পান্থনিবাস, চিকিৎসালয়, অন্নছত্র, সঙ্কটত্রাণ সমিতি স্থাপন না করিলেও তাহার দানের তুলনা নাই। তিনি এমন কৃষ্ণপ্রেমমত্ততা রূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যাহা হইতে পূর্ব্বে কোন দেবলোক মনুষ্যলোক এমন কি অন্য-যুগীয় অবতারগণও পর্য্যন্ত এই সুদুর্ল্লভ প্রেম স্বহস্তে দান করেন নাই।

যদি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সাহিত্য বিষয় আলোচনা করা যায় তাহা হইলে তিনি এই বাংলার বুকে এক নূতন যুগের উদ্ভাবনা করিয়া ছিলেন। তাঁহাকে ও তাহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সাহিত্য ভাণ্ডার গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভারতের বুকে এক অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর বিশেষ গৌরবের বিষয়। সহিষ্ণু ধর্ম্ম প্রচারক প্রবর শ্রীগৌরাঙ্গদেব, তিনি কোন পুঁথি লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তবে "শিক্ষাষ্টক" নামে আটটি শ্লোক রচনা করিয়া ছিলেন। তার মধ্যে তৃতীয় শ্লোকেই দৃষ্ট হয়, যথা—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি ॥

—শিক্ষাষ্টক

জীব জগতকে শিক্ষাকল্পে তিনি বলিয়া ছিলেন যে, নাম সাধন করিবার প্রণালী কি প্রকার? যিনি নিজেকে সর্ব্বদা তৃণাপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, যিনি অমানী মানদ, অর্থাৎ নিজে মানহীন বা মানশূন্য প্রাপ্ত হইয়া অপরকে মান-দানে প্রযত্ন পর হন, তিনি একমাত্র হরি কীর্ত্তনের অধিকারী। এই ভাবে বিষয় ভোগ প্রমত্ত জীবকে নাম-প্রভু সেবায় মত্ততা প্রকাশ করাইবার জন্য এই স্থলে তৃণাদপি সুনীচেন শ্লোকটী অবতারণা করা হইল। এই জীবজগতের অশান্তচিত্তকে শান্ত করিবার জন্য তিনি তাঁর শিক্ষাষ্টকের পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিলেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অর্থাৎ হে জগদীশ আমি ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী মনোরমা ভার্য্যা চাই না। আমি চাই তোমার পাদপদ্মে ভৃত্যের অহৈতুকী ভক্তি প্রকাশিত হউক। কেননা যদি কোন লোক কোন দিন পাঁচ টাকা লাভ করিল। পরদিন যাহাতে দশ টাকা লাভ হয় তার জন্য চেষ্টা করিতে শুরু করিল, অতএব যতটুকু দরকার ততটুকু তুমি জগত থেকে গ্রহণ কর। অন্যত্র বলিয়াছেন যথা যোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ। অনাসক্ত সেই কি আর কহব। এই সমস্ত আচার ও প্রচার পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গদেব শিক্ষা দিয়া ছিলেন। এইজন্য কোথায় কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে গুণেশ্বর শব্দে অলংকৃত করা হয়। একমাত্র গুণের আকর বা উৎস হইল পরম দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব।

রূপ— শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপ বর্ণনের জন্য স্বকৃত কোন বিদ্যাবুদ্ধি না থাকায় ব্যাসাবতার অর্থাৎ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক বর্ণিত শ্রীমদ্ ভাগবতের একটী শ্লোকের অবতারণা করিতেছি—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

—ভাঃ ১১।৫।৩২

কৃষ্ণ হইয়াও তিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ। তাহার তুণ্ডে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম ও সংকীর্ত্তন। কোটি কোটি চন্দ্র-সূর্য্য সংযোজিত হইয়া যে রূপ ধারণ করে, তদাপেক্ষা প্রবল আধিক্য ছিল শ্রীগৌরহরির রূপ-রাশিতে। পার্থিব জগতের রূপে আকৃষ্ট হইয়া এই নশ্বর জগতের প্রতিটি বস্তুই বিপদের সম্মুখীন হয়। কিন্তু শ্রীগৌরহরির রূপের দ্বারা মোহিত হইয়াছিল

সমস্ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা-দ্রাবিড় দেশীয় সভ্য ও অসভ্য প্রতিটি মানুষ, এমনকি তাঁহার দর্শনে বন্যজন্তুও তাঁহাদের স্ব-স্ব-বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ নিজ আত্মশান্তি লাভের উপায় স্বরূপ কৃষ্ণনাম করিতে শুরু করিয়াছিলেন। এইজন্য দেখা যায় পরম দয়াল শ্রীগৌরহরি তিনি তাহার রূপের মাধ্যমেও ভগবৎ বৃত্তি উন্মেসিত করিয়াছিলেন।

তত্ত্ব— পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত উল্লিখিত শ্লোকত্রয় থেকে জানা যায় গত দ্বাপরে ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ উপলক্ষে গর্গাচার্য্য নন্দ মহারাজকে বলিয়াছিলেন—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥
প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥
বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥

গর্গাচার্য্যের অভিব্যক্তি এই রূপ—হে নন্দ মহারাজ! গুণ কর্ম্মানুসারে তোমার এই পুত্রটির অনেক রূপ ও গুণ আছে। পূর্ব্বে কোন সময়ে ইনি বসুদেবের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই অভিজ্ঞ লোক-জন ইঁহাকে বাসুদেব বলেন। ভিন্ন ভিন্ন যুগে ইনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। ইনি সত্যযুগে শুক্ল এবং ত্রেতা যুগে রক্তবর্ণ হইয়াছিলেন। ইতঃ পূর্ব্বে কোন কলিতে পীতবর্ণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে দ্বাপরে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব পীত-বর্ণ তত্ত্বে উদ্দেশ্য করে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে।

লীলা— শ্রীগৌরহরির প্রেমদানই ছিল সর্ব্বোৎকৃষ্ট লীলা। পূর্ব্ব ব্রজলীলায় দ্বাপরে তিনি শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন শুধু মাত্র ভজনের উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই ব্রজপ্রেম লাভ করিবার জন্য, বর্ত্তমান তিনি কলিযুগে গৌরহরি রূপে অবতীর্ণ হয়ে নিজে আস্বাদন পূর্ব্বক জীব-জগতকে আস্বাদনে রত করিয়াছিলেন। এই লীলা পুষ্টি সাধনের হেতু শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার রহস্য। সৎ লেখনী নিবৃত্তির পূর্ব্বে জন্মজন্মান্তরের অন্তরে ভক্তি-পূর্ণ দণ্ডবৎ প্রণাম জানাই মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য দেবের চরণ সরোজে।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রহিকাগণের প্রতি আমাদিগের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে,—বর্ত্তমানে ডাকমাশুলের হার এবং মুদ্রণব্যয় অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীপত্রিকার ফাল্গুন মাস অর্থাৎ ২৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে বার্ষিক ভিক্ষার হার ১০ টাকার পরিবর্ত্তে ১২ টাকা করিয়া ধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি। বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার নিয়ম বিহিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও বা ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব গ্রাহকসজ্জনগণের নিকট নিবেদন, যাঁহাদের নিকট ভিক্ষার টাকা বাকী রহিয়াছে, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ২৬শ বর্ষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ১০ টাকা হারে এবং বর্ত্তমানে ২৭শ বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে ১২ টাকা হারে যথাসম্ভব সত্বর ভিক্ষা প্রেরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আমাদিগকে সহায়তা করিলে সুখী হইব। নিবেদন ইতি—

বিনীত নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিললিত গিরি, কার্য্যাধ্যক্ষ

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যলীলার 'আদিব্যাস'—বঙ্গভাষার আদি মহাকবি—নিত্যানন্দৈকপ্রাণ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক সুললিত পয়ারছন্দে বিরচিত—সমগ্র শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থরত্নের ভক্তজনমনোরঞ্জন

অভিনব বিরাট সংস্করণ

এই গ্রন্থরাজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর**-কৃত সাত্বত শাস্ত্রসারসমন্বিত অপ্রাকৃত জ্ঞানগর্ভ 'গৌড়ীয়ভাষ্য', 'ঠাকুরের জীবনী', ভূমিকা এবং আদি-মধ্য-অন্ত্যখণ্ডের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের কথাসার, গ্রন্থোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকসমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি, মূল পয়ারসমূহের মর্ম্মার্থবোধক 'শীর্ষক', সারগর্ভ পয়ারসমূহের সূচী তথা পাত্র-স্থান প্রভৃতি বিবিধ সূচী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত হইয়া প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন—নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** উপদেশ ও কৃপানির্দ্দেশক্রমে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সম্পাদকসঙ্ঘের সম্পাদকতায় সর্ব্বমোট ১২৫০ পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

সহৃদয় সুধী সদ্ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনবৃন্দ উক্ত গ্রন্থরত্ন সংগ্রহার্থ শীঘ্রই তৎপর হউন।

ভিক্ষা—তিনখণ্ড একত্রে রেক্সিন বাঁধান—১০০·০০ টাকা।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	২.০০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (সাধারণ বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	৪.০০
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)	ঐ ,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) —	,,	১৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	৪.০০
(২৪)	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত (রেক্সিন বাঁধাই)	,,	১০০.০০

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১'০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০'৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৯৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৯৩
১৫ বিষ্ণু, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, সোমবার, ৩০ মার্চ্চ ১৯৮৭ | ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ২ পৃষ্ঠার পর]

মন্ত্রের উপদেশমাত্র দীক্ষা নয় ; যাহাতে দিব্যজ্ঞান হয়, তাহার নামই—দীক্ষা। জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শব্দার্থজ্ঞানকে মন্ত্রার্থজ্ঞান সাহায্য করেন। মহান্তগুরুর নিকট শিষ্যের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষাপ্রাপ্তিতে বাহ্য জগতের যে পরিভাষা—যাহা অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিময়ী, তাহা তাঁহার চিত্তে স্থান না পাইয়া সে স্থানে মন্ত্রার্থ বা বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তি অধিকার স্থাপন করেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধুঃ ॥

—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪

হায়! ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়িদর্শন এবং স্ত্রীসন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

ঐতিহাসিকগণ বলিতে পারেন, চৈতন্যদেব বহুদিন পূর্ব্বে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ভূতাকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিতে সেই সকল কথা ভূতাকাশে বিলীন হইলেও বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তিতে নিত্য বৈকুণ্ঠাকাশ বা পরব্যোমাকাশে সেই সকল ভগবৎকথা সেবোন্মুখ জীবের কর্ণকুহরে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে।

আমরা কিছু সাধারণ প্রতিমার পূজক নহি। আমরা আত্মবৃত্তিতে পরমাত্মার পূজা করিবার জন্য লালায়িত। আমাদের আত্মা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত। কিন্তু সেই বুদ্ধিটি বর্ত্তমানকালে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

এই মোক্ষদায়িকা পুরীতে যাঁহারা মোক্ষলাভের জন্য লালায়িত হয়, তাঁহাদের উচিত যে গৌরসুন্দর যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা আলোচনা করা।

আমরা গৌরসুন্দরকে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বা

প্রচারকমাত্রে আবদ্ধ করিব না। আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপেই জানিব। 'আমরা কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি'—এই বিচারটী যাহাতে আমাদের আত্ম-বৃত্তিতে পুনরুদ্দীপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে আমরা চেষ্টা করিব। যেমন শ্রীভাগবত বলিয়াছেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥

—ভাঃ ১১।৯।২৯

আমরা জন্মে জন্মে বিষয় পাইব। ভোক্তা হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারিব। সুপ্তি ও সুষুপ্তির সুখভোগ করিতে পারিব। এই সকল ভোগের জন্য বহু বহু জন্মান্তর রাখিয়া দিয়া যে কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় পড়িয়া গিয়াছে—যে কার্য্যটী মনুষ্য জন্ম না হইলে অপর জন্মে হয় না, তাহারই জন্য আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। আমরা যদি দেবতা হইতাম, তাহা হইলে আমাদের হরিকথা শুনিবার অধিকার বা সময় হইত না। যাহাতে আমাদের স্বার্থপরতার পূর্ণসিদ্ধি হয়, তজ্জন্য যত্ন করাই উচিত।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি—এসকল আমাদের প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, এই সকলের দ্বারা আমাদের স্বার্থপরতার পূর্ণসিদ্ধি হইতে পারে না। ভোগি-সম্প্রদায়ের ন্যায় ভুক্তি-কামনা বা ত্যাগিসম্প্র-দায়ের ন্যায় হরিসেবাহীন মুক্তিকামনা—এরূপ ক্ষুদ্র লাভাশা লইয়া পরিপূর্ণ স্বার্থপর পুরুষগণ মোক্ষ-দায়িকা বারাণসীপুরীতে আসেন না। যাঁহারা পরম প্রয়োজনের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা মোক্ষ-দায়িকা পুরীতে বাস করিয়া রুদ্রের আচরিত কৃষ্ণ-সেবার জন্য লালায়িত হন। 'নিজাস্তিত্ব-রহিত হইয়া যাওয়া' প্রভৃতি বিচারের ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমার বিচারটী ক্ষুদ্র নহে। ইহা নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা প্রত্যেকে জানিতে পারেন। শ্রীরুদ্রদেব সর্ব্বদা 'রাম' নাম করেন, রামেরও রুদ্রের সহিত অত্যন্ত প্রীতি। সে লীলার ভিতরে প্রবেশ লাভ না করিলে আমাদের জন্ম-জন্মান্তর লাভ হইবে। শ্রীরুদ্রের আনুগত্যে সঙ্কর্ষণ-রামের সেবায় অধিষ্ঠিত না হইলে আমাদের জন্ম-জন্মান্তর লাভ হইবে। শ্রীরুদ্রের পঞ্চমুখ নিরন্তর এই কথাই কীর্ত্তন করেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে আমরা যে-সকল কথা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা স্তব্ধ হইয়া যাইবে। কাশীক্ষেত্র বিষয়ভোগ করিবার স্থান নহে। ইহা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ক্ষেত্র,—পরমার্থ আলোচনার স্থান। এই মোক্ষদায়িকা পুরীকে যদি আমরা বিষয়-ক্ষেত্র মনে করি, তবে কেহই আমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না। এখানে নিত্যকাল গৌরসুন্দর নিত্য-সনাতন-বৈষ্ণবকে হরি-কথা উপদেশ করিতেছেন। এ'টী ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ-উদ্দীপনার স্থান। সেজন্য আমরা হরিপ্রিয়তম মহাদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি।

আপনারা শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তিকে দারুবী, শিলাময়ী প্রভৃতি বিচার করিবেন না। সাক্ষাৎ মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে যে প্রকারে হরিকথা উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌর-সুন্দরও এখনও সেইপ্রকার হরিকথা কীর্ত্তন করি-তেছেন। আসুন, আপনারা শ্রীগৌরসুন্দর দর্শন করুন।

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

দ্বিতীয়ঃ কিরণঃ—ভাগবতার্কোদয়ঃ

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্রপরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভি-
স্তৎক্ষণাৎ ॥ ১ ॥

—১।১।২

শ্রীসূতঃ [১।৪।১৪-১৬]

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্ যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ ॥২॥
স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচিঃ।
বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে ॥৩॥
পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।
যুগধর্ম্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে ॥ ৪ ॥

শ্রীসূতঃ [১।৪।১৮-২২]

দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
ব্যদধাদ্ যজ্ঞসন্ততৌ বেদমেকং চতুর্ব্বিধম্ ॥৫॥
ঋগ্‌যজুঃসামার্থব্যাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥ ৬ ॥
তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুর্ষামুত ॥৭॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো* মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীসূতঃ [১।৪।২৫]

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম ॥৯॥

শ্রীসূতঃ [১।৪ ২৭]

নাতিপ্রসীদদ্ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ।
বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদঞ্চোবাচ ধর্ম্মবিৎ ॥১০॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

গৌরাঙ্গকৃপয়া যস্য তত্ত্বং ভাগবতোদিতম্।
সম্প্রাপ্তং হৃদয়ে বন্দে সার্ব্বভৌমমহাশয়ম্ ॥

মহামুনি নারায়ণকৃত এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতদয়ামণ্ডিত সাধু-ভক্তদিগের প্রাপ্য সম্পূর্ণ কৈতবশূন্য বেদাভিধেয়রূপ পরম ধর্ম্ম (শুদ্ধ-ভক্তি) উপদিষ্ট হইয়াছেন। জীবের ত্রিতাপোন্মূলক শিবদ বাস্তববস্তুজ্ঞানরূপ সম্বন্ধজ্ঞান ইহাতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ত্রিগুণময়ী মায়াবৃত্তি অবিদ্যাভিনিবেশই ত্রিতাপ। স্বরূপভ্রম একটী তাপ। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দ্বিতীয় তাপ। জড়দেহে আত্মাভিমানই তৃতীয় তাপ। বাস্তববস্তুজ্ঞান, যথা—কৃষ্ণই অদ্বয় বস্তু। কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিই বাস্তব বা বস্তু-সম্বন্ধতত্ত্ব। তজ্জ্ঞানই সম্বন্ধজ্ঞান। ইহাতে জীব নিত্যসেবক, কৃষ্ণ নিত্যসেব্য। প্রাচীন ভক্তিসুকৃতি-জনিত শুশ্রূষার উদয় হইলেই এই গ্রন্থ হইতে সদ্য (অন্য জন্মাদি অপেক্ষা না করিয়া) তৎক্ষণাৎ অন্য উপায় অপেক্ষা না করিয়া জীবহৃদয়ে প্রয়োজনরূপ প্রেমরজ্জুতে কৃষ্ণ আবদ্ধ হন। অতএব ভাগবদ্ব্যতীত অন্য শাস্ত্রে আর কি প্রয়োজন ? ১ ॥

তৃতীয়যুগপর্য্যায়রূপ দ্বাপরযুগে কৃষ্ণের শক্তি-কলাপ্রাপ্ত যোগী বেদব্যাস পরাশর হইতে বাসবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

কোন সময় তিনি সরস্বতী-জলে স্নান করিয়া শুচি হইলেন এবং সূর্য্যোদয়ের একক নিভৃতে আসীন হইলেন ॥ ৩ ॥

সেই পরাবরজ্ঞ ঋষি অব্যক্তবেগ কালদ্বারা যুগে যুগে যুগধর্ম্মের ব্যতিকর এবং জনসকলকে দিব্যচক্ষু-দ্বারা দুর্ভাগা দেখিয়া এক বেদকে যজ্ঞবিস্তৃতির উপ-কারের জন্য চতুর্ভাগে বিভক্ত করিলেন ॥ ৪-৫ ॥

ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব নামে চারিটী বেদ উদ্ধার করিলেন। ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া আখ্যা প্রদান করিলেন ॥ ৬ ॥

পৈল ঋগ্বেদ, জৈমিনি কবি সামবেদ এবং বৈ-শম্পায়ন যজুর্ব্বেদে পারঙ্গত হইলেন ॥ ৭ ॥

অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদে দারুণ, সুমন্তমুনি ও ইতিহাস-পুরাণে মদীয় পিতা রোমহর্ষণ পারঙ্গত হইলেন ॥ ৮॥

ঋক্, সাম, যজু এই তিন বেদ স্ত্রীলোক, শূদ্র ও বিপ্রকুলজাত মূঢ় দ্বিজবন্ধু সকলের গোচর নহে ; অতএব কর্ম্মই যে সকল মূঢ় ব্যক্তির শ্রেয়, তাহাদের উপকারার্থে কৃপাপূর্ব্বক ব্যাসমুনি ভারতাখ্যান রচনা করিলেন ॥ ৯ ॥

এই সমস্ত করিয়াও সরস্বতী নদীর তটে বসিয়া হৃদয় অতি প্রসন্ন না হওয়ায় নির্জনে আসীন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাসদেব এইরূপ বিতর্ক করিয়া বলিলেন ॥ ১০ ॥

---

* অথর্ব্ববেদোক্ত অভিচারাদিতে প্রবৃত্ত বলিয়া সুমন্তমুনি দারুণ অর্থাৎ নিষ্ঠুর বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

তথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চস্য সত্তমঃ ॥ ১১ ॥
তস্যেবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ।
কৃষ্ণস্য নারদোঽভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতম্ ॥১২॥
নারদ উবাচ—[১।৫।৪]
জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনম্।
তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥১৩॥

ব্যাস উবাচ—[১।৫।৫]
অন্ত্যেব মে সর্ব্বমিদং ত্বয়োক্তং
তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তান্মূলমব্যক্তমগাধবোধং
পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্ ॥ ১৪ ॥

অহো! ব্রহ্মতেজঃ-প্রাপ্তিতে সত্তম, লব্ধ স্বতঃ-সিদ্ধজ্ঞান আমার জীবাত্মা পরমাত্মপ্রসাদ অলাভে অসম্পন্নপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে কেন ॥ ১১ ॥

এইরূপ ব্যাস আপনা আপনি খেদ করিতে থাকিলে ব্যাসের উক্ত আশ্রমে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১২ ॥

নারদ কহিলেন,—"সনাতন বেদ তুমি জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছ, তথাপি হে প্রভো! অকৃতার্থের ন্যায় আপনাকে কেন শোকান্বিত করিতেছ?" ১৩ ॥

ব্যাস কহিলেন,—"হে প্রভো! আপনার কথিত এইসব জ্ঞান লাভ আমার হইয়াছে বটে, তথাপি আমার আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। হে ব্রহ্মনন্দন! সেই অবস্থার যে দুর্ব্বোধ্য অব্যক্ত মূল আছে, তাহা আপনি বলুন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥"১৪॥

(ক্রমশঃ)

বেদসংজ্ঞিতা বাণীই নামসংকীর্ত্তন

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ ভক্তপ্রবর শ্রীউদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, হে উদ্ধব,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥"
—ভাঃ ১১।১৪।৩

অর্থাৎ "যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য (অথবা লুপ্তপ্রায়) হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।"

এই বেদসংজ্ঞিতা বাণীকেই 'আম্নায়' বলা হয়। বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা নাম্নী শ্রুতিসকলই আম্নায়।

মুণ্ডকশ্রুতিতে (১।১।১, ১।২।১৩) কথিত হইয়াছে—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা-
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাংতত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥"

অর্থাৎ দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে 'আদিদেব' বলা হয়। তিনিই বিশ্বকর্ত্তা এবং ভুবনপালক। সেই আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ 'ব্রহ্মবিদ্যা' শিক্ষা দিয়াছিলেন। (এই ব্রহ্মবিদ্যাটি কি, তাহা বলিতেছেন—) যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষরপুরুষ (পরংব্রহ্ম ভগবান্) পরিজ্ঞাত হন, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বসহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন। (তদ্ বস্তু যে ভগবান্, তাঁহার স্বরূপগত ভাবটিই তত্ত্ব।)

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত গীতা-শাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহম্ ॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
—গীতা ১৫।১৫-১৮

অর্থাৎ আমিই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামী পরমাত্মরূপে প্রবিষ্ট বুদ্ধিতত্ত্বস্বরূপ, সেই বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ এবং বিষয় ও ইন্দ্রিয়-যোগজনিত জ্ঞান এবং তদুভয়ের অর্থাৎ স্মৃতি ও জ্ঞান উভয়েরই অপগতি বা নাশ ঘটিয়া থাকে। আমি কেবল জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মমাত্র নহি, আমি জীবহৃদয়স্থিত —কর্ম্মফলদাতা পরমাত্মাও বটে, আবার কেবল ব্রহ্ম ও পরমাত্মরূপেই জীবের উপাস্য নহি, নিত্যমঙ্গল-বিধাতৃরূপে জীবের উপদেষ্টাও বটে। আমিই সর্ব্ব-বেদের বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য ভগবান্, আমিই বেদব্যাস-রূপে বেদার্থনির্ণয়কারী বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদার্থবেত্তাও আমিই।

ইহলোকে (এই চতুর্দ্দশভুবনে) ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ (অর্থাৎ চেতনবস্তু) আছেন। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবতীয় প্রাণী স্ব-স্ব স্বরূপধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় বলিয়া তাহারা 'ক্ষর' সংজ্ঞাবিশিষ্ট। বিভিন্নাংশগত, স্ব-স্বভাব হইতে ক্ষরণশীল, তটস্থ স্বভাবযুক্ত জীবই ক্ষরপুরুষ। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' জীব সেই নিত্যদাস্য-স্বভাব হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে, এইজন্যই তাহাকে 'ক্ষর' বলা হয়। স্ব-স্বরূপ হইতে যাঁহারা কখনই ক্ষরিত বা চ্যুত হন না, এইরূপ স্বাংশ-তত্ত্বই অক্ষরপুরুষ, ইঁহাকেই 'কূটস্থ' বলা হয়। অমরকোষে লিখিত আছে—একরূপতয়া তু যঃ কালব্যাপী, স কূটস্থঃ অর্থাৎ একই রূপে—অবিচ্যুতস্বরূপে যিনি সর্ব্বকালব্যাপী, তিনিই কূটস্থ। গীতা ৮ম অধ্যায়ে (৩য় শ্লোকে) শ্রীভগবান্ বলিতেছেন— 'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম' অর্থাৎ অক্ষরতত্ত্ব—নিত্য বিনাশরহিত এবং অবস্থান্তরশূন্য তত্ত্বই পরব্রহ্ম। অবশ্য 'পরব্রহ্ম' শব্দে —শব্দের মুক্তপ্রাগ্রহ-বৃত্তি অনুসারে এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই লক্ষ্যীভূত হন।

নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরত জ্ঞানিগণারাধ্য—শ্রীভগ-বানের অঙ্গকান্তিস্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কূটস্থ অক্ষর-পুরুষ বলিয়া কথিত হন।

দ্বিতীয় অক্ষরপুরুষ যোগিজনারাধ্য-সবিশেষ পর-মাত্মা নির্ব্বিশেষ অক্ষরপুরুষ ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম। ইনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্—এই লোকত্রয়ে অন্তর্য্যামি-স্বরূপে প্রবেশপূর্ব্বক লোকসকলকে পালন করেন।

তৃতীয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষরপুরুষের নাম— ভগবান্। ইনি ক্ষরপুরুষ জীবের অতীত এবং অক্ষর-পুরুষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মপ্রকাশ হইতেও উত্তম প্রকাশ-বিশিষ্ট তত্ত্ব। এজন্য লোকে ও বেদে শ্রীভগবান্ 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ১।২।১১) কথিত হইয়াছে,
"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

অর্থাৎ "যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তববস্তু ; তাঁহাকেই বাস্তববস্তুতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন।

এস্থলে বিচার্য্যবিষয় এই যে, শ্রীভগবান্ (গীঃ ৬।৪৬-৪৭ শ্লোকে) বলিতেছেন— কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ তপস্বী, ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানী এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও পরমাত্মোপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। তৎপরেই আবার বলি-তেছেন—যতপ্রকার যোগী আছে, সেই যাবতীয় যোগী অপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন—নিষ্কাম কর্ম্মী ব্যতীত সকামকর্ম্মীকে কখনই যোগী বলা যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া জ্ঞানযোগ, তাহাতে ঈশ্বর-চিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগ, তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐসমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে মহৎ সোপান, তাহারই নাম যোগ। যাঁহারা

নিত্যকল্যাণাকাঙ্ক্ষী হন, তাঁহারাই একান্ত ভগবৎ-প্রীতিমূলক ভক্তিযোগকেই পরম উপাদেয়রূপে বরণ করেন।

এইরূপে দেখা যায়—শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রসার গীতা ও ভাগবতে কৃষ্ণকেই পরম উপাস্য বস্তু, ভক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা এবং শ্রীভগবানে নিষ্কপট প্রীতিকেই চরম প্রয়োজনরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে যে বেদবাণী শুনাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বরূপভূত—হলাদিনী-সারসমবেত ভাগবতধর্ম্ম বর্ণিত আছে। শ্রীভগবান্ নিতান্ত অজ্ঞব্যক্তিও যাহাতে অনায়াসে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে,—এরূপ যে সমস্ত সহজ উপায়—নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মানুষকে কোন বিঘ্নদ্বারা বাধিত কিম্বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে কোন কর্ম্ম করিলেও পদস্খলিত বা প্রত্যবায়গ্রস্ত বা পতিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

স্বয়ং শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে নিত্য ব্রজতত্ত্বের সমস্ত উপকরণ লইয়া ভৌমব্রজে অবতরণপূর্ব্বক লীলা করিয়াছেন। তাঁহারই অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলির প্রথম সন্ধ্যায় তিনিই আবার শ্রীরাধার ভাবকান্তিসুবলিত গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীস্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া বলিতেছেন—

"(হর্ষে প্রভু কহে—) শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥"

সুতরাং এই নামসংকীর্ত্তনই 'বেদসংজ্ঞিতা বাণী'—ইহাই শ্রীভগবানের প্রিয়তম উদ্ধব-সমীপে কথিত স্বরূপভূত ভাগবতধর্ম্মমর্ম্ম। ইহা হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বসিদ্ধি লাভের কথা জানাইয়াছেন, ইহাই অনন্তভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ।

তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই সপ্তশিখ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞাগ্নিতে আত্মহুতি প্রদানকারীর যে সপ্ত শ্রেয়োলাভের কথা আছে, শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন সেই সপ্ত শ্রেয়েরই সম্যক্ সিদ্ধিদাতা। ঐ সপ্তশ্রেয়োমধ্যেই অনন্ত শ্রেয়ঃ অনুস্যূত।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ 'কৃষ্ণবর্ণং' শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় লিখিয়াছেন—'যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি, তদব্যভিচারাৎ॥"

অর্থাৎ "যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে অর্থাৎ সেই চতুর্যুগান্তর্ব্বর্ত্তী কলিযুগেই শ্রীগৌরসুন্দরও যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এরূপ তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় পাওয়া যায় বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে, যেহেতু আর কখনও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকটবিহার॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩'৬

সুতরাং কৃষ্ণ যখন ব্রহ্মার প্রতিদিনে বা প্রতিকল্পে একবার দ্বাপরে প্রকটবিহার করেন, তখন তাহার পরবর্ত্তী কলিতেও তিনিই গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন।

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত শতাধ্যায়ী ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম সংহিতায় দেখিতে পাই—শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র দ্বিতীয় পুরুষাবতার রূপে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ও অপ্রাকৃত কামগায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া আমাদিগকে ব্রজভাবে ভজনেরই আদর্শ প্রদর্শন করতঃ ঐ ভজনে সিদ্ধিলাভার্থ সর্ব্বমন্ত্রসার মহামন্ত্রনাম উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। শুধু উপদেশ নহে—'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়'। নামসংকীর্ত্তনকেই মহাপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ এবং উহাকেই সাধ্যসাধনসার জ্ঞানে কৃষ্ণপ্রেমলাভের পরম উপায় বলিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহার পরম প্রিয়তম নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিবর্গ সকলেই ঐ নামভজনের মহান্ আদর্শ বিশেষভাবে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ঐ বেদবাণীর মধ্যে সুতরাং উপাস্য শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদপদ্ম এবং উপাসনা নামসংকীর্ত্তনপ্রধানা ভক্তিই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বেদশাস্ত্র—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিকেই একমাত্র অভিধেয় এবং পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমকেই একমাত্র প্রয়োজনরূপে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। জীবগণের

সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী প্রকৃতির বিচিত্রতা অনুসারে নানা মতভেদ উত্থিত হওয়ায় স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ই সেইসকল ধর্ম্মগ্লানি অপসারিত করিবার জন্য শুদ্ধভক্ত সাধু গুরু-রূপে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারদ্বারা সেই শুদ্ধভাগবতধর্ম্মগ্লানি অর্থাৎ অপসিদ্ধান্তধ্বান্তরাশি বা রসাভাসাদি বৈরস্য দূর করিয়া জীবের নিত্যকল্যাণ বিধান করেন। এজন্য শ্রীগৌরানুগত শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত জড়মায়ার কুহক হইতে নিস্তারলাভের আর কোন উপায় নাই। "মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ানো না যায়। সাধুগুরুকৃপা বিনা না দেখি উপায়।।"

দর্শন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ]

দৃশ্ ধাতু হইতে দর্শন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দর্শন মানে দেখা। ইংরাজীতে Philosophy বলা হয়। এই Philosophyর অর্থ হইতেছে তত্ত্বকে দেখা বা জানা। আমাদের দর্শন শব্দও একই অর্থবাচক। তত্ত্বকে দেখা বা জানা। চক্ষু দিয়া আমরা যে বস্তু দেখি, তাহা প্রাকৃত বস্তু, কারণ চক্ষু প্রাকৃত বলিয়াই তাহার দৃশ্যবস্তুও প্রাকৃত। দৃশ্য-বস্তুকে যাহার দ্বারা দেখা যায়, তাহাকে আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্যতম চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের এই চোখ যাহা দেখে, তাহা অভ্রান্ত নহে, ভ্রান্ত। তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে চোখেরও দেখিবার শক্তি নাই। তাহার উপরে মন বলিয়া বস্তু আছে। গীতাতে বলিয়াছেন—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ।।"

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ। যেহেতু "বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগাৎ মনঃ ক্ষুভ্যতি সর্ব্বদা।" ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগের মূলে মনের স্থান। মনে বাসনা না আসিলে বস্তুকে দেখা যায় না। আবার মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। কারণ বুদ্ধির সংযোগ না হইলে মন কিছুই করিতে পারে না। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। সমস্তের মূলে রহিয়াছেন আত্মা বা চেতন। চেতন ব্যতীত কোন ক্রিয়াই সম্পাদিত হইতে পারে না।

দর্শনকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত। প্রত্যক্ষ-বাদী চার্ব্বাক্ প্রত্যক্ষকেই স্বীকার করিয়াছেন,—তাহা অবৈদূষ প্রত্যক্ষ। যেমন ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল অর্থাৎ ম্যাজিক। তাহা প্রত্যক্ষ দেখা গেলেও অভ্রান্ত নহে, তাহা ভ্রান্ত। পরিদৃশ্যমান্ জগৎ আমা-দের দৃষ্টিতে যেভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে, সে দর্শন-ভূমিকায় অপ্রাকৃত দর্শন সম্ভব নহে। তাহার পর পরোক্ষ—অন্যের নিকট হইতে যে জ্ঞান লাভ হইতেছে, —সে জ্ঞানও ভ্রান্ত। অপরোক্ষ জ্ঞান—জড়াতীত ব্রহ্মানুভূতি, তাহা জ্যোতিঃ মাত্র। ইহাকে অসম্যক্ প্রতীতি বলে। ইহার পরে অধোক্ষজ জ্ঞান। অধোক্ষজ জ্ঞানের অর্থ—

অধঃকৃতং অতিক্রান্তং বদ্ধজীবানাম্ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন স ইতি অধোক্ষজ। অথবা অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত যে জ্ঞান, যাঁহার অধোভাগে তিনি অধোক্ষজ অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয় সেখানে পৌঁছাইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়গণকে অতিক্রম করিয়া আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের জ্ঞানাতীত বস্তু ভগবান্‌কে উপলব্ধি করা যায়। ইহার উপরের কথা অপ্রাকৃত।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদে পুরাণে ইহা কহে নিরন্তর।।"

অপ্রাকৃত তত্ত্ব হইতেছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র। তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বস্তু। সমস্ত রসের আলয়স্বরূপ। তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া শব্দপ্রমাণের আশ্রয় লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। বৈদূষ প্রত্যক্ষে শব্দই একমাত্র আশ্রয়। যেমন পিতাকে পিতা বলিয়া জানা যায় মায়ের উক্তির দ্বারা। সেই প্রকার শ্রুতি হচ্ছেন আমাদের মাতা। তিনি আমাদের পরমপিতার সন্ধান

দিয়াছেন। সেই শব্দব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে পারিলে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনকে উপলব্ধি করা যাইবে। আমাদের শ্রীগৌরহরি এই ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার উপায় জানাইয়াছেন—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই তো ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥"

ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে জানা অসম্ভব। এই ঈশ্বরের কৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ তাঁহার নিজজন অর্থাৎ সাধুগুরু। "সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া। সাধুগুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া ॥" অতএব ভগবান্‌ই ভগবানের তত্ত্বকে জানাইতে পারেন। যেমন আলোক দিয়া আলোকে দেখা যায়, তেমনি ভগবানের আলো দ্বারাই ভগবান্‌কে দেখিতে হইবে। "তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

দর্শন, জ্ঞান বিজ্ঞানসমন্বিত। এই দর্শন একই বস্তুর ত্রিবিধ প্রতীতি হইয়া থাকে। (১) ব্রহ্ম প্রতীতি—অসম্যক্, (২) পরমাত্মা প্রতীতি—আংশিক, (৩) ভগবৎ প্রতীতি—সম্যক্। অতএব পূর্ণ রসময় বিগ্রহের পূর্ণ দর্শনই দর্শন প্রকৃত।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৩০)

শ্রীশিবানন্দ সেন

"পুরা বৃন্দাবনে বীরা দূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ।
নিনায় কৃষ্ণনিকটং সেদানীং জনকো মম ॥" —শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন (পুরীদাস) গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় (১৭৬ শ্লোকে) স্বীয় পিতৃদেবের পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন। যিনি ব্রজলীলায় বীরা-দূতী গোপিকা তিনিই গৌরলীলা পুষ্টির জন্য শিবানন্দ সেনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ২৪ পরগণাজেলার অন্তর্গত কুমারহট্টে (যাহার বর্ত্তমান নাম হালিসহর, কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী) শ্রীশিবানন্দ সেনের শ্রীপাট। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ এই পূতভূমিতে আবির্ভাবলীলা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানের মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি ভক্তগণ মৃত্তিকা লইতে থাকিলে একটী পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয়—উহা অধুনা 'চৈতন্যডোবা' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে মহাপ্রভুর লীলাভূমি নদীয়ায় থাকা অসহনীয় হওয়ায় শ্রীবাসপণ্ডিত সপরিবার কুমারহট্টে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীখণ্ড ভগবান্ আচার্য্য প্রভৃতি গৌরভক্তগণেরও নিবাস স্থান ছিল কুমারহট্ট। শ্রীশিবানন্দ সেনের প্রতিষ্ঠিত গৌরগোপাল বিগ্রহ কাঁচড়াপাড়ায় শ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দিরে অদ্যাপি সেবিত হইতেছেন।

বৈষ্ণব যে কোনও কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন। বৈদ্যকুলকে ধন্য করিবার জন্য শিবানন্দ সেনের উক্ত কুলে আবির্ভাবলীলা।

শ্রীশিবানন্দ সেনের তিন পুত্র—শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীরামদাস ও শ্রীপরমানন্দ (কবিকর্ণপুর)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতিবৎসর রথযাত্রাকালে পুরুষোত্তমধামে আসিতেন। সেই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে গৌড়দেশীয় ভক্তগণকে পথ দেখাইয়া পুরীতে আনয়ন, তাঁহাদের যাতায়াত ব্যয় প্রভৃতি সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান কার্য্য, আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা শ্রীশিবানন্দ সেন করিতেন।

"ঈশ্বর আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে।
সঙ্গে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে ॥
... ...
চলিলা মুকুন্দ দত্ত কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দ সেন আদি লৈয়া আপ্তগণ ॥"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।৫, ১৫

"শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান*।
সবারে পালন করি সুখে লঞা যান ॥
সবার সর্ব্বকার্য্য করেন, দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৬।১৯-২০

তৃতীয় বৎসরে যে সময় বৈষ্ণব-গৃহিণীগণও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে পুরী আসিয়াছিলেন, তৎকালে শিবানন্দ সেন তাঁহার পত্নী ও পুত্র শ্রীচৈতন্যদাসকে লইয়া আসিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

"শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥
শিবানন্দের বালক, নাম চৈতন্যদাস।
তিঁহো চলিয়াছে প্রভুরে দেখিতে উল্লাস ॥"

... ...

"শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সবারে বাসস্থান ॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে।
পরমানন্দে যান প্রভুর দরশনে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৬।২২-২৩, ২৬, ২৭

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় চট্টগ্রামনিবাসী অত্যন্ত উদারস্বভাব বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের ব্যয়বাহুল্য-স্বভাব দেখিয়া তাঁহার ব্যয় সঙ্কোচনের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে তত্ত্বাবধায়করূপে নিয়োজন করিয়াছিলেন। গৃহস্থগণের কুটুম্ব-ভরণপোষণের জন্য সঞ্চয় করার লৌকিক কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশও মহাপ্রভু দিলেন।

"শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥
পরম উদার হঁহো, যেদিন যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে ॥
গৃহস্থ হয়েন হঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয় ॥
ইহার ঘরের আয় ব্যয়, সব তোমার স্থানে।
সরখেল† হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।৯৩-৬

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শিবানন্দ সেনের সহিত আগমনকারী একটি কুকুরের অলৌকিক চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। পুরীর পথে আসিতে নদী পার হইবার জন্য ওড়িয়া মাঝি কুকুরকে নৌকায় চড়াইতে অনিচ্ছুক হইলে শিবানন্দ সেন দশ পণ কড়ি দিয়া কুকুরকে পার করাইয়াছিলেন। একদিন সেবক কুকুরকে খাদ্য দিতে ভুলিয়া গেলে এবং কুকুরকে খুঁজিয়া না পাইলে শিবানন্দ সেন দুঃখী হইয়া উপবাসী ছিলেন। সকলে উৎকণ্ঠিত অবস্থায় নীলাচলে আসিয়া পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং জগন্নাথ দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু সকল ভক্তগণের সহিত বসিয়া প্রসাদ সেবনান্তে সকলকে নিজ নিজ বাসস্থানে প্রেরণ করিলেন। পরদিন ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট আসিলে কুকুরটীকে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাপ্রভু হাসিতে হাসিতে কুকুরটীকে নারিকেল প্রসাদ দিয়া "কৃষ্ণ" "হরিনাম" কহ এইরূপ বলিলে কুকুরটী 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' উচ্চারণ সহকারে খাদ্য খাইতে লাগিল। এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শিবানন্দ সেন কুকুরটীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ দৈন্যসহকারে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা যাচঞা করিলেন। এই ঘটনার পর কুকুরটী অন্তর্হিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় কুকুরটী সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল।

"আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা ॥
ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাইয়া করিলা মোচন ॥"

—চৈঃ চঃ অ ১।৩২-৩৩

যবনরাজগণের রাজত্বকালে বর্দ্ধমান জেলায় কালনা নগরের সংলগ্ন পল্লী 'অম্বিকায়' একটী মুলুক অর্থাৎ তহশিল-কাছারি ছিল, চলিত ভাষায় সকলে স্থানটীকে তখন 'আম্বুয়া মুলুক' বলিত, বর্ত্তমানে তাহা 'প্যারীগঞ্জ' নামে প্রসিদ্ধ। সেই স্থানে 'নকুল ব্রহ্মচারী' নামে একজন পরম বৈষ্ণব অবস্থান করিতেন। গৌড়-দেশের অধিবাসিগণকে উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভু নকুলের হৃদয়ে আবিষ্ট হইলে গ্রহপ্রস্তের ন্যায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হইয়া হাসেন, কাঁদেন, নাচেন ও হুঙ্কার

* ঘাটিসমাধান—নির্দ্দিষ্ট পথ ও নদীঘাটের যাত্রিগণের প্রদেয় 'কর' প্রদানের ব্যবস্থা।

† সরখেল—তত্ত্বাবধায়ক।

করেন। মহাপ্রভুর ন্যায় তাঁহাতে কান্তি ও প্রেমাবেশ প্রকটিত হইল। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে লোকজন তাঁহাকে দেখিতে আসিল। নকুল মহাপ্রভুর ভাবে সকলকে 'কৃষ্ণ'নাম করিতে বলিলেন. তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্গম হইল। শিবানন্দ সেন উক্ত ঘটনার কথা শুনিয়া প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, সন্দেহযুক্ত হইয়া পরীক্ষা করিতে আসিলেন। শিবানন্দ বিচার করিলেন, তিনি দূরে থাকিবেন, যদি নকুলে সত্যই মহাপ্রভুর আবেশ হইয়া থাকে, নকুল নিজেই তাঁহাকে ডাকিবেন এবং তাঁহার 'ইষ্টমন্ত্র কি' বলিয়া দিবেন। অসংখ্য লোকের সংঘট্ট, তাহার মধ্যে নকুল ব্রহ্মচারী 'শিবানন্দ' 'শিবানন্দ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। লোকজন 'শিবানন্দের' খোঁজ করিলে শিবানন্দ 'নকুল ব্রহ্মচারীর' নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন।

"ব্রহ্মচারী বলে—তুমি করিলা সংশয়।
এক-মন হঞা তাহা শুনহ নিশ্চয়॥
'গৌরগোপালমন্ত্র' তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড়, যেই কৈরাছ অন্তর॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।৩০-৩১

শিবানন্দের তখন সুনিশ্চয় প্রত্যয় হইল নকুল ব্রহ্মচারীতে মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মচারীকে দণ্ডবৎ প্রণতির দ্বারা বহু ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তির ইহা একটি নিদর্শন।

শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেন একবৎসর মহাপ্রভুর দর্শন উৎকণ্ঠায় একাকী পুরীতে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করতঃ দুইমাস নিকটে রাখিয়া গৌড়দেশে যাইতে আদেশ করিলেন, ভক্তগণকে বলিতে বলিলেন এই বৎসর যেন তাঁহারা পুরীতে না আসেন, তিনি পৌষমাসে নিজেই অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইবেন এবং ভক্তগণের সহিত মিলিত হইবেন, জগদানন্দের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। শ্রীকান্ত গৌড়দেশে ফিরিয়া উক্ত সংবাদ সকলকে দিলে সকলে আনন্দে বিহ্বল হইলেন। শিবানন্দ, জগদানন্দ মহাপ্রভু আসিবেন প্রত্যাশা করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। পৌষমাস আসিল, তথাপি মহাপ্রভু আসিলেন না দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিত হইলেন। অকস্মাৎ শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (যাঁহার মহাপ্রভুপ্রদত্ত নাম শ্রীনৃসিংহানন্দ) তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের দুঃখের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন মহাপ্রভু গৌড়দেশে আসিবেন বলিয়া কেন আসিলেন না, ইহাই তাঁহাদের দুঃখের কারণ। উহা শুনিয়া প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তিন দিনের মধ্যে মহাপ্রভুকে আনিবেন এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলেন। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর অলৌকিক প্রভাব জানা ছিল বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস হইল। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী দুই দিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখিলেন— 'মহাপ্রভু পাণিহাটীতে আসিয়াছেন, পরদিন মধ্যাহ্নে শিবানন্দ সেনের গৃহে আসিয়া পৌঁছিবেন।' কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া তিনি শিবানন্দকে রন্ধনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। নৃসিংহানন্দ প্রাতঃকাল হইতে বহুপ্রকার ভোগ রন্ধন করিয়া শ্রীজগন্নাথ, শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনৃসিংহদেবের তিনটী পৃথক্ ভোগের ব্যবস্থা করতঃ ভোগ নিবেদনান্তে ধ্যান করা মাত্র মহাপ্রভু আসিয়া তিনটী ভোগই গ্রহণ করিলেন, অবশিষ্ট কিছুই থাকিল না। তদ্দর্শনে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী আনন্দে বিহ্বল হইলেন। যদিও জগন্নাথ-নৃসিংহ-শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে তত্ত্বগত ভেদ নাই, তথাপি ইষ্টনিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য তিনি ভঙ্গী করিয়া বলিলেন 'নৃসিংহদেব আজ উপবাসী রহিলেন'। শিবানন্দ ঐরূপ বলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী বলিলেন—

"তিনজনার ভোগ তেঁহো একেলা খাইলা।
জগন্নাথ—নৃসিংহ উপবাসী হইলা॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।৭১

উহা শুনিয়া শিবানন্দের সংশয় হইল। শিবানন্দের দ্বারা ভোগসামগ্রী আনাইয়া পুনঃ রন্ধন করিয়া প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহদেবের ভোগ দিলেন। বর্ষান্তরে যখন শিবানন্দ ভক্তগণকে লইয়া নীলাচলে আসিলেন, মহাপ্রভু একদিন ভক্তগণের সম্মুখে নৃসিংহানন্দের গুণ বর্ণন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"গতবর্ষ পৌষ মোরে করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।৭৭

ভক্তগণ উহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং শিবানন্দ সেনের সন্দেহ দূরীভূত হইল। শিবানন্দের

প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার ইহা আরও একটী নিদর্শন।

শিবানন্দ সেন পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুরও অশেষ কৃপার পাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু স্নেহাবিষ্ট হইয়া পদাঘাতছলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ পাদপদ্ম শিবানন্দ সেনের মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গটী বর্ণন করিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণের পর মহাপ্রভুর প্রেমবিকার রাত্রিদিনে অধিকভাবে প্রকটিত হইল। প্রতি বৎসরের ন্যায় সেই বৎসরও গৌড়দেশের ভক্তগণ পুরীতে যাইতে উদ্যোগী হইলেন। ভক্তগণ নবদ্বীপে আসিয়া মিলিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও ভক্তগণের সহিত পুরী যাত্রা করিলেন। শিবানন্দ সেন পত্নী ও তিন পুত্রকে লইয়া চলিলেন। ওড়িষ্যার পথের অভিজ্ঞতা থাকার দরুণ শিবানন্দ সেন সকলকে সুখে লইয়া যাইতেন এবং ঘাটি সমাধান করিতেন। ঘাটী সমাধান করিয়া সকলকে ছাড়াইয়া শিবানন্দ সর্ব্বশেষে আসিতেন। সেইবার সবকিছু সমাধান করিয়া শিবানন্দের আসিতে অনেক বিলম্ব হইলে গ্রামের ভিতরে বাসস্থান না পাইয়া এক বৃক্ষতলে ভক্তগণ অবস্থান করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অপ্রাকৃত ব্রজবালকাবেশে যেন ক্ষুধায় কাতর হইয়াছেন এইরূপ লীলা প্রকাশ করতঃ কৃত্রিম ক্রোধ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন —'তিন পুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল। ভোকে মরি' গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল।।' নিত্যানন্দের অভিশাপ শুনিয়া শিবানন্দের পত্নী কাঁদিতে লাগিলেন। শিবানন্দ ঘাটী সমাধান করিয়া ফিরিলে অভিশাপহেতু ক্রন্দনরতা পত্নীকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্ম সন্নিধানে শিবানন্দ উপনীত হইলে নিত্যানন্দ প্রভু পদাঘাত করিলেন। শিবানন্দ সেন নিত্যানন্দপ্রভুর পদাঘাতরূপ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন এবং শীঘ্র গোয়ালার ঘরে যাইয়া বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্মে প্রার্থনা করতঃ নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে আনয়নপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শ্রীশিবানন্দ এইরূপ স্তুতি করিলেন—

"আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্যফল দিলা।।
শাস্তিচ্ছলে কৃপা কর,—এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা?।।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণরেণু।
হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু।।
আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম্ম।।"
—চৈঃ চঃ অ ১২।২৭-৩০

শিবানন্দের স্তব শুনিয়া নিত্যানন্দ প্রভু প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেনের নিজমামার মস্তকে পদাঘাত করিতে দেখিয়া অত্যন্ত অভিমান হইল। তাঁহার মামা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ, তাঁহাকে সকলেই সম্মান করেন, গোঁসাই তাঁহাকে লাথি মারিলেন? শ্রীকান্ত অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া সকলের সঙ্গ ছাড়িয়া একাকী দ্রুত চলিয়া মহাপ্রভুর সন্নিধানে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ শ্রীকান্তকে পেটাঙ্গি খুলিয়া প্রণাম করিতে বলিলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু শ্রীকান্তের মনোভাব জানিয়া এইরূপ বলিলেন—

(প্রভু কহে) "শ্রীকান্ত আস্যাছে পাইয়া মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ, করুক যাতে ইহার সুখ।।"
—চৈঃ চঃ অ ১২।৩৮

মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ, ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীকান্ত শান্ত হইলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না। ভগবান্ ভক্তের প্রতি এইপ্রকার অনুরাগযুক্ত যে, ভক্তের জনও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হন। "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।।" —ভাঃ ৯।৪।৬৩। শিবানন্দের সম্বন্ধে শিবানন্দের স্ত্রী ও তিনপুত্র মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা লাভ করিলেন। মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ হয় পরমানন্দদাস। মহাপ্রভু উপহাসচ্ছলে কুমারকে 'পুরীদাস' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শিবানন্দ যখন বালক পরমানন্দদাসকে মহাপ্রভুর সন্নিধানে আনিয়াছিলেন, মহাপ্রভু স্নেহাবিষ্ট হইয়া তাঁহার মুখে পদাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিয়াছিলেন।

"শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার ?
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার ॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিলা ভোজন ।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা করি আচমন ॥
শিবানন্দের প্রকৃতি, পুত্র যাবৎ এথায় ।
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায় ॥"

—চৈঃ চঃ অ ১২।৫১-৫৩

শিবানন্দের ছোটপুত্র পুরীদাসের প্রতি মহাপ্রভুর যে অশেষ কৃপা, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ষোড়শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। রথযাত্রা উপলক্ষে শিবানন্দ সেন তাঁহার পত্নী ও ছোটপুত্র পুরীদাসকে লইয়া একবৎসর মহাপ্রভুর সন্নিধানে আসিলে মহাপ্রভু পুরীদাসকে "কৃষ্ণ কহ" "কৃষ্ণ কহ" এইরূপ বার বার বলিয়া কৃষ্ণনাম করিতে বলিলেও বালক কিছুতেই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল না, শিবানন্দ সেনও অনেক যত্ন করিয়া উচ্চারণ করাইতে পারিলেন না। মহাপ্রভু বলিলেন—তিনি জগতের সকলকে, এমনকি স্থাবরকেও কৃষ্ণনাম করাইতে পারিলেন, কিন্তু এই শিশুকে কৃষ্ণনাম করাইতে পারিলেন না, ইহার কারণ কি। স্বরূপ দামোদর উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলা উপদেশে। মন্ত্র পাঞা কার আগে না করে প্রকাশে ॥ মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান। এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান।" শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—'শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত মন্ত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে মন্ত্রের বীর্য্য থাকে না; শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আখ্যায়িকায় আমরা পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছি।' অপর একদিন মহাপ্রভু পুরীদাসকে পড়িতে বলিলে পুরীদাস মৌন ভঙ্গ করিয়া একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র সাত বৎসর। কোন অধ্যয়ন নাই, কি করিয়া এই শ্লোক উচ্চারণ করিল, সকলে ভাবিয়া চমৎকৃত হইলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার মহিমা ব্রহ্মাদি দেবতাগণও বুঝিতে পারেন না। পুরীদাস (কবি কর্ণপুর)-কৃত শ্লোকটি এই—

"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥"

"যিনি—শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্রমণিদাম, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিল-ভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হইতেছেন।"

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী গুরু যদুনন্দন আচার্য্যের আজ্ঞার ছলনা করিয়া পলায়ন করিলে শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদার রঘুনাথকে ফেরৎ পাঠাইবার অনুরোধ করিয়া পত্রসহ দশজনকে শিবানন্দ সেনের নিকট প্রেরণ করিলেন। তথায় রঘুনাথের সন্ধান না পাইয়া দশজন ফিরিয়া আসে। চাতুর্ম্মাস্যান্তে শিবানন্দ সেন ভক্তগণের সহিত পুরী হইতে গৌড়দেশে প্রত্যাগমন করিলে রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন মজুমদার লোকমারফৎ রঘুনাথের সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি এবং তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভজনের কথা জানিতে পারিলেন। ভক্তগণ পুনরায় পুরীযাত্রা করিলে রঘুনাথের পিতা-মাতা দুঃখিত হইয়া রঘুনাথের সেবার জন্য চারিশত মুদ্রা দুই ভৃত্য এক ব্রাহ্মণ শিবানন্দ সেনের সহিত পুরীতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামী ঐসব নিজের জন্য অঙ্গীকার করেন নাই। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এই প্রস্তাবে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মহিমা প্রচুররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কুমারহট্টে যে সময়ে শ্রীবাসের গৃহে অতিথি ভক্তগণসহ শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে অন্যান্য ভক্তগণের সহিত শিবানন্দ সেনও তথায় মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

"বাসুদেব দত্ত আইলেন সেইক্ষণে।
শিবানন্দ সেন আদি আপ্তবর্গসনে ॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৫।১৮

শ্রীশিবানন্দ সেনের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সঠিক সন এবং পিতা-মাতার নাম ও পত্নীর নাম জানা যায় না।

শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজের জীবনী

[রাইপুর শ্রীগৌরাঙ্গমঠ—সেবকগণ-প্রেরিত]

গত ১২ নারায়ণ (৫০০ শ্রীগৌরাব্দ), ১২ পৌষ (১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), ২৮ ডিসেম্বর (১৯৮৬ খৃঃ), রবিবার সকাল ৯।৫ মিঃ-এর সময় শ্রীগৌড়ীয়-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত গোস্বামী মহারাজ 'রাইপুর' গ্রামস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ মঠে নিজ ভজনকক্ষে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক-লীলা স্মরণ করিতে করিতে ৮২ বৎসর বয়সে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ঐদিন দ্বাদশী-তিথি ছিল। যথাসময়ে যথাবিধি তিনি একাদশীর পারণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বদিবস তদাশ্রিত অনুরাগী সজ্জনগণের নিকট তিনি তাঁহার অপ্রকট বার্ত্তা জ্ঞাপনও করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাকর্ষণে তিনি ভৌমলীলা সম্বরণ করায় তাঁহার অদর্শন-জনিত বিরহবেদনা তদাশ্রিত জনগণের অতীব দুঃসহনীয় হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা দুঃখ-ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে সুমধুর কণ্ঠে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীল মহারাজের অপ্রকট-বার্ত্তা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সকল কাজ ছাড়িয়া মঠে আসিয়া উপস্থিত হন তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ, আদর্শ ভজননিষ্ঠা, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে প্রগাঢ় অনুরাগ, ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশে অদম্য উৎসাহ, বিপন্ন-দুঃস্থ জনগণের প্রতি দয়া, বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীতে সকলেই শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে তচ্চরণে আকৃষ্ট ছিল।

পরমপূজনীয় শ্রীল ভাগবত গোস্বামী মহারাজ বীরভূম জেলার অন্তর্গত চিনপাই গ্রামে মাতুলালয়ে বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৩১১ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী তিথিতে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম—শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম—কুসুমকামিনী দেবী। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম—শ্রীশঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়। বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভগবদনুরাগ লক্ষিত হইত। পাঠ্যাবস্থায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং পরোপকারী ছিলেন। এইজন্য অনেক ছাত্রই তাঁহার নিকট বিভিন্নভাবে সাহায্য লাভ করিত। আদর্শচরিত্র ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া বালক হইলেও তিনি সকলের সম্মান ও গৌরবের পাত্র ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রে বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রকাশ দেখা যাইত। এমনকি হরিনাম সংকীর্ত্তনকালে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। মধ্যে মধ্যে ভগবৎ-প্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় তিনি বিরলে বসিয়া কাঁদিতেন এবং সদ্‌গুরু-প্রাপ্তির অভিলাষে ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নে তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শন পান এবং কেহ যেন বলিলেন—ইনিই তোমার গুরু। তখনও তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। শুভস্বপ্ন-দর্শনে আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ সকালবেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য পাওয়ার সৌভাগ্য হয়। তৎপরে তিনি অনুসন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন—উক্ত মহাপুরুষ শ্রীধাম মায়াপুরে থাকেন, শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সময় তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়।

যথাসময়ে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত হন। দেখিলেন, অনেকেই শ্রীহরিনাম গ্রহণের জন্য উপস্থিত। কাহারও সহিত তাঁহার পরিচয় নাই। এইজন্য হরিনাম-গ্রহণেচ্ছু সজ্জনগণের অনুসরণে মস্তকমুণ্ডন ও তিলকধারণ করিয়া যেস্থলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ হরিনাম দিতেছেন, তাহার অদূরে দাঁড়াইয়া থাকেন। স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত শোভিত। একজনকে হরিনাম দেওয়ার পরই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি হরিনাম লইবেন? তদুত্তরে আর্ত্তির সহিত 'আজ্ঞে হ্যাঁ' জ্ঞাপন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ডাকিলেন। এমন সময় নিকটস্থ কোন মহারাজ বলিলেন, 'আমরা কেহ চিনি না।' তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বিরক্তির স্বরে বলিলেন—'আপনাদের চিনিবার প্রয়োজন নাই, নাম লিখিয়া রাখুন।' এই বলিয়াই সস্নেহে নিকটে বসাইয়া কৃপাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম প্রদান করিলেন।

হরিনাম-গ্রহণের এক বৎসর পরেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া মঠজীবন বরণ করেন। তৎকালে করুণাময় শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া পাঞ্চ-

রাত্রিক দীক্ষা প্রদান করতঃ তাঁহার নাম রাখিলেন শ্রীশুভবিলাস দাসাধিকারী। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ নামে পরিচিত হন।

মঠজীবনের প্রথম দিকে কিছুদিন তিনি শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে ধর্ম্মশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত থাকিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তখনকার পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশে'র প্রধান সম্পাদক হিসাবে সেবায় ব্রতী হন। শ্রীল প্রভুপাদ যখন তাঁহাকে 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিবার নির্দ্দেশ দেন, তখন তিনি জানাইলেন—'আমি কখনও কোন পত্রিকা, নভেল, নাটক, গল্পের বই প্রভৃতি কিছু পড়ি নাই, আমার পক্ষে কি প্রবন্ধাদি লেখা সম্ভব হইবে?' তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন—'আপনি কলম ধরিলেই ভগবৎ-কৃপায় সবই আসিয়া যাইবে।' কার্য্যতঃ তাহাই হইল। যেদিন তিনি সম্পাদকের সেবাভার গ্রহণ করিলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রবন্ধ লেখা, প্রুফ দেখা ও প্রেস পরিচালনা প্রভৃতি সকল সেবাই তিনি বিনা দ্বিধায় নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও তৎপরতার সহিত সোৎসাহে করিতে লাগিলেন। সমস্ত সেবাকার্য্য সমাধা হইতে কোন কোন দিন অধিক রাত্রি হইত। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। আসিলে পর শ্রীল প্রভুপাদ উল্লাসভরে বলিতেন—'আপনার সকল কার্য্য হইয়াছে ত'?' তৎপর অন্যান্য ভক্তের সহিত আলোচ্য প্রসঙ্গের সারমর্ম্ম তাঁহাকে বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শয্যা গ্রহণ করিতেন। শ্রীল মহারাজ যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিতেন, তাহা সবই মৌলিকত্বপূর্ণ, প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী ও সিদ্ধান্ত-সম্মত ছিল বলিয়া সকলেই তাহা পছন্দ করিতেন। প্রবন্ধ যেরূপ হৃদয়গ্রাহী ছিল, শ্রীল মহারাজের ভগবৎ-কথা আলোচনাও তদ্রূপ সকলের হৃদয়ে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত। তাঁহার আলোচনা-শ্রবণে প্রত্যেকেরই হৃদয়ে ভগবদ্ভজনের নূতন প্রেরণা জাগিয়া উঠিত।

মঠজীবন বরণ করিবার পর তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আত্মীয় স্বজনগণ বহুবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। শেষে তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিলে শ্রীল প্রভুপাদ বাধ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিয়া পত্র দিলেন। ঐ সময় শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। পত্র লইয়া আসিলে তাহা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—'Paper-এর ভার কাহারও উপর না দিয়া যাইতে পারি না, পরে যাইব'—এই বলিয়া আত্মীয়কে বিদায় দেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশসূচক পত্র লিখিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন এবং তৎপরদিবসেই শ্রীধাম মায়াপুরে আসেন। আসিবার সময় হুলোর-ঘাটে শুভবিলাস প্রভুকে দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়া ওঠেন—'আপনি বাড়ী যান নাই?' তদুত্তরে তিনি বলেন—'প্রভো, আপনার শ্রীচরণ ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারি না।' শ্রীল প্রভুপাদ তাহা শুনিয়া উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন—'ইহা আদেশ লঙ্ঘন নয়, পরন্তু ইহারই নাম গুরুর আদেশ পালন, ইহারই নাম গুরুসেবা।'

শ্রীল মহারাজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আদর্শ গুরুনিষ্ঠা ও প্রাণপণে হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার আগ্রহ দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ উল্লাসভরে বলিতেন—'ঐ একটী ছেলে থাকার দরুণ আমি মায়াপুর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত।' কোন ব্রহ্মচারী চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা করিলে শ্রীল মহারাজের সুযুক্তিপূর্ণ বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া শান্ত ও স্থিরচিত্ত হইয়া তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন।

অন্য একদিন শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা আলোচনা করিতেছিলেন। তথায় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্ত অনেকেই উপস্থিত। হঠাৎ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়া উঠিলেন—'আমার কথা একজন মাত্র ধরিতে পারিয়াছেন, তিনি হইলেন—শুভবিলাস প্রভু।' এই কথা যখন আলোচনা হয়, তখন তথায় পূজনীয় শ্রীশ্রীল ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ (শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী) উপস্থিত ছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ নিজজন ছিলেন।

লেখনী-দ্বারে ভগবৎ-কথা-প্রচারে শ্রীশ্রীল মহারাজের অদম্য উৎসাহ। তাই যথাক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-

পত্রিকা ও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় সুমীমাংসিত ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীল মহারাজ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়-সমিতির প্রথম মঠ 'শ্রীভাগবত আশ্রম' চিনপাই গ্রামে স্থাপিত হয়। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে রাইপুর গ্রামে 'শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ' এবং ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে পুরুলিয়ায় 'শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ' স্থাপিত হয়।

এতদ্ব্যতীত তিনি 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত' প্রকাশ করেন। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী প্রশ্নোত্তর-মুখে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিয়া জগতের মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় 'গুরুতত্ত্ব ও গুরুসেবা', 'সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা', 'হরিরেব গুরুঃ গুরুরেব হরিঃ' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করিয়া ভক্তি-জগতের মূল ভিত্তি আদৌ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়—এই পরম প্রয়োজনীয় নিগূঢ় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিতবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহারই অহৈতুকী কৃপায় তাঁহারই আদর্শ অনুসরণে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; যাহার ফলে আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভগবন্নাম-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভাগবত মহারাজের মাধ্যমে শরণাগতির আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। কাহারও নিকট চাঁদা বা কোনরূপ ভিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥" —এই শ্লোক যে প্রত্যক্ষ সত্য—তাহা তিনি অযাচক-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে যে ভগবৎ-কৃপায় কোন অসুবিধা থাকে না, তাহা শ্রীল মহারাজের জীবনীতে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্যের বিষয়। ভগবৎ-কৃপায় 'শ্রীভাগবত আশ্রম', 'শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ' রাইপুর এবং পুরুলিয়ায় 'শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ' প্রতিষ্ঠা করিয়া সুষ্ঠুভাবে সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' স্বলিখিত শ্রীনয়নানন্দ ভাষ্য সহ, 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতি', শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও প্রার্থনা', 'ভগবান্ কে', 'কলিযুগধর্ম্ম কি', 'শ্রীগৌরাঙ্গদেব কে ও তাঁর শিক্ষা কি', 'শান্তিলাভের উপায় কি', 'গুরুতত্ত্ব ও গুরুসেবা', 'জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ কেন', 'মন্ত্রার্থদীপিকা', 'মহামন্ত্রের বিস্তৃত অর্থ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রকাশরূপ জগন্মঙ্গলকর কার্য্য করিয়া গৌড়ীয়-গগনে উজ্জ্বল ভাস্কররূপে সতত তিনি দেদীপ্যমান।

আজ তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার স্নেহ-কৃপা ও অবদানের কথা স্মরণ করিয়া আশ্রিতবর্গ ও তাঁহার সম্পর্কিত সকলেই শোকে মুহ্যমান। তিনি নিত্যলোকে থাকিয়া সকলের প্রতি কৃপা বিতরণ করুন—ইহাই তচ্চরণে প্রার্থনা।

বিরহ-সংবাদ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল মহাযোগী মহারাজ ঃ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সেবক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল মহাযোগী মহারাজ বিগত ২০ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-পঞ্চমী তিথিবাসরে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ শ্রীল আচার্য্যদেব আসাম প্রচার-ভ্রমণে থাকাকালে পাইয়া মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত হইয়াছিলেন। নদীয়া জেলান্তর্গত চাকদহ রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-শাখা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দিরের সেবায় নিয়োজিত থাকাকালে শ্রীমদ্ মহাযোগী মহারাজ অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্ত্তী কল্যাণী হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু সকলের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া তিনি রাত্রি ১০টা ৪০ মিঃ-এ দেহরক্ষা করেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল আনুমানিক ৬৮ বৎসর।

পশ্চিমবঙ্গে দিনাজপুর জেলায় তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস

ছিল। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীসত্যম্বর রায়। ইং ১৯৭৮ সনে ইনি শ্রীবৃন্দাবনধামে নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের নিকট শ্রীহরি-নামাশ্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের তিরোধানের পর ইনি ইং ১৯৭৯ সনে ২৪ মার্চ্চ (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, ১০ চৈত্র) শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করতঃ 'শ্রীসত্যগোবিন্দ বনচারী' নামে খ্যাত হন। তিনি স্নিগ্ধ যোগ্যতাবিশিষ্ট নিষ্ঠাবান্ সেবক ছিলেন। যে সেবা তাঁহাকে প্রদান করা হইত, তিনি গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের সহিত সেই সেবা করিতেন। ইনি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের সেবায় দীর্ঘ সময় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত কলিকাতা মঠে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা ও গ্রন্থবিভাগের সেবাতেও মাঝে মাঝে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি হিসাবাদি সংরক্ষণে পারঙ্গত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি শ্রীমায়াপুরে পুষ্করিণীর ঘাট নির্ম্মাণসেবায় এবং যশড়া শ্রীপাটে মন্দিরনির্ম্মাণসেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমঠের আচার্য্যের সহিত কখনও কখনও প্রচার-ভ্রমণেও যাইতেন। চিকিৎসা বিষয়েও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল।

বিগত ২৭ ফাল্গুন, ১৩৯২ ; ১১ মার্চ্চ ১৯৮৬ মঙ্গলবার শ্রীল গুরুদেবের তিরোভাব তিথিবাসরে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে শ্রীল গুরুদেবের সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্নিধানে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস বেষ গ্রহণ করতঃ 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল মহাযোগী মহারাজ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস বেষ গ্রহণের এক বৎসরের মধ্যেই তিনি স্বধামপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার শেষকৃত্য চাকদহ—যশড়ায় গঙ্গার তটে যশড়া শ্রীপাটের মঠবাসী সেবকগণের দ্বারা এবং স্থানীয় ভক্তগণের সহায়তায় ও উপস্থিতিতে সংকীর্ত্তন-সহযোগে যথা-বিহিতভাবে সুসম্পন্ন হয়। গত ১০ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার তাঁহার বিরহোৎসব যশড়া শ্রীপাটে ও কলিকাতা মঠে সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার প্রয়াণে প্রতিষ্ঠানের একজন নিষ্ঠাবান্ সেবকের অভাব হইয়া পড়িল। তজ্জন্য মঠের আচার্য্য ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

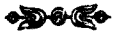

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declares that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher

Dated 30. 3. 1987

আসামের বিভিন্ন স্থানে

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও শ্রীমঠের বিশিষ্ট প্রচারকবৃন্দ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের ত্যক্তাশ্রমী প্রচারকবৃন্দ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে বিগত ৭ মাঘ, ২১ জানুয়ারী বুধবার কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ গৌহাটী হইয়া প্রথমে তিনসুকিয়ায়, তৎপরে ডিব্রুগড়, তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, দরংগিরি, সরভোগে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারান্তে গত ৭ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারসেবায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত কলিকাতা হইতে গমন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ভক্তদ্বয় শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ভক্তিভূষণ ও শ্রীঅহীন সিংহ। তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ উক্ত মঠের সেবকদ্বয় শ্রীপুলক সরকার সেবাপ্রাণ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাহা সহ প্রচারের প্রাক্ ব্যবস্থাদিবিষয়ে সহায়তার জন্য দুইদিন পূর্ব্বে তিনসুকিয়ায় পৌঁছিলেও চারিদিন অবস্থানের পরেই তাঁহাদিগকে তেজপুর মঠের বার্ষিক উৎসবের ব্যবস্থার জন্য তেজপুরে ফিরিয়া আসিতে হয়। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের একনিষ্ঠ প্রাচীন সেবক শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী সেবাব্রত প্রভু প্রচারসেবায় সহায়তার জন্য প্রচারপার্টীর সহিত তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড় ও তেজপুর মঠে অবস্থান করতঃ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবাকার্য্যের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তেজপুর—গোয়ালপাড়া—গৌহাটী—সরভোগ মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, গোয়ালপাড়া—গৌহাটী—সরভোগ মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ এবং সরভোগ মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ যোগদান করেন। শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী দুইদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে গৌহাটী পৌঁছিলেও প্রচারপার্টী তেজপুরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই নৃত্যগোপাল প্রভু অসুস্থতানিবন্ধন তেজপুর হইতে গৌহাটী হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী তেজপুর মঠ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রচারপার্টীর সহিত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতার কতিপয় মহিলাভক্ত—শ্রীমতী অরুণা কর, শ্রীমতী সুস্মিতা কর, শ্রীমতী ঊষা দাশগুপ্তা, শ্রীমতী রত্না দাশগুপ্তা, শ্রীমতী ঊষা ভদ্র, শ্রীমতী প্রতিমা মিত্র ও শ্রীমতী ঊমা গুহরায় আসামের মঠগুলি, কামাখ্যাদেবীর মন্দির, বশিষ্ঠাশ্রম, ঊষাপাহাড় আদি দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন।

তিনসুকিয়া ঃ—আসামের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের প্রসিদ্ধ সহর। লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। ব্যবসায়ের কেন্দ্র হওয়ায় বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির বাস। Cosmopolitan town বলা যায়। সহরের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা থাকিলেও পানীয় জল পরিপাকের অনুকূল নহে। তিনসুকিয়ার নিকটবর্ত্তী পূর্ব্ব-দক্ষিণে প্রসিদ্ধ তৈলখনি ডিগবয় এবং পশ্চিমে ডিব্রুগড়। অবস্থিতি—২৪ জানুয়ারী শনিবার হইতে ৩০ জানুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য সদলবলে ২৪ জানুয়ারী প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় তিনসুকিয়া মেলে তিনসুকিয়ায় শুভপদার্পণ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীরামগোপাল লোহিয়া, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী (শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ) এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও বহু ভক্তসহ রেলষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া পুষ্পমাল্যাদি সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। রেলষ্টেশন হইতে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান দুর্গাবাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থানীয় মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীসুবোধ দে সরকার মহোদয়ের চারিতলযুক্ত ভবনে আসিয়া

উপনীত হন। উক্ত ভবনের চতুর্থতলায় সাধুগণের ও ভক্তগণের অবস্থানের এবং উক্ত ভবনের অদূরে শ্রীসদাশিব দাসাধিকারীর গৃহে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে প্রসাদ সেবার সুব্যবস্থা হয়। শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী, মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং অন্যান্য সদস্যগণ সাধুগণের তত্ত্বাবধান এবং ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থাদি বিষয়ে আন্তরিকতার সহিত যত্ন করেন।

স্থানীয় সার্ব্বজনীন কালীবাড়ীতে ২৪ জানুয়ারী হইতে ২৭ জানুয়ারী এবং স্থানীয় দুর্গাবাড়ী হলে ২৮ জানুয়ারী হইতে ৩০ জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯-৩০টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। ডঃ শ্রীএম্-সি নাথ, শ্রীপ্রফুল্ল বরুয়া, শ্রীনবীন চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীডি-পি শুক্লা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'বিশ্বশান্তি সমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু', 'ভাগবতধর্ম্ম', 'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন', 'ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা', 'শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও পৌত্তলিকতা', 'কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি' নির্দ্দিষ্ট বক্তব্যবিষয়গুলি যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ প্রত্যহ অসমীয়া ভাষায়, কোনও দিন বাংলা ভাষাতেও ভাষণ দেন। তদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ বাংলাভাষায় এবং শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু অসমীয়াভাষায় বক্তৃতা করেন। চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতি শ্রীনবীন চক্রবর্ত্তী মহোদয় তাঁহার আবেগময়ী ভাষণে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন তিনসুকিয়ায় অনেক ধর্ম্মসভা হইয়াছে, কিন্তু এইজাতীয় তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ কথা তাঁহারা কখনও শুনেন নাই। সমাজের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এইজাতীয় ধর্ম্মসভার অত্যাবশ্যকতার কথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলেন। একদিন পূর্ব্বাহ্নে স্থানীয় অসমীয়া নামঘরে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে পৌঁছিলে তথায় কীর্ত্তন ও ভাষণ হয়। স্থানটী একান্ত ও সুন্দর।

২৫ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় স্থানীয় সার্ব্বজনীন কালিবাড়ী হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন করে। উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে এইজাতীয় নগরসংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রা দর্শন তিনসুকিয়ার অধিবাসিগণের পক্ষে প্রথম। যোগদানকারী ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষের আত্মীয় শ্রীঅজিত ঘোষ মহোদয়ের প্রার্থনায় তিনসুকিয়া সহরের একপ্রান্তে শ্রীপুরিয়ায় ২৮ জানুয়ারী প্রাতে তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহে যাইয়া সভায় ভাষণ প্রদান করেন। তথায় মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীমুরলীধর মোদির গৃহে ২৯ জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে উপস্থিত হইয়া হিন্দীভাষায় হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। তদ্ব্যতীত ৩০ জানু-য়ারী শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে পূর্ব্বাহ্নে সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডী যতিবৃন্দ বক্তৃতা করেন এবং মধ্যাহ্নে মহোৎ-সবে বহুশত নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

সস্ত্রীক শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী এবং তাঁহার পরিজনবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। তাঁহারা সকলেই সাধুগণের প্রচুর আশী-র্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

ডিব্রুগড় ঃ—ডিব্রুগড় অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে শ্রীকে-পি শর্ম্মা বিশ্বাস, মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীহরিহর দে, শ্রীঅশোক দে ও শ্রীমিলন চন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টি সহ একদিনের জন্য তিনসুকিয়া হইতে ৩১ জানুয়ারী দুইটী বাসযোগে প্রাতঃ ৮ ঘটি-কায় ডিব্রুগড়ে আসিয়া পৌঁছেন। তিনসুকিয়ায় স্বামীজীগণ একটী বাসে উঠিলে মালপত্র উঠাইবার পূর্ব্বেই উহা ছাড়িয়া দেওয়ায় কিছু অশান্তি ও বিভ্রাট হয়। ব্রহ্মচারী সেবকগণ পরবর্ত্তী বাসে মালপত্র উঠাইয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডিব্রুগড়ে আসিয়া পৌঁছেন। ডিব্রুগড় সহরে চৌকিডিঙ্গিস্থ আয়কর কলোনিতে শ্রীহরিহর দে মহাশয়ের সরকারভবনে সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। গৃহগুলির মধ্যবর্ত্তী খালি

স্থানে একটী মণ্ডপও নির্ম্মিত হইয়াছিল সাধুগণের ও বহিরাগত অতিথিগণের বসিবার জন্য। মধ্যাহ্নে মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

ডিব্রুগড়ে প্রবেশ করিয়াই সকলের মন প্রফুল্ল হয়। ডিব্রুগড় সহর তিনসুকিয়ার ন্যায় ব্যবসায়ের কেন্দ্র না হইলেও তিনসুকিয়া অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পানীয় জলও উপাদেয়। স্থানীয় লোকেরা বলেন আসামে শিলংএর পরেই ডিব্রুগড় স্বাস্থ্যনিবাস। শিলংএর ন্যায় ঠাণ্ডা না হইলেও এখানেও গরমের সময় নাকি অধিক গরম হয় না, নাতিশীতোষ্ণ থাকে, খুবই সুখপ্রদ।

ডিব্রুগড়ের সার্ব্বজনীন কালীবাড়ীটী তিনসুকিয়া অপেক্ষা অনেক বড়। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় তথায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয় তথাকার ইনকামট্যাক্স অফিসার শ্রীকে-পি শর্ম্মা বিশ্বাসের সভাপতিত্বে। বক্তৃতা করেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী। সভার আদি ও অন্তে পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হয়।

শ্রীহরিহর দে মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের হার্দ্দী প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।

১৮ মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার ডিব্রুগড় হইতে তেজপুর যাইবার জন্য প্রাতঃ ৬-৪৫ মিঃ-এ গভর্ণমেণ্ট বাসযোগে সকলে রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় ব্রহ্মপুত্রনদের তটবর্ত্তী শীলঘাটে আসিয়া পৌঁছেন। বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে ষ্টীমার ঘাটটী নিকটে নহে। দৌড়াদৌড়ী করিয়া ষ্টীমারঘাটে পৌঁছিলেও কেহ বসিবার জায়গা পায় নাই। সেই ষ্টীমারের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই বাস, জীপ, কার ও যাত্রী ভর্ত্তি। শীলঘাট হইতে তেজপুরঘাটের দূরত্ব অনেক। অধি-কাংশ ব্যক্তিকেই ষ্টীমারে দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। শীলঘাটে বার বার যাইয়া মালপত্র ছুটাছুটি করিয়া আনিতে ব্রহ্মচারিগণ ক্লান্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ ব্যবস্থাই নাকি বহুদিন যাবৎ চলিতেছে। কলিকাতার বন্ধুদ্বয় দেবপ্রসাদবাবু ও অহীনবাবু এই-রূপ অব্যবস্থায় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও মঠের সন্ন্যাসি-গণকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মনকে সান্ত্বনাপ্রদান করতঃ ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখা গেল একটী দীর্ঘ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা নাকি ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ সেতু মোটরকার, বাস, ট্রাক আদি যাইবার জন্য। উহা চালু হইলে যাত্রিগণের বহুদিনের কষ্ট দূরীভূত হইবে। শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ এবং মঠের শুভানুধ্যায়ী নকুলবাবু তাঁহার গাড়ীসহ তেজপুর ঘাটে উপস্থিত থাকায় তেজপুর মঠে পৌঁছিতে কাহারও কোনও কষ্ট হয় নাই। সন্ধ্যা ৫-৩০টায় সকলে তেজপুর গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পৌঁছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর ঃ—প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও তেজপুর গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে ১৮ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ২০ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় তিনটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে সভা-পতির অভিভাষণ প্রদান করেন ডঃ শ্রীআনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়। সভায় বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা', 'ভক্তাধীন ভগবান্', 'পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু'।

১৯ মাঘ সোমবার মহোৎসবে সহস্রাধিক নর-নারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। ২০ মাঘ মঙ্গলবার শ্রীবসন্ত পঞ্চমী তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধানয়নমোহনজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন।

বহু নরনারী শুদ্ধভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিতভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

গৃহস্থ অতিথিভক্ত কতিপয় মঠের তত্ত্বাবধায়কসহ একদিন বাণাসুরের স্থান উষাপাহাড়, হরিহর পাহাড়,

দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি, মহাভৈরব দর্শন করিয়া আসেন। কেহ কেহ তেজপুরের প্রসিদ্ধ পাগলাগারদও দেখিতে যান।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া ঃ—তেজপুর হইতে গৌহাটী হইয়া গোয়ালপাড়ায় যাওয়ার রাস্তা—অনেকটা দীর্ঘ পথ। গোয়ালপাড়ায় দ্রুত পৌঁছিতে এবং সাধু ও ভক্তগণের কষ্ট লাঘবের জন্য তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ মঠের শুভানুধ্যায়ী নকুলবাবুর সহায়তায় তেজপুর হইতে একটী বড় বাস রিজার্ভের ব্যবস্থা করেন। গৃহস্থগণ নিজব্যয় বহন করিলে সাধুগণের পাথেয় দেন শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ। ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার তেজপুর হইতে বেলা ১১-৪৫ মিঃ-এ যাত্রা করতঃ সন্ধ্যা ৬-৫৫ মিঃ-এ সকলে গোয়ালপাড়া মঠে আসিয়া পৌঁছেন। ইহার দ্বারা অনেক জায়গায় মালপত্র লইয়া নামা উঠা ও বাস পরিবর্ত্তনের ঝঞ্ঝাট পরিহার করা হয়।

২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হইতে ২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত হন যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপ্রভাত চন্দ্র নাথ, এড্‌ভোকেট ও বি-টি কলেজের অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রপতি গোস্বামী। 'পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন' ও 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও অবদানবৈশিষ্ট্য' নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়সমূহের উপর ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ও শ্রীশ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ গোয়ালপাড়া জেলার ও মেঘালয়ের পার্ব্বত্য-জাতি ভক্তগণের মিলনের জন্য গোয়ালপাড়া সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা সংস্থাপন করিয়াছেন। উৎসবকালে পার্ব্বত্যদেশীয় ভক্তগণ রিজার্ভবাসাদি সহযোগে বিচিত্র তদ্দেশীয় বাদ্যভাণ্ডসহ এবং কেহ কেহ পদব্রজে ক্রমাগত স্রোতের ধারার ন্যায় আসিতে থাকিলে মঠ ভক্তগণের সমাবেশে পরিপূরিত হইয়া পড়ে। তাহাদের দ্বারা আনিত চাল, তরিতরকারী, কলার খোলা ও পাতার দ্বারাই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষ ও মহিলাভক্তগণ নিজেরাই প্রবলোদ্যমে সমস্ত সেবা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইরূপ ভক্ত-সমাবেশ ও উৎসাহ খুব কম স্থানেই দৃষ্ট হয়।

৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাদামোদরজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিচিত্র বাদ্য-ভাণ্ড ও বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া গোয়ালপাড়া সহর পরিভ্রমণ করেন। ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী দুইদিনই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রহ্মপুত্র নদের তটবর্ত্তী পর্ব্বতের দ্বারা বেষ্টিত গোয়ালপাড়া সহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য রমণীয়। সহরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রাস্তাঘাট সুন্দর। শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকটকালে সংস্থাপিত অধুনা লুপ্ত ব্রহ্মপুত্র নদের তটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর শ্রীপ্রপন্নাশ্রমের স্থান দর্শন ও তাহাতে প্রণতি জ্ঞাপনের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব একদিন ভক্তবৃন্দসহ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গোয়ালপাড়াতেও বহু ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীগৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

নদীয়াজেলায় চাকদহ-যশড়া শ্রীপাটে নবনির্ম্মিত পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীজগন্নাথমন্দিরের প্রতিষ্ঠা মহোৎসব—১৭ বৈশাখ, ১লা মে শুক্রবার অক্ষয়তৃতীয়া তিথিবাসর

১৬ বৈশাখ প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন

১৬ ও ১৭ বৈশাখ—প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যলীলার 'আদিব্যাস'—বঙ্গভাষার আদি মহাকবি—নিত্যানন্দৈকপ্রাণ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক সুললিত পয়ারছন্দে বিরচিত—সমগ্র শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থরত্নের ভক্তজনমনোরঞ্জন

অভিনব বিরাট সংস্করণ

এই গ্রন্থরাজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর**-কৃত সাত্বত শাস্ত্রসারসমন্বিত অপ্রাকৃত জ্ঞানগর্ভ 'গৌড়ীয়ভাষ্য', 'ঠাকুরের জীবনী', ভূমিকা এবং আদি-মধ্য-অন্ত্যখণ্ডের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের কথাসার, গ্রন্থোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকসমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি, মূল পয়ারসমূহের মর্ম্মার্থবোধক 'শীর্ষক', সারগর্ভ পয়ারসমূহের সূচী তথা পাত্র-স্থান প্রভৃতি বিবিধ সূচী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত হইয়া প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন—নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** উপদেশ ও কৃপানির্দ্দেশক্রমে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সম্পাদকসঙ্ঘের সম্পাদকতায় সর্ব্বমোট ১২৫০ পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

সহৃদয় সুধী সদ্ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনবৃন্দ উক্ত গ্রন্থরত্ন সংগ্রহার্থ শীঘ্রই তৎপর হউন।

ভিক্ষা—তিনখণ্ড একত্রে রেক্সিন বাঁধান—১০০·০০ টাকা।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	২.০০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (সাধারণ বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	৪.০০
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)	ঐ ,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) —	,,	২৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	৪.০০
(২৪)	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত (রেক্সিন বাঁধাই)	,,	১০০.০০

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১·০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০·৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৯৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৯৪
১৫ মধুসূদন, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, বুধবার, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৭ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—নূতন দিল্লী

সময়—শনিবার, ১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৩৪ ; ৫ই নভেম্বর ১৯২৭

সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত সকলকেই আমি নমস্কার করি। আজ "শ্রীচৈতন্যদেব" সম্বন্ধে আমার বলিবার কথা।

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই শ্লোক-দ্বয়ের দ্বারা নমস্কার করিয়াছিলেন,—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তি-যোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণ-চৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর যখন শ্রীপুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন, তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নদীয়া-সম্পর্কে যুবক-সন্ন্যাসীকে স্নেহচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বহু সন্ন্যাসীর উপদেষ্টা অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও বেদান্তশাস্ত্রের পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিমাইকে বেদান্ত-দর্শনে অনভিজ্ঞ-জ্ঞানে শাস্ত্র শ্রবণ করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অমানি-মানদ-ধর্ম্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব সপ্তম দিবস পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার পর "বুঝিতে পারিয়াছেন কি না" পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করায় মহাপ্রভু বলিলেন,—"আপনার কৃত অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ব্যাসের অভিপ্রায় শ্লোকে স্পষ্ট প্রকাশিত, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।" সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যাত 'বিবর্ত্তবাদ' তিনি স্বীকার করিলেন না, শক্তি-পরিণামবাদের কথাই বিশেষভাবে বিচার করিলেন।

'বিবর্ত্ত' অর্থে যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহাই বলিয়া ধারণা—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। পরিদৃশ্যমান জগতে ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যাহা কিছু গৃহীত হয়, তাহা সকলই খণ্ডিত ভাবে গৃহীত হয় ; কোনও বস্তু-বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান হয় না। কারণগুলি অসমর্থ ; অসীম

বা মানবধারণার অতীত অতি সুবৃহৎ বা অখণ্ড বস্তুর বিচার মানব জ্ঞানের খণ্ডিত বিচারের গম্য নহে। পাশ্চাত্যদেশের মনীষিগণ Agnosticism, Pantheism, Scepticism Pan-en-theism প্রভৃতি মতবাদ এবং ভারতীয় মনীষিবৃন্দ বিভিন্ন বিচার উপস্থাপিত করিয়াছেন।

বিভিন্ন পন্থার লোক বিভিন্নভাবে বিষয় দর্শন করেন। মন বাহ্য দৃষ্টবস্তু হইতে লব্ধ জ্ঞানের সমষ্টি লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়। আমরা দ্রষ্টৃ-সূত্রে দৃশ্য জগতের অনুভব বাহ্যজ্ঞানে যেরূপ দর্শন করি, তাহাতে আমাদের angle of vision (প্রতীতি) পরস্পর পার্থক্য লাভ করিয়াছে। কতকগুলি লোক বিবাদে ও কতকগুলি লোক আনুগত্যধর্ম্মে অবস্থিত। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে আবার কতকগুলি লোক যে কাল পর্য্যন্ত বস্তু বুঝিতে না পারে, সে কাল পর্য্যন্ত আনুগত্যের ছল প্রদর্শন করে। বস্তুগত ধারণার সহিত উহাদের নিজ নিজ উপলব্ধি-পার্থক্যে মনোধর্ম্মে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞানসমূহ অনুমিতির সাহায্যে একে অপরের ভ্রান্তি-দর্শন উপস্থিত করিতে পারে। এইরূপে সাম্প্রদায়িক বিবাদ উপস্থিত হয়।

অনুকূলভাবে অভিজ্ঞানের স্বীকার ও প্রতিকূলভাবে অস্বীকার মনোরাজ্যের মনোধর্ম্মে অবস্থিত। অধ্যাপক ভ্রমবশে কোন কথা বলিলে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই কথা প্রমাণিত না হইলে অধ্যাপকের বিচারে ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্যজ্ঞানে প্রত্যেক বিষয় বুঝিয়া লইতে তর্কপথ ব্যতীত দ্বিতীয় পথ নাই। এইরূপ তর্কপথ খণ্ডিতবস্তু সম্বন্ধে সত্য হইলেও অখণ্ড-বস্তু-বিষয়ে সত্য নহে। খণ্ডিতজ্ঞানে মানব অখণ্ড বস্তুর নিকট উপস্থিত হইতে পারে না। বিবেকী তর্কের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করেন। তর্ক প্রশ্নাকারে উপস্থিত হইলে বুঝিবার সুযোগ হয়। তাই গীতাশাস্ত্র বলেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"

সংশয়-নিরসনার্থ অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করিয়া তদুত্তর শ্রবণ করিতে হয়। শ্রবণে অন্যমনস্ক হইলে ও বস্তুবিষয়ে ধারণা করিতে না পারিলে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে হয়। 'প্রণিপাত'-শব্দে মনোযোগের সহিত শ্রবণ। প্রশ্ন করিয়া উত্তর শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইলে মূর্খতা, অজ্ঞতা ও পূর্ব্ব ধারণা বিগত হয়।

অভিজ্ঞের নিকট সর্ব্বতোভাবে পরিপ্রশ্ন করিবার সুযোগ আছে। অযথা তর্কের উদ্দেশ্য, 'আমি গ্রহণ করিব না'—এই বুদ্ধিতে প্রশ্ন করা উচিত নহে। তদ্দ্বারা বিষয় গ্রহণ করা যাইবে না। প্রশ্নের বিষয়ের উত্তর পাইলে তাহা utilise অর্থাৎ কার্য্যে লাগান উচিত।

মানবজ্ঞান বর্ত্তমানে খণ্ডিত জ্ঞান, Misconception বা অন্যায় ধারণার বশবর্ত্তী। মানবের concoction (উদ্ভাবন) ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের reciprocal (পারস্পরিক) ইন্দ্রিয়ের পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন হইলে দৃশ্য জগৎ অন্যভাবে প্রতিভাত হইবে। দৃশ্য জগতে মানবের সংগৃহীত জ্ঞান নানাভাবে ভ্রম উৎপাদন করে। খণ্ডিতজ্ঞানে অখণ্ডজ্ঞান আলোচ্য বিষয় নহে। Numerical Strength-এ (সংখ্যাগত শক্তিমত্তায়) অখণ্ড বস্তুর পূর্ণ প্রতীতি করিতে পারে না। মানবের ক্ষুদ্রজ্ঞানে বৃহতের ধারণা accommodate করিতে (স্থান দিতে) পারে না। বাহ্যজগতের দর্শনোত্থ জ্ঞান মিথ্যা। আংশিক জ্ঞানের পূর্ণ জ্ঞানও সম্পূর্ণ বা বাস্তব জ্ঞান নহে। Idealistic চিন্তাস্রোত কেবলাদ্বৈতবাদে প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃশ্য জগতের মানবের শোধিত অনুভূতি 'মিথ্যা' দোষযুক্ত। চেতনের বৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় দৃশ্য জগদ্দর্শনে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

দ্বিতীয়ঃ কিরণঃ—ভাগবতার্কোদয়ঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠার পর]

নারদ উবাচ—[১।৫।৮-৯]

ভবতানূদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্ ।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্ ॥১৫॥
যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥ ১৬ ॥

[১।৫।১২-১৪]

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥১৭॥
অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥১৮॥

ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্‌দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি-
র্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্ ॥১৯॥

[১।৫।১৬-২০]

বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভো-
রনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্ ।
প্রবর্ত্তমানস্য গুণৈরনাত্মন-
স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো ॥২০ক॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

নারদ কহিলেন,—"বাদরায়ণ ! তুমি ভগবানের অমল যশ অনূদিতপ্রায় রাখিয়াছ। আমি নিশ্চয় জানি, তন্নিবন্ধন তোমার আত্মপরিতুষ্টি হইতেছে না, ইহাই তোমার ন্যূনতা ॥ ১৫ ॥"

হে মুনিবর্য্য ! পুরাণে ও ভারতাদিতে ধর্ম্মাদি অর্থচতুষ্টয় যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছ, সেরূপ বাসুদেবের মহিমা তুমি বর্ণন কর নাই ॥ ১৬ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুতভাব অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিবর্জ্জিত হইলে নিরঞ্জন হইয়াও শোভা পায় না, কেন না তাহাতে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য থাকে না। তখন স্বভাবতঃ অভদ্র যে কর্ম্ম, তাহা নিষ্কাম হইলেও ঈশ্বরে অনর্পিত থাকিলে কিরূপে শোভা পাইবে ? তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম জড়দেহাশ্রিত এবং কর্ম্মের ফলও জড়ময়। অতএব চিন্ময়জীবের পক্ষে কর্ম্মই নিতান্ত অভদ্র। সেই কর্ম্ম যদি অকাম হয়, তবুও তাহাতে সাক্ষাৎ কোন চিন্ময় ফল লাভ হয় না। তবে কর্ম্মসমস্ত যদি ভক্তির ফল হয়, তবেই সে কর্ম্ম ঈশ্বরার্পিত হইয়া নির্দ্দোষ ও গৌণরূপে সুফলপ্রদ হয়। কর্ম্মশূন্য চিন্মাত্রাশ্রিত জ্ঞানও সম্পূর্ণ নয়, বরং কখনও সম্পূর্ণতার বিরোধী হয়। জ্ঞান যখন চিদ্বিলাসময়ী ভক্তির সেবক হয়, তখন ভক্তির সহিত তাহার তন্ময়তা-সিদ্ধি হয় ॥ ১৭ ॥

হে মহাভাগ ! তুমি অমোঘদৃক্, তোমার যশ নির্ম্মল, তুমি সত্যরত এবং ধৃতব্রত। অতএব তোমার চিৎসত্তাকে জড়াভিমান সত্তা হইতে ভক্তিসমাধিদ্বারা পৃথক্ করিলে চিন্ময়-কৃষ্ণলীলা দেখিতে পাইবে। অখিল জীবের বন্ধ-মুক্তির জন্য সেই উরুক্রম কৃষ্ণের লীলাব্যাপার অনুসন্ধান কর ॥ ১৮ ॥

তাহা না করিয়া তুমি যে কৃষ্ণলীলাদি পুরাণে ও ভারতে লিখিয়াছ, তাহাতে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বর্ণিত কৃষ্ণকে কিছু মায়াচ্ছন্ন করিয়া পৃথক্ দর্শন করিয়াছ। সেই পৃথক্ দৃষ্টিজনিত যে নামরূপাদি বর্ণন করিয়াছ, তাহাও বিশুদ্ধ চিন্ময় হয় নাই। সুতরাং সে সমুদয় পাঠ করিয়া জড়সত্তারূপ দুষ্টভূমিস্থিত লোকের চিত্ত চিদ্‌ভূমিতে আস্পদ লাভ করে না। বাতাহত নৌকার ন্যায় লৌল্যপ্রযুক্ত চিদ্ব্যাপারে তাহাদের চিত্ত স্থান পায় না ॥ ১৯ ॥

যদি বল—চিল্লীলা-বর্ণনের প্রয়োজন নাই, কেন না, যাঁহারা চিদচিৎ বিচার বিষয়ে বিচক্ষণ, তাঁহারা

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥২০খ॥

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥ ২১ ॥

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনা ব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গসংসৃতিম্।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ ॥ ২২ ॥
ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্ ॥ ২৩ ॥
[১।৫।২২]
ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ২৪ ॥

দেহাত্মাভিমান হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ গুরুকৃপায় চিদ্বিলাস দেখিতে পায়; তবে আমি বলি যে, অনন্ত-পারস্বরূপ কৃষ্ণের ভক্তিপথ নিবৃত্তিসুখ হইতে বিচক্ষণ লোক কোন সময়ে গুরুকৃপায় দেখিতে পান সত্য, কিন্তু যাঁহারা অনাত্মগুণে প্রবর্ত্তমান তাঁহাদের ত' কোন উপায় নাই; অতএব আমি যেরূপ বলিলাম সেইরূপ কৃষ্ণলীলা বর্ণন কর, তাহাতে উভয় প্রকার লোকের উপকার হইবে ॥ ২০ক ॥

স্বধর্ম্মের ভরসা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেন না স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া হরিচরণ ভজন করিতে করিতে যদি কেহ অপক্কাবস্থায় পতিত হয়, তাহাতেই বা কি অভদ্র, কেন না ভগবৎ কৃপায় তাহারা আবার পূর্ব্ব-সাধন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। আবার দেখ, স্বধর্ম্মদ্বারা ভজন করিলে বা কি লাভ, কেন না স্বধর্ম্মচেষ্টায় যে লোক-লাভাদি হয় তাহা অনিত্য ॥ ২০খ ॥

পণ্ডিতগণ নিত্যসুখলাভের অনুসন্ধান করেন। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উপরের সপ্তলোকে এবং সুতলাদি অধোলোকে ভ্রমণ করিয়া যে চিৎসুখ পাওয়া যায় না, তদর্থেই তাঁহারা যত্ন করেন। জড়ীয় সুখের জন্য তাঁহারা যত্ন করেন না, কেন না গভীরবেগবিশিষ্ট কালই সর্ব্বত্র দুঃখের ন্যায় কর্ম্মীর প্রাপ্য জড়সুখকে আনিয়া দেন। তদর্থে যত্নের প্রয়োজন কি? ২১ ॥

মুকুন্দসেবী পুরুষ কখনই কর্ম্মী জ্ঞানীর ন্যায় সংসৃতি লাভ করেন না, কেন না, যিনি মুকুন্দপদ বরণ করিয়া স্মরণ করেন, তিনি রসগ্রহ ব্যক্তি। তিনি কি সে রস আর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন ॥ ২২ ॥

যদি বল কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিলেই জড়ময়ী হইবে, তবে শুন—যে কৃষ্ণ হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় হয়, তিনিই এই সৃষ্টজগতে প্রতি-ফলিত। প্রতিফলন হেয় হইলেও প্রতিবিম্বিত ভগবান্ স্বরূপে প্রতীয়মান। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎ-সল্য, মধুর এই রস চিজ্জগতে বিচিত্ররূপে উপাদেয়। তত্তৎ প্রতিফলনে জগতের জড়ীয় জীবসংসার। এইরূপ প্রাদেশিক তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যাহা তুমি বর্ণন করিবে, তাহা ভগবল্লীলাই বটে। তুমি ভগ-বানের অংশ। তোমায় আত্মার সেই সেই প্রতিফলিত বিষয়ের যে মূল জ্ঞান আছে, তাহাই অবলম্বন কর ॥ ২৩ ॥

কবিগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, বদ্ধজীবের তপস্যা, শ্রুত, উত্তম ইষ্ট, বেদপাঠ, জ্ঞান ও দান—এই সকল শুভকর্ম্মের অবিচ্যুত অর্থই কৃষ্ণগুণানু-বর্ণন ॥ ২৪ ॥ (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণ-দর্শন

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরমপ্রিয়তম শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১৮৭

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিতেছেন—" 'আমি—কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই কথা ভুলিয়াই জীবের মায়া-বন্ধন। তটস্থশক্তি-রূপ জীবের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের সন্ধিস্থলে মায়ার অবস্থিতিকালে মায়াভোগ-বাসনা করায় তাঁহার মায়া-প্রবেশ হয়। মায়া-প্রবেশ হইতেই মায়িক কালের গণন। সেই কাল-গণনার অগ্রেই বহির্ম্মুখতা হওয়ায় তাহাকে 'অনাদি' বলা হয়, যেহেতু তাহা মায়িক কালের পূর্ব্বে হইয়াছে।"

যে কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমরা এই মায়িক সংসারে আসিয়া ত্রিতাপ-জ্বালায় অহর্নিশ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি, সেই পরম মঙ্গলময় কৃষ্ণপাদপদ্মে পুনরায় ফিরিয়া যাইবার প্রবৃত্তি কি এখনও আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে না? হায়, হায়! তাঁহারই অলৌকিকী ত্রিগুণময়ী মায়া আমাদিগকে এমনই মোহমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার নিষ্পেষণে এত দুঃখ-কষ্ট পাইয়াও আমরা আবার তাহারই পদলেহনে প্রবৃত্ত হইতেছি! মায়াবদ্ধ জীব আমরা, লুপ্ত-কৃষ্ণ-স্মৃতিজ্ঞান, আমাদিগের স্বরূপোদ্বোধনার্থ সেই কৃষ্ণই আবার বেদপুরাণাদি শাস্ত্ররূপে আবির্ভূত, আবার সেই শাস্ত্রার্থ জানাইবার জন্য তিনিই শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা মহান্তগুরুরূপে অবতীর্ণ হন, আবার সেই ব্যাখ্যা বুঝিবার চৈত্য বা অন্তর্যামিগুরুরূপে বিবেকদাতাও তিনিই। তিনিই প্রাকৃতাপ্রাকৃত বস্তুমাত্রেরই উৎপত্তি ও প্রাদুর্ভবের হেতু, অন্তর্যামিস্বরূপ তাঁহা হইতেই সমস্ত জগৎ চেষ্টাযুক্ত হয়, তিনিই সমস্তজগতের পিতা মাতা ধাতা (সৃষ্টিকর্ত্তা) ও পিতামহ, তিনিই মূল বীজদাতা পিতা—তিনিই জনকজননীদয়িত-তনয়, প্রভু-গুরু-পতি—তিনিই সর্ব্বময়। অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি তিনি, যাবতীয় চিন্ময় রসের তিনিই মূলাধার। এইজন্যই শ্রুতি তাঁহাকে 'রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি এষ হ্যেবানন্দয়তি" বলেন। তিনি স্বয়ং চিদানন্দময়, জীবকে চিন্ময় আনন্দ দান করিয়া তিনিই তাহাকে আনন্দী—প্রকৃত চিদানন্দের অধিকারী করিতে পারেন। স্নেহময় তিনি ব্যতীত তাঁহার নিত্যদাস—নিত্যস্নেহাস্পদ জীবকে প্রকৃত স্নেহামৃতধারায় আর কে সিক্ত করিবে? তিনি ব্যতীত পতিত দুর্গত জীবের ব্যথার ব্যথী—দরদের দরদী আর কে আছে? কথায় বলে 'মায়ের চেয়ে ভালবাসে তারে বলি ডা'ন' (ডাইনী—রাক্ষসী—পিশাচী)। রাক্ষসীরা অনেকরকম মায়া জানে, পূতনা পরমাসুন্দরী ষোড়শী যুবতী সাক্ষাৎ মহা-লক্ষ্মীর মত রূপ ধারণ করিয়া স্তনে কালকূট বিষ মাখিয়া শিশু কৃষ্ণকে উৎকট স্নেহ দেখাইবার জন্য কোলে লইয়া সেই বিষমাখা স্তন মুখে দিয়াছিল, কিন্তু মায়াধীশ কৃষ্ণ তাহার সকল মায়া ধরিয়া ফেলিয়া তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করিলেও তাঁহার হস্তে নিধনজন্য সে ধাত্রী-উচিতা গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাই পরমকরুণাময় কৃষ্ণের শরণাগত জীব কৃষ্ণকৃপাবলে কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াকৃত যাবতীয় অনর্থ হইতে নিস্তার লাভ করিয়া দিব্যগতি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ স্বয়ংই তাঁহার এই দুরত্যয়া মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার লাভের একমাত্র উপায় বলিয়াছেন—তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগতি—"যামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। তাঁহার সর্ব্ব-শেষোক্তিও তাহাই—"মামেকং শরণং ব্রজ"। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহা শ্রীভগবান্ সকল জীবকেই বলিয়াছেন। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি মায়া অমিতবিক্রমা। তাঁহাতে ষড়ঙ্গ শরণাগতি ব্যতীত তাঁহার এই দুরতিক্রমণীয়া মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আর কোন উপায়ই নাই। যদি কেহ বলেন—'মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এত ব্যস্ত হইবার কি প্রয়োজন? কেন, আমরা ত' ভালই আছি।' ইহার উত্তরে বলা যায় যে, জীবকে পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আপাততঃ একটু জড় সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে দেখা গেলেও তাহার এই ভাল থাকা কদিনের

জন্য ? পূর্ব্বসুকৃতিফলে সে একটু সুখভোগ করিলেও দুষ্কৃতি ত' তাহার দুঃখ-ফল ভোগ করাইবার জন্য অত্যন্ত তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে ! মায়াকৃত সুখদুঃখের এই ঘাত-প্রতিঘাত দুর্নিবার্য্য। সুতরাং মায়া-প্রদত্ত ঐ ক্ষয়িষ্ণু সুখের নেশায় মজগুল হইয়া থাকা কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে না, এ-জন্যই পরদুঃখদুঃখী কৃষ্ণনিজজন মহাজন জীবকে সতর্ক করিয়া কহিতেছেন—

"অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥"

হে জীব, আর কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া ক্ষয়িষ্ণু সুখের নেশায় মস্‌গুল হইয়া থাকিও না, অনিত্য সুখলাভের লোভে প্রমত্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বহুদূরে এই মায়ার সংসারে আসিয়া মায়ার মোহজালে আবৃত হইয়া অসত্যকে সত্যভ্রমে কতই না দুঃখ কষ্ট পাইতেছ, আর মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকিও না —উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—উঠ, জাগ —স্বরূপোদ্বোধন—স্বরূপের জাগরণ লাভ কর, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যচরণ—সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া স্বরূপোদ্বোধন লাভ কর। গুরুকৃপালব্ধ উন্মীলিত দিব্য-জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চাহিয়া দেখ সেই ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিমঠাম নবঘনশ্যাম—শ্যামসুন্দরের চরাচরের বিস্ময় উৎ-পাদনকারী শ্রীপাদপদ্মের অসমানোর্দ্ধ রূপ-মাধুরী—শ্রীমুখচন্দ্রের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য। সে রূপমাধুর্য্য দর্শনই ত' জীবের মনুষ্যজন্মলাভের চরম সার্থকতা—নরতনু ভজনের মূল। তাই ত' শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রেমোন্মত্ত মহাজন প্রেমভরে গান করিতেছেন—

"জনম সফল তা'র, কৃষ্ণদরশন যা'র,
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন, করি' কৃষ্ণদরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার ॥
বৃন্দাবন-কেলি-চতুর বনমালা।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম রূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময়নিধি, গুণশালী ॥
বর্ণ নবজলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধানে পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগত মাতায় ॥
ইন্দ্রনীল জিনি', কৃষ্ণরূপ খানি,
দেখিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে ॥
(সখি হে) সুধাময়, সে রূপ-মাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময় বারি ॥
কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ-ঠাম।
চরণ-কমলে, অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম ॥
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি',
চরণ-কমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন ॥"

কিন্তু শ্রীভগবান্‌কে ত' আমাদিগের এই ভোগ বা ত্যাগের নেত্রে মায়িক জগৎ দেখা চক্ষু দিয়া দর্শন করা যায় না। "তা'রে দেখ্‌বি যদি নয়ন ভ'রে এ দুটো চোখ কর্‌রে কাণা"। ভক্তপ্রবর বিল্বমঙ্গলের বাহ্যজগৎ দর্শন করা চক্ষুর্দ্বয় অন্ধ হইলেও তিনি তাঁহার হৃন্নয়ন বিকশিত করিয়া চিন্ময় নেত্রে তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম গোবিন্দকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া-ছিলেন। তাই জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দের স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—

'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"
(৩৮ নং শ্লোক)

অর্থাৎ "প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

যদিও শ্রীভগবান্ শ্যামসুন্দর নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, যদিও তিনি অচিন্ত্য গুণ ও স্বরূপবিশিষ্ট, তথাপি শুদ্ধভক্ত সাধুগণ তাঁহাদের প্রেমের কাজলমাখা ভক্তিনেত্রদ্বারা তাঁহাদের ভুক্তি-মুক্তিসিদ্ধ্যাদি আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাশূন্য বিশুদ্ধা কেবলা

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাপূর্ণ শুদ্ধভক্তিপূত নির্ম্মল হৃদয়ে সেই শ্যামসুন্দর গোবিন্দদেবকে সর্ব্বদাই দর্শন করিতেছেন। শ্রীভগবান্ ব্যাসদেব "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং" ভক্তিযোগদ্বারা সম্যক্ প্রণিহিত নির্ম্মলচিত্তে সেই পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ "কেবল ভক্তিভাবিত সমাধির আসনস্বরূপ ভক্তহৃদয়ে উদিত হন। ব্রজে প্রকটসময়ে ভক্ত ও অভক্ত,—সকলেই এই চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল ভক্তগণমাত্র ব্রজপীঠস্থ কৃষ্ণকে হৃদয়ের পরমধন বলিয়া আদর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভক্তগণ সে রূপ চাক্ষুষ দর্শন লাভ না করিয়াও ভক্তিভাবিত হৃদয়ে ব্রজধামে কৃষ্ণকে দর্শন করেন। জীবের চিন্ময় শুদ্ধবিগ্রহের চক্ষুই ভক্তিচক্ষু; তাহা ভক্তির অনুশীলনদ্বারা যেই পরিমাণে স্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণস্বরূপের শুদ্ধদর্শন হয়। সাধন-ভক্তি যখন ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণকৃপাবলে প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাবভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলেই সাক্ষাদ্‌দর্শন হয়।"

(ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৭০-৭১

এই প্রেমের পরিপক্কাবস্থায়ই ভগবদ্দর্শনের নৈরন্তর্য্য লাভ হইয়া থাকে। তাই ঠাকুর বলিয়াছেন—

শ্রীনাম "ঈষৎ বিকশি' পুন দেখায় নিজ রূপ গুণ
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ।
পূর্ণ বিকশিত হঞা ব্রজে মোরে যায় লঞা
দেখায় নিজ স্বরূপবিলাস॥"

শ্রীভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিবার জন্য শব্দব্রহ্ম নামরূপে অবতীর্ণ। নাম নামী অভিন্ন—যেই নাম, সেই কৃষ্ণ। শ্রীনামের বাচ্যস্বরূপই পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ, আর বাচক অর্থাৎ প্রকাশকস্বরূপই নাম। আবার বাচ্য নামীস্বরূপ হইতেও বাচক নামস্বরূপের করুণা অত্যন্ত অধিক। এজন্য বাচ্যস্বরূপ নামীকে পাইতে হইলে তাঁহার সকল শ্রেয়ের সদ্য বাচক করুণাময় নাম-স্বরূপকেই বিশেষভাবে আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাঁহার কৃপায় শীঘ্র শীঘ্র চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হইবে, ভবমহাদাবাগ্নিসন্তাপ নির্ব্বাপিত হইবে, সর্ব্ব সুমঙ্গল লাভ হইবে, পরবিদ্যা-বধূর কৃপার আনুষঙ্গিকফলে সকল অবিদ্যা তিরোহিত হইবে, পরানন্দসমুদ্র উচ্ছলিত হইবে, শ্রীনামের প্রতি পদে পদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন হইতে থাকিবে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন হইতে থাকায় সর্ব্বস্বরূপের সর্ব্বতোভাবে স্বপন দ্বারা স্নিগ্ধতা বা শীতলতা লাভ হইবে। ইহাই "কৃষ্ণপ্রাপ্তি—সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন।"

সুতরাং কৃষ্ণনামই কৃষ্ণদাতা, নামই পরমাগতি, শ্রীনামের অহৈতুকী করুণা ব্যতীত কৃষ্ণপ্রাপ্তির আর অন্য কোন উপায়ই নাই। শ্রীনামে শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্ব্বশক্তি আহিত করিয়া রাখিয়াছেন—"সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥" একান্তভাবে নামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে শরণাগতবৎসল নামই তাঁহার বাচ্যস্বরূপকে যথার্থরূপে (তত্ত্বেন) জানাইতে দেখাইতে এবং তাঁহার লীলামাধুর্য্যে প্রবেশ করাইতে পারেন। নামই সাধনভজনহীন নানান-প্রপীড়িত কলিহত জীব আমাদের একমাত্র বান্ধব। তাই শ্রীশ্রীগৌর-শক্তিস্বরূপ নামপ্রেমী মহাজন প্রেমভরে গাহিয়াছেন—

'জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর আকার।
নিজজনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার॥

জয় হরি, কৃষ্ণ, রাম, জগজনসুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন॥

ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে॥

আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি অন্য প্রতিকার ॥

তব স্বল্প স্ফূর্ত্তি পায়, উগ্র তাপ দূরে যায়,
লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ গায়, জয় হরিনাম জয়,
প'ড়ে থাকি তুয়াপদ আশে ॥"

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই এইজন্য কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পরম গূঢ় এই নিজের নাম নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, শুধু ব্যক্ত করা নহে, নিজনামবিনোদিয়া গোরা নিজের নাম নিজেই দুবাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া প্রেমভরে গান করিয়া নিজ আচরণ দ্বারা জগজ্জীবকে স্বীয় নামভজন শিক্ষা দিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী গৌরহরিই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের কারুণ্যঘন মূর্ত্তি। মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলাময় কৃষ্ণই কলিযুগে ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যলীলাময়—কৃষ্ণপ্রেমদাতা মহাবদান্য-লীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—গৌরহরি। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়—তাঁহার শিক্ষাদীক্ষানুসরণ ব্যতীত কলিকলুষক্লিষ্ট জীব আমাদের আর কোন গতিই নাই। তিনিই অগতির গতি, তাই পরম করুণ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'প্রার্থনা'য় গান করিয়াছেন—

"গৌরাঙ্গের দু'টি পদ, যা'র ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতিরসসার।
গৌরাঙ্গের মধুরলীলা, যা'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র ॥
(যে) গৌরাঙ্গের নাম লয়, তা'র হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যে বা ডুবে,
সে রাধা-মাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার 'প্রার্থনা'র প্রারম্ভেই গাহিয়াছেন—কবে কৃষ্ণপ্রেমদাতা 'গৌরাঙ্গ' নাম উচ্চারণ মাত্রই আমার দেহে অপ্রাকৃত পুলকোদ্গম হইবে—দেহ অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাচ্ছন্ন হইবে, 'হরি হরি' বলিতে দু'নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে? কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দকৃপা ব্যতীত ত' গৌরকৃষ্ণে প্রীত্যুদয় হইতে পারে না, তাই গাহিতেছেন—আর কবে আমি নিতাইচাঁদের কৃপা পাইব। আহা সমগ্র জীবশক্তির মালিক তিনি, তাঁহার কৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তিসম্ভূত জীবের জড় সংসার-ভোগবাসনা ত' তুচ্ছীকৃত হইবে না, জড়বিষয়ভোগ বা ত্যাগাকাঙ্ক্ষা দূর না হইলে ত' জীবের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া তাহাতে শ্রীভগবানের বসিবার আসন রচিত হইবে না, চক্ষু ত' শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস ভূমি চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শনযোগ্যতা লাভ করিতে পারিবে না, আবার সেই ব্রজধামে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের প্রেম-সম্পদের ভাণ্ডারী গৌরাঙ্গৈকগতি শ্রীরূপ-রঘুনাথ পাদপদ্মে আকৃতি না হইলে ত' সে যুগলপ্রীতিরীতি কিছুই বুঝিতে পারিব না? তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সেই যুগলপ্রেমরস আস্বাদনার্থ সর্ব্বদাই শ্রীগৌরনিজ-জন শ্রীরূপরঘুনাথ-পাদপদ্মের কৃপা-প্রাপ্তির অমৃতময়ী আশা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পোষণের মহদাদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৩১)

শ্রীমুকুন্দ দত্ত

"ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ।
মুকুন্দ বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ ॥"
—গৌরগণোদ্দেশ ১৪০ শ্লোক

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি ব্রজের মধুকণ্ঠ গৌরলীলায় তিনি মুকুন্দ দত্ত। পূর্ব্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশে) চট্টগ্রাম জেলার পটিয়াথানার অন্তর্গত ছন্‌হরা' গ্রামে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে 'ছন্‌হরা' গ্রাম। বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ইঁহার ভ্রাতা।

শ্রীপ্রেমবিলাস-গ্রন্থে বাসুদেব দত্ত মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এইরূপ লিখিত আছে।

"চট্টগ্রামদেশে চক্রশালা গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে খ্যাত রয় ॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত ॥
বাসুদেব জ্যৈষ্ঠ, মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন।
দুই আসি নবদ্বীপে করিলেন বাস ॥"
"শ্রীমুকুন্দ-দত্ত-শাখা—প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-গোসাঞি ॥"
—চৈঃ চঃ আ ১০।৪০

মুকুন্দ দত্ত চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপে আসিয়া মহাপ্রভুর সহপাঠীরূপে প্রথমে মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাস লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতেই মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর সহিত একসঙ্গে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পাঠ করিয়াছিলেন। যখন নিমাই পণ্ডিত অধ্যয়নরসে প্রমত্ত হইয়া সহস্রছাত্রের সহিত নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতেন, তখন একমাত্র গঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কোন পণ্ডিত নিমাই পণ্ডিতের ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেন না। নিমাই পণ্ডিত পাষণ্ডিগণের নিকট সাক্ষাৎ যমস্বরূপ, প্রকৃতিগণের নিকট মদনস্বরূপ এবং পণ্ডিতগণের নিকট সাক্ষাৎ বৃহস্পতিস্বরূপ ছিলেন। চট্টগ্রামনিবাসী অনেক বৈষ্ণব সেই সময় গঙ্গাবাস ও অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসিয়া থাকিতেন। বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীঅদ্বৈতসভায় আসিয়া পরস্পর মিলিত হইতেন। অদ্বৈতসভাতে বৈষ্ণবপ্রিয় মুকুন্দ কর্ত্তৃক গীত সুমধুর হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তজ্জন্য মুকুন্দের প্রতি অন্তরে প্রসন্ন থাকিলেও বাহ্যতঃ তাঁহার সহিত ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া বিচারদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতেন। নিমাইর ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে সকলেই তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিতেন। মুকুন্দ একবার মহাপ্রভুর সহিত ব্যাকরণের ফাঁকি লইয়া দ্বন্দ্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য 'ব্যাকরণ শিশুপাঠ্য' এই বলিয়া মহাপ্রভুকে অলঙ্কারশাস্ত্রের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু যথাযথ উত্তর দিলেন, একবার স্থাপন করেন, খণ্ডন করেন, আবার স্থাপন করেন। সর্ব্বশাস্ত্রে মহাপ্রভুর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুকুন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। "মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা। হেন শাস্ত্র নাহিক অভ্যাস নাহি যথা ॥ এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে। তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে ॥" চৈঃ ভাঃ আ ১২।১৮-১৯। কৃষ্ণেতর কথায় বিরক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্যকথা শুনিতে বা বলিতে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন না। এইজন্য নিমাইকে দেখিবামাত্র তাঁহারা অন্তরালবর্ত্তী হইতেন। মহাপ্রভু একদিন হাসিয়া বলিলেন,—'মুকুন্দ আমার নিকট হইতে পলায়ন করিলেও বেশীদিন করিতে পারিবে না। আমি এমন বৈষ্ণব হব যে অজ-ভব পর্য্যন্ত আমার দ্বারে আসিয়া ভুলুণ্ঠিত হইবে।'

"হাসি' বোলে প্রভু—আগে পড়ো কতদিন।
তবে সে দেখিবা মোর বৈষ্ণবের চিন ॥
এইমত বৈষ্ণব মুই হইমু সংসারে।
অজ-ভব আসিবেক আমার দুয়ারে ॥
শুন, ভাই-সব, এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইমু মুই সর্ব্ব-বিলক্ষণ ॥

আমারে দেখিয়া এবে যে-সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ-কীর্ত্তি গায়॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১১।৪৬-৪৯

গয়াতে ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ লীলাভিনয়ের পর নবদ্বীপে ফিরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত অবস্থায় থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবানুরূপ শ্লোক উচ্চারণ ও কীর্ত্তন করিয়া মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুকে সুখ দিতেন। মুকুন্দের এমনই প্রাণস্পর্শী সুমধুর কীর্ত্তন, অন্যের কা কথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ পর্য্যন্ত তাহা শ্রবণ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি (কৃষ্ণলীলার বৃষভানুরাজ) —যাঁহাকে মহাপ্রভু 'পুণ্ডরীকরে' 'বাপরে' বলিয়া আহ্বান করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন—চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক পরম ভোগীর লীলা অভিনয় পূর্ব্বক গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে একমাত্র মুকুন্দ দত্ত বিদ্যানিধির তত্ত্ব অবগত ছিলেন। আজন্ম বিরক্ত গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইবার জন্য মুকুন্দ দত্ত বিদ্যানিধির নিকট লইয়া আসিলে, দিব্য খট্টার উপরে উপবিষ্ট বিদ্যানিধির তাম্বুল চর্ব্বণাদি ব্যবহার, দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা, আতরের গন্ধ, ভোগবিলাস দর্শন করিয়া বিদ্যানিধির বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে গদাধর পণ্ডিত সংশয়যুক্ত হইলেন। গদাধর-চিত্ত-পরিজ্ঞাতা মুকুন্দ দত্ত শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসূচক 'অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভেগতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥' (ভাগবত ৩।২।২৩) ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলে, তাহা শুনিবামাত্র পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বিবিধ সাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত হইল। বিদ্যানিধির অদ্ভুত প্রেম-দর্শন করিয়া গদাধর পণ্ডিত বৈষ্ণব অপরাধহেতু অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। তিনি মুকুন্দ দত্তের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করিলেন—অপরাধ মুক্তির জন্য পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। মুকুন্দ দত্ত গদাধরের প্রস্তাব শুনিয়া উল্লসিত হইয়া গদাধরকে প্রশংসা করিলেন। শ্রীমুকুন্দ দত্তের উপরোধক্রমে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গদাধরকে দীক্ষা প্রদানের শুভদিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, পরে মহাপ্রভুর অনুমতিক্রমে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে সংকীর্ত্তন-বিলাস করিয়াছিলেন সেই সময় মুকুন্দ দত্ত সংকীর্ত্তনের সঙ্গী ছিলেন, শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীহরিবাসরে ঊষঃকালীন কীর্ত্তনে একটি কীর্ত্তনযূথের মূলগায়ক ছিলেন মুকুন্দ দত্ত এবং মহাপ্রভুর শ্রীবাস-অঙ্গনে 'সাতপ্রহরিয়া' ভাবপ্রকাশকালে মুকুন্দ অভিষেকলীলা গান করিয়াছিলেন।

"শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি গোপাল গোবিন্দ॥
ঊষঃকাল হইতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথযূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর॥
শ্রীবাস পণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন কত গায়॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ৮।১৩৮-১৪১

"গৌরাঙ্গের ভক্তসব মহামন্ত্রবিৎ।
মন্ত্র পড়ি জল ঢালে হই হরষিত॥
মুকুন্দাদি গায় অভিষেক সুমঙ্গল।
কেহ কান্দে কেহ নাচে আনন্দে বিহ্বল।"

—চৈঃ ভাঃ ম ৯।৩১-৩২

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর বিষ্ণুখট্টায় উপবেশনপূর্ব্বক যে ২১ ঘণ্টাব্যাপী মহাপ্রকাশলীলা করিয়াছিলেন তাহাতে সকল রসের ভক্তগণের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপসমূহ প্রকটিত করিয়াছিলেন। ভক্তগণ বৈকুণ্ঠাধিপতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীগৌরনারায়ণের রাজরাজেশ্বর অভিষেক সুসম্পন্ন করিলে গৌরসুন্দর অত্যন্ত স্নেহাবিষ্ট হইয়া ভক্তগণকে আহ্বান করতঃ ভক্তগণের ইচ্ছানুকূল রূপ প্রদর্শন ও বর প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়ভক্ত মুকুন্দ দত্তকে কেন আহ্বান করিতেছেন না, ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীবাস পণ্ডিত মুকুন্দকে কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলে মহাপ্রভু বলিলেন, 'মুকুন্দ খড়জাটিয়ার বেটা, তাহার মতির স্থির নাই, কখনও দন্তে খড়

ধারণ করে, কখনও জাঠি মারে। সে কখনও ভক্তের দলে মিশে, কখনও বা অভক্তের দলে মিশে আমার অঙ্গে জাঠি মারে সুতরাং সে আমার ঈশ্বর-রূপ দর্শনে অনধিকারী।' মহাপ্রভুর ঐরূপ কঠোর উক্তি শুনিয়া মুকুন্দ খেদযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে মুকুন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের মাধ্যমে 'কখনও কি দর্শন পাইব' মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলে মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন, 'কোটী জন্ম পরে দর্শন পাইবে'। 'কোটী জন্ম পরে দর্শন পাইব', 'কোটী জন্ম পরে দর্শন পাইব', 'মহাপ্রভুর বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না' এইরূপ বলিতে বলিতে মুকুন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরবাক্যে বিশ্বাস হওয়ায় মুকুন্দের কোটী জন্ম তন্মুহূর্ত্তে বিলীন হইল। মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ মুকুন্দের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে নিজ ঈশ্বররূপ প্রদর্শন করিলেন। মহাপ্রভু নিজ পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক বলিলেন—'মুকুন্দের জিহ্বায় আমার নিত্য অধিষ্ঠান'। "যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার। তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার॥" —চৈঃ ভাঃ ম ১০।২৬০। মুকুন্দ ভক্তিশূন্যতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়া ভক্তিযোগের প্রভাব ও ভক্তিহীনতার ভয়াবহ পরিণাম দৃষ্টান্তসহ বর্ণন করিলেন।

ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে?
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল শুদ্ধ ভক্তিশূন্যের কারণ॥
—চৈঃ ভাঃ ম ১০।২১৫-২১৭

মহাপ্রভু একদিন কৃষ্ণপ্রেমলীলাপ্রবিষ্ট অবস্থায় গোপীপক্ষ অবলম্বন করতঃ 'গোপী' 'গোপী' শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকিলে, একজন পড়ুয়া মহাপ্রভুকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে বলিলেন। প্রেমবিভাবিত মহাপ্রভু পড়ুয়াকে কৃষ্ণপক্ষীয় লোক মনে করিয়া যষ্টির দ্বারা মারিতে উদ্যত হইলেন। মহাপ্রভুর ভাব বুঝিতে না পারিয়া পড়ুয়া অন্যান্য পড়ুয়াদের সহিত মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর প্রতি বিরোধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। মহাপ্রভু তাহাদিগকে এইরূপ অপরাধময় কার্য্য হইতে মুক্ত করিবার জন্য সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু মুকুন্দের গৃহে যাইয়া মুকুন্দের নিকট কৃষ্ণমঙ্গল গান শ্রবণানন্তর নিজের সন্ন্যাসগ্রহণ অভিপ্রায় তাহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। মুকুন্দ তাহা শুনিবামাত্র বেদনাহত হইয়া মহাপ্রভুকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। সকল ভক্তগণই মহাপ্রভুর শ্রীশিখার অন্তর্ধান চিন্তায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কণ্টকনগরে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরে মুকুন্দ অন্যান্য ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুকে সুখ দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন তখন তাঁহার অন্যতম সঙ্গী ছিলেন মুকুন্দ দত্ত। নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলাকালে এবং নীলাচলে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে তিনি উপস্থিত ছিলেন। নরেন্দ্র সরোবরে মহাপ্রভুর জলকেলি লীলাতেও তিনি সঙ্গী ছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর ভক্তগণসহ গৌড়দেশ হইতে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন। নীলাচলে জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথের অগ্রে যে সাত সম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন হইত, তাহার তৃতীয় সম্প্রদায়ের মূল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন মুকুন্দ, নর্ত্তক হরিদাস ঠাকুর। মহাপ্রভুর প্রতি মুকুন্দের কি প্রকার গাঢ় প্রীতি তাহা মহাপ্রভুর উক্তি হইতেই জানা যায়।

"মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি' সন্ন্যাসধর্ম্ম।
তিনবারে শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি' মোর দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে।"
—চৈঃ চঃ ম ৭।২৩-২৪

নীলাচলে স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর সকল মুখ্য পার্ষদগণের সহিত মুকুন্দ দত্ত মিলিত হইয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা তিথিতে শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর তিরোধানলীলা করেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের কৃপা-প্রার্থনা-মূলে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত পরিচালক-সমিতির (গভর্ণিংবডির) পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকৃপায় গত ২৩ গোবিন্দ (৫০০ গৌরাব্দ), ২৩ ফাল্গুন (১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), ৮ মার্চ্চ (১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ) রবিবার হইতে ১ বিষ্ণু (৫০১ গৌরাব্দ), ১ চৈত্র (১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), ১৬ মার্চ্চ (১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ) সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব, নবধা-ভক্তির পীঠ-স্বরূপ নয়টি দ্বীপের পরিক্রমা, গৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন তথা শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভার বার্ষিক অধিবেশন, শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি-পূজা ও মহামহোৎসবাদি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ঝড় বৃষ্টি হইলেও তাহাতে পরিক্রমায় কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই, বরং গরম একটু কম হওয়ায় যাত্রিগণকে পথশ্রমে অধিকতর ক্লিষ্ট হইতে হয় নাই। পরিক্রমার অধিবাস দিবস সন্ধ্যায় মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে সন্ধ্যারতি, তুলসী ও মন্দির পরিক্রমণাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবার পর পরমপূজনীয় শ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের সমাধিমন্দির সম্মুখস্থ প্রশস্ত শ্রবণ-সদনে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। এস্থলে এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য—পূজ্যপাদ মহারাজের কৃপা প্রার্থনা। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিজজন তিনি। অপ্রকটলীলায়ও তাঁহাদের নিত্য প্রকটলীলা। তাঁহারা পরোক্ষে থাকিয়াও আমাদের সকল চেষ্টাই তাঁহাদের দিব্যদর্শনে নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহাদেরই সঞ্চারিত কৃপাশক্তি-প্রভাবে আমাদের সকল সেবাচেষ্টাই নির্ব্বিঘ্নে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, ইহাই আমাদের একমাত্র আশা ও ভরসাস্থল। "গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥"

এই সভায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সমাগত —পরিক্রমার যাত্রিগণকে স্বাগতাভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীগৌরতত্ত্ব, গৌরধামতত্ত্ব, পরিক্রমা-ভক্ত্যঙ্গ যজনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও বিধি প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হয়। শ্রীমঠপ্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব এবং পরিচালক সমিতির সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সহকারি সম্পাদক প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণের ভাষণের পর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন করিলে বিপুল জয়ধ্বনিমধ্যে সভা ভঙ্গ হয়। উক্ত ধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পরমারাধ্য পরাৎপর গুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীগৌরনিজশক্তি শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবদাদেশে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে—

"নিত্যানন্দ-শ্রীজাহ্নবা-আদেশ পাইয়া।
বর্ণিলাম নবদ্বীপ অতি দীন হৈয়া ॥"

এজন্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে প্রত্যব্দ শ্রীধাম পরিক্রমাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থলীতে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা হয়। বৃদ্ধ পুরী মহারাজই ঐ গ্রন্থ পাঠ করেন।

২৪ ফাল্গুন সোমবার হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। অদ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তন্নিজজন শ্রীশ্রীল মাধব গোস্বামি মহারাজকে সঙ্গে লইয়া পরিক্রমায় বাহির হন। আমরা তাঁহার অনুগমনে পরিক্রমার পঞ্জী অনুসারে পরিক্রমা করি। মঙ্গলবার সীমন্তদ্বীপ এবং বুধবার গোদ্রুম ও মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা হয়। এ দুই দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরেই সেবিত হন। বৃহস্পতিবারে যাত্রিগণ মঠেই বিশ্রাম করেন। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহনজিউর মন্দিরসম্মুখস্থ বিশাল শ্রবণ-সদনে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধি-

বেশন হয় এবং সন্ধ্যারতির পরও তথায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। অধিবাসদিবসই কেবল সমাধি-মন্দিরে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত অন্য সকল দিনেই এই সুবিশাল নাটমন্দিরেই সভার অধিবেশন হয়। পরদিবস শুক্রবার কোলদ্বীপ, ঋতু-দ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুম দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া আমাদের মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে রাত্রি একটু অধিক হইয়া গিয়াছিল। এজন্য অদ্য আর সান্ধ্য অধিবেশন হইবার সুবিধা হয় নাই। শনিবার সকালে রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণার্থ যাত্রা করা হয়। অদ্যই শেষ পরিক্রমা। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় পরিক্রমা একরূপ নির্ব্বিঘ্নেই সম্পাদিত হইল। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসীর ও শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজিউর দোল-যাত্রার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অতঃ-পর নাট্যমন্দিরে পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে হৃদয়খানি কিপ্রকার শুদ্ধ নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের হিন্দোলযাত্রা লীলারস আস্বাদন করিতে হইলে কি প্রকার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে—এইসকল বিষয় সভায় বিশেষভাবে আলো-চিত হয়। নবধাভক্তির পীঠ-স্বরূপ নয়টি দ্বীপ পরিক্রমাকালে প্রত্যহই শ্রবণাদি নবধাভক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ জানাইয়াছেন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নবধাভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরা মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

"নবধিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।"

এই নামের মধ্যেই শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই মহাপ্রভুর ক্রন্দন নিবৃত্তি। এই নামসং-কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃসিদ্ধির কথা শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজমুখেই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ প্রায় প্রত্যহই বাংলা ও হিন্দীভাষায় এবং সম্পাদক, সহ-সম্পাদক প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং শ্রীপাদ কৃষ্ণ-কেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিয়া পরিক্রমাকারি যাত্রিবৃন্দের সুখোৎপাদন করিয়াছেন।

সোমবার শ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসী ও শ্রীশ্রী-রাধাগোবিন্দের দোলযাত্রা দিবস— মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর হইতে উদয়াস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হয়। মধ্যে মধ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বক্তা ব্যাখ্যা-দ্বারাও শ্রোতৃবৃন্দের সুখবিধান করিয়াছেন। ক্ষৌর ও গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গমে—মহাপ্রয়াগে স্নানাহ্নিক পূজাদি সম্পাদনও অদ্যকার দিনে এক বিরাট্ পর্ব্ব। এবার সঙ্গম অনেক পিছনে সরিয়া গিয়াছেন। মা গঙ্গার গতি দেখিয়া বড় ভয় হইল। পতিতপাবনী মা অধম সন্তানগণের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে কৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া লইবেন, ইহাই তচ্চরণে গললগ্নীকৃতবাসে প্রার্থনা। প্রত্যব্দই এই মহাপুণ্যতীর্থে বহু সুকৃতিমান্ ও সুকৃতিমতী নরনারী সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভজন লালসায় শ্রীশ্রী-গুরুগৌররাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা ও হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। তাই আজ এই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেও শত শত নরনারীর দীক্ষাগ্রহণও এক বিরাট্ পর্ব্ব। "গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ মো-সবাকার"—গৌরভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ইহাতেই আমাদের পরম আনন্দ।

শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত জ্ঞান বাড়াইবার জন্য পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীগৌরাবির্ভাব-শুভবাসরে ভক্তিশাস্ত্র পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়া-ছেন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজও তাঁহার প্রকট-লীলাকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐ আদর্শ অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও তদনুসরণে অদ্য উক্ত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

অপরাহ্নে নাট্যমন্দিরে মহাসভার শুভারম্ভে বিপুল জয়ধ্বনিসহ মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়, সভার বিবরণ নিম্নে দ্রষ্টব্য।

২৭ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহা-রাজের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত

বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ (শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী) গৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণী এবং সংস্কৃত শিক্ষা অনুশীলন ও বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ। সংস্কৃত বিদ্যা-পীঠের অধ্যাপক তাঁহার ভাষণে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, গত ছয় বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ হইতে কোন পরীক্ষা গৃহীত না হওয়ায় সংস্কৃত শিক্ষাব্রতী ছাত্রগণের মধ্যে প্রবল নৈরাশ্যের ভাব আসিয়াছে। সভাপতি মহারাজও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও অনুশীলনের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে বলেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন ঃ—

"বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত 'ব্রহ্মবিদ্যা' নাম্নী শ্রুতিসকলকেই আম্নায়' বলা হয়। ব্রহ্ম-বিদ্যাই সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্বরূপ। মুণ্ডক বলেন—সেই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারাই সত্যস্বরূপ অক্ষরপুরুষ ভগবান্‌কে জানা যায়। সংস্কৃত শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলে ঐ ব্রহ্মবিদ্যাশ্রিত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি যাবতীয় শাস্ত্রালোচনা একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। সচ্ছাস্ত্রই সদ্ধর্ম্ম-নিরূপক, সেই সচ্ছাস্ত্রা-লোচনা বন্ধ হইয়া গেলে জগতে অধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। সুতরাং ধর্ম্মহীন মানব অচিরেই নরাধম—পশ্বাধম হইয়া পড়িয়া জগৎকে অশান্তির অনলে ছারখার করিয়া ফেলিবে। বঙ্গ উৎকল, হিন্দী, অসমিয়া, গুজরাটী, মারাঠী, কানাড়ী প্রভৃতি বহু ভাষারই মূলে সংস্কৃত ভাষা। সেই ভাষা বন্ধ করিয়া দিলে ঐ সকল ভাষার মূলচ্ছেদন-হেতু উহারা নির্বীর্য্য ও নির্জীব হইয়া পড়ায় নানা-নর্থোদ্গম অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। সংস্কৃতই দেবভাষা, সেই ভাষায় প্রকাশিত বেদ ও বেদার্থবোধক শাস্ত্রই আত্মা বা চেতনসত্তার উদ্বোধক ও জীব-জীবনের পরম প্রয়োজন-নির্দ্দেশক। সেই ভাষার চর্চ্চা রুদ্ধ হইলে আত্মা বা চেতনসত্তার সকল কৃষ্টিই রুদ্ধ ক্ষুব্ধ স্তব্ধ হইয়া পড়িবে। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব চিরতরে লুপ্ত সুপ্ত হইয়া পড়িয়া পশুত্বই জাগিয়া উঠিবে। ভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্যস্বরূপ যাবতীয় আর্য্যকৃষ্টি —সাধনভজন—দেবার্চ্চনা—হোমজপতপ ইত্যাদির মূলে রহিয়াছে সংস্কৃত ভাষা, সেই ভাষার চর্চ্চা বন্ধ হইয়া গেলে আর্য্যসভ্যতার মূলেই কুঠারাঘাত পড়ে। সুতরাং মানবকল্যাণ-বিধানে সংস্কৃত ভাষানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য।"

৩০ ফাল্গুন ১৫ মার্চ্চ রবিবার শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন শ্রীমঠের সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়। শ্রীমঠের সেক্রেটারী শ্রীমঠের গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিয়া শুনান। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার ও শ্রীমঠের পক্ষ হইতে সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পূজনীয় বৈষ্ণবগণের তিরোধানহেতু বিরহবেদনা জ্ঞাপন এবং কৃপাপ্রার্থনা, তৎপরে মঠাশ্রিত সতীর্থ সতীর্থা ও শুভানুধ্যায়িগণের স্বধামপ্রাপ্তিহেতু বিরহদুঃখ নিবেদন করেন ঃ—

(১) পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ
(২) পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ
(৩) পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী

× × × ×

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল মহাযোগী মহারাজ.
(২) শ্রীপৃথ্বীরাজ মিত্তল (চণ্ডীগড় মঠের ডাক্তার)
(৩) শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী (গোপাল বণিক, আগরতলা)
(৪) শ্রীমতী নন্দরাণী দাস, কলিকাতা
(৫) শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কৃষ্ণনগর
(৬) শ্রীমতী প্রিয়বালা পাল
(৭) শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার নাথ (গোয়ালপাড়া, আসাম)

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে সভা-পতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকার্য্যে বিশেষ আনুকূল্যের জন্য নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ ভক্তি-সূচক উপাধি প্রদান করেন ঃ—

(১) শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস, (শ্রীবিমল কুমার পরুয়া) কলিকাতা—ভক্তিসৌরভ

(২) শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস, আমধারা (বীরভূম) —ভক্তিসম্বন্ধ

(৩) শ্রীরমণীমোহন কুণ্ডু, কলিকাতা—ভক্তিবান্ধব

(৪) শ্রীনিতাই কর্ম্মকার, গড়িয়া, কলিকাতা —কারুকোবিদ

(৫) শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র মহান্তি, পুরী—সেবাব্রত

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শুদ্ধ-ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলনে প্রোৎসাহিত করার জন্য এই বৎসরও গৌরপূর্ণিমাতিথিতে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা গৃহীত হয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার সেবানুকূল্য সংগ্রহে বিশেষভাবে যত্ন করেন—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ (মঠসেবক—শ্রীধনঞ্জয় দাস)

(২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ (মঠসেবক—শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস ও শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী)

(৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ

(৪) শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী

(৫) শ্রীবাসুদেব রায়

(৬) শ্রীভূধারী দাস ব্রহ্মচারী

(৭) শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

ইং ১৯৮৭ সালে শ্রীধামমায়াপুর—ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগ

(১) শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী, বসিরহাট

(২) শ্রীদামোদর দাস (শ্রীদর্শন সিং) ভাটিণ্ডা, পাঞ্জাব

তৃতীয় বিভাগ

(৩) শ্রীমদনমোহন সাহা, আগরতলা

(৪) শ্রীমতী শক্তি বিশ্বাস, মহৎপুর (নদীয়া)

(৫) শ্রীগৌরগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

(৬) শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

আসামের বিভিন্ন স্থানে

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও শ্রীমঠের বিশিষ্ট প্রচারকবৃন্দ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য, ত্রিদণ্ডি যতিবৃন্দ, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ বিগত ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯-২০ মিঃ-এ গোয়ালপাড়া হইতে প্রাইভেট বাসযোগে রওনা হইয়া মধ্যাহ্ন ১২-৪৫ মিঃ-এ গৌহাটী মঠে আসিয়া পৌঁছেন।

গৌহাটী মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ১০ ফেব্রুয়ারী হইতে ১২ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দিবসত্রয়-ব্যাপী ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে 'শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব ও মহিমা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং শ্রীহরিদাস ব্রহ্ম-চারী (শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস)। ১১ ফেব্রুয়ারী শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথি শুভবাসরে বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড ও বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নানন্দ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া সন্ধ্যা ৬-৩০টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

প্রচার-সৌকর্য্যার্থে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজের ব্যবস্থাপিত গৌহাটী মঠের বিশেষ দর্শনীয়—মঠের দুইপার্শ্বে অনেকগুলি ষ্টলে চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তির সাহায্যে ভগবল্লীলোদ্দীপক প্রদর্শনী। উহা দর্শনের জন্য সারা বৎসরই দর্শনার্থীর ভীড় হয়।

মঠের নিকটবর্ত্তী স্বধামপ্রাপ্ত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থভক্ত শ্রীউপেন্দ্র হালদার মহাশয়ের বাড়ীতে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডীযতিবৃন্দ এবং বৈষ্ণবগণ সকলেই ১৩ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্ণে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীগুরুপূজা ও সংকীর্ত্তনাদি করেন। গৃহস্থ ভক্তগণ একদিন পূর্ব্বাহ্ণে কামাখ্যামন্দির, বশিষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি গৌহাটীর দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করিয়া আসেন।

দরংগিরি (গোয়ালপাড়া) ঃ— গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনন্দদুলাল দাসের প্রবল আগ্রহক্রমে দরংগিরি জলসেচন বিভাগের অফিসার শ্রীএ পাল মহোদয় এবং শ্রীসাধন দাস মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে (২০ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে) গৌহাটী হইতে বাসযোগে ১৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পৌনে ৩টায় রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৫-১০ মিঃ-এ দরংগিরিতে আসিয়া পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ পুষ্পমাল্যাদি সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণের অনুগমনে পার্ব্বত্যদেশীয় ও অসমীয়া ভক্তগণ সকলে সম্মিলিতভাবে সমস্ত রাস্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে দাসবাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডীযতিগণ ও কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত সাধনবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করেন। অন্যান্য সকলের থাকিবার সুব্যবস্থা পালবাবুর সৌজন্যে নিকটবর্ত্তী সেচনবিভাগের বিশ্রামাগারে (Rest-House-এ) হয়। সাধনবাবুর বাড়ীতে প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে অসমীয়া মহিলা কীর্ত্তন-সংঘ সভার প্রারম্ভে তদ্দেশীয় সুললিত কীর্ত্তন শুনাইয়া ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করেন। রাত্রিতে সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। পরদিন স্থানীয় হাইস্কুলে অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশে বক্তৃতা করেন শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় বক্তৃতা হয়। রাত্রিতে সাধনবাবুর বাড়ীতেও বক্তৃতা কীর্ত্তন হয়। সাধুদর্শন ও হরিকথা শ্রবণের জন্য ধনুভাঙ্গা আদি নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু ভক্তের সমাগম হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। এইজাতীয় ধর্ম্মসম্মেলন এখানে প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ায় নরনারীগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। পাল্ মহোদয়ের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার বাড়ীতে ১৪ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্ণে শুভপদার্পণ করতঃ নিষ্কামভাবে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের জন্য সকলকে প্রোৎসাহিত করেন।

শ্রী:গৌড়ীয় মঠ, সরভোগ ঃ— পালবাবু ও সাধনবাবুর আনুকূল্যে ও গৃহস্থ ভক্তগণের সহায়তায় শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী গোয়ালপাড়া সহর হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে ষ্টীমারে পার করাইয়া একটী রিজার্ভ বাসে সাধুগণকে বরাবর সরভোগে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিলে ১৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার প্রাতঃ ৬-৩০টায় দরংগিরি হইতে সকলে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার পূর্ব্বেই নির্ব্বিঘ্নে ও সুখে সরভোগ মঠে পৌঁছিয়াছিলেন। বাসটী প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় গোয়ালপাড়া সহরে ব্রহ্মপুত্র নদের তটে পঞ্চরত্ন পাহাড়ে ষ্টীমারঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে সকলে অবতরণ করিয়া বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ এবং বিচিত্র বৃক্ষরাজি সুশোভিত পঞ্চরত্ন পাহাড়ের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। সেখানে বাসটী ষ্টীমারের জন্য আধা ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করায় ভক্তগণ হাস্য-

পরিহাসের মধ্যে কিঞ্চিৎ জলযোগ গ্রহণ করিলেন। গোয়ালপাড়া হইতে নিউবঙ্গাইগাওঁ রেলষ্টেশনে যাওয়ার পঞ্চরত্ন ঘাট হইতে ষ্টীমারে যোগীগোফা ঘাট ও তৎপরে বাসে-মিনিবাসে যোগাযোগের ব্যবস্থা। কথিত আছে যে যোগীগোফাঘাটে পূর্ব্বে যোগী ও তপস্বিগণ পাহাড়ের গোফায় বসিয়া তপস্যা করিতেন। এখন গোফাগুলি আছে কিন্তু তপস্বী নাই। অপর পারে পৌঁছিয়া অধিকাংশ ভক্ত বাস হইতে নামিয়া দৌড়াদৌড়ী করিয়া গোফা দেখিয়া আসিলেন। অহিনবাবু আদি কতিপয় ভক্ত বাসে বসিয়া দূর হইতে দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট রহিলেন।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ১১৩ বর্ষ পূর্ত্তি শুভাবির্ভাব তিথিপূজা ও শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিগত ৩ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ৫ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু।

১৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সরভোগ সহর পরিভ্রমণান্তে মঠে সন্ধ্যা ৭টায় ফিরিয়া আসে। ১৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্দিরের বারান্দায় শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা সুসজ্জিত হইলে শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের সহায়তায় ব্যাসপঞ্চকের পূজাসহ শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার পূজা ও আরতি সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণ সর্ব্বাগ্রে, তৎপরে প্রশিষ্যগণ এবং ভক্তগণ ক্রমানুযায়ী আলেখ্যার্চ্চায় অঞ্জলি প্রদান করেন।

মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভায় স্বামীজীগণ ব্যতীতও বড়পেটা রোডের শ্রীসর্ব্বানন্দ পাঠকজী গুরুপূজার প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ প্রদান করেন।

১৯ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্ণে রিজার্ভবাসযোগে ভক্তগণ সরভোগ হইতে নিউবঙ্গাইগাওঁ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া কামরূপ এক্সপ্রেসে শুভযাত্রা করতঃ পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নিউবঙ্গাইগাওঁ ষ্টেশনে সকলের বার্থ রিজার্ভ থাকিলেও রিজার্ভ বার্থে যাত্রিসাধারণ বসিয়া থাকায় প্রথমদিকে মালপত্র উঠাইতে ও বসিতে সকলেরই যথেষ্ট উদ্বেগ সহ্য করিতে হয়। রুণীখাতার শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী নিউবঙ্গাইগাওঁ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকায় তাঁহার প্রচেষ্টায় সকলে নিজ নিজ সিটে বসিবার সুযোগ পান। ফলাকাটা, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ষ্টেশনে ভক্তগণ আসিয়াছিলেন।

তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূষণ ভাগবত মহারাজ, গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী, গৌহাটী মঠের মঠরক্ষক ও শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ এবং সরভোগ মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী এবং তত্তৎমঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আসামের চারিটী মঠের বার্ষিক উৎসব যথাক্রমে সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঝাণ্টিপাহাড়ী (বাঁকুড়া)-তে ধর্ম্মসম্মেলন

বাঁকুড়া জেলার ঝাণ্টিপাহাড়ীনিবাসী জনসাধারণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ. ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্ম-চারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভি-ব্যাহারে হাওড়া হইতে ১১ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার চক্রধরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে রাত্রি ৯-৪৫ মিঃ-এ যাত্রা করতঃ পরদিন প্রত্যুষে ঝাণ্টিপাহাড়ী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীসন্তোষ রক্ষিত, শ্রীকাশীনাথ রক্ষিত, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ রক্ষিত—স্থানীয় ভক্তগণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহিত ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তদ্দেশবাসী ভক্তগণের সুপরিচিত শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য দুইদিন পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়া-ছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার আনুকূল্য সংগ্রহের জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ—শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস সহ বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্থানে প্রচার-ভ্রমণে ছিলেন। তিনি ঝাণ্টিপাহাড়ী আসিয়া সদলবলে প্রচারপার্টীতে যোগ দেন। ঝাণ্টি-পাহাড়ী রেলময়দানের পার্শ্ববর্ত্তী নবনির্ম্মিত ধর্ম্ম-শালায় সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়।

রেলময়দানে নির্ম্মিত বিরাট সভামণ্ডপে ১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ১৪ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হইলেও প্রথম দিন মাত্র সভামণ্ডপে ধর্ম্মসভা হইতে পারিয়াছিল, দুইদিন সভামণ্ডপে সভা হইতে পারে নাই সন্ধ্যাকালে ঝড়বৃষ্টি প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য। শেষের দুইদিন ধর্ম্মশালার প্রশস্ত হলে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যহ 'সংসারদুঃখ প্রতিকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও ত্রিদণ্ডীযতিবৃন্দ। ধর্ম্মসম্মেলনে বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

১৩ ফাল্গুন ২৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় ধর্ম্মশালা হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা প্রারম্ভ হইয়া ঝাণ্টিপাহাড়ী পরিভ্রমণ করতঃ স্থানীয় শ্রীজগন্নাথমন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীঅনিলবরণ পাল মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুবৃন্দসহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। তথায় সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্ত দিবস রাত্রিতে ধর্ম্মসভা সমাপ্তির পর মহোৎসবে বিপুলসংখ্যক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যা-য়িত করা হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারী রাত্রির ট্রেনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ কলিকাতা মঠে, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ কৃষ্ণনগর মঠে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের বিরহোৎসবের প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ ঝাণ্টিপাহাড়ী হইতে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে রওনা হইয়া মেদিনীপুর রেলষ্টেশনে গাড়ী বদল করতঃ উক্ত দিবস সন্ধ্যায় কলিকাতা মঠে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীসন্তোষ রক্ষিত, শ্রীকাশীনাথ রক্ষিত, শ্রীঅচিন্ত্য-গোবিন্দ রক্ষিত প্রভৃতি ভক্তগণের হার্দ্দী সেবা-প্রচেষ্টায় ঝাণ্টিপাহাড়ীতে বার্ষিক অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বঙ্গীয় নববর্ষের শুভাভিনন্দন

আমরা আমাদের পরমমঙ্গলময়ী 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' মাসিক পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক-গ্রাহিকা তথা পাঠক-পাঠিকাবর্গকে পরমাত্মীয় বান্ধবজ্ঞানে অন্তর্হৃদয়ের শুভ অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তিই আত্মার নিত্যা বৃত্তি, তদনুশীলনতৎপর ব্যক্তিই প্রকৃত আত্মসম্পর্কীয় আত্মীয়, তাঁহারাই আমাদের প্রকৃত বান্ধব—প্রকৃত আপনার জন—স্বজন।

বোলপুরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বীরভূমজেলায় বোলপুরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন বোলপুরবাসী ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে এই বৎসরও ১৭ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ সোমবার হইতে ১৯ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতম দাস ও শ্রীজগবন্ধু দাস সমভিব্যাহারে কলিকাতা-হাওড়া হইতে ১৭ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে শান্তিনিকেতন-বোলপুর এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ মধ্যাহ্ণ ১২-৩০ ঘটিকায় বোলপুর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুল-ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। স্থানীয় মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায় সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রাক্ ব্যবস্থাদিতে সহায়তার জন্য কএকদিন পূর্ব্বে কলিকাতা মঠ হইতে বোলপুরে আসিয়া পৌঁছেন। কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ কৃষ্ণনগর হইতে ৩ মার্চ্চ বোলপুরের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসেন।

১৭ ও ১৮ ফাল্গুন স্থানীয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে এবং ১৯ ফাল্গুন মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায় প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও অধ্যাপক শ্রীসুধীরকৃষ্ণ ঘোষ। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী ও ডাঃ শ্রীচপল চ্যাটার্জ্জি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিরূপে ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্যদেব বিশেষভাবে আহূত হইয়া ত্রিদণ্ডীযতি ও ব্রহ্মচারিগণসহ ৪ মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীকালিপদ দত্ত, স্বধামগত শ্রীমন্মথনাথ ভৌমিক, শ্রীসুবোধ সাহা প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের আলয়ে শুভপদার্পণ করতঃ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবায় প্রোৎসাহিত করেন।

১৮ ফাল্গুন মঙ্গলবার প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। ১৯ ফাল্গুন মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, অধ্যাপক শ্রীসুধীরকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীবিদ্যুৎ রঞ্জন বসু, শ্রীভোলানাথ ঘোষ, শ্রীকমল তরফদার, শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীমধুসূদন রায়, শ্রীগোরাচাঁদ সাহা, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস (আমধারা), স্বধামগত মন্মথনাথ ভৌমিকের পরিজনবর্গ প্রভৃতির হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় বোলপুরে বার্ষিক অনুষ্ঠান-উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৫২ পৃষ্ঠার পর]

ইন্দ্রধ্বজবেদী ঃ—

'ইন্দ্রধ্বজবেদী' এই— এথা নন্দরায়
করিতেন ইন্দ্রপূজা সর্ব্বলোকে গায়।'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬১৫

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা গ্রন্থে 'ইন্দ্রধ্বজবেদী' সম্বন্ধে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিচার এইরূপভাবে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"ইহা গোবর্দ্ধনগ্রামের পূর্ব্বভাগে বিরাজিত। এইস্থানে মহারাজ শ্রীনন্দ প্রতি বৎসর ইন্দ্রদেবের পূজা করিতেন, পরে 'শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রদেবতার বিদ্বদ্রূঢ়ি শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত' ইহা জানাইলে গোবিন্দাভিন্নতনু গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে থাকেন। শ্রীনন্দের ইন্দ্রপূজা সগুণ উপাসকের দেবতা পূজার ন্যায় কোনও দিন ছিল না। সগুণ উপাসকগণ নিজ স্থূল-লিঙ্গদেহ বা স্থূল-লিঙ্গ-দেহসম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের স্থূল-লিঙ্গ-দেহগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই বৃষ্টির-অধিপতি ইন্দ্রের পূজা করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণৈক জীবাতু শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপকরণ গোধনগণের খাদ্যাদি সংগ্রহার্থ যে ইন্দ্রের পূজা করিতেন, তদ্দ্বারা

তাঁহার সকল চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণৈক সুখতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হওয়ায় সেই ইন্দ্রপূজাই পূর্ণ কৃষ্ণপূজা হইত। তথাপি তত্ত্বানভিজ্ঞ প্রাকৃত লোক পাছে সগুণ উপাসকের 'অবিধিপূর্ব্বক' পূজাকেই 'ভগবানের পূজা' বলিয়া ভ্রান্ত হয় এবং অক্ষজজ্ঞানে শ্রীনন্দের আদর্শের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহার অবৈধ অনুকরণে সকাম উপাসনার প্রশ্রয় দেয়, এইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দের ইন্দ্র-পূজা বারণ করিয়া ইন্দ্রপূজার সমস্ত উপকরণদ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে বলিলেন।"

পুছ্‌রী ঃ—গোবিন্দকুণ্ডের দেড় মাইল দক্ষিণে গোবর্দ্ধনের প্রান্তবর্ত্তী স্থান। গোবিন্দকুণ্ডের উ রে শ্রীরাঘবপণ্ডিতের গোফা এবং ঈশান কোণে শ্রীনৃসিংহমন্দির। গোফার পশ্চিমে 'পুছ্‌রীকি লোটা'। পুছ্‌রীর একমাইল উত্তরে গিরিরাজের উপরে দাউজীর মন্দির। উক্ত মন্দিরের নিম্নে দাঁড়াইয়াই কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এইরূপ প্রবাদ আছে সখাগণ লাঠির দ্বারা ঠেকা দিয়াছিলেন যাহাতে গিরিরাজ হস্ত হইতে স্খলিত না হন। গোফার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের মুকুটচিহ্ন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে গিরিরাজের জিহ্বা ও মুখারবিন্দের আরম্ভ এবং পুছ্‌রিতে পুচ্ছ এইরূপও অনেকে বলেন।

গোয়ালপুকুর বা গোয়ালকুণ্ড ঃ—এইরূপ কিংবদন্তী মধুমঙ্গলের নিকট হইতে সখাগণ সূর্য্যপূজার নৈবেদ্য এখানে লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

নিবাসস্থান শ্রীবর্ষাণ

২৬ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর (১৯৮৪) শনিবার—অদ্য প্রত্যূষে গোবর্দ্ধননিবাস হইতে মঠের সেবকগণ ট্রাকযোগে বাসনপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া যাত্রাকরতঃ প্রারম্ভিক ব্যবস্থার জন্য শ্রীবর্ষাণে আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহারা স্থানীয় তিনটী ধর্ম্মশালায় ভক্তগণের থাকিবার ব্যবস্থা করেন। গোবর্দ্ধননিবাস হইতে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় মঠের ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণ ও পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ চারিটী রিজার্ভ বাসযোগে যাত্রাকরতঃ পৈঠধাম, এঠাকদম প্রভৃতি স্থান দর্শনান্তে মধ্যাহ্নে বর্ষাণে আসিয়া পৌঁছেন। যে ধর্ম্মশালায় সচরাচর থাকা হয় তাহাতে অধিক কামরা না দেওয়ায় যাত্রিগণের থাকিবার ব্যবস্থায় প্রথমে কিছু বিভ্রাট হইয়াছিল। পরে অবশ্য তিনটী ধর্ম্মশালায় সকলেরই থাকিবার ব্যবস্থা যথাযথরূপে হয়। কেবল তৃতীয় ধর্ম্মশালায় বাহিরের ছাত্রছাত্রিগণ থাকায় তথাকার যাত্রিগণের কাম্‌রা পাইতে অধিক বিলম্ব হইয়াছিল। কাম্‌রাগুলি অপরিষ্কার থাকায় সেগুলি পরিষ্কার করিতেও অনেক সময় ব্যয়িত হয়। কোন কোন যাত্রী বেগতিক দেখিয়া নিজেরাই অন্যত্র থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লয়েন।

পৈঠধাম ঃ—শ্রীভক্তিরত্নাকর বর্ণনানুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা (১৯৩২) গ্রন্থে স্থানের মহিমা এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে—"পরাসৌলি* গ্রামে বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ রাস করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রসরোবরের তটে কৃষ্ণচন্দ্র রাসরসের আবেশে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই রাসে শ্রীরাধা ও তদনুগত সখীবৃন্দ যোগদান করেন। এই রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনের কোন গুহামধ্যে কৃষ্ণকে দেখিতে পান। কৃষ্ণ তখন একান্তে একমাত্র শ্রীরাধাকে পাইবার জন্য ঐ গুহার মধ্যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। গোপীগণ কৃষ্ণকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখিয়া 'ইনি আমাদের কৃষ্ণ নহেন, ইনি ঐশ্বর্য্যময় ভগবান্ নারায়ণ'—এই বিচার করিয়া দূর হইতে নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় হইলেন, কিন্তু যখন রাধারাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ আর চতুর্ভুজত্ব সংরক্ষণ করিতে পারিলেন না। শ্রীরাধার প্রণয় মহিমার নিকট হরির ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনচেষ্টা পরাভূত হইল। তখন তিনি মাধুর্য্যময় অপ্রাকৃত নবীনমদনরূপে নিজস্ব স্বরূপ শ্রীরাধার নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। এই প্রসঙ্গটী শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত উজ্জ্বলনীলমণিতে আলোচিত হইয়াছে। যথা ঃ—

ভুজচতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্ম্মণা দর্শয়ন্নপি।
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্না দ্বিভুজ ক্রিয়তে হরিঃ ॥
রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্ধুরধিয়া যা সৃষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যাপ্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা ॥ †

(ক্রমশঃ)

---

* পরাসৌলি ঃ—'পরা' ও 'রাসস্থলী' দুইটী শব্দের অপভ্রংশ হইতে পরাসৌলি শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। চন্দ্রসরোবরের পূর্ব্বদিকে পরাসৌলি গ্রাম। চন্দ্রসরোবর হইতে পরাসৌলি গ্রামের দূরত্ব এক ফার্লং। মুসলমান রাজত্বকালে এই গ্রামের নাম ছিল মহম্মদপুর। ভক্তগণ বাসে যাওয়ায় চন্দ্রসরোবর ও পরাসৌলি দর্শনের সুযোগ হয় নাই। সকলেই দূর হইতে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

† 'শ্রীহরি ক্রীড়াচ্ছলে কখনও চারিহস্ত প্রদর্শন করিলেও বৃন্দাবনেশ্বরী রাধার প্রেম তাঁহাকে দ্বিভুজ করে। রাসক্রীড়ার আরম্ভানুষ্ঠানে কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনস্থিত কুঞ্জে লুকাইয়া থাকিয়া গোপীগণের দর্শন হইতে আত্মগোপন করিবার উদ্দেশ্যে কৌতুকবশতঃ যে চতুর্ভুজরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ প্রভু হইয়াও সেই চতুর্ভুজরূপ রাধার প্রেমের ঐশ্বর্য্যে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। অহো! শ্রীরাধার প্রেমের এমনি মহিমা।'

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যলীলার 'আদিব্যাস'—বঙ্গভাষার আদি মহাকবি—নিত্যানন্দৈকপ্রাণ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক সুললিত পয়ারছন্দে বিরচিত—সমগ্র শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থরত্নের ভক্তজনমনোরঞ্জন

অভিনব বিরাট্ সংস্করণ

এই গ্রন্থরাজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর**-কৃত সাত্বত শাস্ত্রসারসমন্বিত অপ্রাকৃত জ্ঞানগর্ভ 'গৌড়ীয়ভাষ্য', 'ঠাকুরের জীবনী', ভূমিকা এবং আদি-মধ্য-অন্ত্যখণ্ডের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের কথাসার, গ্রন্থোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকসমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি, মূল পয়ারসমূহের মর্ম্মার্থবোধক 'শীর্ষক', সারগর্ভ পয়ারসমূহের সূচী তথা পাত্র-স্থান প্রভৃতি বিবিধ সূচী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত হইয়া প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন—নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** উপদেশ ও কৃপানির্দ্দেশক্রমে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সম্পাদকসঙ্ঘের সম্পাদকতায় সর্ব্বমোট ১২৫০ পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

সহৃদয় সুধী সদ্ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনবৃন্দ উক্ত গ্রন্থরত্ন সংগ্রহার্থ শীঘ্রই তৎপর হউন।

ভিক্ষা—তিনখণ্ড একত্রে রেক্সিন বাঁধান—১০০·০০ টাকা।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা	১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,, ,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,, ,,	২.০০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (সাধারণ বাঁধান) ,, ,, ,, ,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,,	২০.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, .	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,, ,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা	৪.০০
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode ,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত— ,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) — ,,	২৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র — ,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত— ,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,,	৪.০০
(২৪)	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত (রেক্সিন বাঁধাই) ,,	১০০.০০

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১·০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০·৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সংঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪
১৭ ত্রিবিক্রম, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ৩০ মে ১৯৮৭ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪২ পৃষ্ঠার পর]

মহাপ্রভু বলেন, জগৎ সত্য, তবে তাহার তাৎকালিকতা বা নশ্বরতা আছে। কেন না,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।" —তৈঃ ভৃগু ১ অনু

মহাপ্রভু Idealistic theory (প্রপঞ্চ-মিথ্যাবাদ) স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, অনন্তশক্তিবিশিষ্ট ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা দৃশ্যজগতের উৎপত্তি। দৃশ্যজগৎ মিথ্যা নহে, মনোধর্ম্মে দূষ্ট বলিয়া খণ্ডিত। শক্তিপরিণত এই Progressive world (চলিষ্ণু জগৎ) ভগবানের একপ্রকার সৃষ্টি। উদাহরণস্থলে বলা যাইতে পারে যে—ফুল ফুলের মধ্যে ফল, তাহার মধ্যে কলা, তা'র পর কাঁদির অবস্থা, পরে বর্দ্ধিত কলার পক্বাবস্থা, শেষে শুষ্কাবস্থায় পরিণতি। ভগবানের সৃষ্ট জগৎ সময়ের দ্বারা উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়বিশিষ্ট। এই শক্তিচালিত হইয়া পিতা-মাতা হইতে আমরা জাত, বাহ্য জগতের সহিত আমরা সংশ্লিষ্ট।

ভূতাকাশে যে সমস্ত বস্তু আছে, তদ্বিষয়ে প্রধাবিত হওয়ার অর্থ—পূর্ণবস্তুর আলোচনা হইতে বিরতি। বাহ্য জগতের অনাভক্ততা অপসারিত করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে civic rules ইত্যাদি পালনের চেষ্টা করি, দোকান হইতে অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি। মনুষ্যের ধারণায় জগৎ কল্পিত হইয়াছে, বিভিন্ন ভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতএব জগৎ কিছুই নহে—'মিথ্যা' প্রভৃতি বলায় অসৎসাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হয়।

অচিদ্ বস্তু initiative (স্বয়ং প্রথম প্রবর্ত্তনা) নিতে পারে না, তাহার knowing (জ্ঞান-শক্তি), willing (ইচ্ছাশক্তি) এবং feeling (অনুভবশক্তি) নাই, প্রশ্নের respond (উত্তর) করিতে পারে না। আমাদের ভিতর, পশুর ভিতর চেতন আছে, বৃক্ষের ভিতর অল্প মাত্রায়। 'চেতন' ও 'অচেতন' এই দুই প্রকার ভগবানের শক্তি—ভিতরের অঙ্গের ও বাহিরের অঙ্গের শক্তি। বাহ্য জগতের সহিত জীবের ও ঈশ্বরের স্বরূপের ভেদ। ভগবান্ ও জীবের সহিত

বৃহত্বে ও অণুত্বে ভেদ। ভগবান্ unalloyed (অবিমিশ্র) চেতন। আমাদের মৃত্যুকালে চেতনের ধর্ম্ম লোপ পায়, বাহ্য বস্তুর অনুশীলনে অসমর্থ হই, ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়া শূন্য হয়। বাহ্য জগতে চিদাভাস ও জড়,—এই দুইপ্রকার বস্তু লক্ষ্য করি।

জীবের চেতন-ধর্ম্মের সহিত একটী শরীর যুক্ত হইয়াছে। 'শরীরই আমি' একথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন না। তিনি বলেন, "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।" দেহ ও দেহী ভিন্ন। দেহী Proprietor (সম্পত্তিমান বা স্বত্বাধিকারী)। দেহ Property (সম্পত্তি বা স্বত্ব)। দেহ দুই প্রকার —Subtle and gross (সূক্ষ্ম এবং স্থূল)। এই দুই দেহের ownership (মালিকানী স্বত্বই) আত্মার। মন চেতনাভাস ও দেহ চেতনবিহীন; এই দুই প্রকার দেহে আমরা 'আমি'-বুদ্ধি করি—ইহাই বিবর্ত্ত বা misconceptions।

শক্তি-পরিণামবাদই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রুতির বিভিন্ন উক্তিতে সামঞ্জস্য দেখিতে না পাইয়া অনেক লোক বিভিন্ন অর্থ করিয়া বিভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব উহার সামঞ্জস্য করিয়াছেন। যেমন, এক শ্রুতিতে আছে—"সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ"; অপর শ্রুতি—'অসতঃ সজ্জায়ত'। পূর্ব্বে 'সৎ' ছিল, তাহা হইতে এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। অপর 'অসৎ' হইতে এই দৃশ্য জগতের উৎপত্তি। কিন্তু কথাটা তাহা নহে। যেমন দুগ্ধে দধির Properties (উপাদান) আছে বলিয়া দুগ্ধ হইতে দধি হয়; কিন্তু জল হইতে কোনদিনও দধি হয় না। সৎ—কারণসূত্রে, কার্য্যরূপ অসতের উৎপত্তি। আপাতঃ উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইলে বেদান্তসূত্রে অবিরোধ-অধ্যায়ে উহার সামঞ্জস্য মীমাংসিত হইয়াছে। যে শাস্ত্র এইরূপ নির্ব্বিবাদের মীমাংসা করিয়াছে, তাহাও অধ্যয়নে মানবের বিভিন্ন জ্ঞান বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে।

শ্রীচৈতন্যদেব ৭ দিন বেদান্ত শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিবর্ত্তবাদীর অপসিদ্ধান্ত-শ্রবণে এইরূপ ধৈর্য্য দর্শন কারয়া সার্ব্বভৌমও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছলেন।

আমি আজ বিষয়ের একটু মাত্র বলিলাম। বহুদিন ধরিয়া ক্রমাগত আলোচনা করিবার সুযোগ পাইলে বিষয়টী সুষ্ঠুভাবে বলা যায়।

মহাপ্রভুর সহিত বিচারের পর সার্ব্বভৌম, শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্যার প্রতিভা প্রভৃতি দর্শনে তাঁহাকে 'অতিমর্ত্ত্য পুরুষ' বলিয়া গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি স্বীয় ভগিনীপতি গোপীনাথকে রহস্য করিয়া বলিতেন যে, মানুষ কি পরজগতের কথা বলিতে পারে? উত্তরে গোপীনাথ বলিতেন যে, মানব-জ্ঞানের পরিপূর্ণাবস্থায় অপর জগৎ হইতে আগত ব্যক্তিই পরজগতের কথা বলিতে পারেন। তাহাতে সার্ব্বভৌম বলেন,—সামান্য মানবকে লোকাতীত বলিয়া গ্রহণ করা মূঢ়তার পরিচয়। গোপীনাথ বলিলেন যে, তোমার নিজের কথা ও ধারণা দূরে রাখিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ কর এবং বিচার করিয়া দেখ, তিনি পরজগৎ হইতে আগত কি না।

আমরা মানুষ, কর্ম্মফলে দেহে আবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করি, পুনরায় মৃত্যুর পর কর্ম্মানুযায়ী দেহ লাভ করি—এইরূপে সংসারে আমাদের গতাগতি হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার শ্রবণ করিয়া সার্ব্বভৌম লোকাতীত জগতে উপনীত হইলেন। বেদান্তশাস্ত্র আধ্যক্ষিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বুঝা যায় না। ইহ-জগতের বিচার-প্রণালীর দ্বারা পরজগতের বস্তু গ্রহণ করা যায় না। Transcendental-এর (অধোক্ষজের) সহিত phenomenal (অক্ষজ) এক করা উচিত নহে। সূর্য্য দর্শনার্থ অপর আলোক-গ্রহণে ব্যস্ত হইলে মূর্খতা প্রকাশ পায়। সূর্য্যেই যথেষ্ট আলোক আছে। সেই আলোকে সূর্য্য ও অন্যান্য সকল বস্তুই দৃষ্ট হয়। যে বস্তুর জ্ঞানে সকল বস্তুর জ্ঞানলাভ হয়, তাহাতে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

মানুষের মধ্যে জগতের জ্ঞান-সংগ্রহে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি Sir Isac Newton বলিয়াছেন যে, "আমি অনন্ত সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র"। মানব-জ্ঞানে সঙ্কীর্ণতা আছে বলিয়া তাহা অসম্পূর্ণ। ইহাতে নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা 'এঁচড়ে পাকা'র চেষ্টার ন্যায়। যাহারা Hasty conclusion-এ (দ্রুতসিদ্ধান্তে)

উপনীত হয়, তাহারা সত্যবস্তু গ্রহণে অসমর্থ। পূর্ণ-জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য তাহারা অল্প সময়ও দিতে পারে না। আমরা শিশুকাল হইতে যে সমাজে লালিত-পালিত, তাহাতে materialism (জড়ভাব) এত বেশী যে, নিত্য জীবনের আলোচনার জন্য এক মুহূর্ত্তও দিতে পারি না। ব্যবহারিক কার্য্যে ২৪ ঘণ্টা ব্যয় করি। নিজে যে কি বস্তু, তাহা জানিবার জন্য চেষ্টা করি না। অখণ্ডকালের নিকট শতবর্ষ পরমায়ুর পরিমাণ কি? সুতরাং মানবজীবনের ২৪ ঘণ্টাই পারলৌকিক বিচারে ব্যয় করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে যে, তিনি শতবর্ষব্যাপী জীবন সেন্দ্রিয় দেহের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যয় করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠার পর]

অহং পুরাতীতভবেঽভবং মুনে
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালকএব যোগিনাং
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্ ॥ ২৫ ॥
[১।৫।২৩]

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ২৬ ॥
তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তাম-
নুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রুচিঃ ॥ ২৭ ॥
[১।৫।২৫-২৬]

জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্।
অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥২৮॥
[১।৫।৩০]

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥২৯॥
[১।৫।৩২]

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ ৩০ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

পূর্ব্বকল্পে আমি দাসীপুত্র ছিলাম। মাতা—চাতুর্ম্মাস্যে যে সকল ভক্ত যোগী একত্র বাস করিতেন, তাঁহাদের দাসী ছিলেন। আমি বালক। আমাকে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট অনুলেপনাদি কার্য্যের দ্বারা আমি তাঁহাদের কৃপায় বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট একবার পাইয়াছিলাম। সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকায় সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইল। আমি বিশুদ্ধচেতা হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মে রুচিপ্রাপ্ত হইলাম ॥ ২৬ ॥

সেইস্থলে তাঁহারা কৃষ্ণকথা গান করিতেন। তাঁহাদের কৃপায় সেই মনোহর কথা আমি প্রতিদিন শ্রবণ করিতাম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তচ্ছ্রবণে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রুচি হইল ॥ ২৭ ॥

বর্ষা শেষ হইলে যখন তাঁহারা স্থান ছাড়িয়া যান, সেসময় দীনবৎসল বৈষ্ণবগণ সাক্ষাৎ ভগবদুদিত গুহ্যতম জ্ঞান আমাকে উপদেশ করিয়া গেলেন ॥ ২৮ ॥

হে ব্রহ্মন্! তাপত্রয়নাশক ঈশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ বিষয়ক তত্ত্বটী আমি তোমার নিকট সূচিত করিলাম ॥ ২৯ ॥

মনুষ্যের সমস্ত ক্রিয়াযোগই সংসারজনক। সেই ক্রিয়াযোগ পরতত্ত্বে করিতে পারিলে কর্ম্মযোগের

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্ ।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ॥৩১॥

কুর্ব্বাণাং যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ॥৩২॥
১।৫।৩৪-৩৬]

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্ ॥৩৩॥

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ ৩৪ ॥
। ১।৬।৩৫-৩৬]

শ্রীসূতঃ [১।৭।২-১১]
ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে ।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্ধনঃ ॥৩৫॥

তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে ।
আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্ ॥৩৬
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে ।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥৩৭
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥৩৮
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥৩৯॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে ।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥৪০
স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্ ।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিঃ ॥ ৪১ ॥
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৪২॥

কর্ম্মসত্তারূপ তাহার নিজসত্তা বিনষ্ট হয় ॥৩০॥

হরিতোষক কর্ম্ম ও ভগবদধীন ভক্তিযোগ-সমন্বিত জ্ঞানই অনুষ্ঠেয়। তাহা হইলে কর্ম্মজ্ঞানের প্রতিকূল্যভাব দূর হয় এবং ভক্ত্যনুকূল-ভাব উদয় হয় ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ উদ্ধবকে এবং অর্জ্জুনকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সকল কর্ম্ম নিরন্তর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ কৃষ্ণের নাম-গুণাদি কীর্ত্তন ও অনুস্মরণ করাই প্রয়োজন ॥ ৩২ ॥

মুহুর্মুহু বিষয়মাত্রা (রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ) স্পর্শেচ্ছায় জীবচিত্ত আতুর হইয়াছে। এস্থলে এই ভবসিন্ধুপারের একমাত্র নৌকা হরিলীলানুবর্ণন ॥৩৩

যদি বল অষ্টাঙ্গযোগপথ গ্রহণ করিলেই সেই ফল লাভ হয়। তবে শুন। যমনিয়মাদি যোগপথাবলম্বী পুরুষ মুহুর্মুহু কামলোভদ্বারা হত হইয়া বিপথে গমন করে। কিন্তু মুকুন্দসেবায় এত সুখ যে, তাহা ছাড়িয়া বিপথে যায় না। তদ্দ্বারা আত্মা সাক্ষাৎ সাম্য লাভ করে। ভগবন্নিষ্ঠতাবুদ্ধির নাম শম। তদ্ধর্ম্ম শাম্য, তাহা লাভ করে ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মনদীরূপ সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ঋষিদিগের সত্র অর্থাৎ যজ্ঞবিশেষের উন্নতিসাধক শম্যাপ্রাস-নামক ব্যাসস্থান ॥ ৩৫ ॥

সেই বদরীষমণ্ডিত স্বীয় আশ্রমে ব্যাস স্নানান্তে উপবেশন করতঃ স্বয়ং মনকে প্রণিধান করিলেন। অর্থাৎ ভক্তিভাবে চিত্ত স্থির করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তাঁহার নির্ম্মল চিত্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমাধিস্থ হইলে পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। কৃষ্ণের দূরাশ্রিত মায়াতত্ত্বকে দর্শন করিলেন। পরিপূর্ণ কৃষ্ণস্বরূপে যে চিচ্ছক্তি নিত্য অবস্থিত, তাঁহার ছায়া-স্বরূপ দূরস্থিত মায়াকে দেখিলেন ॥ ৩৭ ॥

চিচ্ছক্তির অণুপ্রকাশরূপ জীবশক্তিপ্রসূত চিৎ-কণস্বরূপ—মায়া অপেক্ষা পরতত্ত্ব জীবকে দেখিলেন। সেই জীব মায়াকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া আপনাকে মায়ার ত্রিগুণাত্মক তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছেন ॥৩৮

আবার দেখিলেন যে, অধোক্ষজ কৃষ্ণে ভক্তি-যোগই সেই জীবের অনর্থ উপশমের একমাত্র কারণ। বিদ্বৎপ্রবর ব্যাস অজ্ঞলোকদিগের উপকারের জন্য এই সাত্বত-সংহিতা লিখিলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সেই সাত্বত-সংহিতা শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ কৃষ্ণে জীবের শোক-মোহ-ভয়-নাশিকা ভক্তির উদয় হয় ॥ ৪০ ॥

নিবৃত্তিনিরত স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সেই ভাগবতী সংহিতা প্রস্তুত ও অনুক্রম করিয়া অধ্যাপন করাইলেন ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণে এরূপ একটী আকর্ষিকা শক্তি আছে যে, তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য আত্মারাম মুনিগণও উরুক্রম কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥৪৩॥

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্ ॥৪৪॥

[১।২।৩]

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রমাণনির্দ্দেশে
শ্রীভাগবতার্কোদয়ো নাম দ্বিতীয়ঃ কিরণঃ।

থাকেন। জড়াকৃষ্ট পুরুষের সেই আকর্ষণের ত' কথাই নাই ॥ ৪২ ॥

সেই হরিগুণে আক্ষিপ্তচিত্ত নিত্যবৈষ্ণবজনপ্রিয় বাদরায়ণি ভগবান্ শুক এই বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

যিনি এই আত্মসমাধিলব্ধ অখিলবেদসার অধ্যাত্মদীপস্বরূপ ভাগবতশাস্ত্র সংসারী অথচ মায়া-তমোঽন্ধ উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের প্রতি করুণাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, সেই মুনিদিগের গুরু ব্যাসপুত্র শুকদেবকে আমরা অনুগমন করি ॥৪৪॥

এই অধ্যায়ে ভাগবতের মূল-তাৎপর্য্য এবং উদয়-ইতিহাস বর্ণিত হইল। কৈতবশূন্য ধর্ম্মেরও সূচনা হইল। কৈতব স্বল্প ও বৃহৎ-ভেদে দ্বিবিধ। লোকৈষণা প্রভৃতি এষণাত্রয় কৈতব বটে, কিন্তু কেবল সাযুজ্যরূপ একাত্মতা-সিদ্ধি-প্রয়াসকে কৈতব-প্রধান বলা যায়। শুদ্ধ ভক্তিযোগ তদুভয়শূন্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং শ্রীভাগবতার্কোদয়
প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কিরণে মরীচিপ্রভানাম-
গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

কৃষ্ণ-দর্শন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠার পর]

সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীগীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে কৃষ্ণকেই পরতমতত্ত্ব বলা হইয়াছে। গীতা ৭।৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। শ্রুতিও তাই বলিতেছেন—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। তিনিই এক—"অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন" (চৈঃ চঃ ম ২০।১৫২)। শ্রীমদ্ভাগবতও "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" (ভাঃ ১।৩।২৮) শ্লোকে সেই কৃষ্ণকেই 'স্বয়ংভগবান্' বলিয়াছেন। অর্থাৎ "রাম-নৃসিংহাদি পুরুষাবতারের অংশ বা কলা, কিন্তু কৃষ্ণ—'স্বয়ংভগবান্'।" —যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, তিনিই দ্বিতীয় বস্তু মায়ার অতীত পরংব্রহ্ম—পরাৎপর—সর্ব্বঅবতারের অবতারী—সর্ব্বঅংশের অংশী—সর্ব্ব মূলতত্ত্ব—কৃষ্ণ।

"যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ংভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥"
—চৈঃ চঃ আ ২।৮৮

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।১১ শ্লোকে এক মুখ্যতত্ত্ব কৃষ্ণেরই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ প্রতীতির কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীগীতায়ও (৬।৪৬-৪৭ শ্লোকে) ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানযোগী হইতে পরমাত্মোপাসক অষ্টাঙ্গযোগী এবং তাহা হইতেও ভক্তিযোগোপাস্য ভগবত্তত্ত্বেরই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা, সুতরাং ভক্তিযোগেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে। এই ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু অনন্যা বা কেবলা—শুদ্ধা ভক্তিদ্বারাই ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। তাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন (গীঃ ১১।৫৪)—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥"

অর্থাৎ হে পরন্তপ অর্জ্জুন, অনন্যা—কেবলা বা জ্ঞানকর্ম্মাদি অবিমিশ্রা—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা-রহিতা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময়ী শুদ্ধা ভক্তিদ্বারাই শুদ্ধভক্ত এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট আমাকে জানিতে,

দেখিতে এবং আমার নিগূঢ়তত্ত্বে বা আমার লীলা-মাধুর্য্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়
(বা শ্যামরায়)।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥
অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয়ধূলিতে।
কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে।"

শ্রীভগবান্ পুনরায় (গীঃ ১৮।৫৫ শ্লোকেও) বলিতেছেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

অর্থাৎ "আমি যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব (আমি যে স্বরূপ ও যে স্বভাববিশিষ্ট), তাহা নির্গুণা ভক্তি উদিত হইলেই জীব বিশেষরূপে জানিতে পারে। আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে। * * 'বিশতে মাং'—এই শব্দপ্রয়োগদ্বারা শুদ্ধ আত্মবিনাশরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে বুঝিতে হয় না। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরম চিদ্রূপ আমার স্বরূপলাভকেই 'বিশতে মাং' শব্দদ্বারা বুঝিতে হইবে। সেই স্বরূপলাভকে 'বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম' বলিলেও হয়।" —শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

অনেককেই দম্ভ করিয়া বলিতে শুনা যায়—'আমাকে ভগবান্ দেখাইয়া দিতে পারেন? যদি পারেন, তবেই ভগবান্ বলিয়া কেহ আছেন, তাহা স্বীকার করিব, নতুবা নহে।" তাঁহার ন্যায় অনধিকারী দাম্ভিক ব্যক্তির তথাকথিত দেখা না দেখার উপরই যেন ভগবানের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে! একটি সামান্য পার্থিব রাজা বা রাজপুরুষের দর্শনপ্রার্থীকে তাঁহার দর্শনযোগ্যতা প্রতিপাদনার্থ কত প্রমাণ বা সুপারিষাদর প্রয়োজন হইয়া পড়ে, আর সেই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাতীত—অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত বস্তু দর্শনলাভের কোন যোগ্যতাযোগ্যতার বিচার থাকিবে না, ইহা কি কখনও যুক্তি বা প্রমাণসম্মত হইতে পারে? পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩৬ ধৃত

অর্থাৎ "অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষুরাদির গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।" —অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য।

অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে আমাদের প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার প্রয়াস নিতান্ত তত্ত্বজ্ঞানহীন বালসুলভ চাপল্যমাত্র। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজী ভক্তের ইন্দ্রিয়গণ যখন সেবোন্মুখতা লাভ করিয়া কৃষ্ণসেবা লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য, কর্ণযুগল তাঁহার শ্রীমুখের বাণী বা বেণুধ্বনি শুনিবার জন্য, এইরূপে ভক্তের সকল ইন্দ্রিয় যখন তাঁহার প্রভুর সেবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখনই করুণাময় কৃষ্ণ তাঁহার নিষ্কপট ভক্তের অন্তর্হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। গজেন্দ্রের অন্তর্হৃদয়ের ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তিবিষয়িণী নিষ্কপট আর্ত্তিতে ভগবান্ তাহার নিকট যাইবার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, মনের ন্যায় অতীব তীব্র বেগশালী গরুড়ের গতিও তখন তাঁহার নিকট মন্দ বলিয়া প্রতীতি হইতেছিল। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শরণাগতি গীতিকাব্যের প্রথমেই তারস্বরে গাহিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ, স্বীয়ধাম সহ অবতরি'॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ'—বিশ্বাসপালন॥
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার॥
(এই) ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥" ইত্যাদি

শরণাগত ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার শরণাগত ভক্তের প্রার্থনায় আর স্থির থাকিতে পারেন না।

তাহার প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন।

সদ্‌গুরুপাদাশ্রিত ভক্ত গুরুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন। সেই কথারূপী কৃষ্ণ তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার অন্তর্হৃদয়ের আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলা ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা প্রভৃতি যাবতীয় অভদ্ররাশি অপসারিত করেন। ঐ সকল অভদ্র ক্রমশঃ নষ্টপ্রায় হইলে শ্রীগুরুকৃপায় জীব উত্তমঃশ্লোক ভগবানে নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নিশ্চলা ভক্তি লাভ করেন। তখনই সেই নৈষ্ঠিকীভক্তির আনুষঙ্গিকফলে জীবহৃদয় কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদমাৎসর্য্যাদি মহাশত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল হন। শ্রবণাদি ভক্তিযোগপ্রভাবে সেই নির্ম্মলহৃদয় প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত লাভ হয়। কামাদি কষায়-কলুষিত অজিতেন্দ্রিয় জীবের অশুদ্ধ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ভগবৎসাক্ষাৎকার বা ভগবৎসেবাসৌভাগ্য-লাভে সমর্থ হন না। কৃষ্ণ ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় নহেন। অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকটই তিনি গ্রাহ্য হন। যে কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমরা এই মায়িক জগতে আসিয়া এত দুঃখ—এত জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, সেই কৃষ্ণকে পাইবার জন্য, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য কাহার না হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে? কিন্তু হায়, আমরা তাঁর বহিরঙ্গা মায়ার মোহে এমনই মুগ্ধ হইয়া আছি যে, তাঁহার কথা কেহ স্মরণ করাইয়া দিলেও তাঁহার উপর বিরক্ত হইতেছি! বেদদৃক্ ব্রাহ্মণগণের শ্রুতি ও স্মৃতি—এই দুইটি নেত্রস্বরূপ, একটিকে না মানিলে কাণা ও দুইটিকে না মানিলে অন্ধ হইতে হয়। আমরা সেই দুইচক্ষুই হীন হইয়া অন্ধ হইয়া পড়িয়া আছি, সেই শ্রুতি-স্মৃতি এবং তদনুগত পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বতশাস্ত্র সকলেই তারস্বরে কৃষ্ণকে মূল সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিকেই মূল অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমকেই মূল প্রয়োজন বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রও তাই তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতাশাস্ত্রে উপদেশ করিতেছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"
—গীঃ ৪।৩৪

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, "তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাত পূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।"

মুণ্ডক শ্রুতিতেও (১।২।১২) ঐরূপ দেখা যায়—"তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"

অর্থাৎ সেই ভগবদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক জ্ঞান) লাভের জন্য শিষ্য সমিৎ (প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিস্বরূপ ত্রিবিধ ভাবাত্মক) হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ বা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ-কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ সদ্‌গুরুসমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।

শ্রীভাগবতেও (১১।৩।২১) উক্ত হইয়াছে—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥"

অর্থাৎ উত্তম শ্রেয়োজিজ্ঞাসু পুরুষ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রতাৎপর্য্য বিচারে সুনিপুণ, অধোক্ষজ অনুভূতিলব্ধ এবং প্রাকৃত ক্ষোভাদিদ্বারা অবশীভূত—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, কৃষ্ণৈকশরণ ও শান্ত সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই শিষ্যের অজ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষুর অজ্ঞানাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক শিষ্যের দিব্যজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, তখনই লব্ধরূপ শিষ্য বিষ্ণুর পরমপদ দর্শনে যোগ্যতা লাভ করেন এবং সেই সদ্‌গুরুপ্রদত্ত দিব্যজ্ঞানচক্ষুদ্বারাই জীব শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করিতে পান। শ্রীগুরুকৃপায় 'ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে। সেইত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥"

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৩২)

শ্রীধর পণ্ডিত

কৃষ্ণলীলায় যিনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কুসুমাসব গোপাল, তিনি শ্রীগৌরলীলা পুষ্টির জন্য শ্রীধর পণ্ডিতরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ।
আসীদ্‌ব্রজে হাস্যকরো যো নাম্না কুসুমাসবঃ॥"
(গৌরগণোদ্দেশে ১৩৩ শ্লোক)

শ্রীধর পণ্ডিত নবদ্বীপবাসী ছিলেন। নয়টী দ্বীপের সমষ্টি শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত অন্তর্দ্বীপ— শ্রীমায়াপুরের শেষপ্রান্তে এবং চাঁদকাজীর সমাধির দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে শ্রীধরের আবাসস্থান ছিল, যাহা 'শ্রীধর অঙ্গন' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীধর পণ্ডিতের আবাসে কদলী-কানন ছিল। বর্ত্তমানে স্থূলদর্শনে সে কদলীকানন দৃষ্ট হয় না। শ্রীধর কদলী-কাননোপজীবী দরিদ্র বিপ্রের লীলা করিয়াছিলেন। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধর পণ্ডিতের পূত স্মৃতি সংরক্ষণকল্পে শ্রীধর-অঙ্গন স্থানটী প্রকটিত করেন। তাঁহার অপ্রকটের অব্যবহিত পরেও শ্রীধর-অঙ্গনে নিয়মিত সেবা-পূজার ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতায় উহা পুনঃ সংগোপিত হইতে চলিয়াছে। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমাকালে ভক্তগণ এখনও তথায় যাইয়া শ্রীধর পণ্ডিতের উদ্দেশ্যে প্রণতি ও ভক্ত্যর্ঘ্য নিবেদন করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে' এইরূপ লিখিত আছে—তন্তুবায় গ্রামের পরে খোলাবেচা শ্রীধরের স্থান। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে কীর্ত্তন-বিশ্রাম করিয়াছিলেন। [শ্রীজীবগোস্বামীর প্রতি শ্রীনিত্যা-নন্দের উক্তি—]

'তবে তন্তুবায় গ্রাম হইলেন পার।
দেখিলেন খোলাবেচা শ্রীধর আগার॥
প্রভু বলে, এইস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গহরি।
কীর্ত্তন-বিশ্রাম কৈল ভক্তে কৃপা করি'॥
এই হেতু শ্রীবিশ্রাম স্থান এই নাম।
হেথা শ্রীধরের ঘরে করহ বিশ্রাম॥'

উক্ত ধামমাহাত্ম্য-গ্রন্থে শ্রীধরের কলাবাগানের নিকটে একটি সরোবরের কথা উল্লিখিত আছে। সরোবরটীরও বাহ্য দর্শন বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়াছে।

পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্যলাভ প্রকৃত ভগবৎকৃপার নিদর্শন নহে। ভগবৎপ্রেমধনে ধনী যিনি, তিনি যথার্থতঃ ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজ পার্ষদ শ্রীধরের দ্বারা এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—বিষ্ণুভক্ত নির্ব্বিষয়ী হন। দেবদেবীর ভক্তে প্রায়শঃই বাহ্য সাংসারিক উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরের দ্বারা লোকশিক্ষার জন্য শ্রীধরের গৃহে যাইয়া তাঁহার দারিদ্র্যদুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মীকান্তের সেবা করিয়াও শ্রীধরের অন্ন বস্ত্রের অভাব ও মলিনগৃহ, পক্ষান্তরে চণ্ডী বিষহরির পূজা করিয়া সাধারণ লোকের কত সাংসারিক বস্তুর প্রাচুর্য্য! তদুত্তরে শ্রীধর বলিলেন রাজা রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া যেরূপভাবে কাল কাটাইতেছেন, পক্ষিগণ বৃক্ষোপরি নীড়ে বাস করিয়া নানাস্থান হইতে আহার সংগ্রহ ও ভোজন করিয়া একইভাবে কাল অতিবাহিত করিতেছে। ইহাতে রাজা ও পক্ষীর মধ্যে বিষয়-সুখভোগে কোন পার্থক্য নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরকে বলিলেন— "বাহ্যতঃ তুমি দারিদ্র্যের লীলা করিলেও তুমি প্রকৃত ধনী। বৈষ্ণব যে সর্ব্বোত্তম সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী ও সকল বস্তুর মালিক, তাহা আমি অচিরেই সমগ্র মূর্খ অনভিজ্ঞ জগতের নিকট ব্যক্ত করিব!

ধন-সম্পদ্-অট্টালিকা সর্ব্বপ্রকার পার্থিব বিষয়-সুখ হইতে বঞ্চিত ব্যক্তিকে আমরা সাধারণতঃ দরিদ্র, ভাগ্যহীন বলি। ঐসব বিষয়ে প্রাচুর্য্য যাহার আছে, তাহাকে ধনী ও ভাগ্যবান্ বলা হয়। দরিদ্র ও ধনীর তাত্ত্বিক অর্থ অন্যপ্রকার। আনন্দের জন্যই ধন উপার্জ্জন করা হয়, দুঃখের জন্য নহে। সেই আনন্দই

প্রকৃত ধন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিযুক্ত ব্যক্তিই ধনী, তদ্বিমুখ ব্যক্তিই দরিদ্র—ইহাই ধনী ও দরিদ্রের তাত্ত্বিক অর্থ। উদাহরণস্বরূপ—কৃষ্ণভক্ত বিদুর দারিদ্র্যের লীলা করিলেও কৃষ্ণপ্রেম-ধনে তিনি ধনী ছিলেন। পক্ষান্তরে মহারাজ দুর্য্যোধন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও কৃষ্ণবিমুখতা হেতু দরিদ্র ছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় পার্ষদ দারিদ্র্যের লীলাকারী খোলাবেচা শ্রীধরের দ্বারা 'প্রকৃত ধনী ও ভাগ্যবান্ কে', তাহা জগদ্বাসীকে জানাইলেন। ভগবান্ ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হন, অন্য কিছুর দ্বারা হন না। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥' —ভাঃ ১১।১৪।২১

'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥'—গীতা ৯।২৬ ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত পত্র পুষ্প ফল জলও ভগবান্ গ্রহণ করেন, খান। অভক্তের প্রদত্ত দ্রব্য তিনি গ্রহণ করেন না। 'ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়। অভক্তের দ্রব্য পানে উলটি না চায় ॥' শ্রীকৃষ্ণ অভক্ত দুর্য্যোধনের প্রদত্ত বহু মূল্যবান্ সুস্বাদু দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তপ্রবর বিদুরের ও বিদুর পত্নীর প্রদত্ত তুচ্ছদ্রব্যও গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীধরের দ্রব্য লইয়া কাড়াকাড়ি, এক অদ্ভুত বিচিত্র রসময়ীলীলা। মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাসকালে শ্রীধর কলা মোচা থোড় প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবন যাপন করিতেন। বিক্রয়ের দ্বারা যে সামান্য অর্থ প্রাপ্তি হইত, তাহার অর্দ্ধেক দ্বারা গঙ্গাপূজা এবং অর্দ্ধেকের দ্বারা কোনও প্রকারে জীবন রক্ষা করিতেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহা সত্যবাদী ছিলেন, দ্রব্যের যথার্থ মূল্যই বলিতেন। নবদ্বীপে সকলেই ইহা জানিতেন। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীধরের নিকট আসিয়া শ্রীধরের কথিত মূল্যের অর্দ্ধেক দিয়া থোড়, কলা, মোচা খোলা তাঁহার নিকট হইতে লইবার জন্য টানাটানি, কাড়াকাড়ি করিয়া প্রতিদিন চারিদণ্ড ধরিয়া ঝগড়া করিতেন।

'প্রতিদিন চারিদণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধমূল্য দিয়া ॥
সত্যবাদী শ্রীধর যথার্থ মূল্য বলে।
অর্দ্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে ॥
উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি।
এইমত শ্রীধর-ঠাকুরের হুড়াহুড়ি ॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ৯।১৬৩-১৬৫

শ্রীধরের সঙ্গে কলহ করিলেও তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইতে না দেখিয়া গৌরসুন্দর তাঁহার সকলদ্রব্য কাড়িয়া লইতেন। বাহ্য দর্শনে ঘটনা এইরূপ মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরসুন্দরের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার দ্বারা বলপূর্ব্বক দ্রব্যাদি হৃত হইলেও শ্রীধর ক্রুদ্ধ হইতেন না। শ্রীধর মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ ও আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইতেন। মহাপ্রভুও তাঁহার সহিত কলহকালে পরম সন্তোষে গালি দিতেন এবং ভঙ্গী করিয়া নিজতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া এইরূপ বলিতেন ঃ—

"প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহ'ত কিনিয়া।
আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া ॥
যে গঙ্গা পূজহ তুমি আমি তার পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা ॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ৯।১৭৮-১৭৯

শ্রীধর পরিশেষে মহাপ্রভুকে বিনামূল্যেই প্রত্যহ থোড় কলা মোচা দিবেন এইরূপ মহাপ্রভুর সহিত রফা করিয়া লইলেন। তদবধি মহাপ্রভু শ্রীধরের খোলায় পরম তৃপ্তির সহিত অন্ন গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলে,—"ভাল ভাল, আর নাহি দায়।"
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায় ॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটী হৈলেও অভক্তের উলটি' না চায় ॥

—চৈঃ ভাঃ ম ৯।১৮৪-১৮৫

শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভু যেকালে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করতঃ সাতপ্রহর পর্য্যন্ত মহাপ্রকাশলীলা এবং ভক্তগণকে নিজ ঐশ্বর্য্যরূপ প্রদর্শনের জন্য বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপসমূহ প্রকট করিয়াছিলেন, তৎকালে ভক্তগণের দ্বারা শ্রীধরকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ ঐশ্বর্য্যরূপ প্রদর্শন করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শ্রীধর নিজালয়ে সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন, তাহাতে ভক্ত-

গণ সুখী হইলেও অভক্তগণ নিদ্রার ব্যাঘাতহেতু নানাপ্রকার কটুবাক্যের দ্বারা ভর্ৎসনা করিত। মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে ভক্তগণ শ্রীধরকে আনিবার জন্য তাঁহার গৃহাভিমুখে যাইবার কালে অর্দ্ধপথে শ্রীধরের উচ্চারিত হরিধ্বনি শুনিয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীধর শ্রীবাসাঙ্গনে মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, মহাপ্রভুর বাক্যে পুনঃ চৈতন্য পাইয়া মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি সঞ্চারিত শক্তিতে অপূর্ব্ব স্তব করিলেন। মহাপ্রভু স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অষ্টসিদ্ধি* রূপ বর দিতে চাহিলে শ্রীধর তাহা না লইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-সেবাই প্রার্থনা করিলেন।

'মাগ মাগ' পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বলয়ে—"প্রভু, দেহ' এই বর॥
যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণযুগল॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ৯।২২৩-২২৫

"ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥
কলা মূলা বোচয়া শ্রীধর পাইলা যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবা তাহা॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৩৩-২৩৫

"আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে অর্থাৎ বাহ্য পরিচয়ে বৈষ্ণবের স্বরূপ চিহ্নিত করা অসম্ভব। অধিক ধন থাকিলেই যে তাহার অধিক বৈষ্ণবতা হইবে, এরূপ নহে। বহু লোক সংগ্রহ করিতে পারিলেই যে তিনি অধিক বৈষ্ণব হইবেন, এরূপ নহে। শাস্ত্রাদিতে অধিক পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে তিনি বিষ্ণুভক্ত হইবেন, এরূপও নহে। শ্রীচৈতন্যের দাসগণের অধিক ধনের পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক লোক সংগ্রহের পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক তর্কবিতর্কাত্মক পাণ্ডিত্যের অধিকার না থাকিতে পারে, কিন্তু সেই সকল বিষয়ে তাঁহারা কেন উদাসীন, তাহা বুঝিবার অধিকার সাধারণের নাই। শ্রীচৈতন্য-সেবাকেই তাঁহারা ধন, জন, পাণ্ডিত্যাপেক্ষা বহুমানন করেন; সুতরাং তাঁহাদের গৌরব, মহিমা ও শ্রেষ্ঠতা লোকনয়নের গোচরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই।" —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

"বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখয়ে দুর্গতি॥
খোলা বেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয় মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৩৮-২৪১

শ্রীমন্মহাপ্রভু চাঁদকাজী-উদ্ধার-লীলান্তে যখন সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে শঙ্খবণিক নগর ও তন্তুবায় পল্লী অতিক্রম করতঃ শ্রীধর-অঙ্গনে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন শ্রীধরের গৃহের জলপূর্ণ জীর্ণ লৌহপাত্র উত্তোলন করিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে জলপান করিয়াছিলেন। ভাঙ্গা জলপাত্রে মহাপ্রভুকে জলপান করিতে দেখিয়া শ্রীধর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তের জলপানে ভক্তিলাভ হয়, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিলেন। ভক্তের জীর্ণ লৌহপাত্রের জল—ভগবানের নিকট অমৃত সম ও পরমাদরণীয়। পক্ষান্তরে অভক্ত দাম্ভিকের রত্নপাত্রে প্রদত্ত জলও ভগবৎ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত।

"ওই শ্রীধরের ভাঙ্গা ঘর দেখি দূরে।
মন্দ মন্দ হাসে এথা উল্লাস অন্তরে॥
এ পথে শ্রীধর-ঘরে গিয়া গণসনে।
দেখে ফুটা লৌহপাত্র আছয়ে অঙ্গনে॥

*অষ্টসিদ্ধি ঃ—'অণিমা-লঘিমা-ব্যাপ্তিঃ-প্রাকাম্য-মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশীত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥'

—নারদ পঞ্চরাত্র ২।৮।২

দেহের সিদ্ধি তিনপ্রকার—অণিমা, লঘিমা, মহিমা। ইন্দ্রিয়ের তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে সম্বন্ধসিদ্ধি 'প্রাপ্তি'। শ্রুতদৃষ্টবিষয়ে ভোগদর্শন সামর্থ্যসিদ্ধি 'প্রাকাম্য'। মায়াশক্তির প্রেরয়িতাসিদ্ধি 'ঈশিতা'। বিষয়ভোগে অসঙ্গসিদ্ধি 'বশিতা'। কামনার বিষয়ীভূত সুখপ্রাপয়িতা সিদ্ধি 'কামাবসায়িতা'।

বাহিরের জল তা'থে আছয়ে কিঞ্চিৎ।
তাহা পিয়ে গৌরচন্দ্র হৈয়া উল্লসিত ॥
ভকতবৎসল প্রভু প্রেমায় বিহ্বল।
সুরধুনীধারা প্রায় নেত্রে বহে জল ॥
শ্রীধর অঙ্গনে হৈল অদ্ভুত কীর্ত্তন।
কাঁদে নিত্যানন্দাদ্বৈত আদি যত জন ॥
যে সুখ হইল এই শ্রীধরের ঘরে।
তাহা মনে করিতেই অন্তর বিদরে ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১২।৩১৩৬-৩১৪১

"শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বর দান ॥"

চৈঃ চঃ আদি ১৭।৭০

কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রেমোন্মত্ত বস্থায় বৃন্দাবন যাত্রাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু তিন দিবস রাঢ়দেশ ভ্রমণের পর নিত্যানন্দপ্রভু কর্ত্তৃক যখন কৌশলক্রমে শান্তিপুরে আনীত হইয়াছিলেন, সেই সময় শচীমাতা ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎকার কালে শ্রীধরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণ অভিপ্রায়ে গৃহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীধরের প্রদত্ত লাউ মহাপ্রভু প্রীতিসহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শচীমাতা শ্রীধরের প্রদত্ত লাউ ও দুগ্ধের দ্বারা দুগ্ধ-লাউ পাক করিয়াছিলেন।

"এক লাউ হাতে করি সুকৃতি শ্রীধর।
হেনই সময়ে আসি হইলা গোচর ॥
লাউ ভেট দেখি হাসে শ্রীগৌরসুন্দর।
'কোথায় পাইলা ?' প্রভু জিজ্ঞাসে তাহারে।
নিজ মনে জানে প্রভু কালি চলিবাঙ।
এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ ॥
শ্রীধরের পদার্থ কি হইবে অন্যথা।
এলাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা ॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৮।৩৩-৩৬

শ্রীধর অন্যান্য গৌড়দেশীয় ভক্তগণের সহিত প্রতিবৎসর রথযাত্রাকালে পুরীতে যাইতেন।

শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-জিউর বিজয়-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

পায়রাডাঙ্গা, নদীয়া নিবাসী শ্রীবালকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয়ের (বি, বি, দত্ত) ত্রিশ বৎসর বয়স্ক প্রয়াত একমাত্র পুত্র প্রহলাদের আত্মার কল্যাণার্থে তদীয় স্বোপার্জ্জিত অর্থানুকূল্য দ্বারা গত ২২ শে মাঘ, ১৩৯৩ (ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-বাসরে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জীউর বিজয়-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-কৃত্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐদিবস শ্রীমঠে মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুর ও নবদ্বীপস্থ বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণববৃন্দ এবং মায়াপুরস্থ বহু গৃহস্থভক্ত যোগদান করতঃ হরিকীর্ত্তন দ্বারা উৎসবটীকে সাফল্য মণ্ডিত করেন ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করেন। কলিকাতা হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কয়েকজন ভক্তসহ উপস্থিত থাকিয়া প্রসাদবিতরণাদি কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় মঠরক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজকে সাহায্য করেন।

কৃষ্ণনগরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

নদীয়া জেলা সদর কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের বিশেষ উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় বিগত ৩ চৈত্র, ১৮মার্চ্চ বুধবার সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় কৃষ্ণনগরস্থ টাউন হলে এক মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠের আচার্য্য,

ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও গৃহস্থ ভক্তগণ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর টাউন হলে ধর্ম্মসভায় যোগদানের জন্য আহূত হইয়া তাঁহারা ২৪ মূর্ত্তি শ্রীমায়াপুর হইতে সদলবলে যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে কৃষ্ণনগর মঠে আসিয়া পৌঁছেন। সেই দিন প্রাতে ও মধ্যাহ্নে মঠে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কৃষ্ণনগর মঠে এত বৈষ্ণবের একত্র সমাবেশ সাম্প্রতিক কালে পরিদৃষ্ট হয় নাই। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং সর্ব্বশেষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। সভায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন।

আসামপ্রদেশের বিহপুরিয়া, লালুক ও নর্থ লখীমপুরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচারক শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থানকালে বিহপুরীয়া নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী শ্রীসুধাংশু শেখর সাহা মহাশয়ের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীনবীন মদন ব্রহ্মচারী সহ তথায় ১৬ই এপ্রিল শ্রীগৌরবাণী প্রচারার্থ গমন করেন। শ্রীসুধাংশু বাবুর সৌজন্যে তথায় প্রচার ভালই হয়। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট অসমীয়া ও বাঙ্গালী সজ্জনের সহিত স্বামীজীর নিরন্তর শ্রীহরিকথা আলাপনের সুযোগ হয়। সুধাংশুবাবু তাঁহার বয়োবৃদ্ধ শ্রীগুরুদেব, বৃদ্ধ পিতৃদেব, ভ্রাতৃবর্গ ও আত্মীয় বান্ধব সহ স্বামীজীর বহু সাদর সৎকার করেন। সপরিকর সুধাংশু বাবুর শ্রীহরিকথা শ্রবণে ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন।

বিহপুরীয়ার অনতিদূরে লালুকের সম্ভ্রান্ত ভক্তসজ্জন শ্রীশ্রীবাস সাহা মহোদয়ের সাদর আহ্বান পাইয়া স্বামীজী ব্রহ্মচারীজী সহ তথায় এক রাত্রির জন্য গমন করেন। লালুকের একটী সম্ভ্রান্ত পরিবেশের মধ্যে বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালী সজ্জন বাস করেন। তথায় একটী পঞ্চায়তি শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরের সুবিশাল নাট্যমন্দিরে বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাবেশে শ্রীভাগবত পাঠ কীর্ত্তনের আয়োজন হইয়াছিল। স্বামীজী ভক্ত-পরিবেশ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—'ভক্তি লক্ষণে উচ্চাবচ সর্ব্বস্তরের ভক্তগণের মধ্যে কেবল দৈন্যই পরিলক্ষিত হয়। ভগবদ্ভক্তির সর্ব্বোচ্চস্তরে পরিগণিত ব্রজগোপীগণের কথা শ্রবণ করিলে তাঁহাদিগকেও দৈন্যের খনি বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাদের কৃষ্ণ-রতিপরা চিত্রজল্পোক্তি শ্রবণ ও দৈন্য দর্শনার্থ কৃষ্ণসখা উদ্ধব তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রজে অবস্থানকালে এতটা বিগলিত হইয়াছিলেন যে, তিনি নিরন্তর নিত্যকাল তাঁহাদের পদরজঃ বন্দনা করিবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরির ভক্তলীলার মধ্যে এবং তাঁহার ভক্তগণের মধ্যেও এই জাতীয় দৈন্যের অবকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'হইয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস। তাঁ' সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস ॥" "নিতাই যা'রে দেখে তা'রে কহে দন্তে তৃণ ধরি'। আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি ॥" "পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ। জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ ॥ মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়। মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয় ॥ এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে। এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥" "সেই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাতে সবারে প্রণতি।" ইত্যাদি মহাজন-বচন-বলে সিদ্ধ হয় যে, 'দৈন্যই' একমাত্র বৈকুণ্ঠ বস্তু। বৈকুণ্ঠবাস বলিতেও নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সঙ্গে নিষ্কপট দৈন্যে বসবাসকেই বুঝায়। তাহা মানব, দেব, তির্য্যক্ ইত্যাদি যে কোন ভগবদ্ভক্ত শরীরেই সিদ্ধ হয়। ভোগ যেমন

সিদ্ধির বস্তু নহে, ত্যাগ বা বৈরাগ্যও তদ্রূপ সিদ্ধির বস্তু নহে ; দৈন্যই একমাত্র আত্মসিদ্ধবস্তু। "কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা, ভক্তেরে নাচায়। আপনে নাচয়ে প্রেমা, তিনে নাচে এক ঠাঁই।" চৈঃ চঃ অ ১৮।১৮। প্রেমের তাৎপর্য্যই দৈন্য। তদ্বিপরীত সকল কিছুই মায়া মাত্র। শুদ্ধ হরিভক্তমুখে শ্রীভাগবত শ্রবণ হইতেই নিষ্কপট দৈন্য লাভ হয়।"

লালুকে প্রচারান্তে স্বামীজী নর্থ লখীমপুরবাসী তথাকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুগলকিশোর দাস মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তথায়ও একরাত্রি শ্রীভাগবত পাঠ কীর্ত্তনে যাপন করেন। অতঃপর অষ্ট দিবস উক্ত অঞ্চলে প্রচারান্তে তাঁহারা গৌহাটী মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব—দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-প্রার্থনামুখে তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সপ্তদশ বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ২০ চৈত্র, ৪ এপ্রিল শনিবার হইতে ২৩ চৈত্র, ৭ এপ্রিল মঙ্গলবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে হিমগিরি এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ ১৮ চৈত্র, ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে আম্বালা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ অন্যান্য ভক্তবৃন্দসহ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তথা হইতে কএকটী মোটরকারযোগে রওনা হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে প্রাতঃ পৌনে সাত ঘটিকায় চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া উপনীত হন। তৎপূর্ব্বে বৃন্দাবন মঠ হইতে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং কলিকাতা হইতে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয় রঞ্জন দে মহোদয় চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীমঠের অন্যতম সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ চণ্ডীগড় মঠের উৎসবের প্রারম্ভিক ব্যবস্থার জন্য শ্রীজগবন্ধুদাস সহ নবদ্বীপধাম পরিক্রমা অনুষ্ঠানের পরেই তথায় শুভাগমন করেন। পরবর্ত্তিকালে গোকুল মহাবন মঠ হইতে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারীও আসিয়া উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও উত্তর প্রদেশ হইতে বহুশত ভক্তের শুভাগমন হইলে মঠ অগণিত ভক্ত অতিথির দ্বারা পরিপূরিত হইয়া পড়ে।

পাঞ্জাবের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না থাকায় রথসহ সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা সরকারের অনুমোদনের অভাবে গত কএক বৎসর বাহির হইতে পারে নাই। এই বৎসর সরকারের দ্বারা অনুমোদিত হইলে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ৪ এপ্রিল রবিবার অপরাহ্ণ ৪ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধব জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে ভক্তগণের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বিরাট্ সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা ও বাদ্যভাণ্ডাদি সহ সহরের ২০, ২১, ১৮, ১৯ সেক্টর সমূহের রাস্তা পরিক্রমা করতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অবশ্য শোভাযাত্রা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য সরকারের তরফ হইতে যথেষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ৫এপ্রিল হইতে ৭এপ্রিল পর্য্যন্ত সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন,—যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার শ্রী পি-এস্ যশপাল, মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্রনাথ এবং পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী ডি-ভি

সেহগাল (D. V. Sehgal), প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন,—এড্‌ভোকেট শ্রী জি-আর মজিথিয়া, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী আর-এন্ মিত্তল (R. N. Mittal) এবং সনাতন ধর্ম্ম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী ডি-এন্ শর্ম্মা। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার পি-এল্ বার্ম্মা। ৫ই এপ্রিল রবিবার প্রাতঃকালীন ধর্ম্মসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন,—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীবিক্রম কুমার গুপ্ত। শ্রীমঠের আচার্য্যের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ।

৫এপ্রিল মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীমঠের আচার্য্য, ত্রিদণ্ডিযতিগণ এবং বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণ মনুষ্য জন্মের বৈশিষ্ট্য এবং সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ্ব মহিমা যদ্দ্বারা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মনুষ্যের মধ্যে ঐক্য আনয়ন সম্ভব বুঝাইয়া বলিলে সমুপস্থিত বিপুলসংখ্যক শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এতদ্ব্যতীত ৭ এপ্রিল শ্রীরামনবমী তিথিবাসরে ২৩ সেক্টর শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরের সদস্যগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তথায় শুভপদার্পণ করতঃ এক মহতী ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব চণ্ডীগড় সহরের ভক্ত ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ডাঃ শ্রী এস্-পি ভরদ্বাজ, শ্রীশুকদেব রাজ বক্সি, শ্রীরামগোপাল বাংসাল, শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমদন গোপাল গর্গ, স্বধামগত শ্রীপৃথ্বীরাজ মিত্তল প্রভৃতির গৃহে ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ-সহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীমঠের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয় চরণ দাস, শ্রীধর চন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনাত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীমুরারিদাস, শ্রীশুকদেব রাজ বক্সি, শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাকা, শ্রীপ্রেমদাসজী (ভাটিণ্ডা) প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

উত্তর প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

রূড়্‌কী (উত্তর প্রদেশ) ঃ—রূড়কী শ্রীসনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার পক্ষ হইতে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে রিজার্ভ মোটরকার যোগে চণ্ডীগড় মঠ হইতে গত ২৬ চৈত্র, ১০ এপ্রিল শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০ টায় যাত্রাকরতঃ কাশীপুরীস্থিত শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলে দেরাদুন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীপ্রেমচাঁদ শর্ম্মা, দেরাদুনের গৃহস্থ ভক্তদ্বয় শ্রীপ্রেমদাসজী ও শ্রীতুলসী দাসজী এবং সভার সদস্যগণ সহ উপস্থিত থাকিয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। চণ্ডীগড় হইতে আসিবারকালে পথে যমুনাসেতু মেরামতহেতু সমস্ত গাড়ীগুলির গতি রুদ্ধ হওয়ায় এবং কখন নেরামত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা না থাকায় গাড়ীর যাত্রিগণ সকলেই অস্থির ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে অবশ্য সমস্ত জল্পনাকল্পনার অবসান করাইয়া গাড়ীগুলিকে ধীরে ধীরে যাইতে দিলে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং কিছু বিলম্ব হইলেও সকলেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্বারকাধীশ মন্দিরে ব্রহ্মচারিগণ সংকীর্ত্তন করিলে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার সদস্যগণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব কিছু সময়ের জন্য

বলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয় চরণ দাস, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয় রঞ্জন দে চণ্ডীগড় হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সমাভিব্যাহারে আসেন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় আনুকূল্যের জন্য। স্থানীয় মেন্ বাজারস্থ পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালায় সাধুগণ ১০ এপ্রিল হইতে ১২ এপ্রিল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ভাটিণ্ডার মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী (ওঁ প্রকাশ লুম্বা) তাহার স্ত্রী ভ্রাতা ও পরিজনবর্গসহ ১১ এপ্রিল রূড়কীতে আসিয়া ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দেন।

১০ ও ১১ এপ্রিল পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালার সৎসঙ্গ ভবনে এবং ১২ এপ্রিল রূড়কী সহরের অন্তর্গত রামনগরস্থ শ্রীরামমন্দিরে প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা করেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। ১১ এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমনোহরলাল শর্ম্মার আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তাহার আলয়ে শুভ পদার্পণ করতঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমক্ষে মনোহর বাবুর প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ কথা পরিবেশন করিলে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় রূড়কী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী-নিবাস এলাকার অন্তর্গত শ্রীসরস্বতী মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণসহ শুভাগমন করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। স্থানটী পরিচ্ছন্ন ও দৃশ্যাবলী রমণীয়। সরস্বতী মন্দিরের ব্যবস্থাপক অধ্যাপক শ্রীসত্যনারায়ণ পাণ্ডে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ভাগবতধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত ১২ এপ্রিল পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমহাবীর প্রসাদের গৃহে যাইয়াও হরিকথা বলেন। প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানেই ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত সুললিত ভজন কীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ আকৃষ্ট হন। পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালার সেক্রেটারী য়্যাডভোকেট শ্রীনরেন্দ্রকুমার সিঙ্গেল মহোদয় সাধু ও অতিথিগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে তত্ত্বাবধান করেন। রূড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রসিদ্ধি সকলেরই সুবিদিত। য়্যাড্‌ভোকেট শ্রীসিঙ্গেল সাহেব রূড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিদর্শনের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে নিবেদন করিলে এবং আচার্য্যদেব তাহাতে সম্মতি দিলে তিনি তাহার গাড়ীতে আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দকে লইয়া ১১ এপ্রিল পূর্ব্বাহ্ণ ১০ঘটিকার পর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিদর্শন করান। য়্যাডভোকেট সিঙ্গেল বলিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ (অসামরিক বাস্তুকারে) রূড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখন অবশ্য অসামরিক বাস্তুকার ছাড়াও রূড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অন্যান্য বিভাগও খোলা হইয়াছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ডক্টর স্বামীশরণ এবং ডক্টর নরেন্দ্র পুরীর সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়েরও চর্চ্চা হয়। ডক্টর স্বামীশরণ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভিন্ন স্থানে ঘুরাইয়া স্বামীজীকে বিষয়গুলি বুঝাইয়া বলেন। ভূকম্পন বিশারদ শ্রী এ-এস্-আর্য্যের সহিতও শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎকার ও আলোচনা হয়। শ্রী এ-এস-আর্য্য পৃথিবীর ভূকম্পন বিশারদগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ এইরূপ জানা গেল।

মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রেমচাঁদ শর্ম্মা অবস্থাপন্ন না হইয়াও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্তি বশতঃ প্রচারের জন্য যেভাবে উদ্যম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহা অনন্য সাধারণ। তাহার এই নিষ্কপট-সেবা প্রবৃত্তির জন্য তিনি বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

দেরাদুন (উত্তর প্রদেশ)ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব ২৯ চৈত্র, ১৩ এপ্রিল সোমবার রূড়কী হইতে প্রাতে তিনটী মোটরযান যোগে সদলবলে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকায় দেরাদুন ১৮৭, ডি-এল-রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীঅভয়চরণ দাস ও শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী

কএক ঘণ্টা দেরাদুন মঠে অবস্থান করতঃ চণ্ডীগড় মঠে বাসযোগে ফিরিয়া যান। শ্রীমঠের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ পাঞ্জাবে রোপরের ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ১৫ এপ্রিল দেরাদুন মঠে আসিয়া পেঁ ৗছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ললিত গিরি মহারাজ বিশেষ সেবাকার্য্য ব্যপদেশে চণ্ডীগড় হইতে বৃন্দাবন হইয়া জয়পুরে গিয়াছিলেন; তিনিও ১৩ এপ্রিল দেরাদুনে শুভাগমন করেন। ভাটিণ্ডার শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারীর পুত্র শ্রীকপিল ১২ এপ্রিল কার লইয়া রূড়কীতে আসিলে তাঁহারা উক্ত কারে পরদিবস প্রাতে হরিদ্বার মুজঃফরনগরাদি স্থানে যাইয়া পুনঃ ১৫ এপ্রিল দেরাদুনে আসেন বিভিন্ন সভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ সৌভাগ্য লাভের জন্য। শ্রীমঠের পার্শ্ববর্ত্তী স্বধামগত রামচন্দ্র চৌবেজীর গৃহে তাঁহাদের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। জলন্ধর হইতে শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী এবং ভাটিণ্ডা হইতে শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীকুলদীপ সিং) ও শ্রীদামোদর দাস (শ্রীদর্শন সিং) শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শনেচ্ছু ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণেচ্ছু হইয়া ১৫ এপ্রিল দেরাদুনে পেঁ ৗছিলে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা শ্রীমঠের সন্নিকটস্থ একটী ধর্ম্মশালায় হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ সর্ব্বপ্রথম দেরাদুনে শুভাগমন করায় এবং পুনঃ পুনঃ আসায় তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। বর্ত্তমানে পাঞ্জাবাদি স্থানে ভক্ত সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব দেরাদুনে পেঁ ৗছিলে স্থানীয় ভক্তগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা অধিক সংখ্যায় প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণের জন্য আসিতে থাকেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া রায়পুর রোডস্থ শ্রীরাম আগরওয়াল, চন্দননগরস্থ স্বধামগত শ্রীনবীনচন্দ্র শর্ম্মা, নেসভিলার স্বধামগত শ্রীঘনশ্যাম গরোলা, ভুরগাঁওস্থ শ্রীকৌশলরাজ, রাজপুর রোডস্থ শ্রীসুন্দরদাসজী, ধর্ম্মপুরস্থ শ্রীতুলসীদাসজী, ই-সি-রোঠস্থ শ্রীকৌশল্যাদেবী ও আর্য্যনগরস্থ শ্রীবিষ্ণু প্রসাদজীর বাসভবনে এবং পিতম রোডস্থ টেগোর সোসাইটিতে প্রত্যহ অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করতঃ সভায় যোগদানকারী বিপুল সংখ্যক শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বিভিন্ন দিনে সভায় বক্তৃতা করেন। প্রতিটি অনুষ্ঠানে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক সভার আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়। টেগোর সোসাইটীতে সমুপস্থিত বিশিষ্ট নাগরিকগণ 'দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে ভাষণ শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। টেগোর সোসাইটীর সেক্রেটারী সভার শেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং সোসাইটীর সভাপতি সর্দ্দার শুভনাভ সিং মঠের জন্য আনুকূল্য করতঃ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

সর্দ্দার কৃপাল সিং-এর প্রেরণায় প্রেমনগরস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি ও সদস্যগণ বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলে ২১ এপ্রিল প্রাতে তাঁহাদের প্রেরিত কারে ও বিক্রম যানে শ্রীল আচার্য্যদেব সাঙ্গগণ-সহ দেরাদুন হইতে ১০।১২ মাইল দূরে অবস্থিত প্রেমনগরস্থ শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে উপনীত হন। তথায় পাঞ্জাবদেশীয় ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমদ্ নিষ্কিঞ্চন মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা ও ব্রহ্মচারিগণের হিন্দী ভজন কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পরমোৎসাহিত হন।

সর্দ্দার কৃপাল সিং সাধুগণকে নিকটবর্ত্তী তাঁহার গৃহে লইয়া যান। দ্বিতলে মন্দিরে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত গুরুগ্রন্থ সাহেবকে মর্য্যাদা ও পূজা বিধান করতঃ তাহা হইতে কিছু অংশ পাঠ করিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া সাধুগণকে শুনান। সাধুগণ তাঁহার শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দেখিয়া চমৎকৃত হন। তিনি শুদ্ধ সদাচারীভাবে গৃহস্থ জীবন যাপন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিচার ধারা শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বরীষ

ব্রহ্মচারী, প্রচারপার্টির ব্রহ্মচারিগণ এবং শ্রীপ্রেম-দাসজী, শ্রীতুলসীদাসজী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেরাদুনে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এইবার দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক দেরাদুনে মন্দির, নাট্যমন্দির ও গৃহাদি নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২২ এপ্রিল নয়মূর্ত্তিসহ দেরাদুন হইতে দুন এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ ২৪ এপ্রিল প্রাতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের "রত্ন" উপাধি পরীক্ষার ফল

'নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধ জননী সভা' কেন্দ্র হইতে গৃহীত "রত্ন" উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের ৪ জন ছাত্র-ছাত্রী "রত্ন" উপাধি পাইয়াছেন।

১। শ্রীসমরেন্দ্র নাথ প্রামাণিক—১ম বিভাগ—কাব্যরত্ন ২। শ্রীদুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য—২য় বিভাগ—কাব্যরত্ন
৩। শ্রীতপন কুমার গাঙ্গুলি—৩য় বিভাগ—কাব্যরত্ন ৪। কুমারী কৃষ্ণা প্রামাণিক—১ম বিভাগ
—ব্যাকরণরত্ন (প্রথম)

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৬০ পৃষ্ঠার পর]

দেহে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ 'পৈঠে' অর্থাৎ প্রবেশ করে —এই অর্থ হইতে গ্রামের নাম 'পৈঠ' হইয়াছে।

"দেখ 'পৈঠ'-নামে গ্রাম অতি সুশোভিত।
পৈঠ নাম হৈল যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিত ॥
রাসে কৃত অন্তর্ধান হৈলা এই বনে।
কৃষ্ণে অন্বেষণ করি' ফিরে গোপীগণে ॥
চতুর্ভুজ হৈয়া কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হইল।
রাইদৃষ্টে দুই ভুজ দেহে প্রবেশিল ॥
দেহে পৈঠে দ্বিভুজ—এ কৌতুক অপার।
এই হেতু পৈঠনাম লোকেতে প্রচার ॥"

গ্রাউস্ সাহেব তাঁহার মথুরা পুস্তকে পৈঠগ্রাম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়—পৈঠ গ্রামে চতুর্ভুজনারায়ণের আদি মন্দির আওরঙ্গজেবের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। গ্রাউস্ সাহেবের বর্ণনায় গুহার কথাও উল্লিখিত আছে। কিছুদিন বাদে সর্পের ভয় হওয়ায় উক্ত গুহা রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গোবর্দ্ধন হইতে পৈঠ গ্রামের দূরত্ব ন্যূনাধিক ৬ মাইল। পৈঠ গ্রামে প্রবেশ করিলে একটি দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। ইহা নারায়ণ সরঃ বা নারায়ণ সরোবর নামে খ্যাত। সরোবরের পশ্চিমতটে কিছু উচ্চস্থানে চতুর্ভুজ নারায়ণের শ্রীমন্দির। এই মন্দিরটী গুহার উপর নির্মিত হইয়াছে।

এঠাকদম্ব ঃ— শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুসারে নন্দ মহারাজ ও গোপগণ ইন্দ্রযাগের জন্য সংগৃহীত দ্রব্য-সমূহের দ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিলে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ বারিবর্ষণ করিতে লাগিলে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তৎকালে এইরূপ কথিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ পৈঠ গ্রামে ইন্দ্রের উপদ্রব হইতে ব্রজবাসীদের রক্ষা করিবার জন্য গোবর্দ্ধন ধারণ বিষয়ে সখাগণের

সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত সুকোমল হস্তের দ্বারা বিরাট্ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ অসম্ভব ও অনুচিত—এইরূপ বিচার করতঃ সখাগণ কৃষ্ণকে এইরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সখাগণের নিষেধ সত্ত্বেও কৃষ্ণ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ধারণেচ্ছা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিতে থাকিলে সখাগণ সম্মুখস্থিত একটি কদম্ববৃক্ষকে দেখাইয়া বলিলেন —'তুমি যদি এই কদম্ব বৃক্ষটিকে মুচড়াইতে পার, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস হইবে তুমি পারিবে এবং তখনই তোমাকে গোবর্দ্ধন ধারণের অনুমতি দিব। সখাগণের এইরূপ উক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ কদম্ববৃক্ষটিকে মুচড়াইয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া সখাগণের বিশ্বাস হইল শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে পারিবেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে মল্লবেশে সজ্জিত করিয়া কোমরে পেটী বাঁধিয়া গোবর্দ্ধন ধারণের জন্য সম্মতি দিলেন। তদবধি কদম্ব বৃক্ষটি 'এঠাকদম্ব' এবং স্থানটি 'পেঠো' নামে প্রসিদ্ধ হইল।

২৭ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর রবিবার ঃ—পূজনীয় বৈষ্ণবগণের অনুগমনে পরিক্রমাকারি ভক্তবৃন্দ প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্রীবর্ষাণার মধ্যবর্ত্তী রমণীয় ধর্ম্মশালা (যে ধর্ম্মশালায় ঠাকুরের নিত্য সেবাপূজা ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল) হইতে সংকীর্ত্তন সহযোগে বৃষভানুকুণ্ড, সাঁকরিখোর, বিহারবন, গহ্বরবন, ময়ূর কুঠি, দানগড়, মানগড়, জয়পুর মহারাজের মন্দির, শ্রীজীর মন্দির, রাধারাণীর মাতামহ ও মাতামহী মুখরার মন্দির, রাধারাণীর পিতা বৃষভানুরাজ, মাতা কীর্ত্তিকা ও ভ্রাতার মন্দির, অষ্টসখীর মন্দির প্রভৃতি দর্শনান্তে মধ্যাহ্নে নিবাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ব্রজের প্রধান পর্ব্বতত্রয়ের মধ্যে বর্ষাণ অন্যতম। অপর দুইটি পর্ব্বত গোবর্দ্ধন ও নন্দীশ্বর। গোবর্দ্ধন বিষ্ণুর তনু। নন্দীশ্বর রুদ্রের তনু এবং বর্ষাণ ব্রহ্মার তনুরূপে বিখ্যাত। রাধারাণীর পিতা বৃষভানু মহারাজের রাজধানী শ্রীবর্ষাণ। বর্ষাণ ধামের পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির শোভা অতীব মনোরম। বর্ষাণের অপর নাম বৃষভানুপুর। বর্ষাণ ২৪ উপবনের মধ্যে একটী।

বৃষভানুকুণ্ড ঃ—স্থানীয় ব্রজবাসিগণ বলেন, রাধারাণীর পিতা বৃষভানুরাজ এবং তাঁহার জননী কীর্ত্তিকা দেবী এস্থানে স্নান করিতেন।

সাঁকরিখোর, দানগড়, মানগড়, বিলাসগড়, গহ্বরবন ঃ—

"বৃষভানুপুর এ—বর্ষাণ নাম কয়।
পর্ব্বত সমীপে বৃষভানুর আলয়॥
অপূর্ব্ব পর্ব্বত—এথা ব্রজেন্দ্রকুমার।
করিলেন দানলীলা অন্য অগোচর॥
এইখানে রাধিকার মানভঙ্গ হৈল।
এথা কৃষ্ণ বিবিধ বিলাসে মত্ত হৈল॥
পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে এ সঙ্কীর্ণ পথে।
যে কৌতুক তাহা কেহ না পারে কহিতে॥
এবে এ **সাঁকরিখোর** নাম সবে কয়।
দান-মান-বিলাস পর্ব্বত গড়ত্রয়॥'
অহে শ্রীনিবাস, শ্রীরাধিকা সখীসনে।
বাল্যাবেশে নানা খেলা খেলিলা এখানে॥
* * * *
কি বলিব—এ তমালকুঞ্জে সখীগণ।
করাইল ছলে রাধাকৃষ্ণের মিলন॥
চিকসৌলী গ্রাম—পূর্ব্বে এই চিত্রশালী।
এথা রাই বিচিত্রবেশেতে দক্ষ আলি॥
পর্ব্বত গহ্বরে দেখ নিবিড় কানন।
এবে লোকে কহে এই **গহ্বরবন**॥
এ **শীতলাকুণ্ড** —সুবেষ্টিত বৃক্ষগণ।
দেখহ **দোহনীকুণ্ড**—এথা গোদোহন॥
ডভরারো গ্রাম এই—কৃষ্ণের এখানে।
ভরিল নয়নে অশ্রু রাধিকা দর্শনে॥
ডভরারো—অর্থ অশ্রুযুক্ত নেত্রে কয়।
এবে লোকে প্রসিদ্ধি ডাভারো নাম হয়॥
দেখ **মুক্তাকুণ্ড** এথা রাধিকা সুন্দরী।
মুক্তাক্ষেত কৈলা কৃষ্ণসহ বাদ করি॥"

—ভক্তিরত্নাকর (৫।৮৯০-৮৯৫, ৯০৭-৯১৩)

সাঁকরিখোর ঃ—এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় সখাগণ শ্রীরাধিকা ও শ্রীরাধিকার পক্ষীয়া গোপীগণের পথ অবরোধ করিলে ও দধির বিনিময়ে পথের অবরোধ ছাড়িয়া দিব বলিলে উভয় পক্ষে ভীষণ প্রেমকলহের সূত্রপাত হয়। গোপীগণ দধি দিতে না চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দধি লুণ্ঠিত হয়। ভাদ্রী শুক্লা ত্রয়োদশীতে এইস্থানে দধি-লুণ্ঠন-লীলা হয়।

দানগড় ঃ—এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাধার নিকট দান যাচঞা করিয়াছিলেন।

মানগড় ঃ—কথিত হয় যে এখানে রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান করিয়াছিলেন। এখানে মানমন্দির আছে।

বিলাসগড় ঃ—রাধাকৃষ্ণের বিহারস্থল।

ময়ূরকুঠি ঃ—এইস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া ময়ূরসমূহ পুচ্ছবিস্তার করতঃ নৃত্য করিয়াছিল।

মুক্তাকুণ্ড বা রতনকুণ্ড ঃ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিরোধ করিয়া শ্রীমতী রাধিকা এই গ্রামে মুক্তার চাষ করিয়াছিলেন। এই গ্রামে ফাল্গুনী শুক্লাষ্টমী এবং নবমীতে হোরঙ্গালীলা হয় এবং ভাদ্রী শুক্লাষ্টমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে উৎসবাদি সম্পন্ন হয়।

২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর সোমবার ঃ—পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ অদ্য প্রাতঃ ৭-৩০ টায় বর্ষাণস্থ নিবাসস্থান হইতে সংকীর্ত্তনসহ যাত্রাকরতঃ আল্‌তাপাহাড়ী, দেহকুণ্ড, উচাঁ গাঁও (ললিতা সখীর স্থান) শ্রীবলদেবমন্দির (শ্রীনারায়ণ ভট্ট সেবিত), পিলুখোর, পিলু সরোবর প্রভৃতি দর্শনান্তে বেলা ১২ টায় ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আল্‌তাপাহাড়ী ঃ—আল্‌তাপাহাড়ীতে উঠিবার রাস্তা অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ, খুব সাবধানে চলিতে হয়। রসজ্ঞ ভক্তোক্তি এইরূপ—কৃষ্ণ এস্থানে সুচারু যাবকরসে শ্রীরাধাপদাব্জ রঞ্জিত করিয়া তাহাতে নূপুর পরাইয়া দিতেন। স্থানীয় ব্রজবাসিগণ বলেন, রাধারাণীর একজন প্রিয়সখী এখানে রাধারাণীর চরণে আল্‌তা পরাইয়াছিলেন, সেইহেতু ইহার নাম আলতাপাহাড়ী হয়। ভক্তগণ কিছুটা উপরে আরোহণ করতঃ সমান্তরাল পাহাড়ে উপরে নীচে উপবিষ্ট হইলেন। ব্রজবাসী পাণ্ডার দ্বারা নির্দ্দেশিত আল্‌তাপাহাড়ীতে লালরঙের আভা এখনও পরিদৃষ্ট হয়। সকলে রাধারাণীর পাদপদ্ম- পৃষ্ট আল্‌তা মনে করিয়া হস্তের দ্বারা স্পর্শ করতঃ মস্তকে ধারণ করিলেন।

দেহকুণ্ড (দেহীকুণ্ড) ঃ—ব্রজবাসিগণ এইরূপ বলেন, একদিন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের রূপ ধারণ করিয়া রাধারাণীর নিকটে আসিয়া ধন যাচঞা করিলে রাধারাণীর নিকট ধন না থাকায় এবং ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিতে না পারায় নিজের দেহকে ব্রাহ্মণের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ রাধারাণীকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে রাধারাণীর পিতামাতা অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যাকুল হইয়া রাধারাণীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাধারাণীর ওজনে সোনা পাইলে তবে ছাড়িবেন, এইরূপ বলিলে রাধারাণীর পিতামাতা রাধারাণীর ওজনে সোনা দান করেন এবং রাধারাণীকে পুনঃ প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরূপধারী কৃষ্ণকে রাধারাণী এখানে দেহ সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া এ স্থানের নাম দেহকুণ্ড হয়। দেহকুণ্ডের ঘাটে শ্রীরাধারাণীর চরণচিহ্ন বিরাজিত আছে।

উঁচাগাঁও ঃ—বর্ষাণার বায়ুকোণে অবস্থিত। শ্রীললিতাসখীর স্থান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ললিতাসখীর অযোগ্যা কিঙ্করীরূপে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহাভাবচিন্তামণি শ্রীমতী রাধারাণীর কায়ব্যূহস্বরূপ ললিতাদি সখীগণ। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুলেখা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা এবং সুদেবী এই অষ্ট প্রিয়তমা সখীর মধ্যে প্রধানা ললিতা। ললিতাসখীর অনুগতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীরূপমঞ্জরী। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রূপানুগ শ্রেষ্ঠ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নিজেকে রূপানুগরূপে পরিচয় প্রদান করতঃ রূপানুগভক্তি প্রদান করিয়াছেন। এইজন্য ললিতাদেবীর স্থান সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রাণস্বরূপ। রাধাকুণ্ডে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর যে ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই ললিতাসখীর কুঞ্জ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে—গোলোকে রাসমণ্ডলে শ্রীমতী রাধিকার লোমকূপ হইতে ললিতাদি গোপীগণের আবির্ভাব হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামীর ইচ্ছাক্রমে এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত "শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদকমলে মন ··· ··· ···" গীতিটি কীর্ত্তিত হয়। ললিতাসখীর মন্দিরটি কিছুটা উচ্চস্থানে অবস্থিত। মন্দিরে উঠিতে ন্যূনাধিক ৪০টি সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হয়। শ্রীমন্দির অভ্যন্তরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীললিতাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। পূজনীয় শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও অন্যান্য পূজনীয়

মহারাজগণের অনুগমনে ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। তৎপরে বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে সকলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ ললিতাদেবীর কৃপাপ্রার্থনা করেন। গৃহস্থ ভক্তগণ সামর্থ্যানুযায়ী প্রণামীও দেন।

শ্রীবলরাম মন্দির ঃ— উচাঁগ্রামের পূর্ব্বদিকে শ্রীবলরাম মন্দির অবস্থিত। মন্দিরাভ্যন্তরে রেবতী বলরামের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। কথিত হয় যে, বলদেব বিগ্রহ মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে স্বয়ং প্রকটিত। দক্ষিণদেশীয় ভক্ত শ্রীনারায়ণ ভট্টের সেবিত। কিছু-দূরে শ্রীনারায়ণ ভট্টের সমাধিস্থান রহিয়াছে।

পিলুখোর ঃ—

"এই 'পিলুখোর'—এথা পিলুফলছলে।
সখীসহ রাইকানুক্রীড়া কুতূহলে॥
'ভানুখোর', 'পিলুখোর' এবে লোকে কয়।
ভানু-পিলু-সরোবর পূর্ব্বে নাম হয়॥"

—ভক্তিরত্নাকর (৫।৯১৭-৯১৮)

বর্ষাণার উত্তরে পিয়াল সরোবর এখানে পিলুফল ভক্ষণচ্ছলে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল। ব্রজবাসি-গণ এই স্থানের মহিমা বলিতে গিয়া এইরূপ বলিয়া-ছিলেন,—রাধারাণী মেহেদীযুক্ত (হলুদযুক্ত) হাত এই সরোবরে ধৌত করিয়াছিলেন। যশোদাগোপী রাধারাণীর হাতটিকে মেহেদীযুক্ত করিয়াছিলেন। পিলু সরোবরে মেহেদীযুক্ত হাত ধৌত হওয়ায় উহা হলুদবর্ণ রূপ ধারণ করে। এইরূপ ঘটনার কথা প্রচারিত হইলে খারাপ হইবে আশঙ্কা হওয়ায় রাধা-রাণীর অভিশাপে সরোবরটি দীর্ঘকাল জলশূন্য থাকে। বহুদিন বাদে সরোবরটিকে জলপূর্ণ করিবার জন্য অনেক যাগযজ্ঞাদি হইলে পর রাধারাণীর কৃপায় পুনঃ সরোবরটি জলপূর্ণ হয়।

২৯ আশ্বিন ১৬ অক্টোবর মঙ্গলবার ঃ— অদ্য বর্ষাণ হইতে নন্দগ্রাম যাত্রা. সর্ব্বাগ্রে প্রাতে মঠের কতিপয় সেবক রন্ধনের বাসনপত্র ও দ্রব্যাদিসহ ম্যাটাডোরে যাত্রা করেন নন্দগ্রামে পৌঁছিয়া রন্ধনের ব্যবস্থার জন্য। নন্দগ্রামে পাবন সরোবরের তটবর্ত্তি পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সংস্থাপিত ইণ্টার কলেজে যাত্রিগণের থাকিবার এবং সনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীরে রন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। একটি ট্রাকের মাধ্যমে যাত্রিগণের বিছানাপত্রাদি বর্ষাণ হইতে নন্দগ্রামে প্রেরিত হয়। পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ সাধুগণের অনুগমনে প্রাতঃ পৌনে ৮ টায় বর্ষাণ হইতে যাত্রাকরতঃ মধ্যাহ্নে নন্দগ্রাম ইণ্টার-কলেজে আসিয়া পৌঁছেন। আসিবার কালে তাঁহারা পথে গোপাল মন্দির, প্রেমসরোবর, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সঙ্কেত মন্দির, শ্রীল প্রভুপাদের স্থাপিত সঙ্কেত মন্দির —সঙ্কেত দেবী, রাসমঞ্চ, ঝুলনমঞ্চ ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজনস্থলী দর্শন করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখামঠ যশড়া শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের নবমন্দিরে বিজয়-মহোৎসব

গত ১৭ই বৈশাখ (১৩৯৪), ১লা মে (১৯৮৭) শুক্রবার পরমমঙ্গলময়ী অক্ষয়তৃতীয়া শুভবাসরে পূর্ব্বাহ্নে নদীয়াজেলান্তর্গত চাকদহ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী যশড়া—শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ নবনির্ম্মিত পঞ্চচূড় সুরম্য শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল পণ্ডিত ঠাকুরের স্বহস্তসেবিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীগৌরগোপাল, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ প্রমুখ শ্রীবিগ্রহগণ শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতালাদি বিবিধ মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনিসহ শত শত ভক্ত-কণ্ঠোচ্চারিত শ্রীশ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন ও মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিমধ্যে শুভবিজয় করতঃ সুসজ্জিত সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বৃদ্ধ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠাঙ্গভূত চক্রধ্বজা প্রতিষ্ঠাদি যাবতীয় কৃত্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। ঐ প্রতিষ্ঠাঙ্গভূত হোমকার্য্য করিয়াছিলেন কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। শ্রীবিগ্রহগণের যথাবিধি পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অন্তে স্থানীয় ও বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত শত শত ভক্ত সজ্জন ও মহিলাবৃন্দকে মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ব্বদিবস প্রাতে যশড়া শ্রীপাট হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। ঐ দিবস ও পরদিবস সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ভাষণ দেন— মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব ও যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীল ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যলীলার 'আদিব্যাস'—বঙ্গভাষার আদি মহাকবি—নিত্যানন্দৈকপ্রাণ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক সুললিত পয়ারছন্দে বিরচিত—সমগ্র শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থরত্নের ভক্তজনমনোরঞ্জন

অভিনব বিরাট সংস্করণ

এই গ্রন্থরাজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর**-কৃত সাত্বত শাস্ত্রসারসমন্বিত অপ্রাকৃত জ্ঞানগর্ভ 'গৌড়ীয়ভাষ্য', 'ঠাকুরের জীবনী', ভূমিকা এবং আদি-মধ্য-অন্ত্যখণ্ডের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের কথাসার, গ্রন্থোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকসমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি, মূল পয়ারসমূহের মর্ম্মার্থবোধক 'শীর্ষক', সারগর্ভ পয়ারসমূহের সূচী তথা পাত্র-স্থান প্রভৃতি বিবিধ সূচী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত হইয়া প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন—নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** উপদেশ ও কৃপানির্দ্দেশক্রমে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সম্পাদকসঙ্ঘের সম্পাদকতায় সর্ব্বমোট ১২৫০ পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

সহৃদয় সুধী সদ্ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনবৃন্দ উক্ত গ্রন্থরত্ন সংগ্রহার্থ শীঘ্রই তৎপর হউন।

ভিক্ষা—তিনখণ্ড একত্রে রেক্সিন বাঁধান—১০০·০০ টাকা।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা	১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,, ,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,, ,,	২.০০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (সাধারণ বাঁধান) ,, ,, ,, ,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,,	২০.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, .	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,, ,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা	৪.০০
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode ,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত— ,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) — ,,	২৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র — ,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত— ,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,,	৪.০০
(২৪)	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত (রেক্সিন বাঁধাই) ,,	১০০.০০

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১·০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০·৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—**কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬**

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৯৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৯৪
১৯ বামন, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ৩০ জুন ১৯৮৭ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬৩ পৃষ্ঠার পর]

প্রত্যেকে নিজের নিজের মঙ্গল অনুসন্ধান করিবেন, 'স্বার্থপর' হইবেন। কিন্তু সংসারে অধিক লোক ইতরকার্য্যে নিযুক্ত—বালক খেলায়, যুবক সংসার-ধর্ম্মে এবং বৃদ্ধ সম্পত্তি ও দেহ রক্ষার জন্য সার্ব্বকালিক যে যত্ন করে, তাহাতে নিজের 'স্বার্থে' উদাসীনতা দেখা যায়। স্থানীয় (জাগতিক) স্বার্থ-সংগ্রহের জন্য নিত্যস্বার্থে উদাসীন।

অনেকে বলেন যে, বর্ত্তমান স্বার্থের জন্য (আত্মার মঙ্গলের জন্য) চিন্তা করা আবশ্যক নহে। ভবিষ্যতের কথা,—"ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে" পরন্তু তাহা নহে—বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষালাভ না করিলে যৌবনে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

যিনি সমাজের মঙ্গল কামনা করেন, তিনি নিজের স্বার্থের সহিত অপরের মঙ্গল চিন্তা করিবেন। যাহাতে চেতনের ধর্ম্ম অচেতনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলিতে পারেন যে, পাপকার্য্য ত্যাগ করিয়া পুণ্য করা উচিত —ইহা দয়ার কার্য্য বটে। মানব বাস্তবিক বুদ্ধিমান হইলে মানবের তাৎকালিক কার্য্যের সঙ্গে নিত্য অবস্থানের কি সম্বন্ধ, তাহা প্রতি পদে পদে, নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি কালে সর্ব্বদা বিচার করা আবশ্যক। ইহাতে পরাঙ্মুখ হইলে বিবাদ করিয়া আমরা 'সাম্প্রদায়িক' হইয়া যাইব। সকলেই যে নিজের অমঙ্গল কামনা করেন, তাহা নহে। কালে কার্য্য করিলে ভবিষ্যতে লাভ হয়।

সময়ের যথার্থ ব্যবহার না করিলে অসুবিধা হয়। বৃদ্ধকালে পরলোকের আলোচনা করিবার অভিলাষী ব্যক্তি সংসারের চিন্তায় বিব্রত থাকায় কোনও উপকার পায় না। আমি বলি না যে, সাংসারিক সমস্ত কার্য্য ছাড়িয়া এই মুহূর্ত্তেই সকলে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নোবনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥"

প্রত্যেক জীবমাত্রে বাহিরের খোলসকে (পত্রের বাহ্যাবরণ খামকে) 'আত্মা' বলিয়া মনে না করেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালন বিশেষ আবশ্যক এবং সুষ্ঠুভাবে পালিত হইলে ইহ ও পরলোকে সুবিধা হয়। দেহ থাকা পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। ইহা ঐহিক মঙ্গলের উপযোগী চতুর্দ্দশ ভুবনে ঔপাধিক স্থিতিতে ইহার আবশ্যকতা আছে, নিত্যজগতে ইহার কিছুই উপকারিতা নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য ও শূদ্র নই ; আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই, ভগবানের সহিত মাত্র আমার নিত্য সম্বন্ধ। আমি যেখানেই থাকি, তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ। তাঁহাকে না ভুলিলে সেবক আমি, আমার সুবিধা হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

—ভা ১।২।১১

সকলে বলেন,—সেই জিনিষকে পাইতে হইবে। অজ্ঞেয়তাবাদী বলেন,—দরকার নাই ; সন্দেহবাদী বলেন,—তিনি আছেন কি না সন্দেহ। পরমাণুবাদী বলেন,—বাহ্য জগৎই ব্রহ্ম, আমাদের বিচারপ্রণালী থামিয়া গেলেই সকল শেষ। তাঁহারা ভগবানের Personality (ব্যক্তিত্ব) মানেন না।

বাস্তব সত্য এই—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর যাঁহার, তিনিই শরীরী। জীবমাত্রেই তাহাই। ভগবান্—চেতন, জীবও—চেতন। ভগবদংশ জীব। বর্ত্তমানে জীব চেতনের অপব্যবহার করিয়া দুর্গতি লাভ করিয়াছে। Foreign matter (আগন্তুক বস্তু) গ্রহণ করায় আমিত্ববিচারে উপনীত হইতে পারিতেছে না। ভগবান্ হইতে বিচ্যুতি লাভ করিয়া আমাদের দুর্গতি এবং তাঁহার সেবা হইতেই সুবিধা।

সার্ব্বভৌম এই কথা অনেক দিন ধরিয়া শুনিলেন। চৈতন্যদেব এই লোকাতীত কথা, সার্ব্বভৌমের চেতনের উপলব্ধি করাইয়া বলিয়াছিলেন। ইহার পরেই সার্ব্বভৌম তাঁহাকে শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা প্রণাম করিলেন এই,—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং
যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

আমি সব ছাড়িয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে প্রস্তুত। আমি চৈতন্যদেবের শরণাগত। এখন কথা হইতেছে, চৈতন্যদেব কে? এবং তাঁহার শরণাগতিই বা কি? আমি কি চলিবার জন্য ঘোড়ার শরণাগত? অভাব মিটাইবার জন্য অর্থের শরণাগত?—চৈতন্যদেব কি ভোগ্য বস্তু? চৈতন্যদেব কি সামান্য মানব? অথবা সাধারণ প্রচারক মাত্র।

চৈতন্যদেব দু'হাজার দশহাজার বৎসরের নহেন। তিনি—সনাতন। তিনি পুরুষোত্তম। তিনি আদি, সর্ব্বাদি ও সর্ব্বকারণ-কারণ। তিনি কালে উদ্ভূত নহেন, কিন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কাল তাঁহা হইতে উদ্ভূত। তিনি অখণ্ডকালের অতীত। তিনি হাড়-মাংসের 'থলে' নহেন। তিনি —পুরাণ। তিনি পুরুষ—কর্ত্তা, সর্ব্বতোভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া নহে—সমগ্র আত্ম-জগতের পরব্রহ্ম-পরমাত্মা এবং ভগবদ্‌বস্তু। বর্ত্তমানে তিনি কিজন্য আসিয়াছেন? না—বৈরাগ্যবিদ্যা,—ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

তৃতীয়ঃ কিরণঃ—ভাগবত-বিবৃতিঃ

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ১ ॥
[১।১।৩]

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥২
কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা ।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনা চ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং
পরং ধীমহি ॥ ৩ ॥
[১২।১৩।১৮-১৯]

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে ।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥
[১২।১৩।১২]

আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্ ।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্ ॥ ৫ ॥
[১২।১৩।১১]

শ্রীসূতঃ [১২।১২।৬-৪৫ ও ৪৭]
পরীক্ষিতমুপাখ্যানং নারদাখ্যানমেব চ ।
প্রায়োপবেশো রাজর্ষের্বিপ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥
শুকস্য ব্রহ্মর্ষভস্য সংবাদশ্চ পরীক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥
যোগধারণয়োৎক্রান্তিঃ সম্বাদো নারদাজয়োঃ ।
অবতারানুগীতঞ্চ সর্গঃ প্রাধানিকোঽগ্রতঃ ॥ ৮ ॥
বিদুরোদ্ধবসম্বাদঃ ক্ষত্তৃমৈত্রেয়য়োস্ততঃ ।
পুরাণসংহিতাপ্রশ্নো মহাপুরুষসংস্থিতিঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

বরাহনগরানন্দং শ্রীরঘুনাথসংজ্ঞকম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যং বন্দে চৈতন্যপার্ষদম্ ॥ ১ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদো ব্রজে যস্য সতাং মুদে ।
ভট্টগোস্বামিনং বন্দে রঘুনাথাভিধং হি তম্ ॥ ২ ॥

নিখিল নিগম অর্থাৎ বেদ—কল্পতরু । ব্রহ্মসূত্র সেই কল্পতরুর ফুল । শ্রীমদ্ভাগবত ঐ বৃক্ষের ফল । চিজ্জগতে ঐ ফল পক্ব হইলে শুকদেব পক্ষী হইয়া তাহাকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন । সুতরাং ঐ ফল শুকমুখামৃত দ্রবসংযুক্ত । কৃষ্ণলীলা ঐ ভাগবতরূপ ফলের রস । হে ভাবুকসকল । পরমানন্দনিবৃত্তি-রূপ রস ; লয় উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রস মুহুর্মুহু পান কর । রসিক হইলে আর ঐ নির্বৃতি ক্ষয় হইবে না । তখন মুহুর্মুহু সাধন ছাড়িয়া নিরন্তর পান করিবে । সাধনে ভাব । স্থায়ীভাবে সামগ্রী-যোজনায় রস । কৃষ্ণলীলা রসময়-তত্ত্ব । বিভাবে আপনাকে স্থিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ কর ॥ ১ ॥

সাধারণ পাঠকবর্গকে বলিতেছেন,—এই শ্রীমদ্-ভাগবত-পুরাণ নির্ম্মল । ইহা বৈষ্ণবমাত্রের প্রিয় । ইহাতে এক অমল পারমহংস্য জ্ঞান বর্ণিত আছে । বিরাগ সহিত নৈষ্কর্ম্মজ্ঞান ইহাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতে উদিত ভক্তিদ্বারা জীবের মায়াবন্ধ দূর হয় ॥ ২ ॥

যিনি এই অতুল জ্ঞানপ্রদীপ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাকে বলেন, ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন, নারদ বেদব্যাসকে কহিলেন, ব্যাস যোগীন্দ্র শুকদেবকে বলেন এবং শুকদেব করুণাপূর্ব্বক পরীক্ষিৎকে বলেন, সেই শুদ্ধ, বিমল, বিশোক, অমৃত ও পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি ॥ ৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত সকলবেদান্তসার । এই অমৃত-রসে যিনি তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর অন্য কিছুতে রতি হয় না ॥ ৪ ॥

আদি, মধ্য ও অবসানে বৈরাগ্যাখ্যান সংযুক্ত হইয়াছেন । অনেক স্থানেই হরিলীলাকথাসমূহরূপ যে অমৃত আছে, সাধু ও দেবতাগণ তৎপাঠে আনন্দিত হন ॥ ৫ ॥

ইহাতে পরীক্ষিৎ-উপাখ্যান, নারদাখ্যান,

ততঃ প্রাকৃতিকঃ সর্গঃ সপ্তবৈকৃতিকাশ্চ যে ।
ততো ব্রহ্মাণ্ডসংভূতির্বৈরাজঃ পুরুষো যতঃ ॥ ১০ ॥

কালস্য স্থূলসূক্ষ্মস্য গতিঃ পদ্মসমুদ্ভবঃ ।
ভুব উদ্ধারণাপ্তোধের্হিরণ্যাক্ষবধো যদা ॥ ১১ ॥

ঊর্দ্ধ্বতির্য্যগবাক্ সর্গো রুদ্রসর্গস্তথৈব চ ।
অর্দ্ধনারী নরস্যাথ যতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ।
শতরূপা চ যা স্ত্রীণামাদ্যা প্রকৃতিরুত্তমা ॥ ১২ ॥

সন্তানো ধর্ম্মপত্নীনাং কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ।
অবতারো ভগবতঃ কপিলস্য মহাত্মনঃ ।
দেবহূত্যাশ্চ সংবাদঃ কপিলেন চ ধীমতা ॥ ১৩ ॥

নবব্রহ্মসমুৎপত্তির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্ ।
ধ্রুবস্য চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ প্রাচীনবর্হিষঃ ॥১৪॥

নারদস্য চ সম্বাদস্ততঃ প্রৈয়ব্রতং দ্বিজাঃ ।
নাভেস্ততোঽনুচরিতমৃষভস্য ভরতস্য চ ॥ ১৫ ॥

ততো দ্বীপসমুদ্রাদ্রিবর্ষনদ্যুপবর্ণনম্ ।
জ্যোতিশ্চক্রস্য সংস্থানং পাতালনরকস্থিতিঃ ॥১৬॥

দক্ষজন্ম প্রচেতোভ্যস্তৎপুত্রীণাঞ্চ সন্ততিঃ ।
যতো দেবাসুরনরাস্তির্যঙ্নাগখগাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥

ত্বাষ্ট্রস্য জন্মনিধনং পুত্রয়োশ্চ দিতের্দ্বিজাঃ ।
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥
মন্বন্তরানুচরিতং গজেন্দ্রস্য বিমোক্ষণম্ ।
মন্বন্তরাবতারাশ্চ বিষ্ণোর্হয়শিরাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥
কৌর্মং মাৎস্যং নারসিংহং বামনঞ্চ জগৎপতেঃ ।
ক্ষীরোদমথনং তদ্বদমৃতার্থে দিবৌকসাম্ ॥ ২০ ॥
দেবাসুর-মহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীর্ত্তনম্ ।
ইক্ষ্বাকুজন্ম তদ্বংশঃ সুদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ ॥ ২১ ॥
ইলোপাখ্যানমত্রোক্তং তারোপাখ্যানমেব চ ।
সূর্য্যবংশানুকথনং শশাদাদ্যা নৃগাদয়ঃ ॥ ২২ ॥
সৌকন্যঞ্চাথ শর্য্যাতেঃ ককুৎস্থস্য চ ধীমতঃ ।
খট্বাঙ্গস্য চ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্য চ ॥ ২৩ ॥
রামস্য কোশলেন্দ্রস্য চরিতং কিল্বিষাপহম্ ।
নিমেরঙ্গপরিত্যাগো জনকানাঞ্চ সম্ভবঃ ॥ ২৪ ॥
রামস্য ভার্গবেন্দ্রস্য নিঃক্ষত্রকরণং ভুবঃ ।
ঐলস্য সোমবংশস্য যযাতের্নহুষস্য চ ॥ ২৫ ॥
দৌষ্মন্তের্ভরতস্যাপি শান্তনোস্তৎসুতস্য চ ।
যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশানুকীর্ত্তনম্ ॥ ২৬ ॥
যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ কৃষ্ণাখ্যো জগদীশ্বরঃ ।
বসুদেবগৃহে জন্ম তস্য বৃদ্ধিশ্চ গোকুলে ॥ ২৭ ॥

পরীক্ষিতের বিপ্রশাপে প্রায়োপবেশন বর্ণিত আছে ॥৬॥

এই গ্রন্থে ব্রহ্মর্ষভ শুকের সহিত পরীক্ষিতের সংবাদ, যোগধারণার দ্বারা উৎক্রান্তি, নারদ ও ব্রহ্মার সংবাদ, অবতারগীত, প্রাধানিক সর্গ, বিদুরোদ্ধব সংবাদ, বিদুর-মৈত্রেয়ের সংবাদ, পুরাণ-সংহিতা-প্রশ্ন, মহাপুরুষ-সংস্থিতি, প্রাকৃতিক সর্গ, সপ্ত বৈকৃতিক সর্গ, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, বৈরাজ পুরুষের উৎপত্তি, স্থূল-সূক্ষ্ম-কালগতি, লোকপদ্ম-উদ্ভব, পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধারের জন্য হিরণ্যাক্ষ-বধ, ঊর্দ্ধ্বতির্য্যক্-অবাক্-সৃষ্টি, রুদ্রসর্গ, অর্দ্ধনারী নরের উৎপত্তি অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর কথা, স্ত্রীগণের আদ্যা প্রকৃতি, শতরূপার উৎপত্তি, ধর্ম্মপত্নীদিগের সন্তান, কর্দ্দম প্রজাপতির সন্তান, মহাত্মা কপিলদেবের অবতার, কপিলের সহিত দেবহূতির সংবাদ, নবব্রহ্ম-সমুৎপত্তি, দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশ, ধ্রুব-চরিত্র, পৃথু-চরিত্র, প্রাচীনবর্হির চরিত্র, নারদ-সংবাদ, প্রিয়ব্রতপুত্র-চরিত্র, নাভি, ঋষভ ও ভরতের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৭—১৫ ॥

দ্বীপ, সমুদ্র, অদ্রি, বর্ষ, নদী প্রভৃতির বর্ণন, জ্যোতিশ্চক্রের সংস্থান এবং পাতাল ও নরকের স্থিতি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

প্রচেতাগণ হইতে দক্ষের জন্ম, তাঁহার কন্যাদিগের সন্তান, সেই কন্যাগণ হইতে দেব-অসুর-নর-তির্য্যক্-নাগ-খগাদির উৎপত্তি, ত্বাষ্ট্রের জন্ম ও মরণ, দিতির পুত্রদিগের জন্ম মরণ, হিরণ্যকশিপুর চরিত্র, মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত্র, মন্বন্তরানুচরিত, গজেন্দ্রমোক্ষণ, মন্বন্তরাবতার, বিষ্ণুর হয়শীর্ষ-অবতার, কূর্ম্মাবতার, মৎস্যাবতার, নরসিংহাবতার, বামনাবতার, ক্ষীরোদ-মন্থন, দেবতাদিগকে অমৃত পান করান, দেবাসুর-মহাযুদ্ধ, রাজবংশানুকীর্ত্তন, ইক্ষ্বাকু-জন্ম, সেই বংশ, সুদ্যুম্নের জন্ম, ইলার উপাখ্যান, তারার উপাখ্যান, সূর্য্যবংশ-বিবরণ, শশাদ-নৃগাদির কথা, সৌকনকথা, শর্য্যাতির কথা, ককুৎস্থের কথা, খট্বাঙ্গ-চরিত্র, মান্ধাতা-চরিত্র, সৌভরির কথা, সাগরের কথা, কোশ-লেন্দ্র রামের পাপনাশক চরিত্র, নিমির অঙ্গ-পরিত্যাগ,

জনকের জন্ম, পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রকরণ, ঐল-চরিত্র, সোমবংশীয় নাহুষ যযাতি-চরিত্র, দুষ্মন্ত-পুত্র ভরতের চরিত্র, শান্তনুচরিত ও তৎপুত্র-চরিত্র, যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা অর্থাৎ যদুবংশানুকীর্ত্তন, যে বংশে জগদীশ্বর কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (সেই বংশের কথা), কৃষ্ণের বসুদেব গৃহে জন্ম, তাঁহার গোকুলে বৃদ্ধি—এ সকল কথা বর্ণিত আছে। ॥ ১৭—২৭ ॥

ভগবদ্ভজনে বেদনির্দ্দেশ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লেখনী হইতে আমরা পাই—'বেদশাস্ত্রে পুরুষোত্তমতত্ত্ববিচারে কএকপ্রকার বিভাগ দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে শিরোভাগকেই 'উপনিষৎ' বলা যায়। 'সংহিতা' অংশ বেদের কায়ভাগ। 'ব্রাহ্মণ' ও 'তাপনী' প্রভৃতি (বেদের) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাহাদের উপনিষদংশ 'শিরোভাগ' নামে কথিত হয়।

'সংহিতা' সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত,—ঋক্ সাম ও যজুঃ, ইহাকেই 'ত্রয়ী' বলা হয়। তন্মধ্যে যজুর্ব্বেদসংহিতা 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ'-ভেদে দ্বিবিধ। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় 'বাজসনেয়'—সংহিতার শিরোভাগ-রূপে ঈশাবাস্যোপনিষদের পরিচয়। এই উপনিষদে আঠারটি মাত্র মন্ত্র আছে। দশোপনিষৎএর অন্যতম ঈশোপনিষৎ। সেই দশোপনিষৎএর নাম—

ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-মাণ্ডূক্য-তৈত্তিরীয়-ঐতরেয়-ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যক ॥

এই শুক্লযজুর্ব্বেদীয়বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ—ঈশোপনিষদের স্বায়ম্ভুব মনু—'ঋষি' [শতরূপাপতি মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ—এই দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি—এই তিন কন্যা। প্রজাপতি রুচি আকূতিকে, প্রজাপতি কর্দ্দম দেব-হূতিকে এবং প্রজাপতি দক্ষ প্রসূতিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন], আকূতিপতি রুচি-তনয় 'যজ্ঞ' নামক বিষ্ণু—'দেবতা'; স্বায়ম্ভুব মনু স্বদৌহিত্র যজ্ঞকে ভগ-বান্ জানিয়া তাঁহার প্রীত্যর্থ এবং স্বীয় মোক্ষ প্রাপ্তি-নিমিত্ত ঈশাবাস্যাদি মন্ত্রোচ্চারণদ্বারা তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। শতরূপাপতি মনু বহুকাল ধরিয়া রাজ্যভোগের পর বিষয়বিরক্ত হইয়া স্বীয় ভার্য্যাসহ বনগমন করেন। তথায় সুনন্দা নদীতটে একপদে ভূমি স্পর্শ করতঃ শত বর্ষব্যাপী ঘোর তপস্যা করিতে করিতে সমাধিস্থ অবস্থায় উক্ত ঈশাবাস্যাদি মন্ত্রোপ-নিষৎ (অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক উপনিষৎ) উচ্চারণ করিতে থাকিলে রজস্তমোগুণতাড়িত অসুর ও রাক্ষসগণ ক্ষুধা-হেতু তাঁহাকে ভক্ষণার্থ ধাবিত হইল। বিষ্ণু-ভক্তগণ দৈবীপ্রকৃতি ও অসুরাদি অদৈবী প্রকৃতি-সম্পন্ন। অসুরগণ ভগবদ্ভক্তির বিচার সহ্য করিতে পারে না। এজন্য তাহারা ভগবদ্ভক্তের চির-শত্রু। কিন্তু শরণাগতভক্তবৎসল ভগবান্ ঐসকল ভক্তদ্রোহী অসুরকে দলন করিয়া নিত্যকালই তাঁহার শরণাগত ভক্তেরই বিজয় বিধান করেন। এজন্য শ্রীভগবান্ যজ্ঞ তদীয় স্বপুত্র 'যাম' নামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া সেই ভক্তদ্রোহী অসুর ও রাক্ষসগণকে বধ করিলেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বর্গরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার সমাধিস্থ অবস্থায় এইরূপ মন্ত্রোপনিষদ্ উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥"

অর্থাৎ এই জগতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, 'ইদং সর্ব্বং'—এই পরিদৃশ্যমান চরাচর সমস্তই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আবাস্য—আবৃত বা ভোগ্য। সেইহেতু নিজ অদৃষ্টানুসারে ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিষয়সমূহ ত্যাগধর্ম্ম সহকারে অর্থাৎ যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক অনাসক্তভাবে ভগবৎপ্রসাদ বুদ্ধিতে ভোগ করিবে অর্থাৎ সেবা

করিবে। 'মা গৃধঃ'—অধিক ভোগে আকাঙ্ক্ষা করিও না। 'ধনম্' অর্থাৎ ভোগ্যপদার্থ 'কস্য স্বিৎ'—কাহার হইতে পারে? অর্থাৎ সকল ধনের অধিকারী একমাত্র শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। তুমি বা অপর কেহ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী নহ বা নহে। সুতরাং দৃশ্যাদৃশ্য চরাচরের সকল বস্তুকেই ভগবৎসেবোপকরণবিচারে ভগবৎসেবায় সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐ মন্ত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

"এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বরকর্ত্তৃক আবৃত। অতএব ত্যাগধর্ম্মসহকারে ভোগ কর। কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।"

বেদের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ মন্ত্রটি নিম্নলিখিতভাবে উক্ত হইয়াছে—

"আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"
—ভাঃ ৮।১।১০

এস্থানে 'আত্মাবাস্যং' বলিতে 'আত্মনা ঈশ্বরেণাবাস্যং সত্তাচৈতন্যাভ্যাং ব্যাপ্যং'। অতএব শ্লোকার্থ —"এইলোকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসকল ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্ত। সুতরাং তৎপ্রদত্ত বিষয়সকল ভোগ কর, কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।"

সুতরাং এই উভয় মন্ত্রই সমার্থবোধক। শ্রীমনু ইহা তাঁহার সমাধিলব্ধ জ্ঞান হইতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে সম্ভূত, পরমাত্মার সহিত তাঁহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সুতরাং সর্ব্বত্র পরমাত্মসম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানই জীবাত্মার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া জানাইয়াছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যই জীবের নিত্যস্বভাব, তাহা হইতে বিপথগামী হইলেই তাঁহাকে আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে। এজন্য উক্ত ঈশোপনিষদের তৃতীয় মন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"

অর্থাৎ "যাহারা পরমাত্মসম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আসুরীভাবপ্রাপ্ত লোকসকল (যাহা অন্ধকারে আবৃত, তাহাই) প্রাপ্ত হয়।" (—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) 'অসুর্য্য-লোক' অর্থে অসুর-প্রাপ্য লোক, তাহা ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছাদিত। আসুরভাবাপন্ন সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থী ভগবদ্বিমুখ আত্মঘাতী মহাপাপিষ্ঠগণই ঐ সকল লোক প্রাপ্ত হইয়া নানা দুর্গতি ভোগ করে। 'যে কে' অর্থাৎ যে কেহ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"
—ভাঃ ১১।২০।১৭

অর্থাৎ "যিনি সর্ব্বফলমূলীভূত (আদ্যং—সর্ব্বাভিলষিতফলানাং মূলং—চঃ টীঃ), সুদুর্ল্লভ, পটুতর, গুরুরূপ কর্ণধারযুক্ত এবং মৎস্বরূপ অনুকূলবায়ুপরিচালিত এই মনুষ্যদেহরূপ নৌকা (প্লবং নাবং—চঃ টীঃ) ভাগ্যক্রমে সুলভে প্রাপ্ত হইয়াও সংসারসাগর উত্তীর্ণ হন না, তিনি বস্তুতঃই আত্মঘাতী।"

এখানে মনুষ্যদেহকে ভবসমুদ্র পার হইবার সুপটু নৌকা-স্বরূপ বলা হইয়াছে। আত্মার নিত্যাবৃত্তি ভগবদ্ভক্তিকে স্তব্ধীভূত করিয়া রাখার নামই আত্মহত্যা।

কঠোপনিষৎ ১ম অধ্যায়ের ৩য়া বল্লী ৩-৪ ও ৯ শ্রুতিমন্ত্রে বলা হইয়াছে—

'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

* * * *

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ
পরমংপদম্॥"

অতঃপর উহার পরবর্ত্তী আরও দুইটি (১০-১১) শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার পরমপুরুষার্থ—পরমাগতি শ্রীপুরুষোত্তম-সেবাপ্রাপ্তিকেই চরম সাধ্য বলা হইয়াছে—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"

ঐ সকল (৩-৪, ৯ ও ১০-১১) শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে, শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

হে নচিকেতঃ, আত্মাকে রথারূঢ় রথী, শরীরটিকে রথতুল্য, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে অশ্বের গতিবিধায়ক রজ্জু বা লাগাম বলিয়া জানিবে।

বিবেকিগণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে অশ্ব, শব্দাদি ভোগ্যবিষয়কে ঐসকল ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের সঞ্চরণস্থান বলেন; শরীর, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত জীবাত্মাকে সুখদুঃখাদির ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

যে ব্যক্তি 'ব্যবসায়াত্মিকা' অর্থাৎ একমাত্র কৃষ্ণভক্তিকেই নিশ্চয়কারিণী বিবেকবতী বুদ্ধিকে—সুতরাং সুবুদ্ধিকে সারথি করিয়াছেন এবং যাঁহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের মনরূপ সংযম-রজ্জু—বল্গা বা লাগাম ঐ সুবুদ্ধি সারথির বশে আছে অর্থাৎ যিনি সমাহিতচিত্ত, তিনিই 'অধ্বনঃ' অর্থাৎ সংসারপথের পরপার প্রাপ্ত হইয়া পরব্রহ্ম পরাৎপর পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের পরমপদ লাভ করেন। ('পদ' বলিতে ধাম বা স্বরূপ।) পরন্তু কুবুদ্ধি সারথি অসংযত অসমাহিত মনকে লইয়া অতিভীষণ অজ্ঞানান্ধকারাবৃত নরকপথের পথিক হইয়া পড়ে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ হইতে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয় বলবান্ বলিয়া শ্রেষ্ঠ, আবার সেই বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের নিরোধক মন শ্রেষ্ঠ, আবার সেই সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ (যেহেতু বুদ্ধি দ্বারা ভোগ্যবস্তুর নিশ্চয় হইলে ভোগ সাধিত হয়), জীবাত্মা সেই বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি বুদ্ধি প্রভৃতির সকলেরই চালক—দেহ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণাদি সকলেরই স্বামী বলিয়া তিনি পরম মহান্। শ্রীভগবদ্‌গীতা ৩।৪২ শ্লোকেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে।

এই জীবাত্মা হইতে শ্রীহরির অব্যক্তরূপিণী দৈবী মায়াশক্তি জীবের পক্ষে 'দুরত্যয়া' বলিয়া শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ বলবতী। সেই মায়ার অধীশ্বর ভগবানের দূর হইতে ঈক্ষণে ক্রিয়াবতী হইয়া প্রকৃতি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। পরব্রহ্ম হইতেই অব্যক্তাপ্রকৃতির উদ্ভব, তিনিই প্রকৃতির অধ্যক্ষ বলিয়া অব্যক্ত হইতেও পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠতা। সুতরাং তারতম্য বিচারে শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমই পরমপরাৎপর তত্ত্ব। তাঁহা হইতে কোন বস্তুরই শ্রেষ্ঠত্ব নাই। তিনিই চরম সীমা—পরমাগতি—পরমপুরুষার্থ। গীতায়ও শ্রীভগবান্ স্বয়ং নিজমুখে বলিয়াছেন—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"

স্বয়ংভগবান্‌ই বেদরূপে আবির্ভূত বলিয়া বেদ অপৌরুষেয় স্বয়ম্ভু—স্বপ্রকাশবস্তু—স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি। মহাভারতে সর্ব্ববেদার্থ বিরাজিত, আবার সেই মহাভারতের সম্যক্ তাৎপর্য্য গীতাশাস্ত্রে বিদ্যমান বলিয়া গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিচরণ যে লিখিয়াছেন—বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন', তাহা স্বয়ং পদ্মনাভমুখপদ্মবিনির্গত গীতাশাস্ত্রে অতি সুচারুরূপে স্পষ্টীকৃত। 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্' এই শ্রীমুখবাক্যদ্বারা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাঁহার সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বেদের শিরোভাগ বেদান্ত বা উপনিষৎ কর্ত্তাও শ্রীভগবান্ বেদব্যাসাদিরূপে তিনিই এবং বেদার্থবেত্তাও যে তিনি, তাহা স্বয়ং নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীঅর্জ্জুন ও উদ্ধবাদির উপদেষ্টা সেই 'বেদবেদ্য পুরুষ যে অপ্রাকৃত সবিশেষ তত্ত্ব, তাহাও স্বতঃসিদ্ধ। নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ তাঁহার নিরাকার জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ বা পরমাত্মোপাসক যোগিগণ তাঁহাদের অন্তর্হৃদয়ে ধ্যেয় শ্রীভগবানের অঙ্গুষ্ঠ বা প্রাদেশ পরিমাণ সচ্চিৎ স্বরূপ স্বীকার করিলেও ভক্তই তাঁহার পরিপূর্ণ সম্যক্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রেমসেবার অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবান্ কহিলেন—

শ্রুতি-স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তু উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥

অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি—উভয়ই আমার আদেশ। যিনি উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলেন, তিনি আমার আজ্ঞাচ্ছেদী, দ্বেষী, আমার ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি অবৈষ্ণব—অভক্ত।

দেহরূপ নৌকা বা রথে আরোহণ করিয়া জীবকে সংসার-সমুদ্রের বা সংসারপথের পরপারে ভগবৎ-পদান্তিকেই অভিগমন করিতে হইবে। তাঁহার শ্রীচরণ-সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। সেই পরাৎপরতত্ত্ব কৃষ্ণই জীবের একমাত্র উপাস্য সম্বন্ধাধিদেবতা, 'মামেকং শরণং ব্রজ' এই শ্রীমুখবাক্যে ভগবান্ একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। নামসংকীর্ত্তনপ্রধান ভক্তিযোগই তাঁহার উপাসনা। ইহাও শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখে স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিতেছেন—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥
—গীতা ৯।১৪

[পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্—"হে পার্থ বিদ্বৎপ্রতীতি-বিশিষ্ট ভগবদ্ভক্তিপ্রবৃত্ত মহাত্মগণ দৈবী প্রকৃতি অর্থাৎ দেবস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া অনন্যচিত্তে নরাকৃতি পরংব্রহ্ম আমাকেই ভূতগণের কারণ ও অনশ্বর চরম-তত্ত্ব জানিয়া ভজন করিয়া থাকেন।" —ইহা বলিয়া এই শ্লোকে তাঁহার সেই ভজনটি কি প্রকার, তাহা জানাইয়াছেন।]

মহাত্মগণ কর্ম্মকাণ্ডের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্র শুদ্ধ্যাদির অপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বদা আমার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কীর্ত্তন করেন। সাধুসভাদিতে গমন করতঃ আমার স্বরূপ-গুণাদি নির্ণয়ে যত্নশীল হন এবং অপতিতভাবে একাদশ্যাদি ব্রত ও নাম-গ্রহণাদি নিয়মপালনে তৎপর হইয়া আমাকে নমস্কার পূর্ব্বক ভবিষ্যতে আমার নিত্যসংযোগের আকাঙ্ক্ষায় শ্রবণাদি ভক্তিযোগদ্বারা আমাকে উপাসনা করেন।

পরবর্ত্তী নিম্নোক্ত ১০।৯ শ্লোকে ঐ অনন্যভক্ত-গণের চরিত্র আরও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

অর্থাৎ "এতাদৃশ অনন্যভক্তদিগের চরিত্র এই-রূপ,—তাঁহারা আমাতে চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ সমর্পণ করতঃ পরস্পর ভাববিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণকীর্ত্তন-দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্ত-র্গত মধুররস পর্য্যন্ত সম্ভোগ পূর্ব্বক রমণ-সুখ লাভ করিয়া থাকেন।" (শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

উক্ত শ্লোকের তুষ্যন্তি ও রমন্তি—শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—সাধন-দশায় সৌভাগ্যক্রমে ভজন নির্ব্বিঘ্নে সম্পদ্যমান হইতে থাকিলে সাধক তুষ্ট হন—আত্মসন্তোষ লাভ করেন এবং সেইকালে ভ.বি স্বীয়সাধ্যদশানুস্মরণে মনে মনে নিজ প্রভুর সহিত রমণ করেন। ইহাতে রাগানুগা ভক্তিই দ্যোতিত হইতেছে। (চঃ টীঃ দ্রষ্টব্য)

গীতাশাস্ত্রে অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ৬টি অধ্যায়ে 'কর্ম্ম', ২য় ৬টি অধ্যায়ে 'ভক্তি' এবং ৩য় ৬টি অধ্যায়ে 'জ্ঞান' বিচারিত হইলেও চরমে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা নিরূপিত হইয়াছে। ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যস্থলে স্থিত হওয়ায় উহা যে জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবন-স্বরূপ ও অর্থসাধক. তাহা স্বতঃই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর লেখনী হইতেও পাই—'ভক্তি বিনা জ্ঞান কর্ম্ম দিতে নারে ফল', 'ভক্তি-মুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান' ইত্যাদি।

গীতা ১৩শ অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকোক্ত 'ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী' এই বাক্যদ্বারা শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—শ্যামসুন্দরাকার আমাতে জ্ঞান-কর্ম্ম-তপোযোগাদি অবিমিশ্রা 'অনন্যা' ও অব্যভিচারিণী অর্থাৎ ঐকান্তিকী ভক্তিই জ্ঞানের মুখ্য লক্ষণ। ঐ গীতা ১৪।২৬ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

[অর্থাৎ যিনি শ্যামসুন্দরাকার পরমেশ্বর আমা-কেই অব্যভিচারী অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মাদি অমিশ্র ভক্তি-যোগদ্বারা সেবা করেন, তিনিই এই সত্ত্ব-রজস্তমঃ—ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানুভবে সমর্থ হন।]

সুতরাং জ্ঞানের মুমুক্ষা, কর্ম্মের বুভুক্ষা ও যোগের সিদ্ধিলাভেচ্ছাশূন্যা বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের ভাষায়—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা রহিতা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময়ী কেবলা বা শুদ্ধাভক্তিই ভগবৎ-

প্রাপিকা। এইরূপ কৃষ্ণেতর বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষা-রহিতা, কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণানুশীলন-ময়ী অহৈতুকী ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান ও কৃষ্ণ-দর্শনলাভের বা তাঁহার অসমোর্দ্ধ লীলা, প্রেম, বেণু ও রূপমাধুর্য্য চতুষ্টয়ের আস্বাদনসৌভাগ্য লাভের আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ—বেদ-বেদান্ত-ইতিহাস-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রসার—উত্তরমীমাংসা-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতেও 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বলিয়া সম্বন্ধতত্ত্ব, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' প্রভৃতি বলিয়া ঐকান্তিক ভক্তিকেই অভিধেয় তত্ত্ব এবং 'দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহোভবতীনাং মদাপনঃ' প্রভৃতি বাক্যে প্রয়োজনতত্ত্বের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি বেদ ও বেদার্থ-বোধক শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদির বাক্যানুযায়ী ভগবদ্-ভজনে প্রবৃত্ত না হইলে জীবকে শ্রীভগবানের 'আজ্ঞা-চ্ছেদী' 'ভগবদ্দ্বেষী' হইয়া আত্মহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। শ্রীভগবান্ কলিহত জীবের জন্য—আপামর সকলের পক্ষেই অতি সহজসাধ্য নাম-সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধনী-দরিদ্র বিদ্বান্-মূর্খ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—সকলেই নিঃসঙ্কোচে এই নাম-ভজনোপদেশ প্রতিপালনে সমর্থ।

শ্রীভগবান্ তাঁহার নামে সর্ব্বশক্তি আহিত করিয়া রাখিয়াছেন। নামভজনে কোন কালাকাল বা শৌচা-শৌচাদির বিচার করেন নাই। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে এই নামভজনে প্রবৃত্ত হইলে অচিরেই জীব অপরাধ ও অনর্থ পরিমুক্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র নামে প্রেমসম্পৎ লাভের সৌভাগ্য লাভ করিবেন।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৩৩)

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত

'কেনাবান্তরভেদেন ভেদং কুর্ব্বন্তি সাত্বতাঃ।
সত্যভামা প্রকাশোঽপি জগদানন্দপণ্ডিতঃ ॥'

—গৌরগণোদ্দেশে ৫১ শ্লোক

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি সত্যভামা গৌরলীলায় তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতরূপে প্রকটিত হইয়া গৌরলীলার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

'পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ ॥'

—চৈঃ চঃ আ ১০।২১

জয় জগদানন্দ শ্রীগর্ভজীবন।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রাণধন ॥

—চৈঃ ভাঃ ম ৭।৩

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের আবির্ভাবস্থান, সন, তিথি, পিতামাতার পরিচয় সবই অপরিজ্ঞাত। তাত্ত্বিক-পরিচয়ের মুখ্যত্বহেতু পার্থিব পরিচয়ের অত্যাবশ্যকতা ভক্তিপ্রার্থিগণের পক্ষে অনুভূত হয় না। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিত চৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে ফিরিয়া নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনে ও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে যখন সংকীর্ত্তনবিলাসে নিমগ্ন ছিলেন সেই সময় জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়া-ছিলেন।

'সর্ব্ব-বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাস ॥
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন ॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য হরিদাস ॥
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয় নন্দন।
জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্তখান, নারায়ণ ॥

*　　*　　*　　*

সবেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি।
পারিষদ বই আর কেহ নাহি তথি ॥'

—চৈঃ ভাঃ ম ৮।১১০-১১৩, ১১৭

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনানুসারে জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ এবং নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলাকালে কীর্ত্তনের সঙ্গী ছিলেন, ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহাতে অনুমিত হয় তিনি গৌড়মণ্ডলের কোন স্থানে তাঁহার আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুরে আসিয়া তথা হইতে নীলাচল অভিমুখে যাত্রাকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত বর্ণনানুযায়ী মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনানুসারে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ। আটি-সারা, ছত্রভোগ, ওড্রদেশ, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, কটক, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর, কমলপুর, আঠারনালা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলে ভক্তগণের সহিত শুভাগমনকালে পথে ভক্তগণকে নিষ্কিঞ্চনতা, নিরপেক্ষতা, ভগবন্নির্ভরতা প্রভৃতি বহু বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি উৎকলে প্রবেশকালে গঙ্গাঘাট নামক স্থানে স্নানান্তে ভক্তগণকে একটি দেবস্থানে থাকিতে বলিয়া একাকী গৃহস্থবাড়ীতে যাইয়া অঞ্চল পাতিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করতঃ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য জগদানন্দ পণ্ডিতকে দিয়াছিলেন রন্ধনের জন্য। জগদানন্দ পণ্ডিত রন্ধন করিলে মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া জগদানন্দের পাচিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর যাত্রাকালে জগদানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর দণ্ড বহন করিতেন চৈতন্যভাগবতের বর্ণনে জানা যায়। জগদানন্দ পণ্ডিত একদিন নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তে দণ্ডপ্রদান করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য গেলে বলদেবাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই সুযোগে দণ্ডকে ত্রিধাবিভক্ত করিয়া বৈষ্ণবগণের ত্রিদণ্ড গ্রহণবিধি শিক্ষা প্রদান করতঃ ভাগীনদীতে নিক্ষেপলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনানুযায়ী জগদানন্দ-কর্ত্তৃক ভগ্নদণ্ড মহাপ্রভুর নিকট আনীত হইয়াছিল। একমাত্র সম্বল দণ্ড হইতে বঞ্চিত হওয়ায় মহাপ্রভু দুঃখিত হইয়া ভক্তগণকে অগ্রে, তিনি পরে অথবা তিনি অগ্রে, ভক্তগণ পরে এইরূপভাবে একাকী যাইবার সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করিলে ভক্তগণ অগ্রে না যাইয়া পশ্চাতে যাইতে ইচ্ছা করিলেন।

"নিত্যানন্দ-স্বরূপে থুইয়া একস্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা অন্বেষণে ॥
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে কহে ॥
ঠাকুরের দণ্ডে মন দিও সাবধানে।
ভিক্ষা করি' আমিহ আসিব এইক্ষণে ॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ২।২০২-২০৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু একাকী অগ্রে গমন করতঃ আঠারনালা হইতে শ্রীজগন্নাথের চূড়ায় মুরলীবাদনরত কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়া শ্রীজগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করতঃ জগন্নাথ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক তাঁহার গৃহে নীত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ পশ্চাতে আসিয়া জগন্নাথমন্দিরে মহাপ্রভুর সংবাদ পাইয়া বরাবর সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত এখানেই জগদানন্দের প্রথম মিলন সংঘটিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরুষোত্তমধাম হইতে গৌড়মণ্ডলে আসিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাইবার অভিপ্রায়ে বিদ্যানগরে পাঁচদিন অবস্থান করতঃ কুলিয়া হইয়া যখন মালদহ জেলার রামকেলি গ্রামে পৌঁছিয়াছিলেন এবং রূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন সেই সময় রামকেলিতে মহাপ্রভুর সঙ্গী ভক্তগণের* মধ্যে জগদানন্দ অন্যতম ছিলেন।

পুরুষোত্তমধামে মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জগদানন্দ পণ্ডিত।

"পণ্ডিত গোঁসাই কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস ॥

* 'নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর।
মকুন্দ জগদানন্দ, মুরারি ও বক্রেশ্বর ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১।২১৯

জগদানন্দ ভবানন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপদামোদর ॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভুসঙ্গে এইসব কৈল নিত্য স্থিতি ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১।২৫২-২৫৪

মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতের মুখ্য মধুর রসাশ্রিত প্রেমে বশীভূত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উহা এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখ্য) রসানন্দ,
এই চারিভাবে প্রভু বশ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মায়াবাদবিচার পরিত্যাগ করতঃ শুদ্ধভক্তি-পথাশ্রিত হইলে মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং শতশ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর স্তব করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি দুইটী মহাপ্রভুর মহিমাসূচক শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া মহাপ্রভুকে দিবার জন্য জগদানন্দ পণ্ডিতের হাতে দিয়াছিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বাসুদেব সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের প্রেরিত মহাপ্রসাদ ও পত্রী দিতে আসিলে মুকুন্দ দত্ত প্রথমে পত্রীটী লইয়া দুইটী শ্লোক বাহিরভিতে লিখিয়া রাখিলেন, পরে জগদানন্দ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর নিকট পত্রী অর্পিত হইলে মহাপ্রভু উহা পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বাহিরভিতে লেখা ছিল বলিয়া ভক্তগণ উহা পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। শ্লোক দুইটী ঃ—

'বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ
পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥'

'কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং
যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু মাঘমাসে শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসিয়া চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিয়া বৈশাখমাসে দক্ষিণ যাত্রা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু একাকী দক্ষিণ ভ্রমণে যাইবেন এইরূপ বলায় নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে একাকী যাইতে নিষেধ করতঃ নিজে সঙ্গে যাইবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। সেইসময় মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণের কৃত্রিম নিন্দাচ্ছলে স্নেহ ব্যবহারের কথা কীর্ত্তনকালে জগদানন্দ পণ্ডিত সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন ঃ—

"জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে, সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥
কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৭।২১-২২

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণভারত ভ্রমণে গেলে মহাপ্রভুর ভক্তগণ মহাপ্রভুর বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। যেখানে যত গাঢ় প্রীতিসম্বন্ধ সেখানে বিরহে ততোঽধিক দুঃখ অবশ্যই হইবে। বিরহের পর মিলনে অত্যদ্ভুত আনন্দ অনুভূত হয়, ইহাই যথার্থ প্রীতির লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণভারত পর্য্যটনান্তে আলালনাথে আসিয়া কৃষ্ণদাসের মাধ্যমে নিত্যানন্দাদি ভক্তগণকে নিজাগমন সংবাদ দিলে ও আসিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলে ভক্তগণের মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা ও হৃদয়ে আনন্দাতিশয্য প্রকটিত হইল। সেই সময় জগদানন্দ পণ্ডিতের কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল তাহা কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদে) এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

"প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ ॥"

নিত্যানন্দ, জগদানন্দাদির পরামর্শমতেই মহাপ্রভু তাঁহার দক্ষিণভারত হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ দিবার জন্য কৃষ্ণদাসকে শচীমাতার নিকট প্রেরণের প্রস্তাব ভক্তইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমধামে জগদানন্দ পণ্ডিতের সহিত স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি মহাপ্রভুর মুখ্য পার্ষদগণের সহিত ক্রমশঃ মিলন সম্পাদিত হইল। ভক্ত ও ভগবানকে পরিবেশন

করিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো একটি মুখ্য সেবা, যাহা জগদানন্দ পণ্ডিত পরমানন্দ সহকারে করিতেন।

চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতিবৎসর মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য নীলাচলে আসিতেন। এইরূপভাবে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইলে মহাপ্রভু ভক্তগণকে বিদায় দিয়া যখন বৃন্দাবনাভিমুখে যাইতে দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন, তখন বৃন্দাবন যাত্রার সঙ্গীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জগদানন্দ পণ্ডিত। অবশ্য সেইবার মহাপ্রভু ওড্রদেশ অতিক্রম করিয়া গৌড়দেশে পাণিহাটী, কুমারহট্ট, কুলিয়াগ্রাম, রামকেলি ইত্যাদি স্থান হইয়া কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ নীলাচলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, লোকসংঘট্টহেতু বৃন্দাবন যান নাই। পরে মহাপ্রভু একাকী বৃন্দাবন যাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া নীলাচল হইতে ঝাড়িখণ্ডপথে বৃন্দাবন গিয়া পুনঃ ঝাড়িখণ্ডপথে পুরীতে ফিরিয়া আসিলে মহাপ্রভুর সহিত জগদানন্দ পণ্ডিত আদি ভক্তগণের বিরহে ও মিলনে যে প্রেমাতিশয্য প্রকটিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী মাথুরমণ্ডল হইতে একাকী ঝাড়িখণ্ডের বনপথে নীলাচলে আসিলে পথে জলের দোষে ও উপবাসে তাঁহার গাত্রে কণ্ডুরসা হয়। জগন্নাথের সেবকের সহিত কণ্ডুরসাযুক্ত অপবিত্র গাত্রস্পর্শে অপরাধ হইবে চিন্তা করিয়া সনাতন গোস্বামী মনে মনে সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন জগন্নাথের রথযাত্রাকালে রথচক্রে দেহত্যাগ করিবেন। অন্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু উহা জানিতে পারিয়া 'দেহত্যাগাদি দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায় না, ভজনের দ্বারা পাওয়া যায়', 'যে দেহ সমর্পিত তাহা নষ্ট করার অধিকার সমর্পণকারীর নাই'—ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা সনাতনকে দেহত্যাগের সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিলেন। ভগবান্ ভক্তের শরীরের বাহ্য পবিত্রতা-অপবিত্রতা কিছুই দেখেন না, ভক্তের শুদ্ধ সেবাময়ী অন্তঃকরণকে দর্শন করিয়া তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে ইতস্ততঃ করেন না। সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলে তাঁহার শরীরের কণ্ডুরসা মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে স্পৃষ্ট হইতে থাকিলে সনাতন গোস্বামী সঙ্কুচিত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট সনাতন গোস্বামী এ সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিলে জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁহাকে রথযাত্রার পর বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দিলেন। সনাতন গোস্বামী উক্ত উপদেশ উপযুক্ত মনে করিয়া মহাপ্রভুকে উহা জ্ঞাপন করিয়া বৃন্দাবন যাইবার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু উহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া জগদানন্দকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—

"কালিকার বটুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল॥
ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি—তার গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন-মূল্য?
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারেহ উপদেশে বালকা করে ঐছে কার্য্য॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।১৫৮-১৬০

ভক্ত, ভগবান্ আপনার জনকেই ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন। ভক্ত ভগবানের ভর্ৎসনালাভ বিশেষ সৌভাগ্যফলেই হইয়া থাকে। সনাতন গোস্বামী জগদানন্দের মহা সৌভাগ্য এবং নিজের দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ণন করিলেন।

"জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি নিম্বনিশিন্দারস॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।১৬৩

জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ প্রেমরসে বশীভূত হইলেও মহাপ্রভু বৈষ্ণবের মর্য্যাদা স্থাপনের জন্য সনাতন গোস্বামীর মর্য্যাদা লঙ্ঘনকরণ হইতে সকলকে সাবধান করিলেন।

'জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদালঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে॥'

—চৈঃ চঃ অ ৪।১৬৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের নিকট ভক্তগণের মহিমা বর্ণনকালে নাম-প্রেমপ্রচারক জগদানন্দ পণ্ডিতাদি ভক্তগণের সঙ্গ-ফলেই কৃষ্ণভক্তি হয় এইরূপ বলিয়াছিলেন।

"আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর॥

কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি' ॥
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম কৈলা জগতে প্রচার।
ইঁহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি যে আমার ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৭।৪৮-৫০

সত্যভামার অবতার জগদানন্দ পণ্ডিতের বাম্য-স্বভাব থাকায় প্রায়ই মহাপ্রভুর সহিত প্রেমকলহ হইত।

"জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
সত্যভামা-প্রায় প্রেম 'বাম্য-স্বভাব' ॥
বারবার প্রণয়কলহ করে প্রভুসনে।
অন্যোহন্যে খট্‌মটি চলে দুইজনে ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৭।১৩৮-১৩৯

জগদানন্দ পণ্ডিতের নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তি ও রামচন্দ্র পুরীর কপটসেবার পার্থক্য চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদের প্রথমদিকে বর্ণিত হইয়াছে। মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য বাহ্যতঃ হইলেও গুরুসেবাপ্রবৃত্তি রহিত হওয়ায়, স্নিগ্ধ সেবক না হইয়া কপট সেবক হওয়ায় রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ মহোৎসবকালেও প্রসাদ-পরিবেশনকারীর মধ্যে জগদানন্দ পণ্ডিত অন্যতম ছিলেন। মহাপ্রভুর মুখ্য পার্ষদগণের মহাপ্রসাদ পরিবেশন সেবা একটী মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ, উহা আচরণমুখে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৮০ পৃষ্ঠার পর]

প্রেমসরোবর, সঙ্কেতস্থান ঃ—

এই 'প্রেমসরোবর' দেখ শ্রীনিবাস।
এথা প্রেমবৈচিত্ত্য-ভাবের পরকাশ ॥
দেখহ 'বিহ্বলকুণ্ড'—শ্রীকৃষ্ণ এথাতে।
হইলা বিহ্বল রাইনাম শ্রবণেতে ॥
এ 'সঙ্কেতকুঞ্জে' সখী সঙ্কেত করিয়া।
রাই-কানু দোঁহারে আনেন যত্ন পাইয়া ॥

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৯২১-৯২৩

বর্ষাণার দেড় মাইল উত্তরে শ্রীরাধারাণীর প্রেম-বৈচিত্ত্য-ভাবের প্রকাশস্থান প্রেমসরোবর। কেবলমাত্র বিশেষ অধিকারী ব্যক্তিরই এই লীলা স্মরণীয়। প্রেমসরোবরের চতুষ্পার্শে বাঁধান ঘাট। কথিত হয় যে, অষ্টসখীর অষ্টঘাট ও রাধারাণীর একটি ঘাট—মোট নয়টী ঘাট তথায় বিদ্যমান। তাহার নিকটেই সঙ্কেতবিহারীজীর মন্দির। ভক্তগণ ব্রজবাসী পাণ্ডার অনুগমনে প্রথমে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সঙ্কেত মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হন। উক্ত মন্দির দর্শনান্তে সকলে শ্রীল প্রভুপাদের সংস্থাপিত সঙ্কেতবিহারী মন্দিরে আসিয়া পৌঁছেন। কৃষ্ণের সহিত রাধারাণীর মিলনের জন্য পৌর্ণমাসী বা যোগমায়ার সঙ্কেতস্থান। তথায় ভক্তগণ সঙ্কেতদেবী, রাসমঞ্চ, ঝুলনমঞ্চ, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপবেশনস্থান এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজনস্থলী দর্শন করেন। ভক্তগণ তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রামগ্রহণ করেন। তৎপশ্চাৎ সমস্ত রাস্তা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মধ্যাহ্নে নন্দগ্রাম পাবনসরোবরে* আসিয়া পৌঁছেন। সকলেই পাবন-

* **পাবনসরোবর** ঃ—বিশাখার পিতা পাবন এই সরোবরটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম পাবনসরোবর। পাবনসরোবরের দক্ষিণতটে সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীর। এখানে পূর্ব্বে সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া নিকটবর্ত্তী অরণ্যে তিনদিন উপবাসী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজশিশুরূপে সনাতন গোস্বামীকে আহারের জন্য দুগ্ধ দেন ও কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে বলেন। তৎপরে ব্রজবাসিগণ সনাতন গোস্বামীর জন্য একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কাহারও মতে এখানেই শ্রীরূপ গোস্বামী সনাতনকে দুগ্ধান্ন (পরমান্ন) ভোজন করাইতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমতী রাধারাণী কপট গোপবালিকার বেশে পরমান্নের সামগ্রী ঘৃত-দুগ্ধ-চাল-চিনি সব দিয়াছিলেন।

সরোবরের জল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং সংকীর্ত্তনসহ সনাতন গোস্বামীর ভজনস্থলীতে যাইয়া দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। ভক্তগণ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত শিষ্য বিষয়বিরক্ত, ভজনপরায়ণ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির দর্শন করিয়া সুখানুভব করিলেন। সকলেই বাবাজী মহারাজের অভাব অনুভব করিয়া কিয়ৎকালের জন্য বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলেই সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। যাত্রিগণের মধ্যে যাঁহারা স্নানাদিকার্য্য সম্পন্ন করেন নাই, তাঁহারা পাবনসরোবরে স্নানাদিকৃত্য সমাপন করিলেন। ইণ্টারকলেজের প্রশস্ত বারান্দায় ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। আহারাদির পর ৩ ঘণ্টা বিরামান্তে ভক্তগণ সন্ধ্যার সময় নন্দীশ্বরে নন্দ-যশোদা-কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির দর্শন করিতে যান। নন্দীশ্বরের দৃশ্যাবলীও মনোরম। অনেকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া শ্রীমন্দির দর্শন করিতে হয়। মন্দিরটী বড় ও দেখিতে সুন্দর। মন্দিরাভ্যন্তরে মধ্যদেশে কৃষ্ণবলরাম এবং তাঁহার দুইপার্শ্বে ব্রজেশ্বর নন্দ মহারাজ ও ব্রজেশ্বরী যশোদাদেবী বিরাজিত আছেন।

দেখ শ্রীনিবাস 'নন্দীশ্বর' নন্দালয়।
এথা গূঢ়রূপে রামকৃষ্ণ বিলসয়॥
* * *
এই দেখ নন্দের বসতি সীমাস্থান।
নন্দের ভবন—পূর্ব্বে অপূর্ব্ব উদ্যান॥
যাবট হইতে শ্রীরাধিকা সখী-সাথে।
নন্দের আলয়ে আইসেন এই পথে॥
অহে শ্রীনিবাস এ পাবন-সরোবরে।
স্নান করি' কৃষ্ণে যে দেখয়ে নন্দীশ্বরে॥
শ্রীনন্দ-শ্রীযশোদার করিলে দর্শন।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ তার হয় সেইক্ষণ॥
—ভক্তিরত্নাকর ৫।৯৩১, ৯৩৩-৯৩৬

'পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণং নন্দীশ্বরে গিরৌ।
দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥'
—মথুরা মাহাত্ম্য

'পাবন-সরোবরে স্নান করিয়া নন্দীশ্বর পর্ব্বতে কৃষ্ণ, নন্দ ও যশোদাকে দর্শন করিলে লোকসকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়।'

গোকুলমহাবনে শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধ, শকটাসুর নিধন, তৃণাবর্ত্ত অসুর বধ, যশোদামাতাকে নিজ মুখবিবরে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, জানুচংক্রমণ, ব্রহ্মাণ্ডঘাটে মৃদ্‌ভক্ষণচ্ছলে পুনরায় নিজ মুখবিবরে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, বালকগণের সহিত দধি মাখন চৌর্য্যরূপ বিভিন্নপ্রকার চাঞ্চল্য, দামবন্ধন, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন প্রভৃতি লীলা সম্পাদিত হইলে নন্দযশোদার শুদ্ধ বাৎসল্যহেতু শিশু কৃষ্ণের দ্বারা ঐসব কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না, এ সবই দানবকৃত এইরূপ বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধ উপনন্দের সহিত পরামর্শান্তে গোকুল পরিত্যাগ করতঃ যখন বৃন্দাবনে যাওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন (যাহা ভাগবতে বর্ণিত আছে), তৎকালে তাঁহারা নন্দগ্রামে বা নন্দীশ্বরে যাইয়া কিছুদিন অবস্থানলীলা করিয়াছিলেন।

নন্দীশ্বর পর্ব্বতের উপরিস্থিত বড় মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে 'নন্দীশ্বর-মহাদেব' বিরাজিত আছেন। পর্ব্বতের নৈর্ঋতকোণে পাণিহারি কুণ্ডের পূর্ব্বদিকে শ্রীকৃষ্ণের একটি চরণচিহ্ন আছে। তাহার পূর্ব্বদিকে গাভীর চরণচিহ্ন, তাহার ঈশানকোণে পর্ব্বতের উপরে ময়ূরকুটি। শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী পর্য্যন্ত এবং ফাল্গুন মাসে হোরিকা উপলক্ষে শুক্লা-দশমীতে নন্দগ্রামে মেলা হয়।

ভক্তগণ উপরে উঠিয়া প্রথমে নন্দীশ্বর মহাদেবকে পরে মূল মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ সংকীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দির পরিক্রমা এবং মূল মন্দিরের জগমোহনে শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

নন্দীশ্বর দর্শনান্তে ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ অবতরণ করেন এবং যশোদাকুণ্ড, হাউ, শ্রীনৃসিংহমন্দির, দধিমন্থন কূপ, চরণপাহাড়ীতে যশোদা ও কৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান ইণ্টারকলেজে ফিরিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হয়।

যশোদাকুণ্ড ঃ—নন্দীশ্বরের চতুর্দ্দিকে অনেক কুণ্ড বিরাজিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ এইসব কুণ্ডে বহুবিধ লীলাবিলাস করিয়াছেন। 'দেখ নন্দীশ্বর-চতুর্দ্দিকে কুণ্ডবন। কৃষ্ণবিলাসের স্থান ভুবন-পাবন॥'—ভক্তি-

রত্নাকর ৫।৯৪০। এই কুণ্ডসমূহের অন্যতম যশোদা-কুণ্ড। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এখানে সখাগণের সহিত ক্রীড়াবিলাস করিয়াছিলেন। যশোদাকুণ্ডের উপরে ব্রজবাসী পাণ্ডা তিনটি সিংহের মত শৈলমূর্ত্তি দেখাইলেন, বলিলেন উহাকে হা-উ বলে। যশোদাদেবী চঞ্চল বালক কৃষ্ণকে এই মূর্ত্তিগুলির নিকটে আনিয়া জুজুর ভয় দেখাইয়া শান্ত করিতেন। নন্দীশ্বরের চতুর্দ্দিকে যে কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে মুখ্য ছয়টী যথা—**'ধোয়ানিকুণ্ড'** (দধিপাত্রের ধৌত জলে তৈরী কুণ্ড), **'কৃষ্ণকুণ্ড'** (কুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী কদম্ববনে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিহারস্থান), **'ললিতাকুণ্ড'** (ললিতাদেবী এখানে কৌশলে রাধারাণীর সহিত কৃষ্ণের মিলন ঘটাইতেন), **'সূর্য্যকুণ্ড'** (কৃষ্ণদর্শন করিয়া সূর্য্য এখানে অধৈর্য্য হইয়াছিলেন), **'বিশাখাকুণ্ড'** (রাই-কানুর মিলনস্থল), **'পৌর্ণমাসীকুণ্ড'** (এখানে নির্জ্জনে পৌর্ণমাসী পর্ণকুটীরে অবস্থান করেন)।

শ্রীনৃসিংহমন্দির ঃ—মন্দিরটী প্রাচীন। নন্দ-মহারাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত। মন্দিরা-ভ্যন্তরে বরাহদেব, কৃষ্ণ, গৌরনিত্যানন্দের বিগ্রহগণ বিরাজিত আছেন।

দধিমন্থন কূপ ঃ—ব্রজবাসিগণ বলিলেন এই স্থানে দধি মন্থন হইত। মন্থনস্থানটী গভীর গর্ত্তের মত, এইজন্য দধিমন্থনের কূপ বলা হয়। জড়ীয় নাসিকায় কিছু অবাঞ্ছিত গন্ধ আসায় অনেকেই সেই স্থানে প্রবেশ করেন নাই। অবশ্য ভক্তিলাভেচ্ছু ভক্ত-গণ দধিমন্থন কূপ স্পর্শ করিয়া ও প্রণামী দিয়া আসেন। ব্রজের সবই শুদ্ধপ্রেমনেত্রে দর্শনীয় বিষয়।

তৎপরে ভক্তগণ অন্ধকারের মধ্যেও চরণ-পাহাড়ীতে গিয়া কৃষ্ণের, নন্দরাণীর চরণচিহ্নাদি স্পর্শ ও প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন।

নন্দগ্রামে নিবাসের দ্বিতীয় দিন ঃ—(১৭ অক্টো-বর ৩০ আশ্বিন বুধবার) আজ পরিক্রমাকারী ভক্তগণ প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় সংকীর্ত্তনসহ বাহির হইয়া পথে শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনস্থলী কদমখণ্ডী (টেরিকদম) দর্শন করিয়া যাবটে পৌঁছিয়া কিশোরীকুণ্ড, আয়ান ঘোষের বাড়ী, শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, জটিলা-কুটিলা ও আয়ান ঘোষের মূর্ত্তি, শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন গৃহের উপরের ছাদে রাধারাণীর চরণচিহ্ন দর্শন করেন। পরিক্রমাকারী যাত্রিগণকে ছাদ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত 'কোকিলাবন' প্রদর্শিত হয়।

শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনস্থলী কদমখণ্ডী (টেরি-কদম) ঃ—শ্রীমতী রাধারাণীর অনুগতা সখীগণের মধ্যে প্রধানা ললিতাসখীর অনুগতা মঞ্জরীগণের মধ্যে প্রধানা রূপমঞ্জরীর অভিন্নস্বরূপ শ্রীল রূপ গোস্বামী। গৌরলীলাতে ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে প্রধান রূপ গোস্বামী। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রূপ গোস্বামীর পাদপদ্মকেই সর্ব্বস্ব বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নিজেকে রূপানুগ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং রূপ গোস্বামীর পাদপদ্মের ধূলি হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। এইজন্য রূপ গোস্বামীর ভজন-স্থলীসমূহ সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রাণস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্যতম। নন্দগ্রামের নিকটে টেরিকদমে রূপ গোস্বামী তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভজন করিয়া-ছিলেন। স্থানটী অদ্যাপিও অতীব নির্জ্জন এবং ভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণের দর্শনে অতীব রমণীয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের গূঢ় প্রেমসেবায় প্রবিষ্ট হওয়ার ইহা উপযুক্ত স্থান। এই পরম পবিত্র স্থানে মাধুকরী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনকারী শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীল সনা-তন গোস্বামীকে ক্ষীরপ্রসাদ দিবার ইচ্ছা হইলে রাধারাণী স্বয়ং বালিকাবেশে রূপ গোস্বামীকে ক্ষীর রন্ধনের জন্য দুগ্ধ, চাল, চিনি দ্রব্যসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত দ্রব্যের দ্বারা রূপ গোস্বামীর পাচিত ক্ষীরপ্রসাদের অপূর্ব্ব আস্বাদন লাভ করিয়া সনাতন গোস্বামী চমৎকৃত ও প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া রূপ গোস্বামী একজন বালিকার নিকট ক্ষীর রন্ধনের দ্রব্যাদি পাইবার কথা প্রকাশ করিলে সনাতন গোস্বামী উক্ত বালিকা আর কেহ নহেন —তিনি যে স্বয়ং রাধারাণী ইহা বুঝিতে পারিলেন। তাহার জন্য রাধারাণীকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সনাতন গোস্বামী দুঃখিত হইলেন এবং পুনরায় রূপ গোস্বামীকে ক্ষীর রন্ধন করিতে নিষেধ করিলেন। রূপ গোস্বামীর ভজনস্থলীতে একটি কুণ্ড বিরাজিত আছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে কুণ্ডের নাম 'ময়ূরকুণ্ড' এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

যাবট ঃ—রাধারাণীর শ্বশুরালয়। 'এই পথে শ্রীরাধিকা পিতার ঘর হইতে। যাবট গ্রামেতে যান শ্বশুরালয়েতে ॥' —ভক্তিরত্নাকর ৫।৯২৯। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার রচিত গীতমালা গ্রন্থে হৃদয়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—

দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব ব্রজপুর শোভা
নিত্য চিদানন্দময় ॥
বৃষভানুপুরে জনম লইব
যাবটে বিবাহ হবে।
ব্রজগোপীভাব হইবে স্বভাব
আন ভাব না রহিবে ॥

শ্রীব্রজমণ্ডল অপ্রাকৃত চিন্ময়ভূমি। বিশুদ্ধ প্রেমময় ভূমিকায় ব্রজপুরশোভা অনুভূত হইয়া থাকে। উহা কামাতুর বদ্ধজীবগণের গ্রহণীয় বিষয় নহে। প্রেমের পরাকাষ্ঠা অবস্থা গোপীভাবে (উন্নত উজ্জ্বলরসে) কৃষ্ণসেবা লাভের প্রকরণস্বরূপ বৃষভানুপুরে জন্ম, যাবটে বিবাহ, সিদ্ধদেহ, সিদ্ধনাম লাভ ইত্যাদি। রাধারাণীর কৃপাতেই এইসব কৃষ্ণপ্রেমপ্রকরণ লভ্য হইয়া থাকে। বৃষভানু, চন্দ্রভানু, রত্নভানু, শুভানু ও শ্রীভানু পাঁচ সহোদর ভ্রাতা। রাধারাণীর পিতা বৃষভানু। চন্দ্রাবলীর পিতা চন্দ্রভানু। চন্দ্রাবলী রাধিকার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। যাবটে রাধারাণীর পতিরূপে উল্লিখিত আয়ান ঘোষ (অভিমন্যু)। চন্দ্রাবলীর পতিরূপে উল্লিখিত গোবর্দ্ধন মল্ল (গোবর্দ্ধন গোপ)। 'আশ্রয়জাতীয় প্রতিকূলা চন্দ্রাবলী, শৈব্যা প্রভৃতি এবং বিষয়জাতীয় প্রতিকূল অভিমন্যু, গোবর্দ্ধন গোপ প্রভৃতি অপ্রকটলীলার অবাস্তব বস্তু—ভাবমাত্ররূপে বর্ত্তমান। ইঁহারা উভয়শ্রেণীই শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-বিলাসের ব্যতিরেকভাবে পুষ্টিকারক। বিষয়জাতীয় প্রতিকূলের গণ কৃষ্ণের ব্যতিরেকভাবে আনন্দবর্দ্ধক; আর আশ্রয়জাতীয় প্রতিকূলের গণ শ্রীমতী রাধারাণী ও তাঁহার গণের ব্যতিরেকভাবে আনন্দবর্দ্ধক। সুতরাং শ্রীরাধারাণীর গণ—শ্রীরাধা ও তদভিন্ন রাধা-কুণ্ডের সেবা ব্যতীত স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ বা ব্রজকেও চাহেন না। রাধাকুণ্ড-তীরবাসী রূপানুগ-গণের আনুগত্য করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। সখীস্থলী বা চন্দ্রার স্থান শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণ দর্শন করিতে পারেন না। সখীস্থলী হইতে আহৃত পলাশপত্রে শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুকে মাঠা আনিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাহা দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।'—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। যাবটের প্রচলিত নাম যাওগ্রাম। অভিমন্যু জটিলা কুটীলা মুখরা* ইত্যাদির স্থিতি ব্যতিরেকভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা পুষ্টির জন্য।

'অহে শ্রীনিবাস আর এই রম্যস্থান।
এই দেখ যাওগ্রাম 'যাবট' আখ্যান ॥
যাবট-গ্রামেতে বিলাসের স্থান যত।
সে অতি আশ্চর্য্য তাহা কে কহিবে কত ॥
দেখ অভিমন্যুর আলয় এইখানে।
এথা বিলসয়ে রাই সখীগণ-সনে ॥
অভিমন্যু শ্রীযোগমায়ার প্রভাবেতে।
রাধিকা কা কথা ছায়া না পায় স্পর্শিতে ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ৫।১০৬৯-১০৭২

কিশোরীকুণ্ড ঃ—শ্রীরাধারাণীর অতিপ্রিয় কুণ্ড।

কোকিলাবন ঃ—

'কৃষ্ণ মহাকৌতুকী পরমানন্দময়।
কোকিল সৌভাগ্যহেতু সে শব্দে মিলয় ॥
যাবটের পশ্চিম এ বন মনোহর।
লক্ষ লক্ষ কোকিল কুহরে নিরন্তর ॥
একদিন কৃষ্ণ এই বনেতে আসিয়া।
কোকিল-সদৃশ শব্দ করে হর্ষ হৈয়া ॥
সকল কোকিল হৈতে শব্দ সুমধুর।
যে শুনে বারেক তা'র ধৈর্য্য যায় দূর ॥
জটিলা কহয়ে বিশাখারে প্রিয়বাণী।
কোকিলের শব্দ ঐছে কভু নাহি শুনি ॥
বিশাখা কহয়ে—এই মো সভার মনে।
যদি কহ এ কোকিলে দেখি গিয়া বনে ॥
বৃদ্ধা কহে,—'যাও'; শুনি' উল্লাস অশেষ।
রাই—সখীসহ বনে করিলা প্রবেশ।
হৈল মহাকৌতুক সুখের সীমা নাই।
সকলেই আসিয়া মিলিলা এক ঠাঁই ॥
কোকিলের শব্দে কৃষ্ণ মিলে রাধিকারে।
এহেতু 'কোকিলাবন' কহয়ে ইহারে ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ৫।১১৫০-১১৬৮

(ক্রমশঃ)

* জটিলা—রাধারাণীর শাশুড়ী। কুটিলা—রাধারাণীর ননদ ও আয়ান ঘোষের ভগিনী। মুখরা—শ্রীরাধার মাতামহী।

হোশিয়ারপুরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও প্রচারকবৃন্দ

পাঞ্জাবে হোশিয়ারপুর সহরনিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত ও স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীমদনগোপাল আগরওয়ালার বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—নয় মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডীযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে বিগত ৩১ বৈশাখ, ১৫ মে শুক্রবার কলিকাতা-হাওড়া হইতে দিল্লী স্পেশালে যাত্রা করতঃ ১৬ মে রাত্রি ১০টায় দিল্লী জংসন ষ্টেশনে পেঁৌছিয়া নিউদিল্লীবাসী ভক্তগণের ব্যবস্থায় এক রাত্রি নিউদিল্লীতে থাকিয়া পরদিন নিউদিল্লী হইতে প্রাতঃকালীন দ্রুতগামী ট্রেন 'সানি পাঞ্জাব'-যোগে অপরাহ্ণ ১টার পরে জলন্ধর রেলষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে হোশিয়ারপুরবাসী শ্রীমদনগোপালজী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ এবং জলন্ধরের ভক্তবৃন্দ পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। জলন্ধর সহর হইতে হোশিয়ারপুর সহর মোটরকার-যোগে এক-দেড় ঘণ্টার পথ। শ্রীমদনগোপালজী জলন্ধর রেলষ্টেশন হইতে সাধুগণকে হোশিয়ারপুরে লইয়া যাইবেন এইরূপ ব্যবস্থা করিলেও জলন্ধরবাসী ভক্তগণ সংখ্যায় অধিক হওয়ায় তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে জলন্ধর সহরের কেন্দ্রস্থল প্রতাপবাগস্থ নবনির্ম্মিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রাধামাধব মন্দিরে' সাধুগণ আসিয়া উপনীত হন। তথায় বৈষ্ণবগণের প্রসাদ সেবার বিশেষ আয়োজন থাকায় মধ্যাহ্নে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামভজন পাণ্ডে, শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা, শ্রীহিন্দপালজী প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ জলন্ধরে প্রস্তাবিত নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা, চক্রধ্বজা ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবনান্তে জলন্ধর হইতে তিনটী মোটরকারযোগে যাত্রা করতঃ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় হোশিয়ারপুরে কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে (হরিবাবার আশ্রমে) সকলে শুভাগমন করিলে পূর্ব্ব হইতে অপেক্ষারত কএকশত ভক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সেইদিন অপরাহ্ণ হইতে হোশিয়ারপুরে সভা বিজ্ঞাপিত ছিল। সভার সময় অতিক্রান্ত হইলেও ভক্তগণের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সভামণ্ডপে যাইয়া আসন গ্রহণ করেন। শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমের পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে স্বাগত-সম্বর্দ্ধনা জানাইলে শ্রীল আচার্য্যদেবও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমুখে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। পাঞ্জাবের অশান্ত পরিবেশহেতু তিনবৎসর বাদে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের সাধুগণসহ হোশিয়ারপুরে শুভ-পদার্পণ করায় ভক্তগণের মধ্যে প্রবল উল্লাস ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। প্রচারানুকূল্যের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী। শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে শ্রীমঠের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং গোকুল মহাবন মঠের শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী হোশিয়ারপুরে আসিয়া প্রচারপার্টীর সহিত যোগ দেন। চণ্ডীগঢ় মঠ হইতে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ শ্রীমদনগোপাল আগরওয়ালার প্রেরিত মোটরকারে ২১শে মে সন্ধ্যার পরে হোশিয়ারপুরে আসিয়া পেঁৌছেন।

হোশিয়ারপুরে অবস্থিতি ঃ—২ জ্যৈষ্ঠ, ১৭ মে রবিবার হইতে ৮ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ মে শনিবার পর্য্যন্ত। হোশিয়ারপুরে অসহনীয় গরম অনুভূত হয় নাই। জলবায়ু ভাল। স্থানীয় শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকা হইতে ৬-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত, রেলওয়ে মণ্ডীস্থ শ্রীগীতামন্দিরে প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায়, গোশালাবাজারস্থিত শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে ১৮ ও ১৯ মে প্রত্যহ প্রাতে এবং কমালপুরস্থ শ্রীগোপাল মন্দিরে ২০ ও ২১ মে প্রত্যহ প্রাতে ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রাতঃকালীন ও অপরাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভায় এবং রেলওয়ে মণ্ডীস্থ গীতাভবনে পাঁচদিন রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় বিপুল নরনারীর সমাবেশে অভিভাষণ প্রদান

করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন। ভাষণের আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারীর সুললিত ভজন কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের সুখবিধান করে। ২২ মে শুক্রবার শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বাদ্যভাণ্ডাদিসহ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। ত্রিদণ্ডী যতিবৃন্দের নৃত্য কীর্ত্তন দর্শন করিয়া স্থানীয় নরনারীগণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠেন। নগরসংকীর্ত্তনের দ্বারা এবং মন্দিরে মন্দিরে পরিক্রমা ও নৃত্যকীর্ত্তনের দ্বারা সহরে বিপুল প্রচার হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীসুশীল পরাশর, স্বধামগত শ্রীঅমরচাঁদ সৈনির পুত্র শ্রীসতীশ সৈনি, মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল, রামনগরস্থ শ্রীযুক্তা স্নেহপ্রভা ও কৃষ্ণনগরস্থ সর্দ্দার শ্রীসামসেরসিংজীর গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ২১ মে শ্রীমদনগোপাল আগরওয়ালার গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হয়।

শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল এবং তাঁহার পুত্র ও পরিজনবর্গের, সস্ত্রীক শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মা, শ্রীবালকৃষ্ণ বশিষ্ঠ প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্কপট প্রচেষ্টায় হোশিয়ারপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

হোশিয়ারপুরস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীহরিবাবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজকে আন্তরিকতার সহিত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। শ্রীহরিবাবারই বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা সর্ব্বপ্রথম হোশিয়ারপুরে তাঁহার আশ্রমে শুভপদার্পণ করেন। তদবধি তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইতেছে।

জলন্ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরাধামাধব-মন্দির প্রতিষ্ঠা মহোৎসব পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শক্তিশালী আচার্য্যরূপে আনুমানিক ইং ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবদেশীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য পাঞ্জাবে শুভ পদার্পণ করিলে তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্বপ্রভাবে পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচারিত হয়। কতিপয় বৎসরের মধ্যেই বহু পাঞ্জাবদেশীয় নরনারী শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় গ্রহণ করতঃ শুদ্ধভক্তি-সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীগৌর-বিহিত ভজনে ব্রতী হন। শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত প্রথমদিগের পাঞ্জাবদেশীয় ভক্তগণের অগ্রগণ্য ছিলেন জলন্ধরনিবাসী শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল)। পরবর্ত্তিকালে অধ্যাপক শ্রীখেরাইতিরাম গুলাটি এম্-এস্-সি (অমৃতসর), শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া, এম্-এ (পূর্ব্বে অমৃতসরনিবাসী বর্ত্তমানে জম্মুনিবাসী), শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর (লুধিয়ানা) ও শ্রীরামভজন পাণ্ডে (জলন্ধর), শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা (জলন্ধর) প্রভৃতি বহু যোগ্য সেবক পাঞ্জাবে চৈতন্যবাণী প্রচারে উদ্যোগী হন। শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী পাঞ্জাবদেশীয় ভক্তগণের জন্য পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে থাকিলে শ্রীগুরুদেব পাঞ্জাবে একটি কেন্দ্র স্থাপন

করিবেন এই স্বীকৃতি প্রদান করেন। জলন্ধর সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা স্থাপনের জন্য Improvement Trust হইতে এক একর জমি দিতে চাহিলেও চণ্ডীগড় সহরের তদানীন্তন চিফ কমিশনার শ্রীবি-পি বাক্‌চি মহোদয়ের পরামর্শক্রমে শ্রীল গুরুদেব জলন্ধরের পরিবর্ত্তে চণ্ডীগড়ে মঠ স্থাপনের জন্য জমি গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ চণ্ডীগড়ে বিশাল মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু সুদর্শন দাসাধিকারীর হৃদ্‌গত প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য জলন্ধরে শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির সংস্থাপিত হয়। শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে, শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী স্বধামপ্রাপ্ত হইলেও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দির' জলন্ধরে প্রকটিত হইয়া তাঁহার ইচ্ছা ফলবতী করিলেন। শ্রীরামভজন পাণ্ডে, শ্রীহিন্দপাল আগরওয়াল, শ্রীপ্রেমশর্ম্মা গুপ্তা, শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা, শ্রীরাজকুমার জিন্দেল প্রভৃতি জলন্ধরের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্প্রদায়ান্তর্গত বৈষ্ণবগণ সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করতঃ জলন্ধর-প্রতাপবাগে জমি সংগ্রহ, নীচু জমি বালির দ্বারা ভরাট করতঃ তথায় সুরম্য শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির, সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রচারকেন্দ্রের প্রাকট্য সাধন করেন।

পাঞ্জাবে প্রতিকূল ও অশান্ত পরিস্থিতির দরুণ গত বৎসর জলন্ধরে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসবের আয়োজন করিয়াও স্থগিত রাখা হয়। এইবার শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় বিগত ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ২৮ মে বৃহস্পতিবার শুক্লাপ্রতিপদ তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমন্দির ও শ্রীমন্দিরের চক্র ও ধ্বজা প্রতিষ্ঠা এবং ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ২৯ মে শুক্রবার শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা-উৎসব পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ৭ জ্যৈষ্ঠ, ২২ মে শুক্রবার দিল্লী স্পেশালে কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ ২৩ মে রাত্রিতে নিউদিল্লীতে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রাতে 'সানি পাঞ্জাব'-যোগে বেলা ১ ঘটিকার পরে জলন্ধরসহর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। প্রতাপবাগস্থ 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দিরে' এবং মন্দিরের নিকটবর্ত্তী লালদ্বারামন্দিরে সাধু ও ভক্তগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব হোশিয়ারপুরে প্রচারান্তে লুধিয়ানা হইতে শ্রীমনোহরলাল আগরওয়ালার প্রেরিত মোটরকারে ও জীপে নয়মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ২৪ মে প্রাতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৩০ ঘটিকায় লুধিয়ানা শক্তিনগরস্থ শ্রীমনোহরলালজীর নূতন গৃহে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ধর্ম্মসম্মেলন, হরিকীর্ত্তন ও মহোৎসবানুষ্ঠানে আসিয়া যোগ দেন। অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব লুধিয়ানার বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হইয়া একটী নবনির্ম্মীয়মান বিশাল শ্রীমন্দিরে এবং শ্রীবীরচন্দ্র আগরওয়ালা ও শ্রীরাকেশ কাপুরের গৃহেও সদলবলে যাইয়া হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। সেইদিন সন্ধ্যার পরে সকলে মনোহরলাললাবুর গৃহ হইতে কারযোগে রওনা হইয়া রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকায় প্রতাপবাগস্থ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রাধামাধব মন্দিরে' আসিয়া উপনীত হন। শ্রীমদনগোপালজীর মোটরকারে পাঁচমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী হোশিয়ারপুর হইতে প্রাতে রওনা হইয়া বরাবর জলন্ধর মন্দিরে পূর্ব্বাহ্ণে আসিয়া পৌঁছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বিশেষ সেবাকার্য্যের জন্য লুধিয়ানায় চারিদিন অবস্থান করিয়া জলন্ধরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শুভাগমন করেন। বৃন্দাবন হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, গোকুল মহাবন মঠের শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শিল্পী শ্রীতারক রায়, পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে, জম্মু, দেরাদুন, চণ্ডীগড় হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দেন।

শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে অভিজ্ঞ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ প্রতিষ্ঠা উৎসবের উপকরণ যথারীতি সংগ্রহ ও স্থাপন করিলে

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে তদানুগত্যে শ্রীল আচার্য্যদেব মন্দির প্রতিষ্ঠার অধিবাসকৃত্য ; চক্রধ্বজা প্রতিষ্ঠা ও শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় সেবাকার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করেন। পাঞ্জাবদেশীয় ভক্তগণ এইরূপ বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী চক্র-ধ্বজা প্রতিষ্ঠা ও তাহার অভিষেক এবং শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং অষ্টোত্তরশত ঘটে মহাভিষেকাদি কখনও পূর্ব্বে দেখেন নাই। শাস্ত্রবিধানানুযায়ী অতীব শুদ্ধ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের গাম্ভীর্য্য ও বৈশিষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। প্রতিষ্ঠাকালে ভক্তগণ অতীব উল্লাসভরে সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবহোম কার্য্য সম্পাদিত হয়। ২৯ জুন শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা দিবসে মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

২৬, ২৭ জুন প্রত্যহ প্রাতে এবং ২৬ জুন হইতে ৩০ জুন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্নে ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ পঞ্চদিবসব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে প্রতিষ্ঠা-উৎসব যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় তজ্জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা সভার প্রারম্ভে প্রাত্যহিক কার্য্যসূচী সম্বন্ধে বলেন ও ধর্ম্মসভায় যোগদানের জন্য সকলকে আহ্বান জানান। সভার অন্তিম দিবসে শ্রীরামভজন পাণ্ডে বৈষ্ণবগণের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি এবং সাহায্যকারী ভক্তগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

৩০ মে শনিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডাদি সহযোগে শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করতঃ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথে শ্রীবিগ্রহগণসহ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা জলন্ধর সহরে প্রথম সম্পন্ন হওয়ায় স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীরামভজন পাণ্ডে, শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা, শ্রীকেবলকৃষ্ণ শ্রীবিপিন কুমার, শ্রীহিন্দ্‌পাল আগরওয়াল, শ্রীপ্রেমশর্ম্মা গুপ্তা, স্বধামগত শ্রীধনবন্ত আগরওয়ালের পরিজনবর্গ, শ্রীজহর. শ্রীনরেন্দ্র কুমার গুপ্তা, শ্রীরাজকুমার জিন্দেল প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের বিশেষ সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ভক্তপ্রবর শ্রীহিন্দ্‌পাল আগরওয়ালাজীর আহ্বানে পূজ্যপাদ শ্রীমদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য, ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ, ব্রহ্মচারিগণ এবং বহিরাগত গৃহস্থ জক্ত অতিথিগণ সকলেই ৩১ মে পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার আদর্শনগরস্থ বাসভবনে শুভপদার্পণ করেন। তথায় বিশেষ ভক্তসমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব 'শান্তি লাভের উপায়' সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। পরে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সম্যকপ্রকারে কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই পরাশান্তি লাভ হয় ভাগবত-শাস্ত্রাবলম্বনে সংক্ষেপে নারদ গোস্বামীর ইতিবৃত্ত বর্ণনমুখে বুঝাইয়া বলেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সুললিত ভজন কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। তথায় মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহুশত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া তৃপ্ত হন। শ্রীহিন্দপালজী, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পরিজনবর্গের বৈষ্ণব-সেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। হিন্দপালজীর সহধর্ম্মিণী বিদুষী ও ভক্তিপরায়ণা।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব পূজনীয় বৈষ্ণবগণসহ শ্রীপ্রেমশর্ম্মা গুপ্তা, স্বধামগত শ্রীধনবন্ত আগরওয়াল, শ্রীরাজকুমার শর্ম্মা, শ্রীস্বরাজকৃষ্ণ মহিন্দ্রুর আলয়ে আমন্ত্রিত হইয়া শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র পাঞ্জাবে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ায় ২৮ মে জলন্ধর হইতে হিমগিরি এক্সপ্রেসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব পার্ষদসহ 'সানিপাঞ্জাব'-যোগে ২ জুন জলন্ধর হইতে নিউদিল্লী পৌঁছিয়া তথা হইতে পরদিবস A. P. Expres-যোগে যাত্রা করতঃ ৪ঠা জুন সন্ধ্যায় হায়দরাবাদ মঠে আসিয়া পৌঁছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক–সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৫) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

মুদ্রণালয় :
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৯৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৯৪
২১ শ্রীধর, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, শনিবার, ১ আগষ্ট ১৯৮৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮২ পৃষ্ঠার পর]

'বৈরাগ্য' শব্দের অর্থ বর্ত্তমান জগতে বিপরীত-ভাবে চলিতেছে। 'বিরাগ' অর্থে অনেকেই apathetic mood মনে করি। 'বৈরাগ্য' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার জন্য তিনি ক্ষুদ্র প্রচারকের বেশে আসেন নাই। মানবজাতি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের যে attachment (আসক্তি), তাহা হইতেই repulsion এর (বিতৃষ্ণার) উদয়। মনুষ্যজাতি বৈরাগ্যের যে আকারটী করিয়াছেন, তাহা ঐ শ্লোকোক্ত বৈরাগ্য নহে। বর্ত্তমানে আমার পাতান ও বহুযত্নের সংসারটী কি ছাড়িতে হইবে? আমার পূজ্য পিতামাতা—যাঁহাদের উপকার ফেরৎ দিতে পারি নাই, ইহা ছাড়িয়া দিতে হইবে, এই রকম ধরণের কথা, 'বৈরাগ্য' শব্দের অর্থে সাংসারিক লোকের মনে আসিতে পারে। বাহ্যতঃ যাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রকৃত ত্যাগী নহেন। সংসারে আসক্তি ও তাহা হইতে বৈরাগ্য করা—এই উভয়েরই প্রয়োজন নাই। একটী 'বিলাস' ও অপরটী 'বিলাস-রহিতাবস্থা'। বৌদ্ধবিচারে আহার করিবার পরে গুহার ভিতর প্রবেশ করিয়া গহ্বরমুখে প্রস্তর স্থাপন করিতে হয়। পরে অনাহারে ক্ষীণকায় হইলে প্রস্তর উত্তোলনে অসমর্থ হইয়া বাহির হইতে না পারিলে কার্য্যের শেষ হইল। ইহা বৈরাগ্য নহে, Suicide (আত্মহত্যা)। 'বৈরাগ্য' বা 'ত্যাগ' কথাটী ভোগিসমাজের নিকট বড়ই আশ্চর্য্যজনক। মহাপ্রভু বলেন,—যে যে অবস্থায় আছে, সেখানে থাকিয়া যদি তাহার উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ হয়, তবে হিমালয়ে থাকিয়া রেচক, পূরক কুম্ভক প্রভৃতির আবশ্যকতা কি! এই বিষয় বিচার আবশ্যক, কলহ হইতে বিরত হওয়া ভাল। গৃহে বা বনে থাক, ভগবানের অনুশীলন কর। তাঁহার কথা আলোচনায় ইতর বিষয়ে আসক্তি ছুটিয়া যাইবে।

'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥"

'আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।'
'শ্রীহরি-সেবায়, যাহা অনুকূল,
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।'

অত্যন্ত আসক্ত হইয়া ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। যেখানে থাক 'ঐটী' (বাহ্যবস্তু) না হইলে চলে না,—এইরূপ ভাব কোনমতেই আদরণীয় নহে। যে যে কাজ নিয়ে থাক, থাক। আজ সংসারী, কাল ত্যাগী, আবার পরমুহূর্ত্তে বিলাসের ফল্গুনদী হৃদয়ে প্রবাহিত হইলে পুনরায় বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া ভোগী হওয়া কোন কাজের নহে। 'বৈরাগ্য" অর্থে ভগবদিতর বস্তুতে আসক্ত না হইয়া ভগবদনুশীলনে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু সাবধান! ভগবদনুশীলনের ছলনায় প্রাকৃত-সহজিয়া গৃহব্রত বা ফল্গু বৈরাগী হইও না। নিজকে নিজে বঞ্চনা করিও না। কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিলে নিজেই ঠকিবে।

'বিদ্যা'—ভগবদ্‌বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে বা প্রকৃতিতে লীন হওয়ার জ্ঞান প্রকৃত 'বিদ্যা' নহে। বিদ্যা-শিক্ষা, বৈরাগ্য-শিক্ষা ও নিজ ভক্তি-যোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য চৈতন্যাবতার। কতকগুলি লোক কর্ম্মকে, অপরে জ্ঞানকে 'ভক্তি' বলিয়াছেন, কিন্তু কথা তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারীই প্রকৃত বৈরাগ্য-বিদ্যা ও ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন।

নিজ ভক্তিযোগ—নিজ প্রয়োজনীয় ভক্তি—নিজ আত্মার ভক্তিযোগ। তিনি কৃপাম্বুধি—দয়ার সাগর। এত দয়া কেহ দিতে পারে না। ভগবানের কোন অবতারে এত দয়ার পরিমাণ নাই। এ দয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা দেওয়ার জন্য। অনন্তকালের জন্য পূর্ণ দয়া—ভগবানের নিজকে নিজে দিয়ে দেওয়া—এরূপ কেহই দেন নাই।

আমার চিত্ত বিষয়-কার্য্যে ব্যস্ত। কোন সময়ে বিচারে বা অবিচারে ব্যস্ত। সেই চিত্তবৃত্তি কৃত্রিম-ভাবে সঙ্কোচের প্রয়াস-দ্বারা মঙ্গল-লাভের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছি। অতএব চৈতন্যদেবের কৃপা-ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই।

ভৃঙ্গ যেমন চঞ্চলতাক্রমে মধুলাভের জন্য পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, সেরূপ নহে; কিন্তু আমার চিত্ত যেন—মৌমাছির ন্যায় মধুপানে প্রমত্ত হইয়া চৈতন্য-চরণ-পুষ্প-মধুপানে মত্ত হয়। চৈতন্য-দেব সর্ব্বজীবকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তিনি যে 'প্রেম' দান করিয়াছেন, তাহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে 'কর্ম্মী', 'যোগী' ও 'জ্ঞানী' অসমর্থ; কিন্তু যে কেহ তাহা লাভ করিতে সমর্থ। আবার বলি,—'বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ' ইত্যাদি।

আর একটি শ্লোক বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

আমি আপনাদের তুলনায় নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আপনাদের নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে। আপনারা সাধু, আমি অসাধু। আমাকে দয়া করিবার জন্য আজ আপনারা এখানে উপস্থিত। আপনাদের নিকট একটী আব্‌দার এই যে, আপনা-দের যত রকমের বিচার আছে, সব ছাড়িয়া চৈতন্য-দেবের কথা শ্রবণ করিবার জন্য সময় দিন। সাধারণ মনুষ্য হইতে যাঁহার বিশেষত্ব, তাঁহার কথা শ্রবণে একটু সময় দিলে মানব-রাজ্যে প্রকৃত শান্তির পথ ভগবদুপাসনা উপস্থিত হইবে। ভগবান্‌কে পুত্রভাবে পালন করিতে প্রবৃত্তি হইবে। পুরুষের সহিত স্ত্রী-লোকের বিবাহাদি দ্বারা মানব-জীবনের পূর্ণতা বা শান্তি লাভ করিবার যে বিচার উপস্থিত হয়, সেই স্থানে ভগবান্ উপস্থিত হইলে অনিত্য-জ্ঞানে মাতার পুত্রের প্রতি পুত্র-জ্ঞান প্রভৃতি দূরে যাইবে। আমাদের সমস্ত ভাব যদি ভগবৎপাদপদ্মে নিযুক্ত করিতে পারি, তবেই তাহার সার্থকতা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ রস ভগবানে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। সেই ভাবগুলি ভগবানে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত করায় ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি না। তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে না পারিয়া—বালকের ন্যায় নিজের মঙ্গল নিজে না বুঝিয়া পরমার্থ-বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিতে চাই না।

আমাদের কপালের দোষ। 'মেপে নেওয়া যায়'—এরূপ বস্তুকে আমরা 'বস্তু' বলি। সেই অজ্ঞান, ক্ষণভঙ্গুর বস্তুজ্ঞান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য যদি ব্যস্ত হই, তবে দেখি যে, নিত্য বস্তুর সন্ধান করি না কেন! তখন এই "ফিরিওয়ালার" কথা আমাদের মন্দ লাগে না। সে যখন পায় ধরিয়া আমাদের সম্মান করিতেছে, তখন তাহার কথা একটু শুনি না কেন?

দন্তে নিধায় তৃণকং—

ভগবদ্‌বস্তু পূর্ণজ্ঞানময়, আনন্দময়; তাঁহাকে জানিবার জন্য কত স্থানে না ছুটিতেছি, কিন্তু ঘরের কাছে গোলোকপতি মানুষের আকারে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তির নিকটও যেকথা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা না শুনিয়া অন্য চেষ্টা করিলে বুদ্ধিমান আমাদিগকে প্রশংসা করিবেন না বা আমরাও আমাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিব না।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮৫ পৃষ্ঠার পর]

তস্য কর্ম্মাণ্যপারাণি কীর্ত্তিতান্যসুরদ্বিষঃ।
পূতনাসুপয়ঃপানং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ ॥২৮॥
তৃণাবর্ত্তস্য নিষ্পেষস্তথৈব বকবৎসয়োঃ।
অঘাসুরবধো ধাত্রা বৎসপালাবগূহনম্ ॥ ২৯ ॥
ধেনুকস্য সহভ্রাতুঃ প্রলম্বস্য চ সংক্ষয়ঃ।
গোপানাঞ্চ পরিত্রাণং দাবাগ্নেঃ পরিসর্পতঃ ॥৩০॥
দমনং কালিয়স্যাহের্মহাহের্নন্দমোক্ষণম্।
ব্রতচর্য্যা তু কন্যানাং যত্র তুষ্টোঽচ্যুতো ব্রতৈঃ ॥৩১
প্রসাদো যজ্ঞপত্নীভ্যো বিপ্রাণাঞ্চানুতাপনম্।
গোবর্দ্ধনোদ্ধারণঞ্চ শক্রস্য সুরভেরথ ॥ ৩২ ॥
যজ্ঞাভিষেকঃ কৃষ্ণস্য স্ত্রীভিঃ ক্রীড়া চ রাত্রিষু।
শঙ্খচূড়স্য দুর্বুদ্ধের্বধোঽরিষ্টস্য কেশিনঃ ॥ ৩৩ ॥
অক্রূরাগমনং পশ্চাৎ প্রস্থানং রামকৃষ্ণয়োঃ।
ব্রজস্ত্রীণাং বিলাপশ্চ মথুরালোকনং ততঃ ॥ ৩৪ ॥
গজমুষ্টিকচাণূরকংসাদীনাং তথা বধঃ।
মৃতস্যানয়নং সূনোঃ পুনঃ সান্দীপনের্গুরোঃ ॥৩৫॥
মথুরায়াং নিবসতো যদুচক্রস্য যৎপ্রিয়ম্।
তুতমুদ্ধবরামাভ্যাং যুতেন হরিণা দ্বিজাঃ ॥ ৩৬ ॥
জরাসন্ধসমানীত সৈন্যস্য বহুশো বধঃ।
ঘাতনং যবনেন্দ্রস্য কুশস্থল্যাং নিবেশনম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

অসুররিপু শ্রীকৃষ্ণের অপার কর্ম্মসমূহ, পূতনার স্তন্যপান, শিশু হইয়া শকটোচ্চাটন; তৃণাবর্ত্ত, বক ও বৎস প্রভৃতি অসুরদিগকে নিষ্পেষণ, অঘাসুরবধ, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বৎসপাল চৌরণ, ধেনুক ও প্রলম্বের বধ, দাবাগ্নি হইতে গোপদিগের পরিত্রাণ, কালীয়সর্পদমন, মহাসর্প হইতে নন্দকে উদ্ধার, কন্যাদিগের ব্রতাচরণ, সেই ব্রতে কৃষ্ণের পরিতোষ, যজ্ঞপত্নীদিগের প্রতি প্রসন্নতা, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের অনুতাপ, (শ্রীকৃষ্ণের) গোবর্দ্ধনোদ্ধার, ইন্দ্রসুরভির দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক, রাত্রে গোপীদিগের সহিত (শ্রীকৃষ্ণের) ক্রীড়া; (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) দুর্ব্বুদ্ধি শঙ্খচূড়, অরিষ্ট ও কেশী-বধ, অক্রূরাগমন, রামকৃষ্ণের মথুরা প্রস্থান, ব্রজ-স্ত্রীগণের বিলাপ, মথুরাদর্শন, (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) গজ, মুষ্টিক, চাণুর ও কংসাদির বধ, সান্দীপনি গুরুর মৃত পুত্র আনয়ন, যদুগণের সহিত মথুরাবাস, উদ্ধব ও বলদেবের দ্বারা যত্নসহকারে যদুদিগের প্রিয়কার্য্য সাধন, জরাসন্ধ-আনীত সৈন্যসমূহ বধ, যবনেন্দ্রের ঘাতন, দ্বারকায় বাস-সংস্থান, সুরালয় (স্বর্গ) হইতে সুধর্ম্মা সভা ও পারিজাত আনয়ন, দ্বেষী রাজাদিগকে যুদ্ধে দমন করিয়া রুক্মিণীহরণ—এই সমস্ত এই

আদানং পারিজাতস্য সুধর্ম্মায়াঃ সুরালয়াৎ ।
রুক্মিণ্যা হরণং যুদ্ধে প্রমথ্য দ্বিষতো হরেঃ ॥৩৮॥
হরস্য জৃম্ভণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃন্তনম্ ।
প্রাগ্‌যোতিষপতিং হত্বা কন্যানাং হরণঞ্চ যৎ ॥৩৯॥
চৈদ্যপৌণ্ড্রক-শাল্বানাং দন্তবক্রস্য দুর্ম্মতেঃ ।
শম্বরো দ্বিবিদঃ পীঠো মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ ॥ ৪০ ॥
মাহাত্ম্যঞ্চ বধস্তেষাং বারাণস্যাশ্চ দাহনম্ ।
ভারাবতারণং ভূমের্নিমিত্তীকৃত্য পাণ্ডবান্ ॥ ৪১ ॥
বিপ্রশাপাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলস্য চ ।
উদ্ধবস্য চ সম্বাদো বাসুদেবস্য চাদ্ভূতঃ ॥ ৪২ ॥
যত্রাত্মবিদ্যা হ্যখিলা প্রোক্তা ধর্ম্মবিনির্ণয়ঃ ।
ততো মর্ত্ত্যপরিত্যাগ আত্মযোগানুভাবতঃ ॥ ৪৩ ॥
যুগলক্ষণ-বৃত্তিশ্চ কলৌ নৃণামুপপ্লবঃ ।
চতুর্ব্বিধশ্চ প্রলয় উৎপত্তিস্ত্রিবিধা তথা ॥ ৪৪ ॥
দেহত্যাগশ্চ রাজর্ষের্বিষ্ণুদত্তস্য ধীমতঃ ।
শাখাঃ প্রণয়নমৃষের্মার্কণ্ডেয়স্য সৎকথা ।
মহাপুরুষবিন্যাসঃ সূর্য্যস্য জগদাত্মনঃ ॥ ৪৫ ॥
পতিতঃ স্খলিতোবার্ত্তঃ ক্ষুত্ত্বা বা বিবশো গৃণন্ ।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ ॥ ৪৬ ॥

গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৮-৩৮ ॥

শিবের জৃম্ভন, বাণরাজার হস্তকর্ত্তন, প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি নরককে বিনাশ করিয়া কন্যাগণের আনয়ন ; শিশুপাল, পৌণ্ড্র, শাল্ব, দুর্ম্মতি দন্তবক্র, শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর ও পঞ্চজন প্রভৃতির দৌরাত্ম্য ও বধ, বারাণসীর দাহন, পাণ্ডবদিগকে নিমিত্ত করিয়া ভূমির ভারাপনোদন, বিপ্রশাপ-ছলে স্বীয় কুলের সংহার, বাসুদেবের সহিত উদ্ধবের অদ্ভুত সম্বাদ, ঐ সম্বাদে অখিলাত্মবিদ্যা ও ধর্ম্ম-বিনির্ণয় উপদিষ্ট হইয়াছে। তদনন্তর আত্মযোগানুভাবে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ, যুগলক্ষণ-বৃত্তি, কলিতে মনুষ্যের উপপ্লব, চতুর্ব্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি, ধীমান্ পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, বেদশাখা-প্রণয়ন, মার্কণ্ডেয় ঋষির সৎকথা, সূর্য্যের মহাপুরুষ-বিন্যাস—এই সকল কথা ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৩৯-৪৫ ॥

পতিত, স্খলিত. আর্ত্ত, ক্ষুদিত বা বিবশ হইয়া 'হরয়ে নমঃ' এই কথাটি উচ্চরূপে বলিতে পারিলে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৬ ॥

শ্রীসূতঃ [১২।১২।৫০-৫২]
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্ ।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥ ৪৭ ॥

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ ।
তদ্ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং
যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ ॥ ৪৮ ॥

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি ।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি
যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ৪৯ ॥

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥ ৫০ ॥
[১২।১২।৫৫]

(উত্তমঃশ্লোক) কৃষ্ণের যশঃকীর্ত্তন—সর্ব্বদা রম্য, সুন্দর, নূতন, সর্ব্বদা চিত্তের মহোৎসবস্বরূপ এবং শোকসমুদ্রশোষক ॥ ৪৭ ॥

চিত্রপদবিশিষ্ট-বাক্য-বিন্যাসে যে স্থলে কৃষ্ণের জগৎপবিত্রকারী যশঃ কীর্ত্তিত না হয়, তাহা কাকতুল্য নরের ক্রীড়াস্থান। হংসগণ তাহা সেবা করেন না। যেখানে অচ্যুত, সেই স্থলেই অমল সাধুগণ। ॥ ৪৮ ॥

সেই বাক্যবিন্যাসই জনগণের পাপবিধ্বংস করে, যাহাতে প্রতি শ্লোক সুন্দর রচিত না হইলেও অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণের যশোঙ্কিত নামসকল বিন্যস্ত আছে। সেইসকল নাম সাধুগণ শ্রবণ করেন ও গান করেন। ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতিক্রমে অভদ্রসমস্ত ক্ষয় হয়, মঙ্গল বিস্তারিত হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হয়, পরমাত্ম-ভক্তি হয় এবং বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত জ্ঞান হয় ॥ ৫০ ॥

য এতচ্ছ্রাবয়েন্নিত্যং যামক্ষণমনন্যধীঃ।
শ্লোকমেকং তদর্ধং বা পাদং পাদার্ধমেব বা।
শ্রদ্ধাবান্ যোঽনুশৃণুয়াৎ পুণাত্যাত্মানমেব সঃ ॥৫১॥
[১২।১২।৫৯]

বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্।
বৈশ্যো নিধিপতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুদ্ধ্যেত পাতকাৎ ॥৫২॥
[১২।১২।৬৫]

উপচিত নবশক্তিভিঃ স্বাত্ম-
ন্যুপরচিতস্থিরজঙ্গমালয়ায়।
ভগবত উপলব্ধিমাত্রধাম্নে
সুরঋষভায় নমঃ সনাতনায় ॥ ৫৩ ॥

স্বসুখনিভৃতচেতা তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥৫৪
[১২।১২।৬৮-৬৯]

কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং
বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো
বচো বিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্ ॥ ৫৫ ॥
যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সংস্তূয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ৫৬ ॥
[১২।৩।১৪-১৫]

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রমাণনির্দ্দেশে
শ্রীভাগবতবিবৃতির্নাম তৃতীয়ঃ কিরণঃ।

যিনি এই গ্রন্থের এক শ্লোক, অর্দ্ধশ্লোক, একপাদ শ্লোক বা অর্দ্ধপাদ শ্লোক শ্রদ্ধাবান হইয়া প্রহরকার বা ক্ষণকাল অনন্যচিত্তে শ্রবণ করান বা যিনি শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক তদ্রূপ শ্রবণ করেন, তিনি আপন আত্মাকে পবিত্র করেন ॥ ৫১ ॥

ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রজ্ঞা লাভ করেন, ক্ষত্রিয় পাঠ করিলে সসাগরা পৃথিবী লাভ করেন, বৈশ্য পাঠ করিলে নিধিপতি হন এবং শূদ্র সমস্ত পাতক হইতে শুদ্ধ হন ॥ ৫২ ॥

যিনি পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি নয়টী শক্তিদ্বারা পুষ্ট হইয়া স্থাবর ও জঙ্গমের আলয়স্বরূপ আপনাকে উপরচিত করিয়াছেন, সেই উপলব্ধিমাত্র-স্বরূপ সনাতন ভগবান্ দেবর্ষভকে আমরা নমস্কার করি। পুরুষ দুই প্রকার ; (তন্মধ্যে) ঈশ্বররূপ পুরুষটী চিৎশক্তি-অধিষ্ঠিত (এবং) জীবরূপ পুরুষটী জীবশক্তিরূপে পরিণত। আর প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ মায়াশক্তি ॥ ৫৩ ॥

যিনি আত্মসুখদ্বারা নিভৃতচিত্ত হইয়া অন্যভাব দূর করিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সুন্দরলীলাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কৃপাপূর্ব্বক এই তত্ত্বদীপ-স্বরূপ পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিলপাপনাশক ব্যাসপুত্রকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫৪ ॥

মহামহারাজগণ লোকে যশঃ বিস্তার করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। পৃথু, পুরূরবা প্রভৃতি সেই রাজাদের কথা যাহা তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, হে পরীক্ষিৎ! সে সব বাগ্বিভূতি মাত্র, পরমার্থ নয়, তবে তাহাদের ইতিহাসে কিছু কিছু জ্ঞান ও বৈরাগ্য শিক্ষা হয় বলিয়া বলিয়াছি ॥৫৫॥

এই গ্রন্থে অমঙ্গলঘ্ন কৃষ্ণগুণানুবাদ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই কেবল অমল-কৃষ্ণভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি নিত্য শ্রবণ করিবেন। এই দুই শ্লোক দৃষ্টি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা গ্রথিত হইল ॥৫৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং শ্রীভাগবত-
বিবৃতি-প্রসঙ্গে তৃতীয় কিরণে মরীচিপ্রভা-
নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

রথযাত্রায় শ্রীগৌরানুগ গৌড়ীয়-মনোভাব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথযাত্রায় মনোভাব সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

"যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবেন, কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন দর্শন।
তাঁহা এই পদ মাত্র করয়ে গায়ন ॥
'সেই ত' পরাণনাথ পাইনু।
যাঁহা লাগি' মদনদহনে ঝুরি' গেনু ॥'
এই ধুয়াগানে নাচেন দ্বিতীয়প্রহর।
'কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই'—এ ভাব অন্তর ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১।৫৩-৫৬

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম উক্ত পয়ার চতুষ্টয়ের 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"শ্রীমহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া সুদীর্ঘ মাথুর বিরহভাব গ্রহণপূর্ব্বক নিরন্তর সম্ভোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্তিমান্ প্রাকট্যই জীবের একমাত্র সাধন জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৮২ অধ্যায় বর্ণিত কৃষ্ণদর্শনোৎসুকা গোকুলবাসিনী ব্রজগোপীসকল কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে গ্রহণোপলক্ষে গমন করিয়া যেরূপ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচলপতিদর্শনে তদ্‌ভাবেরই দ্বিতীয়বার অধিষ্ঠান। গোপললনাগণ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়া কৃষ্ণকে গোকুলের মাধুর্য্য আস্বাদনে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরহরি কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল-মন্দির হইতে কৃষ্ণরূপ জগন্নাথদেবকে বৃন্দাবনরূপ গুণ্ডিচামন্দিরাভিমুখী রথের সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দররূপ শ্রীমতী বার্ষভানবীর হৃদয়ের ভাব গান করিয়া পারকীয় বিহারস্থলী গুণ্ডিচায় লইয়া যাইতেছেন।"

বস্তুতঃ শ্রীগৌরানুগত স্বরূপ-রূপানুগ রসজ্ঞ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে নীলাদ্রিনাথ জগন্নাথদেবের ব্রজাভিন্ন সুন্দরাচলে গুণ্ডিচামন্দিরাভিমুখে রথযাত্রা-দর্শনে শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর কুরুক্ষেত্র হইতে 'কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই'—এই হৃদ্‌গত ভাবই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। শ্রীরাধারাণী বহুদিন পরে কৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে দর্শন পাইয়াও অন্তরে সুখী হইতে পারিতেছেন না। তাঁহার হৃদয়ের ভাব তাঁহার পরম প্রিয়তমা শ্রীরূপ মঞ্জরী—শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু এইরূপে ব্যক্ত করিতেছেন—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্ মধুরমুরলীপঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।"

—চৈঃ চঃ ম ১।৭৬

অর্থাৎ "হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলনসুখও তাই বটে; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দীপুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।"

শ্রীরাধারাণী ভাবিতেছেন—

"রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্যগহন।
কাঁহা পোপবেশ, কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১।৭৯-৮০

শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও আজ সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া রথারূঢ় জগন্নাথরূপী কৃষ্ণকে নিবেদন করিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ, যদিও সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম, তথাপি আমার বৃন্দাবনভাবময় মনকে বৃন্দাবনই হরণ করিয়া লইতেছে। তোমার এই রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি, লোকারণ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য আমার কিছুমাত্রই ভাল লাগিতেছে না। তুমি যদি সত্য সত্যই আমাকে নিষ্কপটে কৃপা কর, তাহা হইলে চল বৃন্দারণ্যে যমুনার তটকুঞ্জে কেলিকদম্বমূলে, ছাড় এই রাজবেশ, ক্ষত্রিয়ভাব, ক্ষত্রিয়সঙ্গ, ধর গোপবেশ, গোপসঙ্গ, শিরঃস্থ চূড়ায় শিখিপাখা, গলদেশে বনমালা, পর পীতবাস, লহ করে মোহনবেণু, দাঁড়াও ত্রিভঙ্গবঙ্কিম-

ঠামে—আমাকে বামে ল'য়ে, তবেই জানিব তোমার নিষ্কপট কৃপা, নতুবা তোমার ব্রজগোপীর প্রতি যত-কিছু অনুরাগ—সবই জানিব ছলনায় ভরা। তোমার সহিত ব্রজে যে সুখসমুদ্রের আস্বাদন পাইয়াছি, এখানে তাহার কণা মাত্রও নাই। সুতরাং আমাকে লইয়া পুনরায় বৃন্দাবনে চল, সেখানে সহজ ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজলীলাবিলাস কর, তাহা হইলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

ইহা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু ভাবাবেশে একটি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপ-রূপই উহার মর্ম্মার্থ জানেন। শ্লোকটি এইরূপ—

"আহুশ্চ তে নলিন-নাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈ র্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

["গোপীগণ কহিলেন—হে কমলনাভ, সংসার-কূপে পতিতজনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক।"]

—চৈঃ চঃ ম ১৮১ ধৃত ভাঃ ১০।৮২।৪৮ শ্লোক

[শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুর হৃদ্‌গত ভাবানুরূপ যে অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহারই অনুসরণপ্রয়াসী হইতেছি। মহাপ্রভু কহিতেছেন—]

"প্রাণনাথ! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন,　　তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন॥"

হে প্রাণনাথ, আমার গৃহ ব্রজপুরে, মন—বৃন্দাবনভাবময়, সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্ররূপে তোমার সঙ্গ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। হে কৃষ্ণ, পূর্ব্বে তুমি মথুরায় থাকাকালে তোমার প্রিয়সখা উদ্ধবকে দিয়া আমাকে জ্ঞানযোগ উপদেশ করিয়াছিলে, সম্প্রতি এই কুরুক্ষেত্রে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ মিলনেও সেইরূপ জ্ঞানযোগ উপদেশ করিতেছ। তুমি বিদগ্ধশিরোমণি, পরমকৃপাময়, আমার প্রেমময় হৃদয়ে যে জ্ঞানযোগের স্থান নাই, ইহা তুমি উত্তমরূপে জানা সত্ত্বেও এরূপ উপদেশ দেওয়া কি তোমার উচিত হইতেছে? তোমার চিন্তা হইতে চিত্তকে কাড়িয়া লইয়া বিষয়ান্তরে লাগাইতে চাহিলেও তাহা যে আমি পারি না। আমার সহজ ধ্যানের বস্তু তুমি। এমতাবস্থায় আমাকে তোমার ধ্যান শিক্ষা দিতে যাওয়াও কেবল লোক-হাস্যকর মাত্র। আমাকে ধ্যান-ধারণাদি যোগপন্থা অবলম্বন করিয়া তোমাকে হৃদয়ে বসাইতে হয় না। আমার সকল হৃদয় জুড়িয়া যে তুমিই বসিয়া আছ, তাহা কি তোমার অজ্ঞাত? তোমার বাক্যে যথেষ্ট পারিপাট্য থাকিলেও গোপীকে তোমার ধ্যান শিক্ষা দিতে যাওয়া একটি প্রধান কুটিনাটী (অর্থাৎ কপটতা) মাত্র। এই ধ্যানশিক্ষার আবশ্যকতা শুনিয়া গোপীর হৃদয়ে আরও রোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তোমাতে সমর্পিতাত্মা যাহারা, যাহাদের দেহস্মৃতিই নাই, তাহাদের আবার 'সংসার-কূপ' বলিয়া কি থাকিতে পারে যে, তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দিবার জন্য ধ্যান-পদ্ধতি শিক্ষা দিতে হইবে? তবে তোমার বিরহ-সমুদ্রে পতিত গোপীগণকে তোমার 'কেবলসেবা-কাম'রূপ তিমিঙ্গিলই (মৎস্যাকৃতি তিমি নামক সামুদ্রিক জন্তু, তাহাকেও গিলিয়া ফেলে, এমন যে মহা সুবৃহৎ জন্তু তাহাই) গিলিতেছে, তাহা হইতে অর্থাৎ সেই বিরহ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কর। (কৃষ্ণবিরহের গ্রাস হইতেই গোপীর উদ্ধারলাভেচ্ছা, সংসারবন্ধন-মোচনেচ্ছা তাঁহাদের নাই।) বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তোমার বড় আদরের—বড় প্রিয় বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন, যমুনাতটবর্ত্তী কুঞ্জ, সেই কুঞ্জে তোমার বড় সাধের রাসাদিকলীলা, হায় হায়, তুমি এসকল কি করিয়া ভুলিয়া গেলে? আরও অধিকতর বিস্ময়ের কারণ এই যে, তোমার যে মাতা, পিতা, বন্ধু, ব্রজবাসিগণ—যাঁহারা তোমার ক্ষণার্দ্ধকালের অদর্শনও সহ্য করিতে পারেন না, তুমিও যাঁহাদিগকে কতভাবে ভাল বাসিয়াছ, হায় হায়, আজ কি করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইয়া আছ! আমাদিগের কথা ছাড়িয়া দাও, তোমার বিরহ-কাতর ব্রজজনের প্রতি তুমি কি করিয়া উদাসীন হইতে পার, ইহা আমরা ভাবিয়াও অন্ত পাই না।

তোমার মাতা পিতা যে অন্নজল গ্রহণ না করিয়া দিবারাত্র হা-হুতাশ করিতেছেন, চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন, মা অহোরাত্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেবল 'হা গোপাল, হা গোপাল' বলিয়া ক্রন্দন করেন, তোমার পিতা, পিতৃব্যাদির কথা আর কি বলিব! তোমার সখারাও আর অন্নজল গ্রহণ করে না, গোষ্ঠে যায় না, শ্যামলী, ধবলী প্রভৃতি তোমার বড়প্রিয় ধেনুগণও যে আর ঘাসে মুখ পাতে না, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কেবল তোমাকে ডাকে আর চোখের জলে বুক ভাসায়, ময়ূর ময়ূরী আর কে-কা রব করে না, শুক-সারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ আর কূজন করে না, কক্-খটি রুদ্ধবাক্, তোমার বাঁশীর তানে যে যমুনা উজান বহিত, আজ আর সে যমুনার উত্তাল তরঙ্গ নাই, স্রোতপ্রবাহও নাই, ব্রজের বৃক্ষলতাগুল্ম—সবই শুষ্ক-প্রায়, তোমার বড়প্রিয় মল্লিকামালতীবকুলাদি পুষ্প আর প্রস্ফুটিত হয় না, সরোবরাদি জলশূন্য—কুমুদ-কহলারাদি মৃতপ্রায়, হে কৃষ্ণ, তুমি ব্রজের জীবন, তোমা বিহনে আজ ব্রজের সকল সৌন্দর্য্যই অন্তর্হিত হইয়াছে—ব্রজ আজ নির্জীব নীরব নিস্পন্দ। আমার কথা আর বলিব না—ব্রজগোপীর মুখের দিকে আর চাহিতে পারি না তাহারা মৃতপ্রায়া। ব্রজের মনুষ্যের ত' কথাই নাই, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ—স্থাবর জঙ্গম—সবই আজ প্রাণহীন অচেতন শবতুল্য হইয়া পড়িয়া আছে। অহো! আমি উন্মাদিনীর ন্যায় তোমার উপর বৃথা দোষ আরোপ করিতে চাহিতেছি, না না তোমার কোন দোষ নাই—তুমি 'বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ সুশীল স্নিগ্ধ করুণ', তুমি সর্ব্বসদ্‌গুণের আকর—অনন্তকল্যাণগুণবারিধি তুমি, তোমাতে দোষের আভাসমাত্রও নাই, তবে যে তোমার মন ব্রজজনকে স্মরণ করে না, ইহা আমারই দুর্দ্দৈববিলাস জানিতে হইবে। কিন্তু আমি নিজের দুঃখ গণনা করি না, কেবল তোমার বিরহকাতরা ব্রজেশ্বরী—মা যশোদার মুখের দিকে চাহিলেই ব্রজজনের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তুমি হয় ব্রজে আসিয়া ব্রজবাসীর জীবন দান কর—ব্রজবাসীকে বাঁচাও, নতুবা তোমার বিরহ-দুঃখ সহিবার জন্য তাহাদিগকে আর বাঁচাইয়া কি লাভ হইবে? তাহাদিগকে একেবারেই মারিয়া ফেল।

তোমার যে অন্যবেশ (মাথুর রাজবেশাদি ঐশ্বর্য্য-স্বীকার), অন্য দেশ (মাধুর্য্যলীলাভূমি ব্রজ ব্যতীত ঐশ্বর্য্যলীলাস্থান মথুরাদ্বারকাদিতে অবস্থিতি), অন্যসঙ্গ (মাধুর্য্যলীলাপরিকর ব্যতীত ঐশ্বর্য্যলীলাপরিকর মহিষীগণের সঙ্গ), মাধুর্য্যলীলাপরিকর ব্রজজন সেই-সকল অন্যবেশ, অন্যদেশ ও অন্যসঙ্গ কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু—

"ব্রজজনের এই এক বিচিত্র কথা যে, তাহারা ব্রজভূমি ছাড়িয়াও অন্যত্র যাইতে পারে না, অথচ তোমাকে (কৃষ্ণকে) না দেখিলেও মরিয়া থাকে, অতএব ব্রজজনের উপায় কি হইবে, তাহা তুমিই জান।" —চৈঃ চঃ ম ১৩।১৪৬ অঃ প্রঃ ভাঃ

অতঃপর রাধারাণী অত্যন্ত বিরহবিহ্বলা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণকে ব্রজে আসিবার জন্য মর্ম্ম-ভেদী কাতরস্বরে আবেদন জানাইয়া কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ,—

'তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি—সকল ব্রজের সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজপদ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৩।১৪৭

তখন প্রাণপ্রিয়তমা শ্রীরাধার হৃদয়বিদারক কাতরক্রন্দনে কৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে কহিতে লাগিলেন—

'প্রাণপ্রিয়ে, শুন মোর এ সত্যবচন।
তোমা-সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোনজন॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমা-সবার প্রেমরসে, আমাকে করিয়া বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াঞা, আমা দূর দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল॥"

* * * *

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি নিতি।

তোমা সনে ক্রীড়া করি,　　পুনঃ যাই যদুপুরী,
তাঁহা তুমি মানহ মোর স্ফূর্ত্তি ॥
মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে,　　তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাঞা আমা আনে,　　সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥

"হে রাধে, প্রিয়সঙ্গহীনা প্রিয়া স্ত্রী আর প্রিয়াসঙ্গহীন প্রিয় পুরুষ যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহা খুবই সত্য, তথাপি যে বাঁচিয়া থাকে, তাহার কারণ —আমি মরিয়াছি শুনিলে অপরের যে মৃত্যু হইবে! তুমি আমার নিত্যপ্রিয়, আমার বিরহে তুমি যে কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করিবে না, তাহা আমি ভালরূপেই জানি, তজ্জন্য আমি নারায়ণের সেবা করতঃ তাঁহার বিভুত্ব শক্তিবলে প্রতিদিন ব্রজে আসিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিয়া পুনরায় যদুপুরীতে ফিরিয়া যাই। অতএব ব্রজে থাকিয়া তুমি আমার স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছ বলিয়া মনে করিয়া থাক। আমারই ভাগ্যক্রমে আমার প্রতি তোমার যে পরম প্রবল প্রেম, তাহাই আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তোমার নিকট লুকাইয়া আনে, তোমার সহিত সঙ্গ করায়, আবার শীঘ্রই প্রকটেও লইয়া আসিবে। দুষ্ট কংসপক্ষীয় যাহারা যাদবগণের বিপক্ষ, তাহাদিগের প্রায় সকলকেই ক্ষয় করিয়াছি, যে দুই চারিজন এখনও বাকী আছে, তাহাদিগকে শেষ করিয়া আমি শীঘ্রই বৃন্দাবনে আসিতেছি, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। তোমার মহাশক্তি প্রেমরজ্জু আমাকে আকর্ষণ করিয়া দিন দশবিশের মধ্যেই তোমার নিকট ব্রজে লইয়া আসিবে। তখন পুনরায় বৃন্দাবনে আসিয়া ব্রজবধূ তোমার সহিত দিবারাত্র বিহার করিব।"

ব্রজগমনে সতৃষ্ণ—সমুৎসুক শ্রীরাধানাথ কৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীকে এইসকল বাক্য বলিয়া সান্ত্বনা দিতে দিতে তাঁহাকে (নিম্নলিখিত) একটি শ্লোক পড়িয়া শুনাইলেন। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃত এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সকল বিঘ্ন-বিপত্তি খণ্ডিত হইয়া গেল এবং অচিরেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল।

শ্লোকটি এইরূপ—

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৩।১৬০ ধৃত ভাঃ ১০।৮২।৩১

['আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু।"—অঃ প্রঃ ভাঃ]

অর্থাৎ গোপীগণের প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রীতি বা প্রেমই তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ। ভক্তিবশ্য-ভগবান্, ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপঞ্চরাত্রাদি —সকল শাস্ত্রেই ভক্তিরই প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। মাঠরশ্রুতি বলেন—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী।" গীতা বলেন—ভক্ত্যা মামভিজানাতি, ভাগবত বলেন —ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ, পঞ্চরাত্র বলেন—হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ইত্যাদি। রসিকশেখর পরমকরুণ কৃষ্ণের মনোভাব এই যে,—

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি, না হই অধীন ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪।১৭-১৮

বিধিমার্গে বা ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা প্রেম শিথিলভাবপ্রাপ্ত, তাহাতে কৃষ্ণ বশীভূত হইলেও অধীন হইয়া পড়েন না। কিন্তু রাগমার্গীয় ভক্তি কৃষ্ণকে একেবারে অধীন করিয়া ফেলে। ইষ্ট বস্তু কৃষ্ণে যে পরমাবেশময়ী স্বারসিকী বা স্বাভাবিকী রতি, তাহাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। ইহাই ব্রজবাসীর ভক্তি। ইহার অনুগতাভক্তিই রাগানুগা ভক্তি। এই রাগভক্তিপ্রচারার্থই কৃষ্ণের গৌরাবতার। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাই গাহিয়াছেন—

"বিধিমার্গরত জনে　　স্বাধীনতা-রত্নদানে
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে　　পারকীয় ভাবাশ্রয়ে
লভে জীব কৃষ্ণে প্রেমাবেশ ॥"

বিধিমার্গে নাম গ্রহণ করিতে করিতে নামের কৃপা হইলে বাঞ্ছাকল্পতরু পরম দয়াল নামই রাগা-

ধিকার লাভেচ্ছু ভক্তকে রাগাধিকার প্রদান করেন। কোন কৃত্রিমপন্থা অবলম্বনে ঐ রাগাধিকার পাওয়া যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়পার্ষদপ্রবর স্বরূপ দামোদর সহ যে সকল অপ্রাকৃত রসমাধুর্য্য গম্ভীরা-গৃহে বসিয়া দিবারাত্র আস্বাদন করেন, আজ রথারূঢ় জগন্নাথ দর্শনকালে রথাগ্রে নর্ত্তন করিতে করিতে সেই সকল শ্লোক পাঠ করিতেছেন, আর মহাভাবে বিভোর হইয়া উহার অন্তর্গত রস আস্বাদন করিতে-ছেন। শ্রীরাধার ন্যায় রাধাভাববিভাবিত মহাপ্রভুর অন্তরেও 'কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই' এই ভাব-লহরী খেলিতেছে। তাই গৌরানুগ-স্বরূপ-রূপানুগ রস-বিশেষভাবনাচতুর রসিক ভক্তগণও শ্রীপুরীধামে রথ-যাত্রাদর্শনে ঐ ভাবানুগমনে আনন্দসমুদ্রের আনন্দ-তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন গুণ্ডিচাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯৩ পৃষ্ঠার পর]

চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়দেশের ভক্তগণ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতে আসিতেন এবং চাতুর্ম্মাস্যান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। যে বৎসর চাতুর্ম্মাস্যান্তে ভক্ত-গণকে বিদায় দেওয়ার সময় মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে পুরীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই বৎসর জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর বার্ত্তা লইয়া নদীয়া নগরে শচীমাতার নিকটে পৌঁছিয়াছিলেন। শচীমাতার প্রেমে বশীভূত হইয়া মহাপ্রভু কোন্ কোন্ দিন আসিয়া সাক্ষাৎভাবে ভোজন করিয়াছেন জগদানন্দ পণ্ডিতপ্রভুর নিকট যথাযথ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শচীমাতার যাহা পূর্ব্বে স্ফূর্ত্তি বা স্বপ্ন প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি হইল। প্রেমিকভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই মহানন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত শিবানন্দ সেনের গৃহে যাইয়া মহাপ্রভুর মস্তকে দিবার জন্য সুগন্ধি চন্দন-তৈল সংগ্রহ করিলেন এবং সযত্নে কলসী ভর্ত্তি করিয়া নীলাচলে আনিয়া মহাপ্রভুর অঙ্গে দিবার জন্য গোবিন্দের নিকট রাখিলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন—'গৌড়দেশ হইতে জগদা-নন্দ সুগন্ধি চন্দনতৈল আনিয়াছেন, মাথায় দিলে পিত্ত-বায়ু-ব্যাধি শান্ত হয়।' মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য গোবিন্দকে বলিলেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে তৈল ব্যব-হার নিষিদ্ধ, তাহাতে সুগন্ধি তৈল ব্যবহার অতীব নিন্দনীয়; পরিশ্রম করিয়া তৈল যখন আনা হইয়াছে জগন্নাথের দীপদানসেবায় নিয়োজিত হইলে পরিশ্রম সার্থক হইবে।' গোবিন্দ জগদানন্দকে মহাপ্রভুর আদেশবাণী জ্ঞাপন করিলে জগদানন্দ প্রণয় অভিমান বশতঃ মৌন রহিলেন। দশদিন বাদে গোবিন্দ মহা-প্রভুকে পুনরায় জগদানন্দের তৈল অঙ্গীকার করিবার জন্য ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে লোকশিক্ষার্থে মহাপ্রভু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

'মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন!
এই সুখ লাগি আমি করিলু সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশ তোমা সবার পরিহাস॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাবে।
দারী সন্ন্যাসী* করি আমারে কহিবে॥'

মহাপ্রভুর ক্রোধদর্শনে গোবিন্দ নির্ব্বাক হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর নিকট আসিলে 'সন্ন্যাসীর পক্ষে তৈল গ্রহণ উচিত নহে, জগন্নাথের সেবায় লাগাইলে শ্রম সার্থক হইবে', মহা-প্রভু এইরূপ বলিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত প্রণয় অভিমানজনিত রোষ প্রকাশ করতঃ 'আমি গৌড় হইতে তৈল আনিয়াছি কে বলিয়াছে, উহা মিথ্যা-কথা', এই বলিয়া তৈলকলসটি মহাপ্রভুর সম্মু-খেই আঙ্গিনাতে নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন

* দারী-সন্ন্যাসী ঃ—সস্ত্রীক সন্ন্যাসী।

এবং নিজঘরে গিয়া কপাট দিয়া শুইয়া রহিলেন। ভক্তপ্রেমবশ ভগবান্ গৌরহরি ভক্তের মান ভঞ্জনের জন্য জগদানন্দ পণ্ডিতের গৃহদ্বারে স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে মধুরস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, 'জগদানন্দ! দ্বার খোলো, জগন্নাথ দর্শন করিয়া মধ্যাহ্নে আসিয়া আমি তোমার পাচিত অন্ন প্রসাদ পাইব, রন্ধনের ব্যবস্থা কর।' প্রভুপ্রেমিক জগদানন্দ পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া স্নান করতঃ বহুবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিলেন। মহাপ্রভু মাধ্যাহ্নিক কৃত্য করিয়া পাদপ্রক্ষালনকরতঃ ভোজনে বসিলে জগদানন্দ কলাপাতাতে সঘৃত শাল্যান্ন এবং বহুবিধ ব্যঞ্জন পিঠাপানা পরিপূরিত করিলেন। মহাপ্রভু আরও একটি কলাপাতায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি সজ্জিত করিতে বলিলেন জগদানন্দের সহিত একত্রে ভোজন করিবার অভিপ্রায়ে। জগদানন্দ ভোজনে না বসা পর্য্যন্ত মহাপ্রভুকে হস্ত উত্তোলন করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জগদানন্দ পণ্ডিত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর প্রসাদ পাওয়ার পর প্রসাদ পাইবেন বলিলেন। মহাপ্রভু প্রসাদ সেবাকালে জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেমক্রোধাবেশে পাচিত অন্নব্যঞ্জনাদির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

'ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন ॥'

জগদানন্দ পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতে থাকিলে মহাপ্রভু ভয়ে কিছু না বলিয়া সবই খাইতে লাগিলেন। না খাইলে জগদানন্দ উপবাস করিবেন এইভয়ে মহাপ্রভুর সেইদিন দশগুণ খাওয়া হইল। ভোজনের পরে জগদানন্দ পণ্ডিত মুখবাস মাল্যচন্দনাদি দিলেন। মহাপ্রভু জগদানন্দকে তাঁহার সম্মুখে ভোজন করিতে বলিলেন। বাম্যস্বভাব জগদানন্দ পণ্ডিত ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে মহাপ্রভুর মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য মহাপ্রভুকে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। রামাই ও রঘুনাথ ভট্ট রন্ধনে সাহায্য করিয়াছেন, ইঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া পরে জগদানন্দ ভোজন করিবেন এইরূপ আশ্বাস দিলেন। মহাপ্রভু তাহাতেও বিশ্বাস করিতে না পারিয়া গোবিন্দকে তথায় রাখিলেন জগদানন্দ ভোজন করিল কি না তাহা দেখিয়া মহাপ্রভুকে জানাইতে। কিন্তু জগদানন্দ গোবিন্দকে শীঘ্র মহাপ্রভুর পাদসম্বাহনাদি সেবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রামাই, নন্দাই, গোবিন্দ, রঘুনাথ সকলকে প্রসাদ সেবন করাইয়া জগদানন্দ মহাপ্রভুর অবশেষ গ্রহণ করিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিতের ভোজন সংবাদ গোবিন্দের মারফতে জানিয়া মহাপ্রভু স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

"জগদানন্দে প্রভুতে প্রেম চলে এইমতে।
সত্যভামা-কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে ॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা?
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহ সে উপমা ॥
জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত'* শুনে যেই জন।
প্রেমের 'স্বরূপ' জানে, পায় প্রেমধন ॥"

—চৈঃ চঃ অ ১২।১৫২-১৫৪

মহাপ্রভু কৃষ্ণবিচ্ছেদে তীব্র বৈরাগ্য প্রকট করিয়া কলার বল্কলে শয়ন করিলে মহাপ্রভুর হাড়ে লাগার দরুণ কষ্ট হইতেছে দেখিয়া ভক্তগণ মহাদুঃখ পাইলেন। প্রভুর সুখবিধানের জন্য জগদানন্দ পণ্ডিত গেরুয়া রঙের ওয়াড় দিয়া এবং শিমুলের তুলা ভর্ত্তি করিয়া তোষক ও বালিশ তৈরী করিলেন। উক্ত তোষক ও বালিশে মহাপ্রভুকে শয়ন করিবার জন্য জগদানন্দ গোবিন্দের হাতে উহা তুলিয়া দিলেন এবং স্বরূপ দামোদরকেও নিবেদন করিলেন। শয়ন করিবার কালে মহাপ্রভু তুলিবালিশ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রদত্ত শুনিয়া সঙ্কুচিত হইলেন। মহাপ্রভু কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'তুলি বালিশ কেন? একটি খাট আনিলে ত' ভাল হয়। সন্ন্যাসী ভূমিতে শয়ন করিবে। জগদানন্দ আমাকে বিষয় ভুঞ্জাইতে চায়। ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা।' স্বরূপ দামোদরের নিকট মহাপ্রভু তুলিবালিশ গ্রহণ করেন নাই শুনিয়া জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইলেন। সেবাচতুর শ্রীস্বরূপ দামোদর কদলীর শুষ্কপত্র দ্বারা শয্যা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন। তাহাতে সকল ভক্তের সুখ হইলেও জগদানন্দের দুঃখ হইল।

* 'প্রেমবিবর্ত্ত' ঃ—এক অর্থ এই যে, প্রেমের 'বিবর্ত্ত' অর্থাৎ প্রেমকার্য্যে রোষভ্রম হয়, এরূপ ব্যবহার; দ্বিতীয়ার্থ এই যে, জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরিত্র যে স্বকৃত 'প্রেমবিবর্ত্ত'-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা।" —শ্রীল প্রভুপাদ

জগদানন্দ অভিমানী হইয়া মহাপ্রভুর নিকট বৃন্দাবন যাইবার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। জগদানন্দের ভিতরের দুঃখ বাহিরে ব্যক্ত না হইলেও অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু বুঝিতে পারিয়া মধুরবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া আমাকে দোষী করিয়া মথুরায় যাইয়া ভিখারী হইবে ?" বাম্যস্বভাব জগদানন্দ হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন— 'আমার বহুদিন হইতে বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা। আপনার আদেশ পাই নাই বলিয়াই যাইতে পারি নাই।' মহাপ্রভু ভক্তবাৎসল্যবশতঃ জগদানন্দ পণ্ডিত বারবার অনুরোধ করিলেও তাঁহাকে যাইতে সম্মতি দিলেন না। জগদানন্দ পণ্ডিত তখন স্বরূপ দামোদরকে নিবেদন করিলেন মহাপ্রভু যাহাতে তাহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করেন তাঁহার অনুমতি লইতে। স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে বলিলেন, 'জগদানন্দের বৃন্দাবনে যাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। আপনি তাহাকে যেরূপ শচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাকে বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলে ভাল হয়।' স্বরূপদামোদরের অনুরোধহেতু মহাপ্রভু জগদানন্দকে বৃন্দাবনে যাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু অত্যন্ত স্নেহাবিষ্ট হইয়া বিস্তারিতভাবে তাঁহাকে পথের সুবিধা অসুবিধার বিষয় বুঝাইয়া এইরূপ বলিলেন—'বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিবে। তাহার আগে সাবধানে চলিবে। চোরডাকাত আছে। ক্ষত্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া চলিবে। নিরীহ গৌড়ীয়কে দস্যু বাটপাড়রা মারিয়া লুটিয়া লয়। মথুরায় গিয়া প্রথমে সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। মথুরার চৌবে ব্রাহ্মণদের চরণ বন্দনা করিবে। দূর হইতে তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে। তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে না। তাঁহাদের আচরণ বুঝিতে পারিবে না। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সনাতনের সঙ্গে করিবে, এক মুহূর্ত্তও তাহার সঙ্গ ছাড়িবে না। গোবর্দ্ধনে উঠিয়া গোপাল দেখিবে না। বৃন্দাবনে চিরকাল থাকিবে না। শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।'

'শীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিহ চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল ॥'

—চৈঃ চঃ অ ১৩।৩৯

জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করতঃ একাকী পদব্রজে চলিতে চলিতে বারাণসীতে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত এবং মথুরায় আসিয়া সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। সনাতন গোস্বামীর আনুগত্যে জগদানন্দ পণ্ডিত দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিলেন। দ্বাদশবন ভ্রমণান্তে গোকুল মহাবনে সনাতন গোস্বামীর সহিত একত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সনাতন গোস্বামী মাধুকরী ভিক্ষা প্রাপ্ত রুটী খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু জগদানন্দের রুটী খাওয়ার অভ্যাস না থাকায় দেবালয়ে যাইয়া অন্ন ডাল রন্ধন করিতেন। একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত সনাতন গোস্বামীকে প্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সনাতন গোস্বামীকে 'মুকুন্দ সরস্বতী' নামক জনৈক সন্ন্যাসী একটি রাতুল বহির্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামী বহির্ব্বাসটী মস্তকে বান্ধিয়া জগদানন্দের গৃহদ্বারে আসিয়া বসিলেন। সনাতন গোস্বামীর মস্তকে রাতুল বস্ত্র দেখিয়া উহা মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র মনে করিয়া জগদানন্দ পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন উহা মুকুন্দ সরস্বতী প্রদত্ত, তখন জগদানন্দ পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইয়া ভাতের হাঁড়ি উঠাইয়া মারিতে উদ্যত হইলেন এবং সনাতনকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—

'তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদপ্রধান।
তোমাসম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে ?"
সনাতন কহে—"সাধু পণ্ডিত-মহাশয়।
তোমা-সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয় ॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিমু কেমতে ?
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ ॥
রক্তবস্ত্র 'বৈষ্ণবে'র পরিতে না যুয়ায়।
কোন প্রবাসীরে দিমু কি কায উহায় ॥"

—চৈঃ চঃ অ ১৩।৫৬-৬১

জগদানন্দপাচিত অন্নব্যঞ্জনাদি মহাপ্রভুকে নিবেদন করিয়া উহার প্রসাদ উভয়েই বসিয়া গ্রহণ

করিলেন। এইভাবে দুইমাস অবস্থান করার পর মহাপ্রভুর বিরহে অস্থির হইয়া পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সনাতন গোস্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতকে যাইতে অনুমতি দিয়া বিরহ ব্যাকুলহৃদয়ে রাসস্থলীর বালু, গোবর্দ্ধন শিলা, গুঞ্জামালা, শুষ্ক পক্ব পিলুফল মহাপ্রভুকে দিবার জন্য জগদানন্দের হাতে দিলেন। জগদানন্দ নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সগণ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন। মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন গোস্বামীর প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ লাভ করিয়া মহাপ্রভু প্রসন্ন হইলেন। পিলুফল কিভাবে খাইতে হয় জানা না থাকিলেও বৃন্দাবন হইতে আনীত ফল বিবেচনা করিয়া ভক্তগণ পরমপ্রীতিসহকারে যে যেভাবে খুসী গ্রহণ করিলেন।

শচীমাতার শুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমে বশীভূত হইয়া মহাপ্রভু প্রতিবৎসর জগদানন্দ পণ্ডিতকে প্রসাদীবস্ত্র মিষ্টান্ন দিয়া নবদ্বীপে পাঠাইতেন। জগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপে গিয়া মহাপ্রভুর কথা নিবেদন করতঃ শচীমাতার বিরহদুঃখ অপনোদন করিতেন। শেষবার যখন জগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপে ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট যাইয়া বিদায় যাচঞা করিলেন তখন অদ্বৈতাচার্য্য জগদানন্দ পণ্ডিতের মাধ্যমে একটি তরজা প্রহেলিকা মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তরজা প্রহেলিকাটী এইরূপ—

"প্রভুরে কহিহ আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিহ,—কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥"
—চৈঃ চঃ অ ১৯।১৯-২১

"মহাপ্রভুকে কহিও যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের স্থল নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সাংসারিক কার্য্যে নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, প্রেমোন্মত্ত হইয়াই অদ্বৈত একথা কহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর আবির্ভাব হইবার যে তাৎপর্য্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইল, এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের তিরোধান লীলাস্থান, সন ও তিথিও অপরিজ্ঞাত।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯৬ পৃষ্ঠার পর]

নন্দগ্রামনিবাস তৃতীয় দিবস ঃ—

১লা কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ১৮ অক্টোবর, ১৯৮৪ বৃহস্পতিবার (বহুলাষ্টমী, শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্য-তিথি)— অদ্য খদিরবন পরিক্রমা। দ্বাদশবনের যমুনার পশ্চিমভাগস্থ সাতটি বনের মধ্যে খদিরবন ষষ্ঠ বন। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ এই খদিরবনে গো-চারণলীলা করিয়াছিলেন। খদিরবনের প্রচলিত নাম খৈরা বা খায়রা, নন্দগ্রাম হইতে তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। এখানেই শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। লীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ বলরাম গোচারণকালে গোবৎস গোপ-বালকগণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে একটি জলাশয়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপ-বালকগণ ও গোবৎসপণ পিপাসার্ত্ত ছিলেন। তাহা-দের জলপানের কালে কংসপ্রেরিত একটি ভীষণ প্রাণী বকাসুর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বকাসুরকে দেখিয়া সকলে ভীত হইলেন। বকাসুর তাহাদের নিকটে আসিয়া মুখব্যাদান করিয়া গোপ-বালকগণের সমক্ষেই মুহূর্ত্তের মধ্যে কৃষ্ণকে গিলিয়া খাইয়া ফেলিল। ঐরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখিয়া বল-

দেব ও গোপবালকগণ প্রাণশূন্য হইল। ভক্তার্ত্তিহর কৃষ্ণ বকের পেটের মধ্যে থাকিয়া বকের তালুতে ভীষণ গরম প্রদান করিলে বক কৃষ্ণকে বমি করিয়া ফেলিয়া দিল। কৃষ্ণকে বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়া পুনরায় কৃষ্ণকে গিলিতে গেলে কৃষ্ণ তাহার দুই চঞ্চু চিরিয়া তাহাকে বধ করিলেন। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অবস্থিত বকাসুরের নিধন না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বকাসুরকে 'খুটিনাটী', 'ধূর্ত্ততা' ও 'শাঠ্যের' প্রতীকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। খুটিনাটী, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য কৃষ্ণপ্রাপ্তির বাধাস্বরূপ।

ভক্তগণ যথারীতি সংকীর্ত্তন-সহযোগে প্রাতে নন্দগ্রাম নিবাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া উদ্ধব-কেয়ারী, খায়রা (খদিরবন), শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ভজনস্থলী, কিশোরীকুণ্ড দর্শনান্তে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় ফিরিয়া আসেন। স্থানের দূরত্ব থাকায় অনেকেই টাঙ্গায় গিয়াছেন এবং ফিরিয়াছেন। পরিক্রমাকারী ভক্তগণের মধ্যে অনেক অপারক পুরুষ-মহিলা ভক্ত ফিরিবারকালে ট্রাকটরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন।

উদ্ধবকেয়ারী ঃ—শ্রীউদ্ধব মহারাজ এইস্থানে গোপীগণের কৃষ্ণবিরহে অদ্ভুত প্রেমবিকারসমূহ দর্শন করিয়া নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করিয়াছিলেন। উদ্ধবকেয়ারীর অপর নাম 'উধো-ক্রিয়া'। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে স্থানের মহিমা এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

" 'উধো-ক্রিয়া'-স্থান এই উদ্ধব হেথায়।
গোপী-ক্রিয়া দেখি' ধন্য মানে আপনায়॥
এই ঠাঁই উদ্ধব নন্দাদি প্রবোধিলা।
দেখিয়া অদ্ভুতভাব অধৈর্য্য হইলা॥
কথোদিন উদ্ধব ছিলেন এইখানে।
সব কার্য্য সিদ্ধ হয় এ স্থান-দর্শনে॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১০৩৯-১০৪১

শ্রীউদ্ধব মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা বৃহস্পতির শিষ্য এবং বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মান্য মন্ত্রী ছিলেন। যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব সর্ব্বোত্তম। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কত প্রিয় তাহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতেই জানা যায়। "ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্নশঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥" 'হে উদ্ধব তুমি আমার যেপ্রকার প্রিয়তম আমার পুত্র ব্রহ্মা, স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী এমনকি নিজস্বরূপও আমার তদ্রূপ প্রিয়তম নহে।' 'উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম' শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্ধবের মনে গর্ব্ব অনুভব হইল। দর্পহারী মধুসূদন উদ্ধবের হৃদ্‌গত ভাব বুঝিতে পারিয়া উদ্ধবকে এইরূপ বলিলেন,—'ব্রজে আমাকে ভালবাসেন এইরূপ কিছু ভক্ত আছেন। আমার জনক-জননী, গোপ-গোপীগণ আমার বিরহে সন্তপ্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। তুমি তথায় শীঘ্র যাইয়া আমার সমাচার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান কর।' শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উদ্ধব রথে আরোহণপূর্ব্বক তথা হইতে যাত্রা করতঃ সূর্য্যাস্তসময় ব্রজে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে গাভীগণ ব্রজে প্রত্যাগমন করিতে থাকিলে তাহাদের ক্ষুরোত্থিত ধূলিতে চোখের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হওয়ায় গোপগোপীগণ উদ্ধবের রথটিকে তখন দেখিতে পান নাই। গোপগোপীগণ রামকৃষ্ণের চরিতানুকীর্ত্তন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকালে ধূপ-দীপাবলীতে ব্রজের দৃশ্য মনোজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে উদ্ধবের সহিত নন্দ মহারাজের সাক্ষাৎকার হয়। নন্দ মহারাজ উদ্ধবকে বাসুদেবের অভিন্নস্বরূপবোধে যথোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার পূজাবিধান করিলেন। উদ্ধবকে পরিতৃপ্তির সহিত তিনি ভোজন করাইলেন। বিশ্রামের জন্য উদ্ধব শয্যায় সুখাসীন হইলে নন্দ মহারাজ বহুদিনের সঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে সন্তপ্ত হৃদয়ের ভাবসমূহ উদ্ধবের নিকট ব্যক্ত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। 'বসুদেব, দেবকী ও তাঁহাদের পুত্র কুশলে আছে ত'? শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে, সখাগণকে, গোকুল মহাবন গিরিরাজ গোবর্দ্ধন স্মরণ করে ত'? শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে দাবানল হইতে, বায়ু, বর্ষা অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার গুণ-মহিমা স্মরণ করিলে আমাদের মন বিকল হয়, তাঁহার পদচিহ্নিত স্থানসমূহ দেখিলে চিত্রার্পিতের ন্যায় আমরা তন্ময়তা প্রাপ্ত হই। কৃষ্ণ-বলরাম শিশু হইলেও তাঁহারা কংস, চাণুর-মুষ্টিকাদি মহামল্লগণকে মারিয়াছে। কুবলয়-

পীড় হাতী ও অন্যান্য অসুরগণকে সংহার করিয়াছে। আমার মনে হয় গর্গ ঋষির কথাই ঠিক। কৃষ্ণ-বলরাম স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়াছেন।' এইরূপ নন্দ মহারাজ কৃষ্ণের বহুবিধ লীলাকথা বর্ণন করিতে করিতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হইলেন। যশোদা গোপীর অসীম পুত্রবাৎসল্যহেতু স্তন হইতে আপনা আপনি দুগ্ধ ক্ষরণ এবং নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার পরম অনুরাগ দর্শন করিয়া উদ্ধব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নন্দমহারাজকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহমানদ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎকৃতা মতিরীদৃশী ॥

—ভাঃ ১০।৪৬।৩০

'নিখিল গুরু নারায়ণ-শ্রীকৃষ্ণে আপনাদের ঈদৃশী অনুরাগযুক্ত বুদ্ধি উদয় হইয়াছে, অতএব আপনারা দুইজন ইহজগতে প্রাণিগণের পূজ্যতম।' নন্দ মহারাজ ও উদ্ধবের মধ্যে কৃষ্ণকথা সংলাপে রাত্রি অতিবাহিত হইলে সূর্য্যোদয়ে ব্রজের দ্বারে রথ দর্শন করিয়া গোপীগণ অক্রূরের পুনর্ব্বার আগমন সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। উদ্ধবের রূপ অবিকল কৃষ্ণের ন্যায় হওয়ায় উদ্ধব প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে প্রথমে কৃষ্ণ মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা উদ্ধবকে পদ্মপলাশলোচন পীতাম্বর পরিহিত কুণ্ডলালঙ্কৃত সম্পূর্ণ কৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষা দেখিয়া হতবাক হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অভিব্যক্ত না হইলেও লীলাপ্রবিষ্ট ভক্তগণের অনুভূতি হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় গোপীগণ কৃষ্ণের আগমন সংবাদ প্রধানা গোপিকা রাধারাণীকে প্রদান করিলে রাধারাণী তাঁহাদের ভ্রম অপনোদন করিয়া জানাইয়া দেন—তিনি কৃষ্ণ নহেন, কৃষ্ণের কোনও উত্তম ভক্ত হইবেন। পরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত উদ্ধবকে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে একান্তে লইয়া গিয়া বেষ্টনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-লীলাসমূহ বর্ণন করিতে করিতে লোকমর্য্যাদা ও লজ্জাশূন্যা হইয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত কৃষ্ণবিরহকাতরা গোপীগণের প্রেমবিকারসমূহ দেখিয়া এবং ভ্রমরকে লক্ষ করিয়া তাঁহাদের চিত্রজল্পোক্তি শুনিয়া উদ্ধব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। উদ্ধব কৃষ্ণদর্শনলোলুপা ব্রজাঙ্গণাগণকে বহুবিধ বাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করতঃ পরিশেষে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, অহো! আমি যেন ব্রজসুন্দরীগণের পাদপদ্মসেবী বৃন্দাবনের গুল্ম-লতা অথবা ওষধির মধ্যে কোনও একটিরূপে জন্ম-গ্রহণ করিতে পারি যেহেতু তাঁহারা দুস্ত্যজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন।'

আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য-পথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥

—ভাঃ ১০।৪৭।৬১

যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহাদের হরিকথা গান ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতে পারে সেই নন্দব্রজস্ত্রীগণের পাদপদ্মাশ্রিত ধূলিকণাসমূহকে নিরন্তর বন্দনা করিতে করিতে কতিপয় মাস ব্রজে অবস্থান করতঃ নন্দাদি গোপগণের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত উপহারাদি লইয়া উদ্ধব মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ভজনস্থলী, খয়রা ঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বাগ্রে ব্রজমণ্ডলে আসিয়া ভজন করিয়াছিলেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর* পূর্ব্বনিবাস ছিল যশোহর জেলার অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে। লোকনাথ গোস্বামী নিরপেক্ষতা অবলম্বনপূর্ব্বক তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভজন করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষতার হানি হইবে আশঙ্কায় তিনি শিষ্য করিবেন না সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নরোত্তম ঠাকুরের অনন্যনিষ্ঠ গুরু-ভক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া তাঁহার সংকল্প পরিত্যাগকরতঃ নরোত্তম ঠাকুরকেই একমাত্র দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

* লোকনাথ গোস্বামী—পূর্ব্বলীলায় লীলামঞ্জরী সখী। 'লোকনাথাখ্য-গোস্বামী শ্রীলীলামঞ্জরী পুরা।' গৌঃ গঃ ১৮৭। পিতা—শ্রীপদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী। মাতা—শ্রীসীতাদেবী। সাধন-দীপিকায় শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীকে লোকনাথ গোস্বামীর পিতৃব্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীব্রজমণ্ডল ভ্রমণকালে তিনি খদিরবনস্থ ছত্রবনে উমরাও গ্রামে শ্রীকিশোরীকুণ্ডের শোভা দর্শন করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি কিশোরীকুণ্ডের তটে থাকিয়া নির্জ্জন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানেই অলৌকিকভাবে শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহের প্রাকট্য হয়। লোকনাথ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবার জন্য এখানে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইলে ভগবান্ নিজে আসিয়া রাধাবিনোদ বিগ্রহ সমর্পণপূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়াছিলেন। লোকনাথ গোস্বামী হঠাৎ রাধাবিনোদ বিগ্রহ সম্মুখে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কে এই বিগ্রহ দিয়া গেলেন ব্যাকুলান্তঃকরণে চিন্তা করিতে থাকিলে রাধাবিনোদ বিগ্রহ নিজেই লোকনাথ গোস্বামীর প্রতি মধুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ হাসিয়া বলিলেন—'আমি এই উমরাও গ্রামের কিশোরীকুণ্ডের তটে থাকি। তোমাকে ব্যাকুল দেখিয়া আমি নিজেই তোমার নিকট আসিয়াছি। আমাকে আবার কে আনিবে? আমি ক্ষুধার্ত্ত, শীঘ্র আমাকে ভোজন করাও।' রাধাবিনোদের ঐরূপ চিত্তাকর্ষক মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া লোকনাথ গোস্বামীর দুইনেত্রে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি শীঘ্র রন্ধন করিয়া রাধাবিনোদকে ভোজন করাইলেন। লোকনাথ গোস্বামীর তনুমনপ্রাণ রাধাবিনোদের পাদপদ্মে সমর্পিত হইল। একটি ঝোলার মধ্যে রাধাবিনোদকে রাখিয়া নিত্য তাঁহার প্রেমসেবা করিতে লাগিলেন।

'বৃষভানু কিশোরীর প্রিয় অতিশয়।
এই যে 'কিশোরী'কুণ্ড সদা শোভাময়॥
দেখি' এ অপূর্ব্ব বন মহা-হর্ষমনে।
লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন এইখানে॥
যে বৈরাগ্য তাঁ'র—তা' কহিতে অন্ত নাই।
শ্রীরাধাবিনোদ-কৃপা কৈল এই ঠাঁই॥
ফল, মূল, শাক, অন্ন যবে যে মিলয়।
যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয়॥
বর্ষা-শীতাদিতে এই বৃক্ষতলে বাস।
সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা, অতি জীর্ণ বহির্বাস॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১২৫৯-১২৬৩

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের অনুগমনে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ কিশোরীকুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করতঃ লোকনাথ গোস্বামীর ভজনস্থলীতে যাইয়া প্রণতি জ্ঞাপন করেন। উক্ত ভজনস্থলীর বর্ত্তমান সেবা-সংরক্ষক শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজ পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দকে মিষ্টিপ্রসাদ এবং মাধুকরী প্রসাদ প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ ব্রজমণ্ডলে গোস্বামিগণের ভজন-স্থলীসমূহে প্রতি মাসে সেবানুকূল্য পাঠাইতেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর তাঁহার প্রবর্ত্তিত মাসিক সেবানুকূল্য প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনস্থলী টেরিকদম (নন্দগ্রাম), শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ভজনস্থলী খদিরবন (খয়রা), চতুর্ভুজ মন্দির পৈঠা প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ভজনস্থলী সংস্কারের জন্য কিছু পৃথক্ আনুকূল্যও বাবাজী মহারাজকে প্রদান করেন। তথায় দেখা গেল আরও দুইজন বাবাজী সেবক আছেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশ-ক্রমে বৈষ্ণবের মহিমাত্মক ও কৃপাপ্রার্থনামূলক নরোত্তম ঠাকুরের রচিত কতিপয় পদাবলী কীর্ত্তন তথায় বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হয়। (ক্রমশঃ)

বিরহ-সংবাদ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সজ্জন মহারাজ, উদালা (ওড়িষ্যা)ঃ—ওড়িষ্যা রাজ্যে ময়ূরভঞ্জ জেলান্তর্গত উদালাস্থিত শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের প্রাচীন ও অন্যতম মুখ্যসেবক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সজ্জন মহারাজ বিগত ১০ জ্যৈষ্ঠ, ২৫ মে সোমবার রাত্রি ৮-৪০ মিঃ-এ উপরিউক্ত মঠে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে ৮৬ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ

ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। পরে ইনি উদালা মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত গোস্বামী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ উদালা মঠের সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ইনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ওড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জ জেলার অন্তর্গত সিংহাটিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বারিপদা হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে ছাত্রাবস্থায় ১৭ বৎসর বয়সে ইনি দীক্ষিত হন। ইনি কুয়ামারা এম্ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষকতার কার্য্যও করিয়াছিলেন। ইনি ভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। প্রচারকার্য্যে ইঁহার দক্ষতা ছিল। ওড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া ইনি উৎকলভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বিপুল উৎসাহের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। ইনি উক্ত মঠের অভিভাবকস্বরূপও ছিলেন। ইঁহার প্রয়াণে উক্ত মঠে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল তাহা অপূরণীয়। পূজ্যপাদ সজ্জন মহারাজের স্বধামপ্রাপ্তিতে বিশেষভাবে উদালা মঠের ভক্তগণ এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজের ব্যবস্থায় উদালা মঠে গত ৪ জুন তাঁহার বিরহমহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস হরিজন মহারাজ, উদালা (ওড়িষ্যা) ঃ— উদালা শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত হরিনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত এবং ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বেষাশ্রিত ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস হরিজন মহারাজ একই তারিখে অর্থাৎ ১০ জ্যৈষ্ঠ, ২৫ মে সোমবার শেষরাত্রি ২-৪০ মিঃ-এ ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে উদালা মঠে সজ্ঞানে হরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। একই দিনে দুইজন প্রাচীন বৈষ্ণবের প্রয়াণ হওয়ায় উক্ত মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ গুরুতররূপে বেদনাহত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ হরিজন মহারাজ নিষ্কপট স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি মেদিনীপুর জেলায় দাঁতনের নিকটবর্ত্তী কমলপুর গ্রামে সদ্‌গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি শিক্ষকতা করাকালে গৌড়ীয় মঠের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া ৩১ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন। ইনি পূর্ব্বে মেদিনীপুর মঠ, ঢাকা মঠ, বরিশাল মঠ, ৮নং হাজরা রোডস্থ কলিকাতা মঠে থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন। ইনি অবশিষ্ট জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইঁহার শ্রীল গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত উদালা মঠে অবস্থান করতঃ উক্ত মঠের সেবা আন্তরিকতার সহিত পরিচালনা করিয়াছেন। প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ পর্ব্বত মহারাজ ইঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন। ইঁহার প্রয়াণে উদালা মঠের ভক্তবৃন্দ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত। হরিজন মহারাজেরও বিরহোৎসব উদালা মঠে ৪ জুন সম্পন্ন হয়।

হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব প্রতিবৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বিগত ২১ জ্যৈষ্ঠ, ৫ জুন শুক্রবার হইতে ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ৭ জুন রবিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ—ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ এবং শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী,

শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী—নয়মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে পাঞ্জাব প্রচারান্তে নিউদিল্লী হইয়া গত ২০ জ্যৈষ্ঠ, ৪ জুন বৃহস্পতিবার এ-পি এক্সপ্রেসযোগে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিলে হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ স্থানীয় ভক্তবৃন্দসহ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশন হইতে মোটরকার, মেটাডোরাদি যোগে সকলে হায়দরাবাদে দেওয়ান দেউড়ীস্থিত শ্রীমঠে আসিয়া উপনীত হন।

৫ জুন পূর্ব্বাহ্নে এবং ৬ ও ৭ জুন রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ডঃ শ্রীবেদপ্রকাশ শাস্ত্রী, এম্-এ, পিএইচ-ডি, ডি-লিট, ডি-এস্‌সি। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ৫ জুন মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

৭ জুন রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যভাণ্ডাদি সহযোগে শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া হায়দরাবাদ সহরের দেওয়ান দেউড়ী, পাথরঘাট্টি মেন রোড, উর্দ্দুশরিফ, মামা জুমলা ফাটক, গান্ধীবাজার ও হাইকোর্ট রোড হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য প্রারম্ভে এবং তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ সমস্ত রাস্তা নৃত্যকীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গবাদনকারী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণের উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের বিশেষ সেবাপ্রচেষ্টায় হায়দরাবাদ মঠের জন্য মঠের সংলগ্ন জমী সংগৃহীত হইতে দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবসহ বৈষ্ণবগণ সকলেই উল্লসিত হইয়াছেন। গতবৎসর তাঁহারই প্রচেষ্টায় শ্রীমঠে দাতব্য চিকিৎসালয় বিভাগ খোলা হইয়াছে। মঠের ক্রমোন্নতিতে সকলেই সুখী।

হায়দরাবাদে গত তিন বৎসর যাবৎ বৃষ্টি যথারীতি না হওয়ায় এইবার তথায় খুবই জলকষ্ট অনুভূত হইয়াছে। কর্পোরেসন হইতে দুইদিন বাদে একদিন অল্প সময়ের জন্য পানীয় জল সরবরাহ করে। প্রায় বাড়ীরই কূপের জল নিঃশেষিত। মঠের কূপের জলও নিঃশেষিত হওয়ায় শৌচ স্নানাদির জন্য সমস্যা দেখা দেয়। অবশ্য কর্পোরেসন হইতে উৎসবের তিন দিন লরি করিয়া কিছু জল দেওয়ায় কোনও প্রকারে কার্য্য সমাধা হয়। এইপ্রকার জলের দুর্ভিক্ষ হায়দরাবাদে পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। জলের দোষে হায়দরাবাদে পৌঁছিয়া সেবকগণের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হইয়া পড়েন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎ কুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতগোবিন্দ দাস, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (শ্রীকরুণা কর), শ্রীবলদেব দাসাধিকারী (শ্রীবজ্রসিংজী), শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীচান্দ্রাইয়া), শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ দাসাধিকারী (শ্রীরামাইয়া) শ্রীভকতজী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব হায়দরাবাদ হইতে সদলবলে ১০ জুন কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শুভাবির্ভাবস্থলী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ তাঁহার সতীর্থগণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইয়া নিজ অলৌকিক ব্যক্তিত্বপ্রভাবে তাঁহাদের পরমারাধ্য গুরু-পাদপদ্ম বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পুরু-ষোত্তম ধামস্থিত আবির্ভাবস্থলীর প্রাকট্যবিধান করেন। উক্ত আবির্ভাবস্থলীতে যে প্রকার মামলা-মোকদ্দমা এবং বহু পুরাতন ভাড়াটিয়াগণের দীর্ঘ অবস্থিতি ছিল, আবির্ভাব স্থানের উদ্ধারসাধন হইতে পারে তাহা স্বপ্নেও কেহ চিন্তা করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের অসীম ধৈর্য্য ও ঐকান্তিক সুদৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত প্রচেষ্টায় অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। তিনি এইস্থান উদ্ধার করিয়া পৃথিবীর সারস্বত বৈষ্ণবগণের উল্লাস বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই-জন্য তদাশ্রিত শিষ্যগণ তাঁহার প্রণাম-মন্ত্রে এইভাবে তাঁহাকে নিত্য বন্দনা করিয়া থাকেন—

'শ্রীক্ষেত্রে প্রভুপাদস্য স্থানোদ্ধার সুকীর্ত্তয়ে।
সারস্বতগণানন্দসম্বর্দ্ধনায় তে নমঃ ॥'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় পুরীতে তাঁহার আবির্ভাবস্থলী প্রকটিত হওয়ার পর উহা সারস্বত বৈষ্ণবগণের পবিত্র মহামিলনস্থলী-রূপে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে তথায় নবচূড়া-বিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির, বিশাল রমণীয় সংকীর্ত্তন ভবন, ত্রিতল সাধুনিবাস ও অতিথিভবন, অতিশয় রমণীয় চূড়াবিশিষ্ট তোরণ প্রকটিত হইয়া শ্রীজগ-ন্নাথদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা-মুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুরী মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থলীস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তনভবনে বিগত ১১ আষাঢ়, ২৬ জুন শুক্রবার ও ১২ আষাঢ়, ২৭ জুন শনিবার প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকায় দুইটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিপুরা পাব্‌লিক সার্ভিস কমি-শনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শ্রীদামোদর পাণ্ডা যথাক্রমে সভাপতিরূপে বৃত হন। প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ প্রদান করেন ভারতের সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র ও ওড়িষ্যার পুলিশ বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল শ্রীশ্যামসুন্দর পাঢ়ি, আই-পি-এস্। প্রথমদিনের বিজ্ঞাপিত সভাপতি ওড়িষ্যার রাজ্যসরকারের প্রাক্তন অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র প্রথমদিন সভায় যোগদান করিতে না পারায় দ্বিতীয়দিন আসিয়া ভাষণ প্রদান করেন। বিশিষ্ট বক্তারূপে বক্তৃতা করেন বাঁকি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায় ও শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ। সভায় আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল 'হিংসাপ্রবণতার প্রতিরোধে ভগবৎপ্রেমানুশীলন', 'সংসার-দাবাগ্নির মহৌষধ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'।

ভক্তপ্রবর সগোষ্ঠী শ্রীমোহনলাল সিংহানিয়ার প্রার্থনায় পুরীতে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী তাঁহার নবনির্ম্মিত রমণীয় বাসভবনের শুভপ্রবেশ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্ম-চারী, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীমঠ হইতে প্রাতে রওনা হইয়া মোটরযানযোগে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে গৃহপ্রবেশ

অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণবহোম কার্য্য সম্পন্ন করেন। তথায় সর্ব্বক্ষণ হরিসংকীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন প্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ দীর্ঘ সময় ধরিয়া বক্তৃতা করেন। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যগণ ও ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকায় শুভ পদার্পণ করেন। মোহনলালবাবু ও তাঁহার পুত্রগণের প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ (খড়্গপুর), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ (রাজমহেন্দ্রী) হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন মিশনের সেবকগণ মহোৎসবের রন্ধনাদি সেবার ব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে রন্ধনসেবায় সহায়তা করিয়াছেন শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী। পরবর্ত্তিকালে দ্বিপ্রহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ, মঠের ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ উপস্থিত হইয়া বিভিন্নভাবে সেবাকার্য্যে সহায়তা করেন। মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা সমুপস্থিত বৈষ্ণবগণকে ও অতিথিবর্গকে পরিতৃপ্ত করা হয়। মোহনলালবাবু ও তাঁহার পুত্র-পরিজনবর্গের-বৈষ্ণবসেবা প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। তাঁহারা তাঁহাদের নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টার দ্বারা পূজনীয় বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

১২ আষাঢ়, ২৭ জুন শনিবার শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন তিথিবাসরে শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ শ্রীচৈতন্য আশ্রম, শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রমের ভক্তবৃন্দসহ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলী গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সংকীর্ত্তনসহ শুভপদার্পণ করিলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া যৌথভাবে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে পৌঁছিয়া শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনসেবা সম্পন্ন করেন। গুণ্ডিচামন্দির যাওয়ার পথে শ্রীরায় রামানন্দের স্থান শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান তাঁহারা দর্শন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে তাঁহার বক্তৃতায় উক্তস্থানের মহিমা হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেন এবং গুণ্ডিচামন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিলে পরিক্রমাকারী ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়।

১৩ আষাঢ়, ২৮ জুন রবিবার শ্রীরথযাত্রা তিথিবাসরে শ্রীমঠ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র রথযাত্রায় যোগদানকারী ভক্তবৃন্দকে খিচুড়ী প্রসাদ প্রদান করা হয়। অপরাহ্ণ পৌনে পাঁচ ঘটিকায় শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথাকর্ষণ আরম্ভ হইলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তনপার্টি শ্রীল আচার্য্যদেবের নেতৃত্বে বহির্গত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের রথ চলা পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

শ্রীমঠে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদানন্দন বনচারী, শ্রীদয়াল দাস, শ্রীঅজিত গোবিন্দ দাস এবং কলিকাতা মঠের শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী ও শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী (শ্রীমনীন্দ্র মহান্তি) ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থায় ও প্রচারকার্য্যে আন্তরিকতার সহিত যত্ন করেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৫) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

মুদ্রণালয় :
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৯৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৯৪
২৩ হৃষীকেশ, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

ভারত-প্রারম্ভে আমরা মঙ্গলাচরণে ইহাই উচ্চারণ করি যে,—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

আমাদেরও অদ্য বর্ষপ্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জয়গান।

শ্রীমদ্ব্যাসের আরাধ্য শ্রীনারায়ণ ; তিনি পুরুষোত্তম পরমপুরুষ মহাপ্রভু আর তাঁহার চিচ্ছক্তি-রসময়ী সরস্বতীদেবী নারায়ণী। এই যুগল নমস্কারান্তর শ্রীগুরুদেব-শ্রীব্যাসের জয়গান করাই সনাতনী রীতি।

সর্ব্বলোকপিতামহ পুরুষোত্তমের নরমূর্ত্তি এবং তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ চতুর্ম্মুখই প্রপঞ্চের আদিম উপকরণ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদাধস্তন শ্রীধর বলেন,—'বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি। যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥" আদি মহান্ত গুরু শ্রীচতুর্ম্মুখ শ্রীনৃসিংহের সম্বিচ্ছক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সরস্বতী চতুর্ম্মুখদ্বারা বেদচতুষ্টয় গান করিয়াছিলেন। উহাই শ্রবণ করিয়াছিলেন শ্রীনারদ। শ্রীনারদ উহাই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীব্যাসদেব তাহা আকর্ণিত করেন।

আধস্তনিকগণের মঙ্গলের জন্য সেই ব্যাস অনুকূল ও প্রতিকূলভাবে পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণের চরণানুশীলন করিবার প্রণালীদ্বয়ের মূর্ত্তিসমূহকে 'অক্ষর' নামে অভিহিত করিয়া তাহা হইতে ক্ষর-ধর্ম্ম অপসারিত করিয়াছিলেন।

যে বিষ্ণু আদিকবি ব্রহ্মার হৃদ্দেশে চিন্ময়ী শোভা-সম্পৎ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার লীলাই শ্রীনৃসিংহ-লীলা। তজ্জন্যই শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদাধস্তন শ্রীধর তাঁহার অভীষ্টদেব শ্রীনারায়ণের স্বরূপনির্ণয়ে নরসিংহদর্শনের ব্যবস্থারূপা তদনুগজনের জন্য অক্ষরাত্মিকা মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়াছেন।

অদ্য শ্রীনিত্যানন্দপদানুসরণে আমরা শ্রীব্যাসদেবের পূজার অর্ঘপ্রদানকার্য্যের আবাহন করিতেছি। এই অর্ঘপ্রদান আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা, তদনুগ শ্রীনারদ এবং তাঁহার অনুগ শ্রীবেদব্যাস এবং শ্রীব্যাসানুগ শ্রীমদানন্দতীর্থ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও সমগ্র

পরিকর গৌড়ীয়গণের পূজা একদিন শ্রীনবদ্বীপে জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন। আম্নায়পারম্পর্য্যে তাদৃশ কৃত্য আমাদের ভক্ত্যনুষ্ঠানের একটী মুখ্য ব্যাপার।

আচার্য্যগণ শ্রীব্যাসমুখরিত শ্রুতিরই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরাও আজ তদনুসরণে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।

অপরাবিদ্যার সন্তোষবিধানার্থ শিশুগণ গৌর-শুক্লাপঞ্চমীতে অঞ্জলি দিয়া থাকেন আর আমরা মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমীতে পরাবিদ্যাদেবীর চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। সেই অঞ্জলি শ্রীব্যাসের শ্রীকরোদ্ভাসিত।

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"—এই মন্ত্রশ্রবণযোগ্যতা-লাভের হেতুমূলেই শ্রীব্যাস-পূজা-যজ্ঞের আবাহন।

একদিন শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ শ্রীব্যাসপূজায় নিযুক্ত থাকিয়াই শ্রীব্যাসাসনে উপবেশনরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার অনুগসম্প্রদায় তাঁহার আনুগত্যের পরিচয়ে আবাহমানকাল আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রাপঞ্চিক বিচারে নিজ অযোগ্যতার বিচার আসিয়া ব্যাসাসনে অধিরোহণ কার্য্যে বাধা দেয় বটে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা-লঙ্ঘনরূপ দুষ্প্রবৃত্তিবশে আমাদিগকে যেন কোনদিন গুরুপাদপদ্মসেবা-বিমুখ না করে—ইহাই শ্রীব্যাসদেবের ও শ্রীপাদ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শ্রীচরণে আমাদের বিজ্ঞপ্তি। শ্রীমধ্বমুনি শ্রীব্যাসদেবের পূজাভিনয়-প্রদর্শন কল্পে অশীতিবর্ষ গুরুলীলাভিনয় করিয়াছেন। এক সময়ে তিনি ভীমরূপে উদিত হইয়া কৃষ্ণবিদ্বেষি-সম্প্রদায়সমূহকে গদাধরসেবকত্ব প্রদর্শনকল্পে মহাভারতযুদ্ধে কৃষ্ণসেবার অভিনয় করিয়াছেন। অন্য সময়ে তিনি বজ্রাঙ্গজীরূপে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিপক্ষকুল নির্য্যাতনের কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। আর নিত্যকাল তিনিই আবার বায়ুরূপে বৈকুণ্ঠ ধারণ করিয়া অপ্রাকৃত নিত্যাবস্থানের বিলোপসাধন করিতে দেন নাই। শ্রীমদানন্দতীর্থের শুক্লা-নবমীতে অপ্রকট-পূজার পরে অদ্য তাঁহারই অধস্তন মদীয় গুরুবর্গ শ্রীব্যাসপূজার পুরোহিতরূপে আমাকে বরণ করিতেছেন। ইহা তাঁহাদিগের মহাভাগবতের অনুসরণ-লীলামাত্র। আমার স্বরূপগত পরিচয়ে আমি জানি যে, আমি শ্রীরূপানুগজনের অযোগ্য অসম্ভাষ্য নিত্য-দাস, সুতরাং অযোগ্যতা-নিবন্ধনই আমার এই তাৎকালিক বিশৃঙ্খলতা। শ্রোতৃবর্গ আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিলেই আমি তাঁহাদের দাস্য-পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করিব। আমার কণ্ঠরোধ করিলে আমাকে শ্রীব্যাসপূজার অধিকার দেওয়া হইবে না, তজ্জন্য আপনাদিগের নিকট আমি সকাতরে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, আপনারা অসংখ্য মহাপুরুষগণকে শ্রীব্যাসপূজার অধিকার দিয়াছেন, অতএব আমাকেও ক্ষণকালের জন্য সেই পূজার অধিকার প্রদান করুন।

শ্রীব্যাসপূজার পুরোহিতসূত্রে আমি কৃচ্ছ্রসাধন অবলম্বন করিয়া শ্রীব্যাসাসনে অধিরোহণ করিতেছি না। আমি আমার শ্রীগুরুদেবের এবং তাঁহার পূর্ব্ব পিতৃবর্গের তর্পণোদ্দেশে যে আরাধনা করিতেছি, তাহা—অবতার বা অবরোহবিচারেই প্রতিষ্ঠিত। আমি বাহ্য জড়জগতে জ্ঞানের প্রয়াস অবলম্বনে অজিত-বস্তু লাভের আশায় প্রতারিত হইবার অভিলাষী নহি। তজ্জন্য শ্রীচতুর্ম্মুখের অধস্তন সম্প্রদায়-গণের আদেশ, শ্রীব্যাসানুগগণের আজ্ঞা এবং শ্রীরূপানুগগণের অপার করুণার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই আজ আমি শ্রীরূপ-কথিত ভক্তিপথের কিঞ্চিৎ বর্ণনা দ্বারা শ্রীবাসের চরণে অঞ্জলি দিতেছি। কেবল শ্রীব্যাসের চরণে অঞ্জলি দিতেছি না, পরন্তু শ্রীব্যাসানুগ গৌড়ীয়-গুরুবর্গের চরণেও অঞ্জলি দিবার জন্য অধিরোহবাদীর জঘন্য বৃত্তিও গুরুর আজ্ঞানুসারে পরিহার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছি। আমার এই কার্য্যে "তৃণাদপি সুনীচ" ধর্ম্মলাভের উপদেশ অবহেলিত হইতেছে না। শ্রীরূপানুগগণের মহিমা বলিতে গিয়া আমার তরুর ন্যায় সহিষ্ণু-গুণসম্পন্ন হইবার ব্যাঘাত হইতেছে না। কোনও জড়-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইবার দুরাশাবশে আমি শ্রীগুরুবাক্য লঙ্ঘন করিতেছি না। সুতরাং আমি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-কথিত মানদধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অভিলাষী হইয়া পরিমিতকরণ পরিহারপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠকথারই পুনরা-

বৃত্তি করিতেছি। এই অনুষ্ঠানের গুণ-দোষের আমি ফলভাক্ নহি। সুতরাং ফল বা দক্ষিণাস্বরূপে আমি জাগতিক নিন্দা-প্রশংসার প্রার্থী নহি। নিত্যপার্ষদ শ্রীরূপ ও তদনুগগণ এবং ভাবিকালের শ্রীরূপানুগগণ সকলেই আমার পূজ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীব্রহ্ম-নারদব্যাস-মধ্ব-নিত্যানন্দাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বিগ্রহগণ। আমি তাঁহাদের নিত্যকাল আশ্রিত হইতে পারিলেই ধন্য হইব—আমার প্রাপঞ্চিক ভবরোগ বিদূরিত হইবে এবং ভুক্তি-মুক্তি পিশাচীদ্বয়কে 'জননী' বলিয়া জানিবার পরিবর্ত্তে পূতনাস্বরূপ জ্ঞান করিব। জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তি-জননীর উপযুক্ত পুত্র হইয়া যেন মাতৃসেবায় ঔদাসীন্য না করেন, জননীকে 'দাসী' জ্ঞান না করেন—ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুকে যে ভক্তির স্বরূপে পরিচিত করিয়াছেন এবং যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতনপ্রভুকে ভক্তিসিদ্ধান্ত-আচার্য্যরূপে 'সম্বন্ধ'-শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এবং যে সনাতন-শিক্ষা শ্রীজীবে প্রতিফলিত হইয়া ভাগবতাচার্য্যরূপে দেদীপ্যমান আছে এবং যে শ্রীরূপানুগত্ব মূর্ত্তিমতী ভক্তি-স্বরূপে শ্রীরঘুনাথপ্রভুবরে স্বরূপানুগত্যের দেদীপ্যমান শোভাময় আচার্য্য-বিগ্রহত্বে প্রকটিত থাকিয়া গৌড়ীয়ের হৃৎসরোবরের আশাবারি অবিশ্রান্তভাবে পরিপূরণ করিতেছেন, শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবহৃদয়তট সেই ভক্তিরসামৃতজলধির পরিরক্ষক এবং সুসিদ্ধান্তবিরোধ ও অনর্থরূপ-পঙ্কিলজলপ্রবাহ-সমূহের প্রতিষেধকরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।

শ্রীরূপোপদিষ্টা শ্রীচৈতন্য-ভক্তি শ্রীরূপের শ্রীকরোদ্ভাসিতা। "দুর্গমসঙ্গমনী" জীববৃত্তি পঞ্চরাত্র-মত-ধ্বংসিনী নহেন। যাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীজীব পাঞ্চরাত্রিক মতের সহিত বিরোধ করিবার উদ্দেশেই শৌক্রবিচারের প্রাধান্য ও স্বকীয়বাদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া শ্রীরূপানুগত্ব ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন; শ্রীরূপরঘুনাথানুগ জনগণ তাঁহাদের ঐরূপ নিকৃষ্ট বিচারের পক্ষপাতী নহেন। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীমন্নরোত্তম প্রভু প্রভৃতি গৌড়ীয়গণই এই ঘৃণিত-বিশ্বাস-রোগের চিকিৎসক। "মনঃশিক্ষা", 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি" প্রভৃতি শ্রীরূপানুগত্বের প্রকৃষ্ট নির্য্যাস। তাই বলি, শ্রীব্যাসাসনে বসিয়া শ্রীজীবানুগত্যে আমাদিগের শুদ্ধজীবানুগত্য পরিচয় লাভ হউক আর 'স্বরূপের শ্রীরঘুনাথে'র আনুগত্যে ব্যাসাসনে শ্রীব্যাসপূজার উদ্দেশে প্রাকৃত-চাঞ্চল্য অপসারিত হইয়া অপ্রাকৃত সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হউক। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে আনীত শ্রীজীব-ঘটে স্বরূপের রঘুদাস্য আমাদিগের কামাদি ষড়্রিপুর অনিত্য দাস্যদস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া অমরসলিলে স্নাত ও পিপাসার নিবৃত্তি করুক।

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বস্মরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

চতুর্থঃ কিরণঃ—ভগবৎস্বরূপতত্ত্বম্

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১২।১৩।১]

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥১

[১।২।১১]

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥২॥

ব্রহ্মানারদম্ [২।৬।৪০]

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্সম্যগবস্থিতম্।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমব্যয়ম্ ॥৩॥

কপিলো দেবহূতিম্ [৩।৩২।২৬]

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্ ।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥৪॥

জড়ভরতঃ রহূগণম্ [৫।১২।১১]

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-
মনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্ ।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥ ৫ ॥

বসুদেবঃ ভগবন্তম্ [১০।৩।১৩]

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥৬॥

ব্রহ্মা নারদম্ [২।৭।৪৭]

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্ ।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ।
তদ্বৈ পদা ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্ ॥৭॥

ব্রহ্মা ভগবন্তম্ [৩।৯।১১]

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্ ।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ৮ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

ভগবৎপারতম্যং যৎ কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্ ।
পীতমানীতমত্রৈব তমদ্বৈতপ্রভুং ভজে ॥

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন ; বেদ, বেদাঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষৎসমূহ সামগানদ্বারা যাঁহাকে গান করেন ; ধ্যানাবস্থিত তদ্গতমনা যোগিগণ যাঁহাকে সমাধিদ্বারা দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরমদেবতা কৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষেরা তত্ত্ব বলেন। চিন্মাত্র ব্রহ্মই সেই তত্ত্বের প্রথম প্রতীতি। চিদ্বিস্তাররূপ পরমাত্মাই সেই তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রতীতি। চিদ্বিলাসরূপ ভগবান্ সেই তত্ত্বের তৃতীয় প্রতীতি। তিন অবস্থায় তিনটী নাম হইয়াছে ॥ ২ ॥

ব্রহ্মপ্রতীতি এইরূপ—বিশুদ্ধ, কেবল চিন্মাত্র, নিজের প্রতি চেষ্টাবান্, সম্যগ্‌স্থিত, সত্য, পূর্ণ, অনাদি, অনন্ত, সত্ত্বাদিগুণশূন্য, নিত্য, অব্যয়, ক্ষয়োদয়রহিত ॥ ৩ ॥

পরমাত্মপ্রতীতি এইরূপ—জ্ঞানবিস্তৃতিক্রমে ব্রহ্ম অপেক্ষা অধিক বিকসিত পরব্রহ্ম ; যাহা কিছু জগতে আছে, তৎসমুদয় তাঁহাতে অবস্থিত ; (তিনি) নিয়ন্তা, পরমপুরুষ, পরমাত্মা।

ভগবৎপ্রতীতি এইরূপ—দৃশ্যাদি যাহা কিছু বা যে কেহ থাকে সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ ভাবদ্বারা সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ এক অদ্বিতীয় ভগবান্ প্রকাশ পান ॥ ৪ ॥

বিশুদ্ধ পরমার্থজ্ঞানভেদরহিত, বহিরর্থশূন্য, সত্য, প্রত্যগ্‌দশাবস্থ, প্রশান্ত, ব্রহ্মকে ক্রোড়ীভূত করিয়া ভগবৎ-শব্দে শব্দিত এক তত্ত্বকে 'বাসুদেব' বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মপ্রতীতি ও পরমাত্ম-প্রতীতিকে অন্তর্ভূত করিয়া যে পরমতত্ত্ব প্রকাশ পান, তাহাই বাসুদেব ভগবান্ ॥৫॥

সেই বাসুদেব দেবকীগর্ভে স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা উদয় হইলে বসুদেব মহাশয় কহিলেন,—"আপনাকে বুঝিতে পারিলাম, আপনি শক্তির অতীত সাক্ষাৎ শক্তিমান্ পরমপুরুষ, কেবলানুভবানন্দ এবং সকলের বুদ্ধিকে দর্শন করেন ॥" ৬ ॥

নিত্য, প্রশান্ত, অভয়, প্রতিবোধমাত্র, বিশুদ্ধ, সৎ ও অসৎ—এই উভয়ের সম যে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, (আপনি) তদ্‌যুক্ত। সুতরাং ক্রিয়াময়-শব্দ তাঁহাতে ক্রিয়া করিতে অসমর্থ এবং মায়া বিলজ্জমানা হইয়া তাঁহা হইতে দূরে অবস্থান করে। সেই পরমপুরুষ ভগবানের পদকেই বিশোক অজস্রসুখ ব্রহ্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন অর্থাৎ ব্রহ্মই সূর্য্যস্থলীয় ভগবানের অঙ্গকান্তি মাত্র ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন—হে ভগবন্ ! হে নাথ ! তুমি জীবের শ্রুতেক্ষিতপথস্বরূপ অর্থাৎ শ্রুত হইয়া ইক্ষিততত্ত্ববিশেষ। ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃৎপদ্মে উদয় হইয়া থাক। হৃদয়ে সুবুদ্ধিদ্বারা, হে উরুগায় ! ভক্তগণ যে যেরূপ তোমার ভাবনা করেন, তুমি

মনুর্ভগবন্তম্ [৮।১।১৫]
ঈহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিষজ্জতে।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেঽনু তম্ ॥৯॥

দেবা ভগবন্তম্ [১০।২।৩৯]
ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া
কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥১০॥

পিপ্পলায়নো নিমিম্ [১১।৩।৩৬-৩৭]
নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূল-
মর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥১১॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি-
র্ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥১২॥

সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই সেই বপুতে প্রকাশ পাও ॥ ৮ ॥

ভগবান্ পরমেশ্বর। তিনি আত্মলাভে নিত্য-পূর্ণার্থ। তিনি যে যে স্থলে প্রকাশ পান, তাহাতে তাঁহার আসক্তি হয় না। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুগত, তাঁহারা কখনই অবসাদপ্রাপ্ত হ'ন না ॥৯॥

হে ঈশ, তুমি অভব। আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তোমার প্রপঞ্চোদয়ে তোমার লীলা-বিনোদ-ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই। তুমি অভয়াশ্রয়স্বরূপ। জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ অবিদ্যা-দ্বারা তোমাতেই কল্পিত বলিয়া মনে করি ॥ ১০॥

সেই পরমপুরুষ ভগবত্তত্ত্বে মন, চক্ষু, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রবেশ নাই। অনলের স্বীয় স্ফুলিঙ্গ যেরূপ অনলকে প্রকাশ করে না, সেইরূপ রশ্মিস্থলীয় চিৎকণ জীব সূর্য্যস্থলীয় তোমাকে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব ব্রহ্ম হইতেও দুরূহ। শব্দ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। কেন না শব্দাদি তাঁহা হইতেই উৎপন্ন। সুতরাং ইহা নয়, ইহা নয় করিয়া অবশেষ যাহা থাকে, তাহাতে ব্যক্তি সিদ্ধি করে ॥ ১১ ॥

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণবিশিষ্ট প্রকৃতিসূত্র অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার (যাহাকে জীবতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জীব বলে) এই সমস্ত শক্তির আধার ভগবান্ একতত্ত্ব ; তাঁহাকেই জ্ঞান, ক্রিয়া, অর্থ, ফল-রূপ সদসৎ এবং তদতীত পরব্রহ্ম প্রকাশ পায় ॥১২॥

(ক্রমশঃ)

শাস্ত্র কাহাকে বলে এবং তাহার সার শিক্ষা কি ?

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা সকলেই যে শাস্ত্রবিধি অনুসারে চলিবার কথা বলিয়া থাকি, 'সর্ব্বশাস্ত্রময়ী' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ১৬শ অধ্যায়ের শেষোক্ত দুইটি শ্লোকে যে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের খেয়ালখুসী মত চলিলে সুখ, সিদ্ধি, পরাগতি লাভ করা যায় না, কার্য্য ও অকার্য্যের নির্দ্ধারণে যে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক, এই কর্ম্মভূমিতে শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্মই যে অনুষ্ঠেয় ইত্যাদি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এই শাস্ত্র কাহাকে বলা হইয়াছে এবং উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, ইহা জানিবার জন্য প্রায় সকলেরই অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হয়।

শাস্ ধাতু ষ্ট্রন্ প্রত্যয় করিয়া 'শাস্ত্র' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যাহা আমাদিগকে শাসন করেন—বিধি-নিষেধাত্মক বাক্যদ্বারা আমাদের প্রকৃত কল্যাণ বিধান করেন। পদ্মপুরাণে (৭২।১০০) কথিত হইয়াছে—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥"

অর্থাৎ "বিষ্ণুকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিবে, ইহাই বিধি। কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না, ইহাই নিষেধ।

অন্যান্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধ উক্ত মূল বিধি ও নিষেধদ্বয়ের কিঙ্কর।"

সুতরাং শাস্ত্র আমাদের শত্রু নহেন, পরমহিতকারী বান্ধব। শাস্ত্রকে কখনই অবজ্ঞা করিতে নাই। স্বয়ংভগবান্‌ই শাস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষ-চতুষ্টয়-বিবর্জ্জিত ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিগণ সেই শাস্ত্রবক্তা।

মাধ্বভাষ্যধৃত স্কন্দপুরাণ-বাক্য হইতে পাওয়া যায়—

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
ততোঽন্যশাস্ত্রবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥"

অর্থাৎ "ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারিবেদ এবং মহাভারত, মূলরামায়ণ এবং পঞ্চরাত্র—এই সকল শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যেসকল গ্রন্থ, তাহাও শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা ত' শাস্ত্র নহেই, বরং তাহাদিগকে কুবর্ত্ম বলা যায়।"

গীতার মাধ্বভাষ্যধৃত নারদীয়পুরাণ-বচনে কথিত হইয়াছে—

"পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা।
পুরাণঞ্চ ভাগবতং বিষ্ণুর্বেদ ইতীরিতঃ॥"

অর্থাৎ পঞ্চরাত্র, মহাভারত, মূলরামায়ণ, শ্রীভাগবতপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ—এইসকল 'বেদ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ইতিহাস ও পুরাণকে 'পঞ্চমবেদ' বলা হইয়াছে—ভাঃ ১।৪।২০ দ্রষ্টব্য।

বৃহদারণ্যক ২।৪।১০ সংখ্যক শ্রুতিবাক্যে কথিত হইয়াছে—

"এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি।"

অর্থাৎ "মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা—সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে।

'ইতিহাস'-শব্দে রামায়ণ ও মহাভারতাদি। পুরাণ-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত-শিরস্ক-অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। 'উপনিষৎ'-শব্দে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ উপনিষৎ। শ্লোক-শব্দে ঋষিগণকৃত অনুষ্টুপাদি ছন্দোগ্রন্থ। সূত্র-শব্দে—প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্যকৃত বেদার্থ-সূত্রসকল। অনুব্যাখ্যা-শব্দে সেই সূত্র সম্বন্ধে আচার্য্যগণকৃত ভাষ্যাদি ব্যাখ্যা।"

—শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সামকৌথুমীশাখায় ছান্দোগ্যোপনিষদেও (৩।১৫।৭) "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।" বাক্যে ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চমবেদত্ব—সুতরাং চতুর্ব্বেদবৎ প্রামাণিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।৩৯ শ্লোকে শ্রীমৈত্রোক্তিতেও ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চমবেদত্ব কথিত হইয়াছে।

নারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং ক্বচিদাপ্নুয়াৎ॥"

অর্থাৎ হে বরাননে! বেদার্থ হইতেও আমি পুরাণার্থকে অধিক বলিয়া মনে করি; যেহেতু নিখিল বেদশাস্ত্র পুরাণে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। সুদান্তই হউক আর সুশান্তই হউক, যে ব্যক্তি বেদ হইতে পুরাণকে অন্যপ্রকার মনে করে, সে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়, কখনও উত্তমা গতি লাভ করিতে পারে না।

বেদার্থপূরণ-হেতুই 'পুরাণ' নাম। সেই পুরাণ অস্বীকার করিলে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞানেই বঞ্চিত হইবার দুর্ভাগ্য বরণ করিতে হয়।

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে—

"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাস-পুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা॥
যন্ন দৃষ্টং ত্রিবেদেষু তদ্‌দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥

যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥"

অর্থাৎ "হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি পুরাণার্থকে বেদবৎ নিশ্চল অর্থাৎ সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া মনে করি। বেদের যাবতীয় অর্থ পুরাণে প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অল্পশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি (বেদার্থবোধক ইতিহাস-পুরাণাদি শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিকেই অল্পজ্ঞ বলা হইয়াছে, ইহারা বেদব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে বেদের প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় বা বৈপরীত্য ঘটাইয়া ফেলিবে, ইহাই তথাকথিত বেদ-ব্যাখ্যাতাভিমানী হইতে বেদের ভয়োদয়ের কারণ।) বেদার্থ বিচার করিতে গিয়া বেদের প্রকৃত অর্থের পরিবর্ত্তে বিপরীতার্থ প্রচার করিয়া ফেলিবে, বেদের এইরূপ ভয় উপস্থিত হওয়ায় সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বয়ং শ্রীভগবৎকর্ত্তৃকই ইতিহাস-পুরাণ-দ্বারা বেদকে নিশ্চল করা হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত ইতিহাস-পুরাণমাধ্যমে বেদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণগণ, যাহা বেদে দৃষ্ট হয় না, তাহা মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়, আবার যাহা বেদ ও স্মৃতিতেও দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা পুরাণে প্রকাশিত দেখা যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি অঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গ) ও উপনিষদের সহিত চতুর্ব্বেদ পারঙ্গত হইয়াও পুরাণার্থ অবগত নহেন, তাঁহাকে 'বিচক্ষণ' বলা যাইতে পারে না।" সুতরাং পঞ্চম বেদ-স্বরূপ ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রামাণিকতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণিকতা স্বীকার না করিয়া বেদজ্ঞতার দম্ভ সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়। স্মৃতিরাজ গীতাগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকেই পরতমতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব ও সর্ব্ববেদজ্ঞত্ব তারস্বরে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। আবার তাঁহা অপেক্ষাও অধিকতর স্পষ্টভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' (ভাঃ ১।৩।২৮) বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার পরতমতা কথিত হইয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহা তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বয়ংভগবান্-শব্দের অর্থ এই যে,—

"যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ, তাহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ॥"
—চৈঃ চঃ আ ২।৮৮-৯০

অর্থাৎ "অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ·····রাধাপ্রেয়ান্ বিধুঃ" কৃষ্ণই সর্ব্বমূলতত্ত্ব—সর্ব্ব অংশের অংশী, সর্ব্ব অবতারের অবতারী।

শ্রীগীতায় 'মামেকং শরণং ব্রজ' এই শ্রীমুখবাক্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতিকেই জীবাত্মার পরমধর্ম্ম বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা ব্রজগোপীগণ তথা গোপিকাশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর উপাসনাদর্শে তাহার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত শিক্ষাষ্টকের চরম শ্লোকে উহার অসমোর্দ্ধ্ব মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ সর্ব্বশাস্ত্রসার বলা হইয়াছে। যথা—

"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্‌রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ ॥"
—ভাঃ ১২।১৩।১৫

অর্থাৎ "শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসারভূতরূপে কথিত হইয়াছে। যিনি তদীয় রসামৃতাস্বাদনে পরিতৃপ্ত, তাঁহার অন্যত্র কুত্রাপি আসক্তি জন্মে না।"

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—"চিন্ময় রসামৃতে যাঁহারা তৃপ্ত, তাঁহাদের কৃষ্ণেতর সাহিত্যে রুচি থাকে না।"

উক্ত শ্রীভাগবতে অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

"ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্ ॥
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্ ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদীয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ,

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বামনপুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—এই অষ্টাদশ সংখ্যক মহাপুরাণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে—ঐ পুরাণসকলের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণ—এই ছয়খানি **সাত্ত্বিকপুরাণ**; ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়খানি **রাজসিক পুরাণ** এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়খানি **তামসিক পুরাণ**।

'তত্ত্বসন্দর্ভ' ১৭শ সংখ্যায় মৎস্যপুরাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়াছে—সাত্ত্বিকপুরাণাদি শাস্ত্রে হরির মহিমাই অধিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমা এবং তামসিকপুরাণে অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে বলা হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোময় বিবিধ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানাদেবতার মহিমা এবং পিতৃলোকের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ইহার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের মাহাত্ম্যই বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গরুড়পুরাণে কথিত হইয়াছে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥"

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৩৪)

শ্রীল নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর

ঋচীকস্য মুনেঃ পুত্রো নাম্না ব্রহ্মা মহাতপাঃ।
প্রহ্লাদেন সমং জাতো হরিদাসাখ্যকোঽপি সন্ ॥
—গৌঃ গঃ ৯৩

'ঋচীকমুনির পুত্র যাঁহার নাম মহাতপা ব্রহ্মা, যিনি প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই এখন হরিদাস।'

মুরারিগুপ্তচরণৈশ্চৈতন্যচরিতামৃতে।
উক্তো মুনিসুতঃ প্রাতস্তুলসীপত্রমাহরন্ ॥
অধৌতমভিশপ্তস্তং পিত্রা যবনতাং গতঃ।
স এব হরিদাসঃ সন্ জাতঃ পরমভক্তিমান্ ॥
—গৌঃ গঃ ৯৪, ৯৫

'চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মুরারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে, কোন এক মুনিকুমার তুলসীপত্র আহরণপূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন, তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরিদাস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।'

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—"দ্বাপরযুগে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস ও গোপবালকগণসহ ব্রজধামে ভ্রমণকালে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে ও কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিতে গোবৎস-গোপবালকগণকে হরণ করিয়া সম্বৎসরকাল সুমেরু পর্ব্বতের গহ্বরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসরান্তে ব্রহ্মা ব্রজে আসিয়া কৃষ্ণকে গোপবালক ও গোবৎসসহ একইভাবে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া কৃষ্ণের চরণে প্রপন্ন হইলে ও ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলে কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে নিজের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়, সেই দ্বাপরযুগের পরবর্ত্তী কলিযুগের প্রারম্ভে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর ভাব ও কান্তি লইয়া ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হন। যাহাতে গৌরাবতারেও ভুল বশতঃ ভগবচ্চরণে পুনরায় অপরাধ না করেন,

তজ্জন্য নবদ্বীপধামান্তর্গত অন্তর্দ্বীপে ব্রহ্মা চিন্তামগ্ন হইলে কৃষ্ণ তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিয়া গৌরাঙ্গরূপে দর্শন প্রদান করতঃ বলিলেন, 'গৌরাবতারকালে তুমি যবনকুলে আবির্ভূত হইয়া হরিদাস ঠাকুররূপে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার এবং জীবের কল্যাণ বিধান করিবে।' উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাই হরিদাস ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কথিত হয় যে, যাহাতে পুনরায় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মা গৌরপাদপদ্মে অপরাধ না করেন, তজ্জন্য তিনি নিজেই গৌরাবতারকালে নীচকুলে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা কৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবিলাস-গ্রন্থেও ইহার বর্ণন পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব যে কোন কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন, নীচকুলে আবির্ভূত হইলেও বৈষ্ণব সর্ব্বোত্তম, ইহা প্রদর্শনের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজপার্ষদগণকে বিভিন্ন কুলে আবির্ভূত করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধমকুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তমকুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এইসব বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধমকুলেতে॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান।
এইমত হরিদাস নীচজাতি নাম॥"

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বুঢ়ন গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। খুলনা জেলার মধ্যে সাতক্ষীরা মহকুমায় বুঢ়ন নামে একটি পরগণা আছে। বুঢ়ন পরগণায় ৬৫টি মৌজা। বুঢ়ন* নামযুক্ত গ্রামটি কোথায়, উহা সুনিশ্চিতভাবে নির্ণীত করা যায় না। কাহারও মতে হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পিতার নাম সুমতি এবং মাতার নাম গৌরী। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইলে বুঢ়ন হইতে ২॥ ক্রোশ দূরে সালাই নদীর অপরপারে হালিমপুর গ্রামে খাঁ সাহেবদের গৃহে তিনি লালিত-পালিত হন। শ্রীঅদ্বৈতবিলাসে শ্রীল হরিদাস ১৩৭২ শকে অগ্রহায়ণ মাসে খানাউল্লা কাজীর গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু শৈশবেই তাঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়—এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

'শ্রীঅদ্বৈতবিলাস'মতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাবকাল ১৩৭২ শকাব্দে। ১৪০৭ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে ৩৫ বৎসর বড় ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভু অপেক্ষা ১২ বৎসর অধিক বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় হরিদাস ঠাকুর নিত্যানন্দপ্রভু অপেক্ষা ২৩ বৎসরের বড় ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধামে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের লীলাভিনয় করতঃ যখন নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়া সংকীর্ত্তনবিলাসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, সেই সময় হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন। কৈশোর বয়সে নবদ্বীপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনবিলাস। কৈশোর বয়স ১০ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত। সুতরাং অনুমিত হয় যে হরিদাস ঠাকুরের বয়স যখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর তখন তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গী হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সঙ্গী হওয়ার পূর্ব্বে হরিদাস ঠাকুরের নাম মহিমা-প্রকাশক বহু লীলা সম্পাদিত হইয়াছে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তনধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের অন্যতম প্রধান পার্ষদ নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর। হরিদাস ঠাকুরের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-মহিমা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' হরিদাস ঠাকুরের পূতচরিত্র ও মহিমা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঠাকুরের পূতচরিত্রের অবশিষ্টাংশ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

* বুঢ়ন ঃ—কাহারও মতে পূর্ব্বে বুঢ়ন চব্বিশ পরগণা জেলার, কাহারও মতে যশোহর জেলার অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমানে উহা খুলনা জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। খুলনা লাইনে বনগ্রাম (বনগাঁও) ষ্টেশনের পরেই বেনাপোল। সুতরাং বেনাপোল ও বুঢ়ন উভয়ই এখন বাংলাদেশে।

"হরিদাস ঠাকুর—শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ,—কহি দিঙ্‌মাত্র।
আচার্য্য গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নেও যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।
নাচিল চৈতন্যপ্রভু—মহাকুতূহলে ॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যেবা অবশিষ্ট, আগে করিব প্রকাশ ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১০।৪৩-৪৭

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কখন কোন্ লীলা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সঠিক সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকায় যতটা সম্ভব ক্রমানুযায়ী লীলা বর্ণনের চেষ্টা করা হইতেছে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের আদিখণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা গয়াক্ষেত্রে যাত্রা ও পুনরায় তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত; মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কৃষ্ণবিরহে অদ্ভুত প্রেমবিকার প্রকটন, শিষ্যগণের নিকট-সমস্ত শব্দের কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা, পরবর্ত্তিকালে শিষ্যগণকে লইয়া সংকীর্ত্তনারম্ভ, চন্দ্রশেখরভবনে-শ্রীবাসঅঙ্গনে সংকীর্ত্তনবিলাস প্রভৃতি, সর্ব্বশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই মধ্যখণ্ডে সংকীর্ত্তনবিলাস লীলাতেই হরিদাস ঠাকুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

মধ্যখণ্ডে গঙ্গায় পড়িলা দুঃখ পাইয়া।
নিত্যানন্দ-হরিদাস আনিল তুলিয়া ॥

—চৈঃ ভাঃ আ ১।১৪৯

শ্রীবাসঅঙ্গনে ও চন্দ্রশেখরভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনবিলাসের সঙ্গী-ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হরিদাস ঠাকুর।

সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তনবিলাস ॥
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন ॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস ॥

—চৈঃ ভাঃ ম ৮।১১০-১১২

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভীষ্ট সেবা সম্পাদনের জন্য তাঁহার নিত্যপার্ষদ হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে আবির্ভূত হইয়া শৈশবকাল হইতেই হরিনাম গ্রহণে স্বাভাবিকভাবে প্রগাঢ়রূপে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। নিষ্কপটে নিরপরাধে নিরন্তর হরিনামগ্রহণকারীকে কোনপ্রকার পার্থিব প্রলোভনের দ্বারা নিশ্চিত মঙ্গল হরিভক্তির পথ হইতে কেহ চ্যুত করিতে পারে না, এমনকি স্বয়ং মায়াদেবী আসিয়াও তাঁহার পতন ঘটাইতে পারেন না, তাহার জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'ভক্তগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিদাস ঠাকুরের গুণমহিমা বর্ণনমুখে' যাহা লিখিয়াছেন তাহা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে বিবৃত হইল।

হরিদাস ঠাকুর বুঢ়ন গ্রামের নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া বেনাপোলের জঙ্গলে* কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে হরিদাস ঠাকুর কৈশোর বয়স অতিক্রম করিয়া যৌবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনুমিত হয় যে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সময় আবির্ভূত হন নাই। হরিদাস ঠাকুর বেনাপোলের জঙ্গলে নির্জ্জন স্থানে একটি কুটীরে অবস্থান করতঃ প্রত্যহ তুলসীসেবা ও তিনলক্ষ হরিনাম করিতেন। ব্রাহ্মণের ঘরে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার ঐকান্তিক ভজননিষ্ঠা ও বৈষ্ণবতা দর্শন করিয়া সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই অঞ্চলে রামচন্দ্র খাঁন নামে একজন বৈষ্ণববিদ্বেষী পাষণ্ডবিচারসম্পন্ন জমিদার ছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার মাৎসর্য্য হইল। হরিদাস ঠাকুরকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার চরিত্রগত দোষ দেখাইতে বিভিন্নপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কোনওপ্রকারে হরিদাস ঠাকুরের ছিদ্র বাহির করিতে না পারিয়া শেষে তিনি বেশ্যাগণকে

* বেনাপোলের জঙ্গল—যশোহর জেলার অন্তর্গত বেনাপোল। হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় হীরাবেশ্যা পরমা বৈষ্ণবী হইলে উহার নাম 'হীরাবেশ্যার জাঙ্গাল' হয়।

ডাকাইলেন তাহাদের দ্বারা হরিদাস ঠাকুরকে চরিত্র-ভ্রষ্ট করিবার জন্য। বেশ্যাগণের মধ্যে পরমাসুন্দরী যুবতী (লক্ষহীরা নামে খ্যাত) হরিদাস ঠাকুরকে পতিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইল। বেশ্যা হরিদাসকে তিনদিনের মধ্যে পতিত করিতে পারিবে বলিলে রামচন্দ্র খাঁন তাহার সঙ্গে পাইক পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন যাহাতে দুইজনকে একত্রে বাঁধিয়া আনিতে পারে। কিন্তু বেশ্যা তাহার সঙ্গে প্রথমে পাইক লইতে ইচ্ছা করিল না, একবার তাহার সহিত সঙ্গ হওয়ার পর পাইক লওয়া সমীচীন হইবে বুঝাইল। বেশ্যা রাত্রিকালে সুন্দরভাবে সজ্জিতা হইয়া হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আসিয়া উপনীত হইল। কুটীরের সম্মুখে তুলসী দেখিয়া হিন্দু-সংস্কারবশতঃ তুলসীকে প্রণাম করিয়া হরিদাস ঠাকুরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিদাস ঠাকুরকে আকর্ষণ করিবার জন্য যতপ্রকার স্ত্রীচেষ্টা আছে প্রদর্শন করতঃ সুমধুর স্বরে বলিল—'ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর, তোমার প্রথম যৌবন, তোমাকে দেখিয়া কোন্ নারী ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে। তোমার সঙ্গের জন্য আমি লোভান্বিত হইয়া এখানে আসিয়াছি। তোমাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব।' হরিদাস ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন, 'আমি সংখ্যা নাম-কীর্ত্তনব্রত আরম্ভ করিয়াছি। উক্ত ব্রত সমাপ্ত হইলে তোমার ইচ্ছা পূর্ত্তি করিব, তৎকালাবধি তুমি বসিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন শুন।' হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রাতঃকাল হইলে বেশ্যা চঞ্চল হইয়া রামচন্দ্র খাঁনের নিকট যাইয়া সব বৃত্তান্ত বলিল। পরদিন রাত্রিতে বেশ্যা পুনঃ আসিলে হরিদাস ঠাকুর গতকল্য তাহার ইচ্ছা পূর্ত্তি করিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন নামসংকীর্ত্তন সংখ্যাব্রত সমাপ্ত হইলে তাহার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ত্তি করিবেন। সেই রাত্রিতেও বেশ্যা তুলসীকে প্রণাম করিয়া মুনিগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় এইপ্রকার স্ত্রীভাব প্রকট করতঃ আকর্ষণের চেষ্টা করিলেও হরিদাস ঠাকুর নির্ব্বিকারভাবে হরিনাম করিতে থাকেন। হরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখে উচ্চারিত নামসংকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে রাত্রি শেষ হইলে বেশ্যা অত্যন্ত উতালা হইয়া পড়িলে হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, 'আমি একমাসে কোটী নাম গ্রহণযজ্ঞ ব্রত ধারণ করিয়াছি। উহা প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। আগামীকল্য অবশ্যই আমার ব্রত ভঙ্গ হইবে, তখন স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গ হইতে পারিবে।' তৃতীয় দিবস রাত্রিতে বেশ্যা তুলসীকে প্রণাম করিয়া হরিদাস ঠাকুরের নিকটে বসিয়া হরিনাম শুনিতে লাগিল। হরিনাম শুনিতে শুনিতে তাহার মনের আবিলতা দূরীভূত হইল, সে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। রামচন্দ্র খাঁনের দুরভিসন্ধির কথা সব ঠাকুরের নিকট বেশ্যা ব্যক্ত করিল। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, 'রামচন্দ্রের দুরভিসন্ধির কথা আমি জানি, সেইদিনই আমি চলিয়া যাইতাম, কেবল তোমাকে কৃপা করিবার জন্যই আমি তিনদিন অপেক্ষা করিয়াছি।' বেশ্যা নিজের উদ্ধারের জন্য হরিদাস ঠাকুরের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে হরিদাস ঠাকুর পাপের দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া তাঁহার কুটীরে আসিয়া নিরন্তর হরিনাম ও তুলসীসেবা করিতে উপদেশ করিলেন। বেশ্যা গুরুদেবের* আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ গৃহবিত্ত সব ব্রাহ্মণকে দান করিয়া মস্তক মুণ্ডন করতঃ একবস্ত্রে কুটীরে আসিয়া হরিদাস ঠাকুরের উপদিষ্ট মহামন্ত্র দিনে তিনলক্ষবার জপ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। নিরন্তর নাম গ্রহণ ও তুলসী সেবনের ফলে বেশ্যার বিষয়ভোগের

---

* 'শিষ্যের সর্ব্বস্ব গুরুদেবের প্রাপ্য হইলেও বৈষ্ণবগুরু শিষ্যের গৃহবিত্তাদি প্রাকৃত মলসমূহ স্বয়ং গ্রহণ করেন না। যাঁহারা দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তাঁহারা দক্ষিণা-মার্গ দ্বারা যমভবনে নীত হন; বৈষ্ণবগুরু তাদৃশ যমভবনযাত্রী নহেন; তিনি উত্তরা মার্গের পথিক। তজ্জন্য কর্ম্মীব্রাহ্মণ আদিকে প্রাকৃত বৈভবসমূহাদি দিবার ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবগুরু শিষ্যের হরিবৈমুখ্যজনক ভোগ্যবিষয়বৈভব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া শিষ্যের আনুগত্য বা মুখাপেক্ষা করেন না; পরন্তু তাদৃশ বৈভবকে হরিবৈমুখ্যজনক জানিয়া উহা অবশ্যই ত্যাগ করেন। শিষ্যকে প্রাকৃত অভিমান হইতে মুক্ত করা এবং তাহার পরিত্যক্ত প্রাকৃতমল স্বয়ং গ্রহণ না করাই সদাচারী বৈষ্ণবগুরুর কর্ত্তব্য, ঠাকুর হরিদাসের ইহাই শিক্ষা।'　—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

বিরক্তিরূপ তীব্র বৈরাগ্য প্রকটিত হইল, ইন্দ্রিয়সমূহ দমিত ও শুদ্ধপ্রেমের প্রকাশ হইল। হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় বেশ্যা পরমা বৈষ্ণবী হইলেন।

'প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি ॥'

—চৈঃ চঃ অ ৩।১৪১

বৈষ্ণব কাহারও অপরাধ গ্রহণ না করিলেও, বৈষ্ণব কখনও নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া না বুঝিলেও, নিজকর্ম্মদোষেই তাহার দুঃখাদি প্রাপ্তি ঘটে এইরূপ জ্ঞান করিলেও, নিজদুঃখের জন্য অপরকে দোষারোপ না করিলেও, ভকতবৎসল ভগবান্ ভক্তের চরণে অপরাধ কখনও সহ্য করিতে পারেন না। নির্দ্দোষ পরহিতেরত ভক্তের চরণে অপরাধ ভগবান্ কখনও মার্জ্জনা করেন না। এইজন্য ভক্তের চরণে অপরাধে জীবের যেপ্রকার অকল্যাণ ও সর্ব্বনাশ হয়, তাহা অন্য কোনও উপায়ে হয় না। বৈষ্ণব অপরাধের ফল কখনও সঙ্গে সঙ্গে লাভ হয়, কখনও বা কিছু বিলম্বেও হয়। হরিদাস ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষা-চরণবশতঃ জমিদার রামচন্দ্র খাঁর যে অপরাধবীজ রোপিত হইয়াছিল তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ফল প্রদান করে যখন নিত্যানন্দ প্রভু পতিত উদ্ধারণ-লীলায় তাঁহার পার্ষদগণসহ রামচন্দ্র খাঁনের বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। সর্ব্ব জীবান্তর্য্যামী নিত্যানন্দ প্রভু রামচন্দ্র খাঁনের অপরাধ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া রামচন্দ্র খাঁকে দণ্ড দিবার জন্যই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বাটীতে আসিয়াছিলেন। যে পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু পাপী-তাপী, উচ্চ-নীচ সকলকেই কৃপা করেন, প্রেম প্রদান করেন, জগাই মাধাইর ন্যায় মহা পাপিষ্ঠকেও উদ্ধার করেন, ভক্তের চরণে অপরাধহেতু তাঁহাতেও ক্রোধাবেশ প্রকটিত হইয়াছে। হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধহেতু রামচন্দ্র খাঁ অসুরের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট হইয়া পড়ায় নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণকে মর্য্যাদা দিতে পারিল না, তাহাদের বাসস্থানের জন্য গোয়ালার গোশালা নির্দ্দেশ করিল। পূর্ব্ব হইতে অপ্রসন্ন নিত্যানন্দ প্রভু রামচন্দ্র খাঁকে দণ্ড দিবার জন্য সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন, বলিলেন এইস্থান তাঁহার যোগ্য নহে, ম্লেচ্ছ গোবধ করে তাহার যোগ্য। নিত্যানন্দ প্রভু স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে রামচন্দ্র খাঁ বাদশাহকে কর না দেওয়ায় যবন উজীর সদলবলে আসিয়া তাহার দুর্গামণ্ডপে অবস্থান করে, অবধ্য বধ করিয়া অমেধ্য ভক্ষণ করে, স্ত্রী-পুত্রের সহিত তাহাকে বাঁধিয়া তাহার ঘর গ্রাম লুট করে, তাহার জাতি-ধন-জন সব নাশ করে।

মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
একজনের দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥'

—চৈঃ চঃ অ ৩।১৬৩

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যশোহর জেলা হইতে হুগলী জেলায় চলিয়া আসিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী চান্দপুর গ্রামে* হিরণ্য-গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে ঠাকুর অবস্থান করিতে লাগিলেন। একটী পর্ণকুটীরে বসিয়া নির্জ্জনে সর্ব্বক্ষণ হরিনামানুশীলন এবং বলরাম আচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহন—ইহাই তাঁহার নিত্য নিয়ম হইল। বালক রঘুনাথ দাস এখানে আসিয়া হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। হরিদাস ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষেই রঘুনাথ দাসের চৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হইল। হিরণ্য-গোবর্দ্ধন মজুমদারের গৃহে প্রত্যহ সভায় ভাগবতাদি শাস্ত্র আলোচনা হইত। একদিন বলরাম আচার্য্য হরিদাস ঠাকুরকে সেই সভায় লইয়া আসিলেন। হরিদাস ঠাকুরের প্রত্যহ তিনলক্ষ হরি-নাম গ্রহণ ও অন্যান্য গুণাবলী শ্রবণ করিয়া রঘু-নাথের পিতা জ্যেঠার সন্তোষ হইল। শাস্ত্রালোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ নাম-মহিমা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। একজন পণ্ডিত হরিনাম গ্রহণের ফল পাপক্ষয়, অপর পণ্ডিত মুক্তি এইরূপ বলিলে হরিদাস ঠাকুর বলিলেন —হরিনাম গ্রহণের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়, আনুষঙ্গিকভাবে পাপ ধ্বংস ও মুক্তি হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যেরূপ সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়কালেই

* চান্দপুর—সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীতে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের বাটীর পূর্ব্বদিকে চাঁদপুর গ্রাম; তথায় তাঁহাদের পুরোহিত শ্রীবল-রাম আচার্য্য ও কুলগুরু যদুনন্দন আচার্য্যের ঘর ছিল। কাহারও মতে চাঁদপুর গ্রামের নাম পরবর্ত্তিকালে 'কৃষ্ণপুর' হয়। মজুমদার—'মজুম'-'আদার' নবাবী আমলে রাজস্বের হিসাব-রক্ষক।

অন্ধকার দূর হয়, চোর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় নাশ হয়, উদয় হইলে ধর্ম্মকর্ম্মের প্রকাশ হয়, তদ্রূপ নামোদয়ের প্রারম্ভেই পাপাদির ক্ষয় ও নামের উদয়ে কৃষ্ণপদে প্রেমলাভ হয়। হরিনামাভাসেই মুক্তি হয়। কিন্তু ভগবান্ মুক্তি দিতে চাহিলেও শুদ্ধভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না। হিরণ্য-গোবর্দ্ধন মজুমদারের রাজকর-বাহক পেয়েদা সুন্দরদর্শন পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তী নামাভাসে মুক্তি হয় শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন, পণ্ডিতের গণ। কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়। এই কহে, নামাভাস-মাত্রে সেই মুক্তি হয়॥" হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—'ভক্তিসুখের নিকট মুক্তিসুখ অতি তুচ্ছ। ভক্তির আভাসে—নামের আভাসেই মুক্তি হয়।' তাহাতে ব্রাহ্মণ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তবে হরিদাস ঠাকুর তাঁহার নাক কাটিবেন এই শপথ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। হরিদাস ঠাকুর নাক কাটিবেন বলিয়া শপথ গ্রহণ করিলেন। মহাপুরুষের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হওয়ায় সভাসদগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধন মজুমদার পেয়াদাকে তিরস্কার করিলেন। বলরাম আচার্য্যও ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—'ঘটপটিয়া মূর্খ তুঞি, ভক্তি কাঁহা জান? হরিদাস ঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান। সর্ব্বনাশ হবে তোর, না হবে কল্যাণ।" হরিদাস ঠাকুরের চরণে সকলে পতিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—'তোমাদের দোষ নাই, ব্রাহ্মণেরও দোষ নাই। ব্রাহ্মণ অজ্ঞ তর্কনিষ্ঠ। তর্কের দ্বারা নামের মহত্ত্ব জানা যায় না। তোমাদের মঙ্গল হউক। আমার জন্য যেন কাহারও দুঃখ না হয়।' মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় পেয়াদা গোপাল চক্রবর্ত্তীকে বর্জ্জন করিলেন। যদিও হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণের দোষ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন, তথাপি কৃষ্ণ ভক্তনিন্দা সহ্য করিলেন না, ব্রাহ্মণকে দণ্ড প্রদান করিলেন। সেই ব্রাহ্মণের তিনদিন বাদেই কুষ্ঠ হইয়া অতি উচ্চ নাসা খসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের ঐপ্রকার দুর্গতি দেখিয়া সকলে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া হরিদাসের গুণ মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বিপ্রের দুর্গতির কথা শুনিয়া হরিদাস ঠাকুর দুঃখী হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করতঃ নদীয়া-জেলায় শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য* শ্রাদ্ধের অবশেষপাত্র, যাহা ব্রাহ্মণের প্রাপ্য, তাহা হরিদাস ঠাকুরকে দিতেন। হরিদাস ঠাকুর উহা গ্রহণে আপত্তি জানাইলে অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন—'তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।' শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ইচ্ছায় হরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তাঁহার গৃহে অন্ন গ্রহণ করিতেন। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণন-প্রসঙ্গে জানা যায় তৎকাল পর্য্যন্ত মহাপ্রভু আবির্ভূত হন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মূলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও হরিদাস ঠাকুরের ভক্তি ও তাঁহাদের সকাতর প্রার্থনা।

"জগৎ নিস্তার লাগি' করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব-জগৎ কেমনে হইবে মোচন?
কৃষ্ণে অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিলা।
জল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিলা॥
হরিদাস করে গোঁফায় নাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন, এই তাঁর মন॥
দুইজনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈলা অবতার।
নাম-প্রেম প্রচার করি' কৈলা জগৎ উদ্ধার॥"
—চৈঃ চঃ অ ৩।২২১-২২৪

নিরন্তর ঐকান্তিকতার সহিত নিষ্কপটে নাম-গ্রহণকারীকে বিশ্বমোহনকারী মায়াদেবীও শুদ্ধাভক্তির পথ হইতে চ্যুত করিতে পারেন না। ইহার সাক্ষাৎ নিদর্শনস্বরূপ নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর। জগতের কোনও প্রলোভনের বস্তুই তাঁহার আকর্ষণের বিষয় হয় নাই। বাহ্যদর্শনে কাহাকেও হরিনামাশ্রিতরূপে দেখিলেও যদি তাহাকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি তুচ্ছ বস্তুর দ্বারা প্রলোভিত হইতে দেখা যায়, বুঝিতে হইবে যথার্থতঃ তিনি হরিনামাশ্রিত হন নাই। "ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে।" ফলের দ্বারা ফলের কারণকে

* অদ্বৈতাচার্য্য ঃ—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানমতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ১৩৫৫ শকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ৫২ বৎসরের পূর্ব্ব প্রকটিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য ১২৫ বৎসর প্রকট ছিলেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরেও অদ্বৈতাচার্য্য ২৫ বৎসর প্রকট ছিলেন সুতরাং অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর অপেক্ষাও বয়সে বড় ছিলেন।

অনুমান করা যায়। হরিনাম বহু স্থানে হইতে ও করিতে দৃষ্ট হইলেও অভিপ্রেত ফল দেখা যায় না। ইহার কারণ তাহারা নিষ্কপটে ঐকান্তিকতার সহিত নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণে ব্রতী হন নাই। শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে একটী গোঁফায় নির্জ্জনে বসিয়া হরিদাস ঠাকুর হরিনাম করিতেন। তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং মায়াদেবী পরমাসুন্দরী নারী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া সুমধুর বাক্যে সম্বোধন করতঃ ঋষিগণেরও ধৈর্য্যচ্যুতিকর বিচিত্র ভাব প্রকটনের দ্বারা তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিলে হরিদাস ঠাকুর সংখ্যাপূর্ত্তি ব্রত সমাপনের পর তাঁহার ইচ্ছা পূর্ত্তি করিবেন এইরূপ বলিলেন। মায়াদেবীকে আশ্বাসবাণী দিয়া এইভাবে তিনরাত্রি অতিবাহিত হইলেও হরিদাস ঠাকুরের চিত্তে কোনও বিকার উপস্থিত হইতে না দেখিয়া মায়াদেবী বিস্মিত হইলেন, পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা করিলেন। হরিদাস ঠাকুরের নিকট কৃষ্ণনামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মায়াদেবী কৃতকৃতার্থ হইয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

"পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥
মুক্তিহেতু তারকব্রহ্ম হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম পারক হঞা করে প্রেমদান॥
কৃষ্ণনাম দেই তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমারে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা॥"

—চৈঃ চঃ অ ৩।২৫৪-২৫৭

(ক্রমশঃ)

যশড়া শ্রীপাটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৯৪), ইং ১১ই জুন (১৯৮৭) বৃহস্পতিবার পৌর্ণমাসী শুভবাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত চক্রদহ বা চাকদহ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী যশড়াস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ২৬শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ভাষণ দেন।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমন্দিরে শালগ্রাম ও শ্রীগোবর্দ্ধনশিলায় যথাবিধি মহাভিষেক সম্পাদনান্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীগৌরগোপাল, শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম এবং শ্রীশ্রীরাধা-রাধাবল্লভজিউ শ্রীবিগ্রহগণের এবং শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর, শ্রীদুঃখিনী মাতা ও শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরার যথাবিধি ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন পূর্ব্বক বেলা প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীদামোদর শিলা পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ও তন্নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের আলেখ্যার্চ্চা স্নানবেদীতে লইয়া যাওয়া হয়। অগণিত ভক্ত নরনারীর সম্মিলিত কণ্ঠ-নিঃসৃত মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিসহ শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দের শঙ্খ-ঘণ্টা-কঁাসর-মৃদঙ্গমন্দিরাদির বাদ্যধ্বনিসহ মহা সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সুমধুর ঐকতান যশড়া শ্রীপাটের আকাশবাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই মহাসঙ্কীর্ত্তন-কোলাহলমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাস্নান আরম্ভ হইল। করুণাময় শ্রীভগবানের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন ও ভক্তকণ্ঠনিঃসৃত কীর্ত্তনশ্রবণানন্দে আত্মহারা হইয়া ভক্তবৃন্দ প্রখর রৌদ্রতাপজনিত ক্লেশকেও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। প্রাতে ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-মুখে প্রায় দুই মাইল দূর হইতে যে গঙ্গোদক আনিয়াছিলেন, তাহা কর্পূরাদি সুবাসিত করিয়া তদ্দ্বারাই অষ্টোত্তরশত কলসে প্রভুর মহাস্নান সম্পাদিত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত দ্বারা তথা উক্ত গঙ্গোদকে বিবিধ শাস্ত্রবিধানোক্ত দ্রব্য সংমিশ্রিত করিয়া বৈদিক

পাবমানীসূক্ত, শ্রীসূক্ত ও পুরুষসূক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-মুখে অষ্টোত্তরশত কলসে শ্রীজগন্নাথদেবকে স্নান করান। অতঃপর সহস্রধারায় স্নানকালে শ্রীমঠাশ্রিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দ কলসে কলসে গঙ্গোদক দ্বারা শ্রীভগবানের মহাস্নান সম্পাদন করাইয়াছেন। স্নানান্তে প্রভুকে বিচিত্র বস্ত্রাভরণ-মণ্ডিত করাইয়া মহাপূজা ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদিত হয়। অতঃপর ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তনমুখে

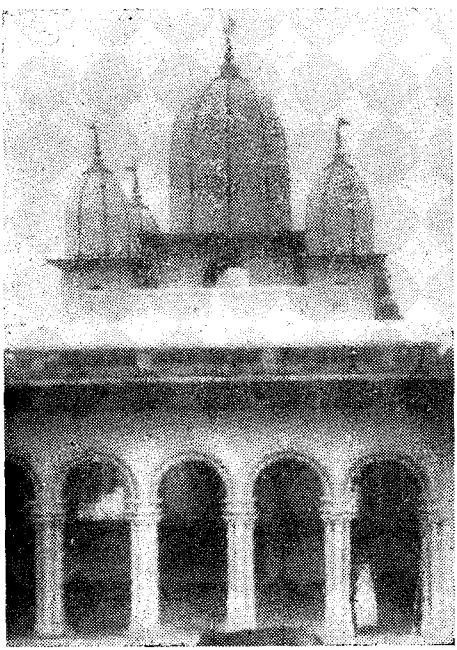

যশড়া শ্রীপাটে নবনির্ম্মিত পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দির

স্নানবেদী পরিক্রমা ও সাষ্টাঙ্গ প্রণতিবিধান পূর্ব্বক বিশ্রাম করেন। স্থানীয় ভক্তব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে পূজাকালে এবং স্নানবেদীতে স্নান, পূজা-ভোগরাগাদি সেবাকালে পূজ্যপাদ পুরী মহারাজকে নানাভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত সহায়তা করিয়াছেন। মঠসেবক-গণেরও বিভিন্নমুখী সেবাপ্রচেষ্টা শতমুখে প্রশংসনীয়া। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেব তাঁহার বিশাল চক্ষুর্দ্বারা ভক্তবৃন্দের সকল সেবাচেষ্টাই দর্শন করতঃ তাঁহাদের প্রতি অবশ্যই প্রসন্ন হইতেছেন। এবার বৃষ্টি না থাকায় মেলাস্থলে বহু নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। সকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত মেলাটি নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত হইয়াছে। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ মেলার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ হায়দরাবাদ হইতে অসুস্থ শরীর লইয়া যাত্রা করতঃ দীর্ঘ পথ ট্রেনে ভ্রমণ করিয়া ১০ জুন রাত্রিতে কলিকাতা মঠে পৌঁছিয়া অধিক অসুস্থ বোধ করিলে পরদিন প্রাতে যশড়ার স্নানযাত্রা উৎসবে যোগদান করিতে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রার্থনাক্রমে কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, হায়দরাবাদ হইতে একই সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও সুস্থ থাকায় শ্রীমৎ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী ও কতিপয় মঠবাসী সেবকবৃন্দসহ ১১ জুন প্রাতে যশড়া শ্রীপাটে পৌঁছিয়া তথাকার স্নানযাত্রা উৎসবের সেবায় আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব স্নানযাত্রা উৎসবের জন্য অর্থানুকূল্য প্রেরণ করিলে নৃত্যগোপাল প্রভু পৌঁছিয়াই সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতঃ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় সবই নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমঠের পক্ষ হইতে স্নানযাত্রায় সমাগত বহু ভক্ত নরনারীকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। সন্ধ্যারতির পর শ্রীমন্দির-সম্মুখস্থ নাট্য-মন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় মহারাজদ্বয় ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের সময় হইতে এখানে দিবসত্রয়ব্যাপী অনবসরকাল পালিত হয়।

আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-প্রার্থনামুখে তৎপ্রতিষ্ঠিত আগরতলাস্থিত শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে শ্রীবল-দেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে ১৩ আষাঢ়, ২৮ জুন রবিবার হইতে ২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এইবার রথযাত্রার পথ কিছু দীর্ঘ করা হইয়াছে। রথ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ ১৩ আষাঢ়, ২৮ জুন রবিবার শ্রীমঠের সম্মুখস্থ শকুন্তলা রোড হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ী রোড, গণরাজ চৌমুহনী, মটরষ্ট্যাণ্ড রোড, কামান চৌমুহনী, হরি-গঙ্গা বসাক রোড, পোষ্ট অফিস চৌমুহনী, মন্ত্রীবাড়ী রোড, আর-এম্-এস্ চৌমুহনী, আখাউড়া রোড, জগন্নাথবাড়ী রোড হইয়া পুনঃ শকুন্তলা রোডে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। রথযাত্রার দিন গ্রীষ্মের তাপ অধিক হওয়ায় ভক্তগণের রাস্তায় চলিতে খুবই কষ্ট হইয়া-ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যসরকার রথ পরিচালনের জন্য যথোপযুক্ত পুলীশ দিয়াছিলেন এবং সরকারী ব্যাণ্ডও শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিল।

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পুরীতে রথযাত্রায় এবং তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় যোগদানান্তে কলি-কাতায় ফিরিয়া বিমানযোগে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী সমভি-ব্যাহারে ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রাতে আগরতলা বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় শতাধিক ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুল জয়ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব একটী মোটরযানে উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ মোটরযান, জীপ, মোটরবাসযোগে সমস্ত রাস্তা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সহর পরিক্রমা করিয়া শ্রীমঠে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলে পুনরায় মঠে

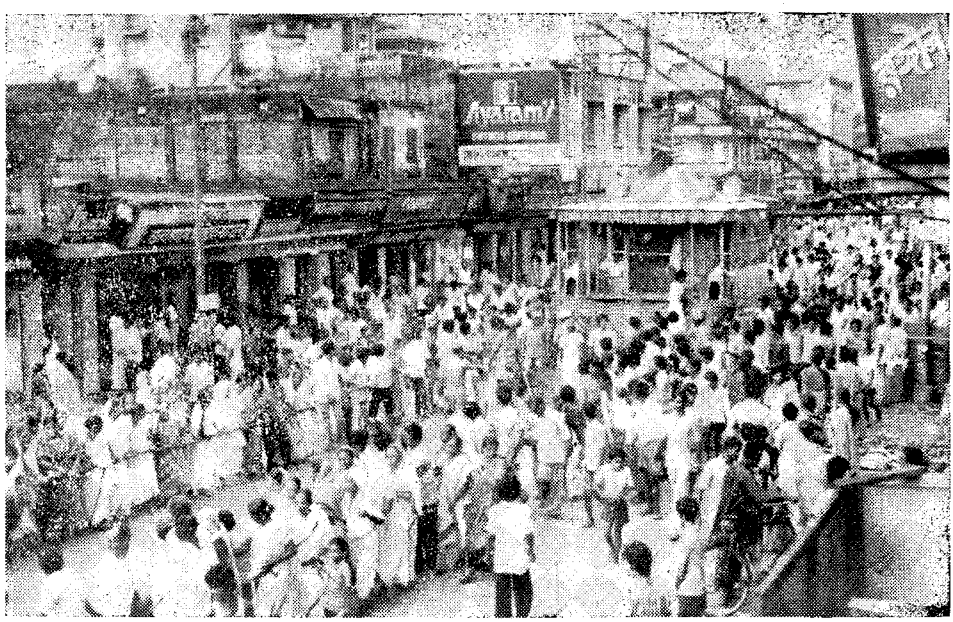

আগরতলায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার একটি দৃশ্য

অবস্থানকারী ভক্তগণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে ২ জুলাই হইতে ৫ জুলাই পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে চারিটী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে স্থানীয় মহিলা কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রতাপ চৌধুরী, ত্রিপুরা সরকারের পি-ডব্লিউ-ডির সেক্রেটারী শ্রীনীহারকান্তি সিন্‌হা, শ্রীরামঠাকুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅশোকাঙ্কুর মুখোপাধ্যায় ও ত্রিপুরা পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীঅগ্নিকুমার আচার্য্য। প্রত্যহ দীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ। সভার বক্তব্য-বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল— 'মঠমন্দিরের আবশ্যকতা', 'ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ্ব অবদান', 'সর্ব্বোত্তম সাধন ও সাধ্য শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন'। সভার আদি ও অন্তে শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী সুললিত ভজনকীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া শ্রীজ্ঞানচন্দ্র দেবনাথ, শ্রীগোপাল ভৌমিক, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীজগবন্ধু দাস), শ্রীগৌরাঙ্গ সাহা, শ্রীদুর্গামোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী (চন্দ্রপুর), শ্রীহরিবল্লভ দাসাধিকারী (অরুন্ধতীনগর), শ্রীভূপেন্দ্র পাল, স্বধামগত গোপাল দে, শ্রীঅমূল্যভূষণ চৌধুরী ও শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারীর (শ্রীপ্রশান্ত সেনগুপ্তের) গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই সোমবার শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় আরম্ভ হইয়া পৌনে পাঁচ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রারম্ভে নৃত্যকীর্ত্তন করিলে পরে শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী সমস্ত রাস্তা নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। রথযাত্রায় ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। এইবারও রাজ্যসরকারের প্রদত্ত ব্যাণ্ডপার্টি শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিল। পূর্ব্বের ন্যায় সজোরে ভক্ত ও ভগবানের উপর ফলাদি নিক্ষিপ্ত হইতে না দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব প্রসন্ন হন। রথযাত্রার ন্যায় সর্ব্বজনানন্দকর ভক্তিমূলক কার্য্যকে বিভীষিকায় পরিণত করার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই, সে যেখানেই হউক না কেন। অহিতকর কুসংস্কারসমূহ পরিবর্ত্তিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

প্রতি বৎসরই আগরতলা মঠের কিছু না কিছু উৎকর্ষ দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব উৎসাহিত হন। এইবারও মঠের প্রাচীরের কার্য্য আরম্ভ হইতে দেখিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। স্থানীয় মঠের শুভানুধ্যায়ী গৃহস্থ সজ্জনগণের সেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীবিষ্ণু দাস, শ্রীরাজেন দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীমধুমঙ্গল দাস, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীহরিপদ দাস প্রভৃতি মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ সেবকগণের অদম্য উৎসাহ ও নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব—শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারীসহ ১০ জুলাই প্রাতের বিমানে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আগরতলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আগরতলাবাসী ভক্তগণের বেদনাযুক্ত হৃদয়ে প্রদত্ত বিদায় সম্বর্দ্ধনায়, তাঁহাদের আর্ত্তি দেখিয়া নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের কল্যাণের জন্য করুণাময় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী ঃ— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেনগুপ্ত) বিগত ৪ আষাঢ়, ১৯ জুন শুক্রবার কৃষ্ণাষ্টমী তিথিবাসরে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে তাঁহার দমদম—আর, গোপালপুরস্থ (রাজ-ঘাটস্থ) নিজালয়ে ৮৯ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চাকুরীজীবনে যখন আসামে ডিব্রুগড়ে কারারক্ষকরূপে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখবিগলিতবাণী শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া সস্ত্রীক তাঁহার নিকট হরিনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দীক্ষিত হওয়ার পর হইতে ইনি মঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থানে যোগদান করিয়া বিবিধভাবে গুরুমনোহভীষ্ট সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইনি স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি চিকিৎসাবিষয়েও পারঙ্গত ছিলেন। ইঁহার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে গাঢ় শ্রদ্ধা এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে উৎসাহ দেখিয়া পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব 'শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী-সভা' হইতে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে গৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে ইঁহাকে 'ভক্তিকমল' এই গৌরাশীর্ব্বাদে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী পূর্ব্বেই স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন। ইঁহার স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

গত ১৬ আষাঢ়, ১ জুলাই বুধবার ইঁহার পুত্রগণ—শ্রীপ্রদীপ্ত সেনগুপ্ত, শ্রীদীপক সেনগুপ্ত, শ্রীপল্লব সেন-গুপ্ত ও শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণববিধান মতে পিতৃদেবের পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ বৈষ্ণবহোম কার্য্য সম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগান্তে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা মঠের সাধুগণকে এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণকে আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীহরিচরণদাস বনচারী ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণা-শ্রিত শিষ্য শ্রীহরিচরণদাস বনচারী গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ৮ আষাঢ়, ২৩ জুন মঙ্গলবার কৃষ্ণ দ্বাদশী-তিথিতে রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণ স্মরণমুখে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধাম-প্রাপ্তিকালে ইঁহার বয়স সত্তর বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইয়াছিল। তিনি নিষ্কপট স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। যতদিন ইঁহার দৈহিক সামর্থ্য ছিল, গোকুল মহাবনস্থ মঠে অবস্থান করিয়া ইনি সাধ্যমত সেবা করিয়া-ছিলেন। শেষের দিকে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় দৃষ্টিশক্তি-রহিত লীলায় বহির্জগতের ভাব পরিহার করিয়া অন্তর্মনা হইয়া গোকুলবিহারী শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। গোকুল মহাবনস্থ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ এবং তথাকার সেবকগণ তাঁহার সেবার জন্য যেরূপ যত্ন লইয়াছেন তাহা আদর্শস্থানীয় বলিতে হইবে। হরি-চরণ প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে চৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রেই বিরহ-সন্তপ্ত।

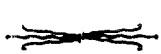

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে
শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন ও ৮৪ ক্রোশ
শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডির পরিচালনায় এবং বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এই বৎসর শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত (শ্রীঊর্জ্জব্রত, কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা) পালন এবং মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, খদিরবন, কাম্যবন, বৃন্দাবন—যমুনার পশ্চিমতীরস্থ এই সাতটি এবং পূর্ব্বতীরস্থ ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, লৌহবন, গোকুলমহাবন—এই পাঁচটি, মোট দ্বাদশবন এবং বিভিন্ন উপবনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে।

শ্রীমথুরায় পৌঁছিবার তারিখ—পরিক্রমণেচ্ছু যাত্রিগণকে ১৬ আশ্বিন (১৩৯৪), ৩ অক্টোবর (১৯৮৭) শনিবার শ্রীএকাদশী তিথিতে মথুরা-ঠিকানায় পৌঁছিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা—যাঁহারা কলিকাতা হইতে মঠের সাধুগণের সহিত যাইবেন তাঁহারা আগামী ১৫ আশ্বিন (১৩৯৪), ২ অক্টোবর (১৯৮৭) শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা ৪৫মিঃ-এ হাওড়া ষ্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস অপরাহ্ণ আগ্রা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিবেন। তথা হইতে মথুরায় পৌঁছিবার জন্য রিজার্ভ বাসের ব্যবস্থা থাকিবে।

ব্রতারম্ভ ও সমাপ্তি—১৬ আশ্বিন, ৩ অক্টোবর শনিবার শ্রীএকাদশীবাসর হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর সোমবার শ্রীউত্থান একাদশী তিথি-উপবাসব্রত পর্য্যন্ত দামোদরব্রত, পরে ১৮ কার্ত্তিক, ৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীভীষ্মপঞ্চক এবং শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রাতিথি পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করা হইবে।

প্রত্যাবর্ত্তন—১৯ কার্ত্তিক, ৬ নভেম্বর শুক্রবার যাত্রিগণ শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কলিকাতার যাত্রিগণ উক্ত তারিখে প্রাতে বৃন্দাবন হইতে রিজার্ভ বাসে আগ্রাক্যাণ্ট/দিল্লী এবং আগ্রাক্যাণ্ট/দিল্লী হইতে ট্রেনযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

এইবার বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১৫ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর সোমবার শ্রীউত্থানৈকাদশী ব্রতোপবাসবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** শুভাবির্ভাব তিথিপূজা বিশেষভাবে সম্পন্ন হইবে।

যাত্রিগণের জ্ঞাতব্যবিষয়—যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এখন হইতেই নিজেদের নাম ও ঠিকানাসহ খরচের নির্দ্দিষ্ট টাকা সত্বর জমা দিয়া সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করতঃ নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি, কিছু শীতবস্ত্র ও গরমের উপ-যোগী বস্ত্রাদি লইবেন। এতদ্ব্যতীত ছোট থালা, বাটি, গ্লাস, ঘটি, টর্চ্চ আদি সঙ্গে লইবেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ও শ্রীবৃন্দাবনস্থ শাখামঠের মঠরক্ষক ও সহ-সম্পাদকের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে অথবা পত্রের দ্বারা বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

GRAM : KANHOPE PHONE : 26-0880-84

TELEX : BTEA-CA-4411

BENGAL TEA & INDUSTRIES LIMITED

Registered Office :

9, Brabourne Road, Calcutta-700 001

A House of Quality Tea and Textile Manufacturers & Exporters

Proprietors : TEA GARDENS

Ananda Tea Estate
Pathalipam Tea Estate
Bordeobam Tea Estate
Mackeypore Tea Estate
Lakmijan Tea Estate
Pallorbund Tea Estate
Dooloogram Tea Estate
Poloi Tea Estate

(ASSAM)

Textile Mill :

A S A R W A M I L L

ASARWA ROAD, AHMEDABAD

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক–সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৫) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

মুদ্রণালয় :
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৯৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৯৪
২৫ পদ্মনাভ. ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, শুক্রবার, ২ অক্টোবর ১৯৮৭ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৩ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট শ্রবণকালে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয়ে 'দবিরখাস' বলিয়া অভিহিত হন। ভক্তির স্বরূপবিজ্ঞানে তদনুগ-সম্প্রদায় তাঁহাকে 'দবিরখাস' বলিয়া না জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত 'শ্রীরূপ' বলিয়াই জানেন। শ্রীরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট ভক্তি-বিষয়িণী শিক্ষালাভের অভিনয় প্রদর্শন করেন। যাহা তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কৃপা-স্বরূপে তদনুগ-সম্প্রদায়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অধিকার প্রদান। তিনি যাঁহার নিকট ভক্তিসিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে 'সাকর মল্লিক'কে সনাতন-বিগ্রহত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরূপ তজ্জন্যই শ্রীসনাতন প্রভুকে 'গুরু' বলিয়া জানাইয়াছেন ; শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু তজ্জন্যই 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'তে শ্রীসনাতনকে কৃষ্ণসম্বন্ধকারক বলিয়া উক্তি করায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহাকেই 'ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য' বলিয়াছেন। সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীরূপ-শ্রীকরাঙ্কিত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সন্ধান-দায়িনী সরণীরূপে শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবানুগ-সম্প্রদায়ের সত্ত্বোজ্জল হৃদয় উদয় করাইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পান করাইয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর দ্বারা যাহারা নিজ নিজ প্রাকৃত স্বার্থ সিদ্ধ করিবার যত্ন করিয়াছেন, তাহারা দুর্গম পথে ভ্রান্ত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। যাহারা শ্রীজীব গোস্বামীকে 'শ্রীরূপানুগ' বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন, তাহাদের 'রূপানুগ' বলিয়া পরিচয় দিবার সম্ভাবনা নাই এবং শ্রীদাস-গোস্বামি-প্রদর্শিত রূপানুগ ভজন-প্রণালীর অনুসরণে কখনই যোগ্যতা হইবে না। শ্রীদাস-গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীজীবের অনুগগণের গত্যন্তর নাই। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়েই ভক্তির প্রবৃত্তি এবং ভক্তির উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য-বিলাসাদি ভক্তিমানের সম্বন্ধজ্ঞানে পারদর্শিতা সাধন করে।

ভগবান্—রসময়। ভগবন্মায়া-রচিত বস্তুতে যে রস আছে, তাহা অনিত্য, অজ্ঞানমণ্ডিত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের প্রতিষেধক। স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিগ্রস্ত অনর্থময় জীব বাস্তববস্তু শ্রীকৃষ্ণে সম্বন্ধ-সংস্থাপনে অসমর্থ

হইয়া তাঁহার সহিত তন্মায়া-রচিত জড়শক্তিপরিণতির বৈষম্য না জানিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন এবং তাদৃশ বিবর্ত্তে পতিত হইয়া মায়া-বৈচিত্র্য-রহিত অবস্থাকেই 'ব্রহ্ম' ও তাঁহার সহিত নির্ভিন্ন হওয়াকেই 'অভিধেয়' বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন। কেহ বা বিবর্ত্তে পতিত হইয়া জড়ভোগের প্রভুরূপে নিজেন্দ্রিয়-দ্বারা স্বীয় অনর্থময় অবস্থার পরিপোষণ করেন। এই দুই প্রকার অভক্তির অনুষ্ঠান—ভক্তিস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। রসময়ী ভক্তি নীরস বা বিরস-জাতীয় পরিণামদ্বয়ে কখনই পরিচিত হন না। জীবের স্বরূপ-বোধাভাবে ভুক্তি ও মুক্তি কোনও সময় প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়, আবার কোন সময়ে ভক্তির স্বরূপ-বোধের অভাবে ভক্তিকে সাধন জানিয়া মুক্তি বা ভুক্তিকে সাধ্যজ্ঞান হয়। প্রকৃত-প্রস্তাবে শুদ্ধজীব ভজন-বলে ভুক্তি মুক্তিকে প্রাপ্য না জানিয়া তাহাদিগের প্রভু হইয়া পরমৈশ্বর্য্যময়ী ভক্তির পরিচর্য্যায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। ভক্তির পরিচারকরূপেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের অধিষ্ঠান, কর্ম্ম ও জ্ঞানের দাসীরূপে কদাপি শুদ্ধভক্তির অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। কর্ম্মের বৈরস্য ও জ্ঞানের নিরসতা রসময়ী ভক্তির প্রতিকূলে অবস্থিত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের কথারই প্রাধান্য। গৌণভাবে ঐ প্রাধান্যের সমর্থন-জন্য প্রতিকূলভাবসমূহের নিষেধোক্তি বর্ণিত আছে। কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন-বিচারে বিষ্ণুর বিভিন্ন সেবা-প্রকাশ-সমূহ কৃষ্ণের আংশিক বৈভব প্রকাশ করে। কৃষ্ণের প্রভুত্ব ও বিভুত্ব অপহরণ করিয়া যে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিবৃত্তির চাঞ্চল্যে জীবের আসুরিকভাব সমূহের উদয় হয়, তাহাতে অভক্তিরই স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলন-বিষয়ে অনর্থময় বিবর্ত্তবাদী জীব আপনাকে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত করিয়া তোলে। সুতরাং প্রভু ও ভক্তরূপ সেব্য-সেবক-ভাবরাহিত্যে যে দুর্গতি উপস্থিত হয়, তজ্জাতীয়-বিকৃত-বস্তুধারণা কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলনপর্য্যায়ে প্রাধান্য লাভ করে। প্রপঞ্চে প্রকটিত কংস-জরাসন্ধাদি দুষ্প্রবৃত্তির অবতার-সমূহ ভক্তি-রহিত হইয়া ভুক্তি-মুক্তিকে প্রয়োজন-জ্ঞানে যে প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলন করেন, তাহা পূর্ব্বকথিত নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের পর্য্যায়ে প্রপঞ্চে অবতরণ মাত্র।

গুরু, গোষ্ঠ, ধামবাসী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, নামকীর্ত্তন ও মন্ত্রোচ্চারণ অনুকূলভাবে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের সেবা করিতে পারে আর প্রতিকূলভাবে সেব্য হইবার পিপাসায় তত্তদ্‌বস্তুর কৃষ্ণ-সেবন-ভাবের বিপরীত প্রতিকূল আবরণের প্রকার-ভেদ সৃষ্টি করে। অনুকূল অনুশীলনকারী বস্তুসপ্তক—ভগবদ্ভক্তির সহায়, আবার 'দম্ভ' আসিয়া ঐ বস্তু-সপ্তকের বাস্তববিচারকে আবৃত করিয়া আধ্যক্ষিক-দর্শনে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পথে লইয়া গিয়া বিপথগামী করে।

সাধনভক্তি—রসোদয়ের পূর্ব্বাবস্থিতির নামান্তর অর্থাৎ উহা—রসের প্রাগুদয়ভাবমাত্র; রসোদয়ে ভক্তি আর 'সাধন-ভক্তি' নামে পরিচিত না হইয়া 'ভাব-ভক্তি' নামে অভিহিত হন। স্থায়িভাব রতির প্রাক্কালে 'শ্রদ্ধা'-নামে পরিচিত। স্থায়িভাবের সহিত সামগ্রী-চতুষ্টয়ের সম্মেলনে রসোদয়। সামগ্রী-রহিত অসম্মিলিত রতির প্রাগ্‌দর্শনে সাধনপর্য্যায়ে আমরা 'শ্রদ্ধা' অর্থাৎ চিৎসাহিত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখিতে পাই।

যাহারা জড়সাহিত্যে অপ্রাকৃতের বিবর্ত্ত-দর্শনে প্রমত্ত, তাহারা জড়ালঙ্কারিকের আবরণে প্রতারিত হইয়া 'অজ্ঞ-ভক্ত' হইয়াও আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্ত-পর্য্যায়ে গণনা করে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহনাভাবে তটস্থজীবানুগ আপনার রূপানুগ পরিচয় ভুলিয়া গিয়া শ্রীরূপানুগ 'স্বরূপের রঘু'র আনুগত্য হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হয় এবং রূপানুগ-গণের চরণে অপরাধ করিয়া বসে। এতাদৃশ বদ্ধজীব আত্মবৃত্তি ভক্তির সন্ধান না পাইয়া কখনও বা শ্রীজীবের বিরোধ, কখনও বা রূপানুগ-রঘুনাথের বিরোধ করিয়া বসে। বৈষ্ণবের পক্ষপাত দোষ আছে জানিয়া তাহাদের বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। ঐ ভ্রান্তিই তাহাদিগকে শ্রীরূপানুগধর্ম্মযাজনের অর্গল স্বরূপে বাধা দেয়, কখনও কৃষ্ণেতরাভিলাষ কখনও বা স্ব-ভোগ-তাৎপর্য্যপর কর্ম্মাবরণ, স্বত্যাগ-তাৎপর্য্যপর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ ভক্তির সন্ধানে বাধা দেয়।

ভক্তিরস—তরল, তাহা প্রাপঞ্চিক রসের ন্যায় শুষ্ক হইতে পারে না। নিত্য রসসমুদ্রের ক্ষয় নাই

এবং তাহা সঙ্কীর্ণ জলাশয় মাত্র নহে। ভজনীয় বস্তু পরিমিতরাজ্যের দ্রব্যবিশেষ নহে বলিয়া তাঁহার সেবামৃতসিন্ধু—অপরিমিত বৈকুণ্ঠ-রস-সমুদ্র।

ভবরোগাক্রান্ত ভোক্তৃজীব অনর্থমুক্ত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিতে পারিলেই তাঁহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি করতলগত হয়। কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণ বা অন্যাভিলাষরূপ স্বেচ্ছাচারের অপব্যবহারসমূহ ভক্তিপথের কণ্টকরূপে সমাগত হয় না। যাহাদের পূর্ব্ব দুষ্কৃতিক্রমে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিবার রুচি হয় না, তাহারা শ্রীরূপের অনুগের দয়ার উপলব্ধি করিতে পারে নাই জানিতে হইবে। শ্রীদামোদর-স্বরূপের কথিত দয়ানিধি গৌরসুন্দর ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সেই ভক্তিসমুদ্রের শোভা প্রদর্শন করাইবার জন্যই সেনাপতি শ্রীরূপকে প্রতিকূল-অনুশীলনকারিজনগণের কল্যাণবিধানার্থ শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট করাইয়াছেন। শ্রীরূপানুগজনগণই শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি করিতে সমর্থ। অভক্তজনের কথিত মায়া-মরীচিকা কখনই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পথের সন্ধান দিতে পারে না। তজ্জন্য বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে রূপানুগত্বই একমাত্র পথ।

'পরবিদ্যা' শব্দে ভক্তিই উদ্দিষ্টা; সেই ভক্তিলাভের ইচ্ছা করিয়া অদ্য শ্রীব্যাসপ্রমুখ গুরুগণের চরণে উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহারা আমার অভক্তিমরু-হৃদয়ে কৃপাবারি সেচন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিত্যদাসরূপে গণনা করিয়া সেবায় অধিকার দিন। শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত মহাভাগবত-লক্ষণের কথা স্মরণ করিয়া আমি বুঝিতেছি যে,—"যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥" আপনারা সকলেই তাহাই (মহাভাগবত) আছেন বলিয়া আমাকে অদ্য শ্রীব্যাসার্চ্চনের অধিকার দিলেন। এই অধিকারদানের বিনিময়ে আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতের অনন্তকাল দাস্যেই নিযুক্ত থাকিব। তজ্জন্য অন্য কোন বেতন আমার প্রার্থনীয় নহে।

পরিশেষে "প্রতি-নিবেদনে" আমার বক্তব্য এই যে, আপনাদিগের মহত্ত্বের পরিচায়ক যে সকল বাক্য আমার উদ্দেশ্যে কথিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাপঞ্চিক-বিচারে আমার কোনও যোগ্যতা নাই বলিয়া ঐ সকল উক্তিই শ্রীগুরুদাসসূত্রে আমার পূর্ব্বগুরুগণের প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের শ্রীচরণ-কমলে সমর্পণ করিতেছি। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া ঐ বাণীসমূহ আত্মসাৎ করিতে আমার কোন সামর্থ্য নাই, যেহেতু প্রভুর আদেশে "তৃণাদপি-সুনীচ" ক্ষীণশরীরী আমি এতাদৃশ গুরুভারবহনে অনিপুণ, সুতরাং এই সকল কথা শ্রীমদ্ গুরুতত্ত্বের উদ্দেশে প্রেরণ করা ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই।

ভবতা মহতা সমর্পিতং ন হি
ধর্ত্তুং প্রভবামি বৈভবম্।
উচিতং গুরুবেঽহং অদ্য তং
সুবরাকঃ প্রণয়াৎ সমর্পয়ে ॥

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৫ পৃষ্ঠার পর]

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥ ১৩ ॥
[১১।৩।৩৫]

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।৩।৩৭-৩৮]

ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতু-
রবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ
সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ ॥ ১৪ ॥

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য
দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোহমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা
ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্ ॥ ১৫ ॥

কুন্তী কৃষ্ণম্ [১।৮।২৬]

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥ ১৬ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [২।২।১৭-১৮]

ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ
কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ
ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্ ॥ ১৭ ॥

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে ॥ ১৮ ॥
ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো
ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥ ১৯ ॥
[১০।৩৮'২২]

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তম্ [১০।৮৭।২৮]

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়াঽনিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥২০॥

বসুদেবঃ কৃষ্ণবলদেবৌ [১০।৮৫।৬, ১০,.১৩]

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্দুয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্ ॥২১॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

যিনি এই জগতের স্থিতি, উদ্ভব ও প্রলয়ের হেতু এবং স্বয়ং অহেতু ; স্বপ্ন, জাগর ও সুষুপ্তি অবস্থায় যিনি সৎ এবং সমাধিতে বর্ত্তমান ; যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও হৃদয়ে বিচরণ করেন এবং যাঁহা দ্বারা ভূত-সকল জীবিত থাকে, হে নরেন্দ্র ! তিনিই পরতত্ত্ব ॥১৩

জীব কুমনীষ, কেন না তাহার বুদ্ধি অত্যন্ত পরিমিত। অতএব কোন জীবই বুদ্ধিনৈপুণ্যদ্বারা সেই বিধাতার লীলা জানিতে পারে না। যেরূপ নটব্যক্তির নানাবিধ নাম-রূপ-বিস্তারিত-নটচর্য্যা অজ্ঞ ব্যক্তি মন ও বাক্যের দ্বারা জানিতে পারে না তদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

যিনি নিষ্কপটে নিরন্তর অনুবৃত্তিদ্বারা তাঁহার পাদপদ্মগন্ধ ভজন করেন, তিনিই কেবল দুরন্তবীর্য্য চক্রপাণি পরমেশ্বর বিধাতার পদবী অর্থাৎ তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ১৫ ॥

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, জ্ঞান ও শ্রীদ্বারা সমৃদ্ধ মদযুক্ত পুরুষ অকিঞ্চনের প্রাপ্য ধন যে তুমি, তোমাকে অভিধান করিতে যোগ্য হয় না ॥ ১৬ ॥

দেবতাগণের পরপ্রভু কাল যে পরমেশ্বরে কোন কার্য্যক্ষম হয় না, জগতের বিধাতারূপ অন্য দেবতা-গণ তাঁহার কি করিবে ? তাঁহাতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বিকার, মহত্তত্ত্ব ও প্রধান কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিতে পায় না ॥ ১৭ ॥

যোগিগণ অতৎ পরিত্যাগ বাসনায় 'ইহা নয়', 'ইহা নয়' বলিয়া অনাত্ম দৌরাত্ম্য পরিত্যাগ করিয়া অনন্যসৌহার্দ্দ্যদ্বারা হৃদয়ে অর্হপদ শ্রীকৃষ্ণকে পদে পদে আলিঙ্গন করতঃ বৈষ্ণবপদকে পরমপদ বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ১৮ ॥

সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের কেহ দয়িত বা সুহৃত্তম নাই, কিছুই প্রিয় বা উপেক্ষ্য নাই সত্য, তথাপি তিনি যথা তথা ভক্তগণকে ভজনা করেন ; কল্পতরু উপা-শ্রিত হইলে অর্থদ হন তদ্বৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রুতিগণ বলিলেন,—'হে প্রভো ! অন্য করণ দ্বারা তোমার কার্য্যসিদ্ধির প্রয়োজন হয় না. যেহেতু তুমি চিচ্ছক্তির দ্বারা স্বরাট্ অখিলকারক শক্তি স্বভা-বতঃ ধারণ করিয়াছ। দেবতাগণ তোমার মায়া-শক্তিকে আশ্রয়রূপে পাইয়া তোমার বলি বহন করে। বর্ষখণ্ডের অধিকারী যেরূপ অখিল ক্ষিতিপতির আজ্ঞা বহন করে সেইরূপ ব্রহ্মাদি বিশ্বসৃজনকারী আপন আপন বর্ষের অধিকারী হইয়া তোমার ভয়ে চকিত এবং সর্ব্বদা তোমার সম্মান বিধান করেন ॥২০

বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদির যে প্রাণাদি শক্তি, সে সমস্তই

ইন্দ্রিয়ং ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ।
অববোধো ভবান্ বুদ্ধের্জীবস্যানুস্মৃতিঃ সতী ॥২২॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তদ্বৃত্তয়শ্চ যাঃ।
ত্বয্যদ্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া ॥ ২৩ ॥

মনুর্ভগবন্তম্ [৮।১।১৩]

সবিশ্বকায়ঃ পুরুহূত ঈশঃ
সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পুরাণঃ।
ধত্তেঽস্য জন্মাদ্যজয়াত্মশক্ত্যা
তাং বিদ্যয়োদস্য নিরীহ আস্তে ॥ ২৪ ॥

দেবা ভগবন্তম্ [৬।৯।৩২]

ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্নারায়ণ বাসুদেবাদি পুরুষ মহাপুরুষ মহানুভব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ-পরম-কারুণিক কেবল জগদাধার লোকৈকনাথ সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংস পরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুটপারমহংস্যধর্ম্মেণোদ্‌ঘাটিত-তমঃকবাটদ্বারে চিত্তেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়ং উপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্ ॥ ২৫ ॥

পরমপুরুষরূপ তোমার শক্তি। তাহারা পরতন্ত্র। তুমি—প্রভু, তাহারা—দাস ; সুতরাং তোমাদের পরস্পরে সাদৃশ্য নাই। অতএব উভয়ের চেষ্টা তোমার শক্তির দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া তাহারা কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

তুমিই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়, দেবগণ তোমার অনুগ্রহজীবী। তুমি বুদ্ধির অবরোধস্বরূপ জীবের শুদ্ধানুস্মৃতি ॥ ২২ ॥

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ মায়াবৃত্তি হইলেও পরব্রহ্মরূপ তোমাতে সাক্ষাৎ যোগমায়াদ্বারা কল্পিত। যোগমায়া চিচ্ছক্তিই ক্রিয়াবতী। তাঁহার ছায়া মায়াশক্তি ; তাহাও তোমাতে সাক্ষাৎ সেই শক্তিদ্বারা পরিকল্পিত ॥ ২৩ ॥

সমস্ত বিশ্বই যাঁহার শরীর, যাঁহার নাম অনেক, যিনি সকলের নিয়ন্তা, স্বয়ং সত্য চিৎ সূর্য্য, জন্ম-রহিত, সনাতন পুরুষ, তিনিই আত্মশক্তিদ্বারা মায়াকে ক্রিয়াবতী করিয়া এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ ধারণ করেন এবং মায়াশক্তিকে বিদ্যারূপ চিচ্ছক্তিদ্বারা দূরে রাখিয়া স্বয়ং নিশ্চেষ্টভাবে আছেন ॥ ২৪ ॥

তোমাকে নমস্কার। তুমি ভগবান্ নারায়ণ, বাসুদেব, আদিপুরুষ, মহাপুরুষ, মহানুভব, পরম-মঙ্গলস্বরূপ, পরমকল্যাণময়, পরমকারুণিক, কেবল জগদাধার সর্ব্বলোকের একমাত্র নাথ, সর্ব্বেশ্বর, লক্ষ্মীনাথ। পরমহংস পরিব্রাজকগণ পরম-আত্ম-যোগসমাধি-পরিভাবিত করিয়া পরিস্ফুট পারমহংস্য ধর্ম্মের সহকারে তমোদ্বার উদ্‌ঘাটন করতঃ অপাবৃত-দ্বার আত্মলোককে দর্শন করেন। তুমি স্বয়মুপলব্ধ নিজসুখানুভবস্বরূপ অদ্বয়তত্ত্ব ॥ ২৫ ॥

(ক্রমশঃ)

শাস্ত্র কাহাকে বলে এবং তাহার সার শিক্ষা কি ?

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৮ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীউগ্রশ্রবা সূত শ্রীশৌনকাদি ঋষি শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ।
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্।
প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥"

—ভাঃ ১।৩।৪০-৪২

অর্থাৎ "শ্রীভগবান্ বেদব্যাস শান্তিপ্রদ কল্যাণ-সাধক ভগবল্লীলাকথাময় সর্ব্ববেদতুল্য এই শ্রীমদ্-ভাগবত নামক মহাপুরাণ জগতের পরমমঙ্গলের নিমিত্ত রচনা করিয়াছেন। তদনন্তর সকল বেদ ও

ইতিহাসের সারসমূহ সংগ্রহ করিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত ধীরগণের শ্রেষ্ঠ স্বপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। সেই শুকদেব পুনরায় মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত গঙ্গাতীরে পরমবৈরাগ্যহেতু আমরণ অনশনোপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎকে এই শ্রীমদ্ভাগবত সংকীর্ত্তন করিয়া শ্রবণ করাইয়াছিলেন।"

এই শ্রীশুকপরীক্ষিৎ সংবাদই আবার শ্রীউগ্রশ্রবা সূত নৈমিষারণ্যে গোমতীতটে ভৃগুবংশীয় শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষিকে শ্রবণ করাইয়াছেন, এজন্য প্রত্যেক নিষ্কপট নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তিরই অবিলম্বে সমগ্র বেদবেদান্তের সারমর্ম্মস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত শুদ্ধভক্ত সাধুমুখে সযত্নে অবশ্য শ্রোতব্য। শ্রীভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে ঃ—

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥"

—ভাঃ ১২।১৩।১৬

অর্থাৎ "নদীগণের মধ্যে গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু যেরূপ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণগণের মধ্যে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।"

নিখিল বেদবেদান্তাদি সচ্ছাস্ত্রসার এই শ্রীমদ্ভাগবতকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদবৃন্দ ঐ ভাগবত-শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদের যাবতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভুকে প্রচুর সুখ দিয়াছেন এবং সমগ্র জগতের প্রকৃত কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি তত্ত্বই সংক্ষেপে বিচার করিয়াছেন। অভিধেয় তত্ত্ব বিচারারম্ভে মহাপ্রভু বলিতেছেন—এই অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজনপ্রদাতা। সর্ব্বশাস্ত্রেই মুনিগণ কৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। মুনিবাক্য এইরূপ—

"শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৬

অর্থাৎ 'মাতৃস্বরূপ শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার আরাধনাবিধি উপদেশ করেন, স্মৃতি সেইরূপ ভগিনীস্বরূপ হইয়া উপদেশ করেন; পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া তাহাই বলিতেছেন। অতএব হে মুরহর, আপনিই যে একমাত্র শরণ, ইহা আমি সত্যরূপে জানিলাম।" (—অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র সকলেই—শ্রুতির অনুগত। সেই শ্রুতি অর্থাৎ বেদ বা নিগমরূপ কল্পতরুর রসময় প্রপক্ক ফলই শ্রীমদ্ভাগবত। অপ্রাকৃতরসবিশেষ ভাবনাচতুর ভক্ত ভাবুকবৃন্দই শুকমুখামৃতদ্রব-সংযুত ঐ অপূর্ব্ব রসময় ফলের রসমাধুর্য্য আস্বাদনের অধিকারী। শ্রীমদ্ভাগবতেই স্মৃত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত বিরাজিত।

যাঁহারা উক্ত শ্রুতিস্মৃত্যাদি শাস্ত্রবিধি অনাদর করিয়া ঐকান্তিকী রাগানুগা ভক্তি প্রদর্শন করিতে যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভের ৩১২ সংখ্যায় নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বিচার করিতেছেন—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥"

—ভঃ রঃ সিঃ উদ্ধৃত ব্রহ্মযামলবাক্য

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্ত উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ ॥

—পদ্মপুরাণ

অর্থাৎ (১) শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি ও পঞ্চরাত্রবিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে।

(২) শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞাস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাহার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি আমার ভক্ত হইলেও আজ্ঞাচ্ছেদী এবং আমার বিদ্বেষী বলিয়া অবৈষ্ণব হইয়া থাকে।

প্রথম শ্লোকটির বিচারে শ্রীল শ্রীজীবপাদ জানাইতেছেন—"একান্তিত্বং খলু ভক্তিনিষ্ঠা; সা রুচ্যৈব বা শাস্ত্রবিধ্যাদরেণৈব বা জায়তে। ততো রুচেবিরলত্বাদুত্তরাভাবেনাপি যদৈকান্তিকীত্বং তত্তস্যৈকান্তিমানিনো দম্ভমাত্রমিত্যর্থঃ। ততস্তদনূদ্যৈব নিন্দা—'শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ' ইত্যাদিনা।"

অর্থাৎ "'একান্তিত্ব' অর্থে ভক্তিনিষ্ঠা, উহা রুচি

অথবা শাস্ত্রবিধির প্রতি আদর-হেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব রুচির বিরলত্ব এবং শাস্ত্রবিধির অনাদরস্থলেও যে ঐকান্তিকীত্ব, তাহা উক্ত একান্তিমানী পুরুষের দম্ভমাত্রই জানিতে হইবে। অতএব 'শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধি ব্যতীত' ইত্যাদি বচনে তদুল্লেখ-পূর্ব্বকই নিন্দা হইয়াছে।"

দ্বিতীয় শ্লোকটির বিচারে শ্রীজীবপাদ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—

"ইত্যত্র শ্রুত্যাদ্যুক্তাবশ্যকক্রিয়া-নিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং বৈষ্ণবত্ব-ব্যাঘাতকং শ্রূয়তে, কথং তর্হি বিধিনিরপেক্ষয়া তথা সিদ্ধি? উচ্যতে—শ্রীভগবন্নামগুণাদিষু বস্তুশক্তেঃ সিদ্ধত্বাৎ ন ধর্ম্মবদ্ভক্তেশ্চোদনাসাপেক্ষত্বম্; অতো জ্ঞানাদিকং বিনাপি ফললাভো বহুত্র শ্রুতোহস্তি।"

অর্থাৎ "এই শ্লোকে শ্রুত্যাদিবর্ণিত আবশ্যকক্রিয়া এবং নিষেধের উল্লঙ্ঘন বৈষ্ণবত্বের ব্যাঘাতজনকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। অতএব বিধিনিরপেক্ষা রাগানুগাদ্বারা কিরূপে সিদ্ধি হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে,—শ্রীভগবানের নামগুণাদিতে বস্তুশক্তির সিদ্ধি-নিবন্ধন ধর্ম্মের ন্যায় ভক্তির বিধিসাপেক্ষতা নাই, অতএব জ্ঞানাদি ব্যতীতও অনেকস্থলে ফললাভ শ্রুত হইয়া থাকে।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তৎকৃত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ও জৈবধর্ম্ম-গ্রন্থে এবিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আমরা জৈবধর্ম্ম-গ্রন্থের কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধার করিতেছি।

ঠাকুর, 'ঐকান্তিকী ভক্তি কিরূপে উৎপাতের হেতু হয়?' —এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে লিখিতেছেন—

"শুদ্ধভক্তির ঐকান্তিকভাব পূর্ব্বমহাজনকৃত পন্থাবলম্বনেই লভ্য হয়—পন্থান্তর সৃষ্টি করিলে বস্তুতঃ তাহা পাওয়া যায় না। এইজন্যই দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ প্রভৃতি অর্ব্বাচীন (অর্থাৎ অপ্রাচীন) প্রচারকগণ শুদ্ধভক্তি বুঝিতে না পারিয়া কিয়ৎপরিমাণ ভাবাভাসের সহিত কেহ মায়াবাদমিশ্র কেহ নাস্তিকতা-মিশ্র এক একপ্রকার কদর্য্যপন্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকেই ঐকান্তিকী হরিভক্তি কল্পনা মাত্র করেন. তাহা বস্তুতঃ হরিভক্তি নয়—কিন্তু উৎপাতবিশেষ। রাগমার্গের ভজনে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি বিধির অপেক্ষা নাই, কেবল ব্রজজনানুগমনের অপেক্ষা আছে, কিন্তু বিধিমার্গের অধিকারীদিগকে ধ্রুব-প্রহ্লাদ-নারদ-ব্যাস-শুক প্রভৃতি পূর্ব্বমহাজন-নির্দ্দিষ্ট একমাত্র ভক্তিযোগরূপ পন্থা অবশ্য অবলম্বন করিতে হইবে। অতএব সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন ব্যতীত বৈধ ভক্তদিগের কোন উপায় নাই।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুরই একস্থানে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"বিধিমার্গরতজনে　　স্বাধীনতা-রত্নদানে
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে　　পারকীয় ভাবাশ্রয়ে
লভে জীব কৃষ্ণে প্রেমাবেশ॥"

মনুসংহিতা সর্ব্ববেদের সারসংগ্রহ। বৃহস্পতিসংহিতায় লিখিত আছে—

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতেঃ।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে॥"

অর্থাৎ মনুসংহিতায় সমস্ত বেদার্থ নিহিত থাকার জন্য মনুস্মৃতির সহিত যে স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহার প্রামাণ্য সর্ব্বসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হয় না। 'যৎকিঞ্চিন্মনুরবদৎ তদ্‌ভেষজঃ'—এই শ্রুতিদ্বারাও মনুস্মৃতির প্রাধান্য স্বীকৃত। 'মনোরপত্যং পুমান্'—মনুরই সন্তান মানবজাতি। মহাভাগবত মনুই 'ঈশাবাস্য' বা আত্মাব্যস্য' শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার বংশধরগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ভক্তিমার্গে ভগবদ্ভজনই তাঁহার শিক্ষাসার।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীল নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতে' হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র বর্ণনে জানা যায় শ্রীল হরিদাস ঠাকুর 'শান্তিপুরে' শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মিলিত হওয়ার পূর্ব্বে ফুলিয়ায়* আসিয়াছিলেন। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণ হরিদাস ঠাকুরের হরিনামভজন-নিষ্ঠা ও প্রেমবিকারসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবজ্ঞানে সম্মান করিতে লাগিলেন। মুসলমান-কুলে আবির্ভূত হইয়া হরিদাস 'হরিনামানুশীলনে' রুচিবিশিষ্ট হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মান্তরিত হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা হওয়ায় কাজি (বিচারক) মুলুকপতির (প্রদেশাধিপতি নবাবের) নিকট অভিযোগ আনয়ন করতঃ সুপারিশ করিলেন হরিদাসকে গর্হিত কার্য্যের জন্য অনতিবিলম্বে দণ্ড বিধান করা হউক। নবাবের হুকুমে পুলিশ আসিয়া হরিদাস ঠাকুরকে গ্রেফ্‌তার করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিল। কারাগারের বন্দীগণ হরিদাস ঠাকুরের মহিমা পূর্ব্ব হইতেই জানিত। তাহারা মনে করিল হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষের দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিলে তাহাদের কারামুক্তি হইবে। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর তাহাদিগকে বন্দী অবস্থাতেই থাকিতে বলিলেন। তাহাতে তাহারা হতাশ হইলে হরিদাস ঠাকুর তাঁহার আশীর্ব্বাদের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলিলেন—

"বন্দি থাক—হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
বিষয় পাসর, অহর্নিশ বল হরি॥
ছলে করিলাঙ আমি এই আশীর্ব্বাদ।
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৬।৬৩-৬৪

বন্দিগণের কারাগারে সাংসারিক ঝঞ্ঝাট নাই, তাহারা নিশ্চিন্তে কৃষ্ণনাম করিতে পারে।

একদিন নবাব হরিদাসকে পবিত্র ইসলামধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিদাস ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন – "ঈশ্বর এক, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, সকলেরই এক। সম্প্রদায়ভেদে ঈশ্বরের নামমাত্র ভেদ, পরমার্থে এক। যেই ঈশ্বর জীবের হৃদয়ে বসিয়া যাহাকে যেইভাবে আরাধনায় নিযুক্ত করেন, তিনি সেইভাবে আরাধনা করেন। হিন্দুকুলে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও যবনধর্ম্ম গ্রহণ করে। তদ্রূপ আমি মুসলমানকুলে আসিলেও আমাকে ঈশ্বর হরিনাম গ্রহণে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে জীবের কোনও স্বতন্ত্রতা নাই। ইহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে আপনি দণ্ড বিধান করুন।" নবাব হরিদাস ঠাকুরকে শাসাইয়া বলিলেন—'তুমি তোমার নিজধর্ম্মের যে ঈশ্বরের নাম তাহাই কর, অপর ধর্ম্ম ত্যাগ কর। যদি তাহা না কর, কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।' হরিদাস ঠাকুর দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলেন—"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥" এই বাক্যের দ্বারা হরিদাস ঠাকুরের ঐকান্তিক ভজন-নিষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। মায়াবদ্ধ জীব আত্মার স্বার্থ হরির আরাধনা অপেক্ষা দেহ-মনের স্বার্থকেই বহুমানন করে। কিন্তু একান্ত পারমার্থিকগণ শরীর-মনের তাৎকালিক স্বার্থকে বর্জ্জন করিয়া আত্মার স্বার্থ হরির আরাধনাতেই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন।

হরিদাস ঠাকুরের হরির নাম গ্রহণে অনমনীয়তা দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় নবাব কাজিকে জিজ্ঞাসা করিলে কাজি বলিলেন—'ইহাকে এমন শাস্তি দেওয়া উচিত, যাহাতে লোকে ভয় পায় ধর্ম্মান্তরিত হইতে, সর্ব্বজনসমক্ষে ইঁহাকে বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে। বাইশ বাজারে প্রহারের পরেও যদি জীবিত থাকে তবে বুঝিব এ প্রকৃত জ্ঞানী সাচ্চা ব্যক্তি।' নবাবের আদেশে পাইকগণ বাজারে বাজারে হরিদাসকে

* ফুলিয়া ঃ—রাণাঘাট-শান্তিপুর রেল লাইনে, শান্তিপুর হইতে রাণাঘাটের দিকে ৮ কিলোমিটার দূরে ফুলিয়া রেলষ্টেশন। ফুলিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গত।

নির্ম্মমভাবে বেত্রাঘাত করিলেও তাহার মৃত্যু হইল না। প্রহলাদের ন্যায় হরিদাস কৃষ্ণের কৃপায় কৃষ্ণ-নামানন্দে প্রমত্ত থাকায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কোনও কষ্ট অনুভব করিলেন না। হরিদাসকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করায় সজ্জনগণ মর্ম্মাহত হইয়া হা-হতাশ করিতে লাগিলেন। হরিদাস পাপীগণ-কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াও তাহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 'এসব জীবের কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ। মোর দ্রোহে নহ এ সবার অপরাধ॥" দুই-তিন বাজারে বেত্রাঘাত করিলেই মানুষ মরিয়া যায়। বাইশ বাজারে প্রহার করার পরেও হরিদাসের মৃত্যু না হওয়ায় প্রহারকারী যবনগণ চিন্তিত হইল। তাহারা হরিদাসকে প্রহার করিয়াছে কাজী বিশ্বাস করিবেন না, তাহাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ হইবে। যবনগণকে দুঃখী দেখিয়া হরিদাস ঠাকুর কৃষ্ণধ্যানে সমাধিস্থ হইয়া মৃতের ন্যায় হইলেন। নবাবের নিকট হরিদাসের মৃতদেহ আনিলে, নবাব সমাধিস্থ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু কাজি বলিলেন, এ যেপ্রকার গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, ইহাকে সমাধিস্থ না করিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া উচিত। কাজির বচনে হরিদাসকে যবনগণ গঙ্গায় নিক্ষেপ করিল। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর ভাসিতে ভাসিতে অপর পারে যাইয়া তীরে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে ফুলিয়ায় আসিলেন। এইপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মুলুকপতি ও যবনগণ 'হরিদাস'কে সাক্ষাৎ পীর জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হরিদাসের কৃপায় তাহারা পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। মুলুকপতি হরিদাসকে সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতঃ হরিনাম করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।*

ফুলিয়ায় পুনরায় ঠাকুর হরিদাসের দর্শন লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ উল্লসিত হইলেন। হরিদাস ঠাকুরকে বেত্রাঘাত করায় ব্রাহ্মণগণ বেদনাহত হইয়া মৃতের ন্যায় হইয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুর তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণরূপ মহাপরাধের ফলস্বরূপ তাঁহার উক্ত প্রকার দণ্ড হইয়াছে, উহা অল্পই হইয়াছে। হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়ায় গঙ্গাতীরে যে গোঁফায় বসিয়া হরিনাম করিতেন, সেখানে একটী ভয়ানক বিষধর সর্পের অবস্থিতি হেতু দর্শনার্থিগণ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া বিষজ্বালা অনুভব করিতেন। সর্পবৈদ্যগণ হরিদাস ঠাকুরকে সেই স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। সকলের অনুরোধে হরিদাস উক্ত স্থান ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলে মহানাগ সন্ধ্যার প্রারম্ভেই উক্ত গর্ত্ত ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

জড় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কপটতা করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের কৃত্রিম ভাব প্রকটন হরিভক্তির প্রতিকূল, ইহাও হরিদাস ঠাকুরের পূত জীবনচরিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ফুলিয়াতেই একজন ডঙ্কী† (সাপুড়ে) একদিন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে কৃষ্ণের কালীয়-দমন লীলা গান করিতেছিলেন। হরিদাস ঠাকুর কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অপ্রাকৃত শরীরে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল। সকলে হরিদাস ঠাকুরের চরণধূলি লইয়া অঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। হরিদাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে প্রতিষ্ঠা-

---

* শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ১০ম অধ্যায়ে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—যখন যবনগণ হরিদাস ঠাকুরের উপর নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছিল, তখন মহাপ্রভু চক্র লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অসুরগণকে সংহার করার জন্য, কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের প্রার্থনায় সংহার করিতে পারেন নাই, নিজে হরিদাস ঠাকুরকে আবৃত রিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত চিহ্ন লক্ষিত হইল। ভগবদাবির্ভাবের মূল কারণ ভক্ত। ভক্ত হরিদাসের উপর অত্যাচার হইলে মহাপ্রভু শীঘ্র অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপরিউক্ত বৃত্তান্তসমূহ শুনিয়া হরিদাস ঠাকুর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু হরিদাসকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেই হরিদাসের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'হরিদাস দর্শনেই অনাদি কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়। হরিদাসের সঙ্গ ব্রহ্মাশিবাদিরও বাঞ্ছনীয়, তাঁহার স্পর্শ গঙ্গারও কাম্য।' —চৈঃ ভাঃ ম ১০।১০৮-১১০

† ডঙ্ক—হিন্দীভাষায় ডংক্ অর্থ ফণা হল। যে ব্যক্তি সাপ খেলায়—সাপুড়ে।

কামী একজন ব্রাহ্মণাধম হরিদাস হইতেও অধিক প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় সাপুড়ের গান শুনিতে শুনিতে হঠাৎ মৃত্তিকায় পতিত হইয়া বহুপ্রকার কৃত্রিম ভাব দেখাইতে লাগিল। ডঙ্ক ঢঙ্গবিপ্রের কপটতা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বেত্রাঘাতের দ্বারা জর্জ্জরিত করিলে সে 'বাপ'রে, 'মা'রে বলিয়া পলায়ন করিল। এই লীলার দ্বারা একজন সাধারণ সাপুড়েরও ভগবদিচ্ছা-ক্রমে সরলতা ও কপটতা বুঝিবার যোগ্যতা আছে ইহা জ্ঞাপিত হইল। ডঙ্ক হরিদাস ঠাকুরের স্বাভাবিক প্রেম ও ঢঙ্গবিপ্রের কপটতা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন।

হরিদাস ঠাকুর নিরন্তর হরিনাম করিতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্‌কে ডাকিতেন। ইহার মহিমা তখন অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি বিষয়ভোগে প্রমত্ত, বিষ্ণুভক্তি ও হরিসংকীর্ত্তনের বিরোধী ছিল। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও হরিদাস ঠাকুর জগতের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখী হইয়াছিলেন। ভক্তগণ উচ্চকীর্ত্তন করিলে পাষণ্ডগণ 'চাতুর্ম্মাস্যে ভগবান্ শয়নে আছেন, এইসময়ে তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকা, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করা, ইহা গুরুতর অপরাধ। ইহার দ্বারা দেশে দুর্ভিক্ষ আসিবে। নিজেদের পেটপূজার জন্য কতকগুলি ব্রাহ্মণ এইসব ছল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।'—ইত্যাদি বহুবিধ বিদ্রূপাত্মক উক্তির দ্বারা তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিত। পাষণ্ডগণের উক্তির দ্বারা হরিদাস ঠাকুর দুঃখিত হইলেও উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করেন নাই। একদিন হরিনদীর* এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ হরিদাস ঠাকুরের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মত—ভগবানের নাম মনে মনে গ্রহণ করা উচিত। উচ্চৈঃস্বরে ডাকার কি প্রয়োজন? কোন্ শাস্ত্রে আছে উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্‌কে ডাকিতে হয়? হরিদাস ঠাকুর তদুত্তরে উচ্চ সংকীর্ত্তনের মহিমা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন। জপ অপেক্ষা উচ্চ সংকীর্ত্তনের শতগুণ ফল। উচ্চ সংকীর্ত্তনের দ্বারা পশুপক্ষী কীটাদি সমস্ত প্রাণীর উদ্ধার হয়।

"পশুপক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥
জপিলে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৬।২৮০-২৮২

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ॥

—নারদীয়

'যিনি হরিনাম জপ করেন, তাহা হইতে উচ্চস্বরে কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি যে শতগুণ শ্রেষ্ঠ, ইহা সঙ্গতই বটে, যেহেতু জপকর্ত্তা কেবলমাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং শ্রোতৃগণকে অর্থাৎ সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।'

কেহ ধন উপার্জ্জন করিয়া নিজের পোষণ করে, কেহ সহস্র ব্যক্তির গোষণ করে, কোন্‌টী ভাল? জপের দ্বারা নিজের পোষণ হয়, কিন্তু উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা বহু প্রাণীর উপকার হয়। এজন্য উহা সর্ব্বোত্তম।

হরিদাস ঠাকুরের শাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত বাক্য শুনিয়াও হরিনদী গ্রামের ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট না হইয়া ক্রুদ্ধ হয়, হরিদাস ঠাকুরকে জাত তুলিয়া গালি দেয় ও অপমান করে এবং বলে নামের মহিমা যদি শাস্ত্রসম্মত না হয় তাহা হইলে প্রকাশ্যভাবে হরিদাস ঠাকুরের নাসিকা ও কাণ ছেদন করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধহেতু সেই ব্রাহ্মণাধমের কএকদিন বাদেই বসন্তরোগে নাক ও কাণ খসিয়া পড়ে। হরিদাস ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লালসায় নবদ্বীপে গমন করিলেন।

শ্রীবাস-অঙ্গনে ও শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনবিলাসের সঙ্গী হইয়াছিলেন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া 'কৃষ্ণনাম' 'কৃষ্ণভজন' ও 'কৃষ্ণবিষয়ক শিক্ষা' করাইতে ভিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

* হরিনদী ঃ— যশোহর জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ গ্রাম।

"একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস প্রতি ॥
শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব ॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ১৩।৭-১১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা দুইটী ঘোরতর মাতাল মহাদস্যু জগাই মাধাইয়ের কাছে যাইয়া উক্তপ্রকার ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। জগাই মাধাইকে পতিত দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইল। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর ডাক শুনিয়া জগাই মাধাই মহাক্রোধে তাঁহাদিগকে মারিবার জন্য ধরিতে গেল। নিত্যানন্দপ্রভু দৌড়াইয়া পলাইলেন। হরিদাস ঠাকুরের বয়স অধিক হওয়ায় নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় দৌড়াইতে সমর্থ হইলেন না। কোনও প্রকারে জীবন বাঁচাইলেন। অবধূত নিত্যানন্দ প্রভুর উক্ত প্রকার আচরণের কথা হরিদাস ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট ব্যক্ত করিলেন, কোনও দিন চঞ্চল অবধূত নিত্যানন্দের সহিত যাইবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বর নিত্যানন্দের ভীত হইয়া পলায়ন এক অদ্ভুত রহস্যময় লীলা। পরে অবশ্য নিত্যানন্দপ্রভু একাকী যাইয়া জগাই-মাধাইর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নবদ্বীপে মহাপ্রভুর জলকেলিতেও সঙ্গী হইয়াছিলেন। একদিন মহাপ্রভু প্রেমে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুকে গোপনে রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি নির্দ্দেশ থাকায় তাঁহারা নন্দন আচার্য্য-ভবনে মহাপ্রভুকে সংগোপনে রাখিয়াছিলেন। প্রভুর অদর্শনে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণের বিরহদুঃখ, পরে শ্রীবাসকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের বিরহদুঃখ বিমোচন ইত্যাদি লীলা তথায় সম্পন্ন হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে মহাপ্রভু ব্রজলীলা-নাটক অভিনয়কালে হরিদাস ঠাকুর কোটাল*-বেশে হস্তে দণ্ড লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। নাটক অভিনয়কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু আদ্যাশক্তি, নিত্যানন্দপ্রভু বড়াইবুড়ী, গদাধর পণ্ডিত ব্রজবনিতা, অদ্বৈতাচার্য্য মহাবিদূষক, শ্রীবাস পণ্ডিত নারদের সাজে সজ্জিত হইয়াছিলেন। নাটকাভিনয়ে সকলকে কৃষ্ণসেবায় জাগরণ করানই হরিদাস ঠাকুরের কৃত্য ছিল। "জাগ জাগ জাগ, ডাকে প্রভু হরিদাস। নারদের কাচে নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥" —চৈঃ ভাঃ ম ১৮।১০০

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাগীরথীর তীরে নগরসংকীর্ত্তনেও হরিদাস ঠাকুর যোগদান করিয়াছিলেন। 'তবে হরিদাস কৃষ্ণরসের সাগর। আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর।' —চৈঃ ভাঃ ম ২৩।২০৪। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রে একই গৃহে হরিদাস ঠাকুর অবস্থান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ সঙ্কল্পে হরিদাস ঠাকুর ও সকল ভক্তগণের বিরহজ্বালা।

সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরুষোত্তমধামে গেলে হরিদাস ঠাকুর রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচলে গমন করিলেন।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের পুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ও শ্রীকাশীমিশ্র-ভবনে যাওয়া নিষিদ্ধ না হইলেও তিনি দৈন্যবশতঃ ম্লেচ্ছকুলে আসিয়াছিলেন বলিয়া যাইতেন না। শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও ম্লেচ্ছের চাকুরী করিয়াছিলেন বলিয়া নিজদিগকে ম্লেচ্ছ মনে করিয়া যাইতেন না, হরিদাস ঠাকুরের সহিত থাকিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে তাঁহাদের নিকট যাইতেন মিলিত হইতে।

"হরিদাস ঠাকুর, শ্রীরূপ-সনাতন।
জগন্নাথ মন্দিরে না যান তিনজন ॥
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া।
নিজগৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া ॥

* কোটাল—প্রহরী, চৌকিদার।

এই তিনের মধ্যে যবে থাকে যেইজন।
তাঁরে আসি আপনে মিলে—প্রভুর নিয়ম ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১।৬৩-৬৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু অনবসরকালে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন না পাইয়া কৃষ্ণবিরহে আলাননাথে যাইয়া থাকিতেন। গৌড়দেশ হইতে দুইশত ভক্ত আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি আলাননাথ হইতে পুরীতে ফিরিলেন, ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন, কিন্তু হরিদাস ঠাকুরকে না দেখিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিদাস ঠাকুর রাজপথপ্রান্তে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যাইয়া ভক্তগণ মহাপ্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলে হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—

"(হরিদাস কহে), আমি নীচজাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥
নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাহা পড়ি' রহো, একলে কাল গোঙাঙ ॥
জগন্নাথসেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাহা পড়ি রহো—মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১১।১৬৫-১৬৭

ভক্তগণ আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট হরিদাসের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু প্রসন্ন হইলেন। মহাপ্রভু কাশীমিশ্রের নিকট নিজ ভজনস্থানের সমীপবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে একটী নিভৃত গৃহ যাচ্ঞা করিলেন। গৌরসুন্দরের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যরূপে কাশীমিশ্র উক্ত সেবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলেন। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস ঠাকুর 'তিনি অস্পৃশ্য, স্পর্শের অযোগ্য' মহাপ্রভুর নিকট দৈন্যোক্তি করিলে—মহাপ্রভু বলিলেন ঃ—

(প্রভু কহে) তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান ॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥
* * *
এত বলি তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃতে তাঁরে দিলা বাসা-স্থানে ॥
এই স্থানে রহি কর' নাম-সংকীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি' আমি করিব মিলন ॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥
—চৈঃ চঃ ম ১১।১৮৯-১৯১, ১৯৩-১৯৫

এই পুষ্পোদ্যানই বর্ত্তমানে সিদ্ধবকুল নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে ইহার নাম 'মুদ্রা-মঠ' ছিল। সিদ্ধবকুল সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী আছে—পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবের দন্ত মার্জ্জনের পর দন্তকাষ্ঠটী কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রসাদরূপে প্রদান করেন। দৈবক্রমে বকুল দন্তকাষ্ঠ জগন্নাথদেবের সেবায় লাগায় সেই দন্তকাষ্ঠটী পাণ্ডাগণ মহাপ্রভুকে দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেই দন্তকাষ্ঠটী হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থানে রোপণ করিলেন; তাহা ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত হইল। কথিত হয় যে, মহাপ্রভু চৈত্র-সংক্রান্তি বা মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে উক্ত দন্তকাষ্ঠটী রোপণ করিয়াছিলেন। এইজন্য শ্রীসিদ্ধবকুল মঠে উক্ত দিবসে দন্তকাষ্ঠ-রোপণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর রথযাত্রাকালে সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে তৃতীয় সম্প্রদায়ে শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে নৃত্য করিতেন, যাহার মূল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন শ্রীমুকুন্দ দত্ত।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মাধ্যমে মহাপ্রভু নামের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। একদিন মহাপ্রভু দুর্গত জীবের জন্য অত্যন্ত দুঃখী হইয়া সিদ্ধবকুলে আসিয়া হরিদাস ঠাকুরকে বলিলেন,—'হরিদাস কলিকালে অন্ত্যজগণ গাভী ও ব্রাহ্মণগণের হিংসা করে, এইসব দুরাচারী যবনগণের কি প্রকারে উদ্ধার হইবে?' হরিদাস তদুত্তরে বলিলেন—'যবনগণের দুর্গতি দেখিয়া প্রভু দুঃখিত হইবেন না। 'হা রাম' শব্দ উচ্চারণের দ্বারা তাহারা নামাভাসে মুক্ত হইবে।'

"দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥"*
—নৃসিংহপুরাণ

* 'কোন ম্লেচ্ছ কোন দংষ্ট্রী বরাহ কর্ত্তৃক দন্তাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘৃণাপূর্ব্বক 'হা রাম' 'হা রাম' এই শব্দ বলিয়াও মরণ-সময়ে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। 'হারাম' এই শব্দে 'হা রাম' এই সাঙ্কেতিক রাম শব্দ থাকায়, সেই ম্লেচ্ছ নাম-সঙ্কেতে (নামাভাস বলে) উদ্ধার পাইয়া গেল। শ্রদ্ধা করিয়া 'রাম'-নাম লইলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।'
—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

অজামিল ম্রিয়মাণ অবস্থায় নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া নামাভাসে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু দুখী হইলেন, কিন্তু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—স্থাবর-জঙ্গমাদি (বৃক্ষ, পশু, পক্ষী আদি) প্রাণীর কি প্রকারে উদ্ধার হইবে, হরিদাস তদুত্তরে বলিলেন—

"তুমি যে কৈরাছ এই উচ্চ-সংকীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত' শ্রবণ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়।
স্থাবরে সে শব্দ লাগে, প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে, সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥
সকল জগতে হয় উচ্চ-সংকীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম॥
*　　*　　*
উচ্চ-সংকীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলা সংসার॥"

—চৈঃ চঃ অ ৩।৬৮-৭১ ; ৭৫

এক দিন সিদ্ধবকুলে হরিদাস সনাতনের* মহিমা কীর্ত্তন করিলে, সনাতন হরিদাস ঠাকুরের গুণ বর্ণন করিতে গিয়া বলিলেন (চৈঃ চঃ অ ৪।৯৯-১০৩)—

(সনাতন কহে), তোমা সম কেবা আছে আন?
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্॥
অবতারকার্য্য প্রভুর—নাম প্রচারে।
সেই নিজ কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে॥
প্রত্যহ কর তিনলক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমাকথন॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১১শ পরিচ্ছেদে ঠাকুরের নির্য্যাণ প্রসঙ্গ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উহা এতদ্‌প্রসঙ্গে পাঠ্য। সংক্ষিপ্ত সার কথা এই—

'নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ॥'

'আমি হরিদাসকে নমস্কার করি এবং তাঁহার প্রভু চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি,—যিনি হরিদাসের পরিত্যক্তদেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।' হরিদাস ঠাকুর বার্দ্ধক্যহেতু সংখ্যানামকীর্ত্তনপূরণে অসমর্থ হইলে গোবিন্দের দ্বারা আনীত মহাপ্রসাদ সেবনে প্রথমে অনিচ্ছা, পরে মহাপ্রসাদ অবজ্ঞা করা উচিত নহে বিচার করিয়া এক কণা গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু স্নেহাবিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ হরিদাসকে সাধনে অধিক আগ্রহ না করিয়া অল্পসংখ্যা হরিনাম করিতে বলিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করিবেন বুঝিতে পারিয়া তৎপূর্ব্বেই অপ্রকটেচ্ছা মহাপ্রভুর পাদপদ্মে জ্ঞাপন করিলে, ভক্তবৎসল মহাপ্রভু ভক্তবিরহে ব্যাকুল হইলেও তদিচ্ছা পূরণে সম্মত হইলে, হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুকে নিজ সম্মুখে রাখিয়া দুই নেত্রে তাঁহার মুখকমল দর্শন করিতে করিতে, হৃদয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করতঃ অশ্রুসিক্ত নয়নে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভীষ্মের ন্যায় নির্য্যাণ লাভ করিলেন। ভক্তগণ সংকীর্ত্তনে মত্ত হইলে মহাপ্রভু প্রেমবিহ্বল হইয়া হরিদাসের তনু কোলে করিয়া অঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎপর হরিদাস ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ভক্তগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনসহ সমুদ্রে আনয়ন, সমুদ্র জলে স্নপন, বালুকায় গর্ত্ত করিয়া তথায় স্থাপন মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে বালু অর্পণ,—এইভাবে হরিদাস ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ সমাধিস্থ করণ কার্য্য সম্পন্ন হইল। হরিদাসের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে সমুদ্র মহাতীর্থ হইল। হরিদাসের সমাধিপীঠ পরিক্রমা করিয়া মহাপ্রভু স্বয়ং হরিদাস ঠাকুরের বিরহোৎসবের জন্য জগন্নাথমন্দিরে সিংহদ্বারে আসিয়া মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে উহা বহন করিয়া আনিতে দেন নাই, নিজেই সব ব্যবস্থা করিলেন। মহোৎসবে ভক্তগণকে আকণ্ঠ পুরাঞ্চা ভোজন করান হইল। মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভক্তগণকে বর দান করিলেন—

* মালদহে রামকেলিধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপ সনাতনের সহিত মিলনকালে রূপ-সনাতন প্রথমে শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুরের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা হরিদাসের মহিমা পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন।

'হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে হুঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন ॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন ॥
অচিরে তা-সবাকার হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস-দরশনে হয় ঐছে শক্তি ॥
কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে ॥
ইচ্ছা মাত্রে কৈলা নিজপ্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী ॥
জয় জয় হরিদাস বলি' কর হরিধ্বনি।
এত বলি' মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১।৯১-৯৮

ভাদ্র শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে হরিদাস ঠাকুর তিরোধান লীলা করেন।

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও তৎশাখামঠসমূহে শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, রেজিষ্টার্ড হেড অফিস কলিকাতা—কালীঘাট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তৎশাখামঠসমূহে শ্রীশ্রী-রাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা বিগত ১৯ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট বুধবার হইতে ২৩ শ্রাবণ, ৯ আগষ্ট রবিবার শ্রীবল-দেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসী তিথি পর্য্যন্ত এবং ৩১ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট সোমবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী এবং তৎপর-দিবস শ্রীনন্দোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিদ্যুচ্চালিত চলায়মান মূর্ত্তির সাহায্যে শ্রীভগল্লীলা-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য আসামে গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বৃহদ্ রমণীয় মূর্ত্তির দ্বারা প্রদর্শিত শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী দর্শন করেন প্রত্যহ সহস্র সহস্র দর্শনার্থী। অন্ধ্রপ্রদেশে হায়দরা-বাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেও ভগবল্লীলা-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়। এতদ্-ব্যতীত নদীয়া জেলা-সদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, আসামে বরপেটা জেলার সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং ত্রিপুরায় আগরতলাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে —শ্রীজগন্নাথমন্দিরেও ভগবল্লীলা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকায় বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী প্রত্যহ দর্শনের জন্য আসেন। কলিকাতা মঠে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, গৌহাটী মঠে শ্রীমঠের যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীবৃন্দাবনস্থ মঠে সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, কৃষ্ণনগরস্থ মঠে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ দামোদর মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, তেজ-পুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূষণ ভাগবত মহারাজ, সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, গোয়ালপাড়া মঠে মঠ-রক্ষক শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী এবং আগরতলা মঠে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে বর্ত্তমান মঠসেবকদ্বয় শ্রীননীগোপাল বনচারী ও শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী এবং তত্তৎমঠের সেবকগণের নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবানুষ্ঠান বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বৃন্দাবন মঠে শ্রীঝুলন উৎসবকালে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং হায়দরাবাদ মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসবকালে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। চণ্ডীগড়ে ইংরাজী, হিন্দী, গুরুমুখী-ভাষায় প্রসিদ্ধ, দৈনিক পত্রিকাসমূহে চণ্ডীগড় মঠের প্রদর্শনীর ছবিসহ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে কলিকাতা মঠে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসভা ও নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা প্রার্থনা মুখে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কলিকাতা—কালীঘাট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পাঁচদিন-ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ৩০ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট রবিবার হইতে ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব কলিকাতা মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পাঁচ-দিন ব্যাপী ধর্ম্মসভার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটের পর তাঁহার অধস্তনগণ তাঁহার কৃপাপ্রার্থনামুখে উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিবৎসর করিয়া আসিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে এবং কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহুশত ভক্ত নরনারী এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। ৩০ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট রবিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে শ্রীকৃষ্ণের-আবাহন-গীতি শ্রীনামসংকীর্ত্তনযোগে সম্পন্ন করিবার জন্য সহস্রাধিক নরনারী অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ মঠে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের জয়গান মুখে সংকীর্ত্তন প্রারম্ভ করতঃ নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করি-তে কিছুদূর অগ্রসর হইলে শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ পর পর মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে সমস্ত রাস্তা উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করেন। মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর গ্রামের ও মেচেদার ভক্তগণ সমস্ত রাস্তা উৎসাহের সহিত মৃদঙ্গবাদন সেবা করিলে সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। ৩১ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট সোমবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথি-পূজা অহোরাত্র উপবাস, সমস্ত দিন শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ, রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় এক সহস্র ভক্ত নরনারী সমস্ত রাত্রি মঠে অবস্থান করতঃ এই ব্রত পালন করেন। তাঁহাদিগকে শেষ রাত্রি ২-৩০ টার পর ফল মূল অনু-কল্প প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিবস নন্দোৎসবে অগ-ণিত নরনারী মধ্যাহ্ন হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক-গণকে ভীড় নিয়ন্ত্রণ করিতে খুবই উদ্বেগ ভোগ করিতে হয়। এত ভীড়ের মধ্যেও মঠবাসী ও গৃহস্থসেবক-গণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সহিত পরিবেশনাদি সেবা করায় প্রসাদসেবনকারী নরনারীগণের পরি-তৃপ্তির সহিত প্রসাদ সেবার কোনও বিঘ্ন হয় নাই। নরনারীগণ সকলেই প্রসাদ পরিবেশন ব্যবস্থার উচ্চ-প্রশংসা করেন।

উৎসবকালে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অসংখ্য দর্শনার্থীর ভীড় হয় বিদ্যুচ্চালিত

চলায়মান মূর্ত্তির সাহায্যে প্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা, বকাসুরবধলীলা, শ্রীব্রহ্মমোহনলীলা, ও শ্রীকালীয় দমনলীলা—অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনী-সমূহ দর্শনের জন্য। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতঃ এই সেবা করিয়া বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

পাঁচদিনব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাইন, মাননীয় বিচারপতি শ্রীগণেন্দ্র নারায়ণ রায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরণদেব চৌধুরী বার-এট্-ল, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীদামোদর পাণ্ডা, অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, শ্রীমৎ বিনোদ কিশোর গোস্বামী এম্-এ, সাহিত্যতীর্থ, প্রয়াগতীর্থের মধ্বাচার্য্য মঠের অধ্যক্ষ শ্রীবিদ্যাবল্লভ তীর্থ স্বামীজী—সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত থাকিয়া ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন কাল্‌না শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, খড়্গপুর ও কলিকাতা-বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, কলিকাতা মঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, নবদ্বীপ দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ। 'সংসার দাবাগ্নি হইতে নিষ্কৃতির উপায়' 'স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ', 'কৃষ্ণভক্তের সর্ব্বোত্তমতা', 'মানবজাতিকে ধ্বংসোন্মুখতা হইতে উদ্ধারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান', 'মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য' যথাক্রমে নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়ের উপর সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণ প্রচুর আলোকসম্পাত করেন। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় প্রত্যহ বিপুল সংখ্যক নরনারী শ্রোতৃবৃন্দের সমাবেশ হয়।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১৬ পৃষ্ঠার পর]

নন্দগ্রামনিবাস চতুর্থ দিবসঃ— (২ কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ১৯ অক্টোবর, ১৯৮৪ শুক্রবার) পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ অদ্য নন্দগ্রাম নিবাসস্থান হইতে প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় রিজার্ভ বাসযোগে কাম্যবন* পরিক্রমার উদ্দেশ্যে শুভযাত্রা করেন। একটি বাসে রন্ধনের দ্রব্য ও বাসনপত্রাদি লওয়া হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবার বিমলাকুণ্ডের তটে নিবাসস্থান রাখা হয় নাই। তবে বিমলাকুণ্ডের তটে মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যাত্রিগণ প্রথমে বাসযোগে বিমলাকুণ্ডের তটে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় রন্ধনের বাসনপত্র ও দ্রব্যাদি নামাইয়া যাত্রিগণ বাসযোগে চরণপাহাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন, ব্যোমাসুরের গুহা, ভোজনস্থলী, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের ভজন স্থান, বৃন্দাদেবী, বজ্রনাভের প্রতিষ্ঠিত কামেশ্বর শিব, সেতুবন্ধ, চৌরাশী-খাম্বা, পাণ্ডবগণের বনবাসস্থান, গোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন মন্দির,

* কাম্যবন—ব্রজমণ্ডলের যে স্থান সত্যযুগে 'ব্রহ্মপুর', ত্রেতাযুগে 'অনঙ্গপুর' সেইস্থান দ্বাপরযুগে 'কামাকবন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কামাকবনের স্থানীয় প্রচলিত নাম 'কামবন', 'কামাঁ'। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালে অবস্থিতির স্থান। ইহা ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্গত। বর্ষাণ হইতে প্রায় ৭ মাইল পশ্চিমে।

লুক্‌লুকানি প্রভৃতি দর্শন করতঃ বিমলাকুণ্ডের তীরে ফিরিয়া আসেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবনান্তে ভক্তগণ কিয়ৎকাল বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কাম্যবনে বিমলা কুণ্ডের তটে অসংখ্য বানরের অবস্থিতিহেতু সকলকেই সন্ত্রস্তভাবে অবস্থান করিতে হয়। বিশেষতঃ আহারের সময় প্রচুরভাবে পাহারার ব্যবস্থা না থাকিলে যে কোন মুহূর্ত্তে আহার্য্য দ্রব্য হাত হওয়ার সম্ভাবনা। বিমলা-কুণ্ডের জল অতীব নির্ম্মল। এইজন্য ভক্তগণ এখানে অবগাহন স্নান করিয়া সুখলাভ করেন। সন্ধ্যার সময় ভক্তগণ সংকীর্ত্তন সহ বিমলাকুণ্ড পরিক্রমা করতঃ তত্রস্থ মন্দির সমূহ দর্শন করেন। আগরতলার এক-জন বৃদ্ধা মহিলা পার্টির সহিত কামা সহরের বৃন্দাদেবী আদি মন্দির দর্শন করিতে গিয়া নিখোঁজ হন। পাণ্ডাগণ কয়েকবার তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করি-য়াও তাঁহার হদিশ পান নাই। শ্রীমঠের আচার্য্য তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পুনরায় তদ্বিষয়ে খোঁজ খবর লইবার জন্য কাম্যবনে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। পার্টির সকলে বাসযোগে নন্দগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। সেই বৃদ্ধা মহিলা পরিক্রমাকারী ভক্তগণকে দেখিতে না পাইয়া পদব্রজে ৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পরেই নন্দগ্রাম নিবাসে গিয়া পৌঁছেন। বৃদ্ধার এই প্রকার কার্য্য দেখিয়া ভক্তগণ অবাক হইলেন ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ পরিক্রমাকারী ভক্ত পাটোয়ারী বাবুর মটরকার লইয়া কাম্যবনে উপস্থিত হইয়া উক্ত শুভ সংবাদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রদান করতঃ তাঁহার সহিত নন্দগ্রামে ফিরিয়া আসেন।

বিমলাকুণ্ড ঃ শ্রীবিমলাদেবীর নিত্য অবস্থিতির স্থান।

'এ বিমল-কুণ্ড-স্নানে সর্ব্বপাপ যায়।
এথা প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়॥
বিমলকুণ্ডের কথা কহা নাহি যায়।
এথা শ্রীবিমলাদেবী রহেন সদায়॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৮৪৫, ৮৪৭

'বিমলস্য চ কুণ্ডে চ সর্ব্বং পাপং প্রমুচ্যতে।
যস্তত্র মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥'

—আদিবরাহ

বিমলাকুণ্ড পরিক্রমাকালে ভক্তগণ দর্শন করেন —বিমলাদেবীর মন্দির, নিতাইগৌরের মন্দির, মুরলী-মনোহরজীর মন্দির—নীচে ব্রজবিহারীর মূর্ত্তি, দাউ-জীর মন্দির, মদনগোপালজীর মন্দির বিমলবিহারীর মন্দির—কৃষ্ণ-বলরাম ও রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি।

চরণ-পাহাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন— পরিক্রমা-কারী ভক্তবৃন্দ অনেকগুলি সিঁড়ী* অতিক্রম করিয়া চরণ-পাহাড়ীতে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন ও স্পর্শন করেন। তৎকালে বৈষ্ণবগণ পাহাড়ের উঁচুতে ও নীচুতে বসিয়া কিছু সময়ের জন্য কীর্ত্তন করেন।

'শ্রীচরণচিহ্ন দেখ পর্ব্বত উপরে।'—ভক্তিরত্নাকর

স্থানীয় ব্রজবাসিগণ বলেন—কৃষ্ণ লুক্‌লুকানি খেলা লীলায় অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কৃষ্ণ চরণপাহাড়ীতে উঠিয়া বংশী-ধ্বনির দ্বারা নিজ অবস্থিতি সঙ্কেতে জানাইয়া তাঁহা-দিগকে আশ্বস্ত করেন।

ব্যোমাসুরের গুহা ঃ—

'চৌর্য্য খেলার স্থান এ পর্ব্বত ব্যোমাসুরে।
বধিলা কৌতুকে কৃষ্ণ এই গোফা দ্বারে॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৮৮১

ব্যোমাসুরের কথা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। 'ময়' নামক দৈত্যের পুত্র ব্যোমাসুর কংস কর্ত্তৃক ব্রজে প্রেরিত হইয়াছিল। একসময় গোপবালকগণ গোচারণ করিতে করিতে চোর ও রক্ষকের অভিনয় সহকারে চৌর্য্যবস্তুর সং-গোপনরূপ লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, ইহাকে 'নিলায়ন' বলে। গোপবালকগণের মধ্যে কতিপয় গোপাল চৌররূপে, কতিপয় রক্ষকরূপে ও কতিপয় মেষরূপে 'নিলায়ন' খেলা খেলিতেছিলেন। ব্যোমাসুর গোপালের বেশ ধারণ করিয়া গোপালগণের সহিত মিশিয়া চৌরের অভিনয় সহকারে মেষলীলার আচ-রণকারী বহু গোপালকে হরণ করিয়া পর্ব্বত গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া শিলাখণ্ডের দ্বারা তাহার মুখ আচ্ছা-দন করিয়া দিলেন। এইরূপ খেলা করিতে করিতে ৪।৫ টি মাত্র গোপবালক অবশিষ্ট থাকিল। সাধুগণের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ উহা জানিতে পারিয়া ব্যোমা-সুরকে শ্বাসরোধ করিয়া সংহার করিলেন এবং গোপ-

* এইরূপ কিংবদন্তী, রাজা মানসিংহ তাঁহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শতাধিক সিঁড়ি তৈরী করেন।

বালকগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন। ব্যোমাসুর বধের দ্বারা কৃষ্ণ চৌর্য্যপ্রবৃত্তি ও কপট ভক্তসঙ্গ পরিহারের জন্য শিক্ষা প্রদান করিলেন।

ব্যোমাসুরের গোফা পাহাড়ের উপরে দুর্গমস্থানে থাকায় অধিকাংশ ভক্তই দূর হইতে দর্শন ও প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। অবশ্য কিছু উদ্যমী ব্যক্তি দুর্গম-পথ অতিক্রম করিয়া উক্ত স্থানটি দর্শন করিয়া আসিলেন। পাহাড়ে দাউজীর অলঙ্কারের চিহ্ন ও অসুর-বধ স্থান প্রদর্শিত হয়।

ভোজনস্থলী ঃ—

এই কামসরোবর মহা সুখময়।
কাম সরোবরে কাম সাগর কহয়॥
* * *
দেখহ ভোজনস্থলী কৃষ্ণ এইখানে।
করিলেন ভোজন কৌতুকে সখাসনে॥

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৮৭১, ৮৭৪

অঘাসুর নিধনের পর যখন কৃষ্ণ সরোবরের তটে বসিয়া গোপবালকগণের সহিত ভোজনলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিয়া সুমেরু পাহাড়ের গহ্বরে সংবৎসরকাল রাখিয়া দিয়াছিলেন।* এইজন্য সরোবরকে ব্রহ্মকুণ্ড বলা হয়। ব্রজবাসিগণ পাহাড়ের গাত্রে খোদিত একটি স্থানকে 'ভোজনথালী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। সেখানে ফল, মিষ্টি ভোগ দেওয়া হইলে সকলে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন, পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সহিত পদব্রজে পরিক্রমাকালে একবার যখন এখানে আসিয়াছিলেন, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ এখানে কীর্ত্তন করিতে করিতে সখ্যভাবে বিভাবিত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সেই সময় ভক্তগণ উক্ত কীর্ত্তন শুনিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের ভজনস্থল ঃ— দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গনাথধাম-নিবাসী শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য ও দীক্ষাগুরু ছিলেন প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইঁহারা প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক ছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় রাধাকৃষ্ণের ভক্ত হইলেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত 'রাধারস সুধানিধি', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত', 'শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ রসিক ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ। ভক্তগণ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভজনস্থলীতে প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

বৃন্দাদেবী ও গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন ঃ— ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্মের বিপত্তি ও হিন্দুর মন্দিরসমূহ আক্রান্ত হইলে রূপ গোস্বামীর সেবিত বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দজীউ, মধুপণ্ডিতের সেবিত বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর সেবিত বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন—শ্রীবিগ্রহগণ সেবকগণকে সেবার সুযোগ দিয়া প্রথমে ভরতপুর রাজার রাজ্যে আসেন, পরে সেখানেও বিপদের ছল উঠাইয়া জয়পুরে শুভ-বিজয় করেন। জয়পুর মহারাজ কন্যার প্রেমে বশীভূত হইয়া মদনমোহন করৌলীতে যান। অদ্যাবধি জয়পুরে রাধাগোবিন্দ, রাধাগোপীনাথ এবং করৌলীতে রাধামদনমোহন বিরাজিত আছেন। শ্রীবিগ্রহগণ ভরতপুরে আসিলে কাম্যবনে তাঁহাদের জন্য তিনটি মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং গোবিন্দজীউর মন্দিরের একটী প্রকোষ্ঠে বৃন্দাদেবী পৃথক্‌ভাবে বিরাজিত হন। তথাকার পাণ্ডাগণ বলেন, যখন গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন কাম্যবন হইতে জয়পুর গিয়াছিলেন সেইসময় বৃন্দাদেবী তথা হইতে যাইতে ইচ্ছুক হন নাই। এইজন্য কাম্যবনে গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন মন্দিরে আছেন প্রতিভূ বিগ্রহগণ, কিন্তু বৃন্দাদেবীর মন্দিরে মূল বিগ্রহের অবস্থিতি। ভক্তগণ শ্রীরাধামোহনজীর মন্দিরও দর্শন করেন।

কামেশ্বর শিব ঃ—

'দেখ মহাতেজোময় শিব কামেশ্বর।
গরুড়-আসনস্থান অতি মনোহর॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৮৪১

কথিত হয় যে, বজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত কামেশ্বর শিবস্থানে যে যাহা কামনা করে উহার পূর্ত্তি হয়। নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তিগণ কামেশ্বর শিবের নিকট রাধা-

* বৎসরান্তে ব্রহ্মা আসিয়া কৃষ্ণকে একই ভাবে লীলা করিতে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা কৃষ্ণের চরণে প্রপন্ন হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে নিজ স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-মহিমাত্মক ব্রহ্মার অপূর্ব্ব স্তব ভাগবত ১০ম স্কন্ধে বর্ণিত আছে।

কৃষ্ণের পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। মন্দিরে শিবলিঙ্গ, তাঁহার দক্ষিণে পার্ব্বতী, পশ্চাতে কৃষ্ণ।

সেতুবন্ধ, রামেশ্বর ঃ—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীব্রজমণ্ডলে সমস্ত তীর্থসমূহ স্বরূপে বিরাজিত আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কাম্যবনে সখাগণের সহিত ক্রীড়াকালে রামলীলার অনুকরণে সেতুবন্ধন আদি লীলা করিয়াছিলেন।

এই সেতুবন্ধকুণ্ড ইথে বহু কথা।
সমুদ্রবন্ধন লীলা কৈল কৃষ্ণ এথা ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৮৫১

চৌরাশী-খাম্বা, পাণ্ডবগণের বনবাসস্থান ঃ—পাণ্ডবগণ বনবাসকালে কাম্যবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ প্রদর্শিত হইত। বর্ত্তমানে ঐ মূর্ত্তিগুলি আর দৃষ্ট হয় না। এখনও দ্বাপরযুগের নিদর্শনস্বরূপ চৌরাশী খাম্বা বিদ্যমান আছে। স্থানীয় প্রবাদ যুধিষ্ঠির মহারাজের ইচ্ছায় বিশ্বকর্ম্মা এই সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সভাগৃহের বৈশিষ্ট্য এই যতবার গুণা হউক না কেন স্তম্ভের গণনা ভিন্ন ভিন্ন হয়। কৃষ্ণের উপবেশন সিংহাসনও প্রদর্শিত হয়। পাণ্ডাগণ বলেন, মহাভারতে বর্ণিত দুর্ব্বাসা ঋষির দশ হাজার শিষ্যসহ দ্রৌপদীর আহারের পর যুধিষ্ঠির মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ, দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনায় কৃষ্ণের আগমন, দ্রৌপদীর থালীর শাকের কণা ভক্ষণ দ্বারা দুর্ব্বাসা ঋষি আদির তৃপ্তি বিধান এবং পাণ্ডবগণের দুর্ব্বাসার অভিশাপ হইতে রক্ষণ এখানেই সংঘটিত হইয়াছিল। পাণ্ডাগণ বিমলাকুণ্ডে দুর্ব্বাসা ঋষির স্নান-তর্পণ স্থান নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু মহাভারতে দেবনদী এইরূপ উল্লিখিত আছে।

ধর্ম্মকুণ্ড ঃ—ধর্ম্মরূপে নারায়ণ এখানে বিরাজিত আছেন। ব্রজবাসিগণ বলেন—যুধিষ্ঠির মহারাজের পিতা ধর্ম্মরাজ এখানেই বক ও যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠির মহারাজ কর্ত্তৃক প্রশ্নগুলির যথোচিত উত্তর প্রদত্ত হইলে ভ্রাতাগণ জীবিত হইয়াছিলেন।

মূল মহাভারতে ঘটনাটি দ্বৈতবনে সংঘটিত এইরূপ উল্লিখিত আছে। পাণ্ডবগণ বনবাসকালে প্রথমে দ্বৈতবনে, পরে কাম্যকবনে, পুনরায় দ্বৈতবনে ফিরিয়া আসিলে উক্ত ঘটনাটী হয়। মনে হয় দ্বৈতবনটী কাম্যকবনের সংলগ্ন বলিয়া উহাও কাম্যকবনের অন্তর্গত এইরূপ ধারণায় উক্ত ইতিবৃত্তটী বিবৃত হয়।

লুক্‌লুকানি মিচলীস্থান ঃ—

"এই 'লুক্‌লুকান-মিচলী-স্থান' হয়।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অতিশয় ॥
মিচলীর অর্থ—নেত্র মুদ্রিত এখানে।
লুক্‌লুকানীতে সুখ বাঢ়ে লুক্কায়নে ॥
লুক্‌লুকানী মিচলীকুণ্ড সুশোভয়।
এ অতি নিবিড় বন অন্ধকারময় ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৮৫২-৮৫৪

এইস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্ষুমুদ্রিত করিয়া সখীগণের সহিত লুকোচুরি খেলিয়াছিলেন। স্থানটি নিবিড় অন্ধকারময়।

এইবার বিমলাকুণ্ডে অবস্থিতি না হওয়ায় কাম্যবনে বহু দর্শনীয় স্থান থাকিলেও সময়াভাববশতঃ সব স্থানে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। মানসে স্মরণ করা হইয়াছে। পিছলপাহাড়ী, বিষ্ণুসিংহাসনের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পিছল পাহাড়ী (পিছলিনী শিলা) ঃ—

'চন্দ্রসেন পর্ব্বতে এ পিছলিনী শিলা।
এথা সখা-সহ কৃষ্ণ খেলে এই খেলা ॥
ভঙ্গিতে বসিয়া খর্ব পর্ব্বত উপরে।
পিছলি নামেয়ে ঐছে পুনঃ পুনঃ করে ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৮৬৭-৮৬৮

বিষ্ণুসিংহাসন ঃ—

এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর।
করিবে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর ॥
অহে শ্রীনিবাস, দেখ 'বিষ্ণুসিংহাসন'।
'শ্রীচরণ-কুণ্ড' এথা ধুইল চরণ ॥

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৮৩৮-৮৩৯

এখানে পাণ্ডাগণ 'বিষ্ণুসিংহাসনের' নানাবিধ মহিমা বর্ণন করিয়া থাকেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে বহু কুণ্ডের উল্লেখ আছে, যথা—শ্রীচরণকুণ্ড, ধর্ম্মকুণ্ড, পঞ্চপাণ্ডবকুণ্ড, বিমলাকুণ্ড, কামনাকুণ্ড, সেতুবন্ধকুণ্ড, কাশীকুণ্ড, গয়াকুণ্ড, প্রয়াগ-কুণ্ড, পুষ্করকুণ্ড, গোমতী-দ্বারকাকুণ্ড, তপকুণ্ড, ধ্যানকুণ্ড, ক্রীড়াকুণ্ড, গোপকুণ্ড, ঘোষরাণীকুণ্ড, বিহ্বল-কুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড বিশাখাকুণ্ড, মানকুণ্ড, মোহিনীকুণ্ড, বলভদ্রকুণ্ড, সুরভিকুণ্ড, চতুর্ভুজকুণ্ড, সন্তনকুণ্ড, বেদকুণ্ড, গন্ধর্ব্বকুণ্ড, অযোধ্যাকুণ্ড, শ্রী-নৃসিংহকুণ্ড, মধুসূদনকুণ্ড, রোহিণীকুণ্ড, গোপালকুণ্ড, দেবকীকুণ্ড, প্রহলাদকুণ্ড, প্রভৃতি সমস্ত কুণ্ডের বর্ণন করিয়া শেষে ভক্তিরত্নাকরে লিখিত হইয়াছে—

"দেখান প্রহলাদকুণ্ড লক্ষ্মীকুণ্ড আর।
কাম্যবনে যত তীর্থ—লেখা নাই তার ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৮৮২

উপরি উক্ত কুণ্ডসমূহের মধ্যে কতিপয় কুণ্ড যাহা স্থানীয় পাণ্ডাগণ দেখান তাহা দর্শন করা হয়। সাধা-রণতঃ চরণকুণ্ড, ধর্ম্মকুণ্ড, পঞ্চপাণ্ডব কুণ্ড, বিমলা-কুণ্ড, সেতুবন্ধকুণ্ড, কামনাকুণ্ড, ('এথা পূর্ণ হয় সব মনের কামনা'), সুরভিকুণ্ড ('গো-গোপ সহিত কৃষ্ণ এথা বিলসয়'), গয়াকুণ্ড প্রভৃতি কএকটী কুণ্ড দর্শন করা হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—শ্রীব্রজমণ্ডলে সমস্ত তীর্থ স্বরূপে বিরাজিত। গয়াকুণ্ড সাক্ষাৎ গয়াতীর্থ। ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত 'মণিকর্ণিকা' গয়াকুণ্ডের তটবর্ত্তী 'মণিকর্ণিকা' ঘাট বলিয়া পাণ্ডা নির্দ্দেশ করি-লেন। পার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরে দর্শনীয় শ্রীবিশ্বনাথজী, গয়াজী, শ্রীগদাধর ও লক্ষ্মীদেবী। [গয়াতীর্থে গদা-ধরের পাদপদ্ম বিরাজিত, ইহা বিহারে ফল্গুনদীর তটে।] গদাধর নাম কি ভাবে হইল তৎসম্বন্ধে লিখিত আছে—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হেতিরক্ষ ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া ত্রিলোকে অজেয় হইবেন এইরূপ বর লাভ করিলেন। ব্রহ্মার বর পাইয়া তিনি স্বর্গরাজ্য দখল করিলেন। হেতির অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দেবতাগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু মহাস্ত্র পাইলে তাহাকে বধ করিতে পারিবেন এইরূপ বলিলে গদ নামক অসুরের অস্থির দ্বারা নির্ম্মিত বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী গদা বিষ্ণুকে অর্পিত হইল। বিষ্ণু উক্ত গদাদ্বারা হেতিরক্ষকে বিনাশ করিলেন। বিষ্ণু উক্ত গদাটী ধারণ করিলেন, এইজন্য গদাধর হইলেন।

গয় নামক একটী দানবও আছেন, যাঁহাকে পার্ব্বতী বিনাশ করিয়াছিলেন।

পদব্রজে ভ্রমণকালে পূর্ব্বে 'গাঠুলিকুণ্ড' একটী প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করা হইত। 'গাঠুলিকুণ্ড' সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

রাঘব পণ্ডিত শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
কহিয়ে গাঠুলী গ্রাম নাম যৈছে হয় ॥
এথা হোলি খেলি দোঁহে বৈসে সিংহাসনে।
সখী দুহুঁবস্ত্রে গাঁঠি দিলা সঙ্গোপনে ॥
সিংহাসন হৈতে দোঁহে উঠিলা যখন।
দেখয়ে বসনে গাঁঠি হাসে সখীগণ ॥
হইল কৌতুক অতি, দোঁহে লজ্জা পাইলা।
ফাগুয়া লইয়া কেহ গাঁঠি খুলি দিলা ॥
এ হেতু গাঁঠুলি এ গুলালকুণ্ড জলে।
এবে ফাগু দেখে লোক বসন্তের কালে ॥

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৭৯৮-৮০২

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name........................

Vill........................

P. O........................

Dist........................

Pin........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৯৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৯৪
২৬ দামোদর, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, সোমবার, ২ নভেম্বর ১৯৮৭ | ৯ম সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধর-মন্দির-প্রাঙ্গণ
সময়—শুক্রবার, ১৮ই ফাল্গুন ১৩৩৪, ২রা মার্চ্চ ১৯২৮

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

আমরা আজকে শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত ঋতুদ্বীপে উপস্থিত। অনেকে জিজ্ঞেস কর্‌তে পারেন যে, নানা স্থান ভ্রমণ ক'রে কি প্রয়োজন ? বিশেষতঃ বাড়ীতে বসে থেকে যদি হরিসেবা হয়, তবে অন্যত্র যাওয়ারই বা কি দরকার ?

বাড়ীতে বসে থাক্‌লে আমরা সাধুগণের সহিত মিলিত হ'তে পারি না—তাঁ'দের নিকট হ'তে কথা-বার্ত্তা শুন্‌বার অবসর পাই না—আমাদের যখন কাজ না থাকে, তখন অপকর্ম্ম ক'রে বসি—বাজে গল্পে, গুজবে, পরনিন্দায়, পরচর্চ্চায় সময় কাটিয়ে দিই। সাধুদের সঙ্গে থাক্‌লে হরিকথা শুন্‌তে পারি, নিজত্বের বিচারে ভ্রান্তি হওয়ায় যে সকল অপকর্ম্ম ক'রে থাকি, তা' হ'তে নির্ম্মুক্ত হ'তে পারি। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা আমাদের যে অসুবিধা হয়, সাধুর সঙ্গে থেকে হরিকথা শুন্‌লে আমরা সেই অসুবিধার হাত থেকে ছুটী পেতে পারি।

হরি—নির্গুণ ; আমরা গুণজাত জগতের মানুষ, আমাদের সকল ইন্দ্রিয় গুণজাত বস্তুর সহিত সম্মিলিত হ'বার যোগ্যতাবিশিষ্ট। এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের সঙ্গে গুণজাত বস্তুরই সাক্ষাৎ হয়। গুণজাত বস্তুর হাত অতিক্রম ক'রে নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই—একমাত্র 'কাণ' ছাড়া। ছ'টা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-কলাপ যে বস্তুর প্রতি নিযুক্ত হ'তে পারে, সেটা হচ্ছে গুণজাত বস্তু। গুণ ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক—মর্ত্ত্যমঙ্গল প্রসব করে, রজোগুণের দ্বারা চালিত হ'য়ে আমরা ক্ষণিক মঙ্গল বা অমঙ্গলে ধাবিত হ'তে পারি, তমোগুণের দ্বারা অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত হই। যতদিন আমরা জীবিত থাকি, তত-দিন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সার্থকতা মাত্র, মরে গেলে উহাদের কোন সার্থকতা নেই। তখন এই গুণজাত জগৎ আমাদের কাছে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। গুণজাত

জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায় ব'লে নির্গুণ জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায় না।

আমরা গুণাতীত জগতের আদর কর্‌বার প্রয়োজন মনে করি না, কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি গুণজাত জগতের বস্তু গ্রহণের উপযোগী হ'য়ে পড়েছে। যে সকল কার্য্যে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ঘটে, আমরা সেই সকল কার্য্যেই চেষ্টাবিশিষ্ট হই। এই পৃথিবীতে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বস্তুতে আমরা প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি। প্রয়োজনবোধে মক্ষিকার গুড় খাবার চেষ্টার ন্যায় আমরা তা'তে ডুবে যাই। যে সকল কথা আমাদের পূর্ব্বে পূর্ব্বে শোনা আছে, তা'তেই আমাদের রুচি হয়; যে সকল কথা আমাদের শোনা নেই, তা'তে আমাদের রুচি হয় না। জড়-জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে আমাদিগকে বিষয়ে নিযুক্ত করায়।

আমরা চাই—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। যে যত পরিমাণে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দিতে পারে, সে আমাদের নিকট তত প্রিয়। আমরা আশু-প্রয়োজনীয় বা আপাতরমণীয় বিষয়কে আদর ক'রে সংসারে চিরদিন ঐরূপভাবে জীবন-যাপন কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হই। আমাদিগের বুদ্ধি মনুষ্যত্বের দিকে যাওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে উহা নেবে যাচ্ছে। জড়জগতে যা'তে জড়তা উৎপন্ন কর্‌তে পারে, তাই আমাদের আশু প্রয়োজনীয় ব্যাপার। পরিবর্ত্তিত রুচিতে জীবের চেষ্টা হচ্ছে—বিমুখতার দিকে যাওয়া।

নির্গুণ বস্তু স্বেচ্ছায় গুণজাত জগতে আস্‌তে পারেন, তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তা'তে নির্গুণ বস্তুর নির্গুণত্বের কোন অপলাপ হয় না। আমার ন্যায় গুণজাত জড়পিণ্ড যে কথা বলে, সে সকল গুণজাত। কিন্তু শ্রৌত-পথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে যে সকল কথা প্রবিষ্ট হয়,—এমন অলৌকিকী শক্তি সেই শব্দের ভেতরে আছে,—যে শব্দ শ্রুতিপথে গেলে মানবের চেতনতা প্রস্ফুটিত করিয়ে দেয়। যে শব্দ বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ ক'রে বৈকুণ্ঠে পৌঁছাতে পারে, যে শব্দ বৈকুণ্ঠ হ'তে ব্রহ্মলোক-বিরজা ভেদ ক'রে চতুর্দ্দশ ভুবনে অবতীর্ণ হয়, সেই শব্দই আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়; আর যে শব্দ জড়াকাশ হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে কিছুক্ষণ জড়াকাশে থেকে জড়াকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শব্দ আমাদিগকে নরকের পথে লয়ে যায়। এ সকল শব্দ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য—আমাদিগকে মূর্খ কর্‌বার জন্য জগতে প্রচারিত হ'য়েছে—ভূতাকাশে ব্যাপ্ত রয়েছে। খাওয়া, দাওয়া, থাকা, মিথুনধর্ম্মে রত হওয়া, মরে যাওয়া যে শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়, তাহাই এই জগতের শব্দ। জড়বস্তুতে অধিক জড়তা লাভ হ'তে পারে এই শব্দের দ্বারা। চৈতন্যচন্দ্র এ স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবতীর্ণ হ'য়ে ছিলেন জগতে পরব্যোমের শব্দ বিস্তার কর্‌তে।

কিন্তু সেই পরম কৃপাময়ের সেই কৃপা-কথা এখনও লোকের কাণে যাচ্ছে না। তা'রা যোষিৎসঙ্গ ক'রে—যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ক'রে তা'তেই ভুলে থাকে, এজন্য তা'দের মঙ্গল হয় না—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥"

[ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার জন্য যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিষয়-দর্শন ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু]

সৃষ্টির প্রারম্ভে যোষিৎ ও যোষিতের ভোক্তা এ জগতে আবির্ভূত হ'য়েছেন, তাঁ'রই অধস্তন-সূত্রে এই সকল যোষিৎসঙ্গি-সমাজ জগতে বিস্তার লাভ করায় জগতের এত অমঙ্গল হ'য়েছে। মহাপ্রভুর ভক্তগণ যোষিৎসঙ্গী নহেন,—

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্ ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৪৫ পৃষ্ঠার পর]

ভগবৎস্বরূপগতনিত্যগুণাঃ। ধরণী ধর্ম্মম্ [১।১৬।২৭-৩০]

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ ॥২৬॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দবমেব চ ॥২৭॥
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তিমানোঽনহংকৃতিঃ ॥২৮
এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥২৯॥

ব্রহ্মা নারদম্ [২।৬।৩১]

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥৩০॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাশ্রয়ঃ।
স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ ॥৩১
[২।৫।১৮]

পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্ধসু ॥৩২॥
[২।৬।১৯]

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি
তত্ত্বতঃ ॥৩৩॥
[২।৫।১৪]

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।১১।৩৭-৩৮]

তমন্বং মন্যতে লোকো হ্যসক্তমপি সঙ্গিনম্।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোঽবুধঃ ॥৩৪॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

গুণ দুইপ্রকার অর্থাৎ মায়িক সদোষগুণ ও মায়াতীত অপ্রাকৃত গুণ। ভগবানের নিত্যস্বরূপে নির্গুণরূপে যে সকল গুণ আছে, তাহা বলিতেছেন। সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ, সরলতা, শম, দম, তপঃ, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি, নিত্যজ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য্য, আর্দব, প্রাগল্‌ভ্য, প্রশ্রয়, শ্রীল, সহ, ওজ, বল, ভগ, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, অভিমানশূন্যতা প্রভৃতি অনন্ত গুণ (ভগবানে) পরিপূর্ণরূপে আছে ॥ ২৬-২৮ ॥

ভগবৎস্বরূপে এই সকল এবং অনেকানেক মহাগুণ নিত্য অবস্থিতি করে। যাঁহারা মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কিছু কিছু ঐ সকল গুণ লাভ করেন। ভগবৎস্বরূপ হইতে ঐ সমস্ত গুণ কদাপি বিযুক্ত হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ চিৎসূর্য্য। তাঁহাতে সমস্ত চিদ্‌গুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত জীবসকলে কতকগুলি বিন্দু বিন্দুভাবে থাকে। ভক্তিশক্তিদ্বারা ঐ সকল গুণ সমৃদ্ধ হয় ॥ ২৯ ॥

মায়িকগুণ অসম্পূর্ণ ও সদোষ। নারায়ণ ভগবানে এই বিশ্ব আহিত আছে। তিনি এই প্রাকৃত জগৎসম্বন্ধে মায়ার উরুগণে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্ট্যাদি করেন। বস্তুতঃ তিনি স্বয়ং অগুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনন্তগুণবিশিষ্ট ॥ ৩০ ॥

এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে নির্গুণ হইয়াও সত্ত্ব, রজঃ, তমোরূপ তিনটী গুণ মায়াদ্বারা স্বীকার করেন ॥ ৩১ ॥

সেই স্থিতিপদ পুরুষের চারিটী পদ কল্পিত হইলে একপাদে সর্ব্বভূতের সংস্থিতি হয় না। অমৃত, ক্ষেম ও অভয়, এই তিন ঊর্দ্ধস্থানীয় ত্রিপদ। ইহাকেই ত্রিপাদ বিভূতি বলে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনময় অধস্থপদেই মায়িক বিভূতি। উক্ত ঊর্দ্ধ ত্রিপাদ-বিভূতিই চিদ্বিভূতি ॥ ৩২ ॥

দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ও জীব এই পাঁচটী অর্থ। তত্ত্বতঃ ইহারা বাসুদেব হইতে পৃথক্ নয়। বাসুদেবে জীবশক্তি হইতে জীব এবং জড়শক্তি বা মায়াশক্তি হইতে আর চারিটী। শক্তি বস্তু হইতে পৃথক্ নয়। এক বস্তুরই দুইটী শক্তি দেখ ॥৩৩॥

সাধারণ মায়িক লোক নিজ নিজ উপমা দৃষ্টে মনে করে যে, কৃষ্ণও আমাদের ন্যায় মানব, জীব

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥৩৫॥
সদাশিবঃ শতম্ [৪।৩।২৩]
সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজে মে মনসা বিধীয়তে ॥৩৬॥
ব্রহ্মা দেবান্ [৩।১৫।১৪-১৬]
বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্ ॥৩৭॥
যত্র চাদ্যঃ পুমানাস্তে ভগবাঞ্ছব্দগোচরঃ।
সত্ত্বং বিষ্টভ্য বিরজং স্বানাং নো মৃড়য়ন্ বৃষঃ ॥৩৮
যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈদ্রুমৈঃ।
সর্ব্বর্তুশ্রীভিবিভ্রাজৎ কৈবল্যমিব মূর্ত্তিমৎ ॥৩৯॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [২।৯।১৬]
অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং
বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ।
যুতং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ
স্ব এব ধামান্ রমমাণমীশ্বরম্ ॥৪০॥

জগদ্ব্যাপারে বিমিশ্রিত। তাহারা কৃষ্ণতত্ত্ব জানে না, অতএব জড়গুণে অনাসক্ত তত্ত্বকে বুঝিতে না পারিয়া বিষয়সঙ্গী বলিয়া মনে করে ॥ ৩৪ ॥

জীব ঈশিতব্য এবং কৃষ্ণ ঈশ্বর। ঈশ্বরের ঈশিতা এই যে, প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে প্রবেশ করিয়াও প্রাকৃতগুণের দ্বারা যুক্ত হন না। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা আত্মস্থ। কৃষ্ণাশ্রয়া জীববুদ্ধিও তদ্রূপ হয় ॥ ৩৫ ॥

মহাদেব বলিয়াছেন—বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। যে অপ্রাকৃত পুরুষ তাহাতে প্রকাশ পান, তিনিই ভগবান্ বাসুদেব। সেই অধোক্ষজ পুরুষকে মনের দ্বারা আমি প্রণতি বিধান করি ॥ ৩৬ ॥

ঐশ্বর্য্যময় ভগবদ্ধাম কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—সেখানে সে সকল পুরুষ আছেন, সকলেই বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি অর্থাৎ চিদাকার। অনিমিত্ত নিমিত্তরূপ ভাগবত-ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহারা নিত্য হরিকে আরাধনা করেন। ॥ ৩৭ ॥

যেখানে আদ্য পুরুষ ভগবৎ-শব্দগোচর পরব্রহ্ম আছেন। বিরজ অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ প্রকাশ করতঃ স্বভক্তগণের পালকস্বরূপ তাঁহাদের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

যেখানে নিঃশ্রেয়স নামক বন আছে, কামকল্প-তরুসমূহ সর্ব্ব-ঋতু-শ্রীদ্বারা শোভিত মূর্ত্তিমান্ কৈবল্যের ন্যায় ॥ ৩৯ ॥

যেখানে তিনি বরিষ্ঠ সিংহাসনে অবস্থিত পঞ্চ-বিংশতি শক্তিদ্বারা বৃত স্বীয় ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত এবং দূরগত, অধ্রুব মায়া-ঐশ্বর্য্যান্বিত স্বস্বরূপে, নিজধামে সর্ব্বেশ্বরভাবে রমমাণ ॥ ৪০ ॥ (ক্রমশঃ)

সদ্‌গুরুসকাশে বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাগ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

সাত্বত স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থের দ্বিতীয় বিলাসের প্রথমেই দীক্ষাবিধি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে— শ্রীকেশবাচার্য্য বিরচিত ক্রমদীপিকা-গ্রন্থোক্ত মতানুসারে দীক্ষাবিধি লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে—'বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ' অর্থাৎ দীক্ষা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিরই (ভগবৎ) পূজায় অধিকার হয় না। আগমে লিখিত আছে যে,—অনুপনীত ব্রাহ্মণসন্তানের যেমন স্বকর্ম্ম বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না, কিন্তু উপনয়ন-সংস্কারের পর অধিকার জন্মে, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিদিগের অর্চ্চনাদিতে অধিকার নাই, এজন্য আত্মাকে 'শিবসংস্তুত' অর্থাৎ দীক্ষিত করিবে, এইরূপ বলা হইয়াছে—

"তথাত্রাদীক্ষিতানান্ত মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিব-সংস্তুতম্ ॥"

এস্থলে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার 'দিগ্-

দর্শিনী' নাম্নী টীকায় লিখিতেছেন—

"শিবসংস্তুতমিতি দীক্ষিতমিত্যর্থঃ। প্রধানত্বেন শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণাৎ শ্রীশিবস্যাপি সম্যক্ স্তুতিবিষয়-মিতি ভাবঃ। এবঞ্চ দীক্ষাং বিনা পূজায়ামনধি-কারাৎ। তথা—'শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চাণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমি'-রিত্যাদি বচনৈঃ পূজায়াশ্চাবশ্যকত্বাদ্দীক্ষায়া নিত্যত্বং সিধ্যতি। শ্রীশালগ্রামশিলাধিষ্ঠানং বর্গেষু মুখ্যত্বাৎ সর্ব্বাণ্যেব ভগবদধিষ্ঠানান্যুপলক্ষয়তি। নিত্যত্বমেব ব্রহ্মবচনেন সাধয়তি—তে নরা ইতি। জনার্দ্দনো বৈ নার্চ্চিত ইতি দীক্ষাং বিনার্চ্চনাসিদ্ধেঃ ॥"

টীকার মর্ম্মার্থ এই যে,—'শিবসংস্তুত' অর্থে 'দীক্ষিত' এইরূপ বুঝায়। শ্রীশিব পরম বিষ্ণুভক্ত বলিয়া শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণবরাজ শ্রীশিবেরও স্তুতিবিষয় হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারও পরম প্রিয়পাত্র হন, এইপ্রকারে দেখা যাইতেছে—দীক্ষা ব্যতীত ভগবৎপূজায় অধিকার হয় না। পদ্ম-পুরাণে কথিত আছে (হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ২২২ সংখ্যাও দ্রষ্টব্য)—'শ্রীশালগ্রাম পূজা না করিয়া ভোজন করিলে চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমিকীট হইয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে হয়।'—এই সকল বচন দ্বারা পূজার নিত্য আবশ্যকতা-হেতু দীক্ষারও নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। শ্রীশালগ্রামশিলাধিষ্ঠান অধিষ্ঠাতৃবর্গে মুখ্যত্ব-হেতু উহাতে সর্ব্বভগবদধিষ্ঠানই উপলক্ষিত হয়। পূজার নিত্যত্বও পরবর্ত্তী 'তে নরাঃ ··· ··· জনার্দ্দনঃ' এই শ্লোকে সাধিত হইয়াছে এবং দীক্ষা বিনা পূজাও হয় না, এজন্য দীক্ষারও নিত্যত্ব এই শ্লোকে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, যথা—

স্কান্দে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

"তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলং।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ২।৩

অর্থাৎ স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে যে, 'যাহারা বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষাপ্রাপ্ত না হয় অথবা যাহারা জনার্দ্দনের পূজা না করে, ইহলোকে সেই সমস্ত মানবই পশু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের জীবনধারণে কি ফল ?'

ঐ স্কন্দপুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনীসংবাদে এবং ব্রহ্মযামলেও কথিত হইয়াছে—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরহিতো জনঃ ॥"

—ঐ ২।৪

অর্থাৎ হে বামোরু ! অদীক্ষিত ব্যক্তির যাবতীয় কর্ম্ম নিরর্থক অর্থাৎ নিষ্ফল হয় এবং দীক্ষাবিরহিত ব্যক্তি পশুজন্ম লাভ করিয়া থাকে।

বিষ্ণুযামল গ্রন্থে বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে—

"স্নেহাদ্ বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদদীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ ॥"

—ঐ ২।৫

অর্থাৎ যে গুরু স্নেহ বা লোভবশতঃ দীক্ষাবিধি-ব্যতিরেকে (টীঃ 'অদীক্ষয়া—দীক্ষাবিধিব্যতিরেকেণ') শিষ্য গ্রহণ করেন, সেই গুরুতে ও তাঁহার সেই শিষ্যে সর্ব্বদেবতার শাপ বা তন্মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতার শাপ পতিত হইয়া থাকে (টীঃ 'দেবতানাং সর্ব্বাসামেব, তন্মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতায়া বা শাপঃ')।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার দিগ্‌দর্শিনী টীকায়—'ননু যথাকথঞ্চিদ্‌ভগবদর্চ্চনেন মহাফলং শ্রূয়তে অতো গুরোঃ সকাশাদ্দীক্ষাগ্রহণে কোঽয়মা-গ্রাহস্তত্রাহ অবিজ্ঞায়েতি' [অর্থাৎ যদি বল, যথা-কথঞ্চিৎ ভগবান্ শ্রীহরির অর্চ্চনে মহাফলের কথা শুনা যায়, অতএব শ্রীগুরুসমীপে দীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে এরূপ আগ্রহ করার কি আবশ্যকতা আছে ?]—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করতঃ তৎসমাধানার্থ নিম্নলিখিত 'অবিজ্ঞায়' ইত্যাদি বিষ্ণুরহস্যোক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্লোকটি এই ঃ—

"অবিজ্ঞায় বিধানোক্তাং হরিপূজাবিধিক্রিয়াম্।
কুর্ব্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ২।৬ ধৃত বিষ্ণুরহস্য-বাক্য

[অর্থাৎ শ্রীগুরুমুখ হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপদেষ্টৃ-গণ কর্ত্তৃক যথাবিধানে উপদিষ্ট হরিপূজাবিধির ক্রিয়ানুষ্ঠান বিশেষরূপে না জানিয়া বিধানানুযায়ী ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলেও শ্রীগুরু-প্রদর্শিত বিধানা-নুযায়ী কৃত পূজাফলের শতাংশের একাংশ ফলমাত্র লাভ হইয়া থাকে।]

দিগ্‌দর্শিনী ব্যাখ্যা যথা— "হরিপূজা-বিধেঃ ক্রিয়ামনুষ্ঠানং বিধানোক্তাং পূর্ব্বপূর্ব্বৈরুপদেষ্টৃভির্যথা-

বিধ্যেবোপদিষ্টাং শ্রীগুরুমুখাদবিজ্ঞায় বিশেষেণাজ্ঞাত্বা বিধানতো ভক্ত্যা কুর্ব্বন্নপি শতাংশানামেকমংশং লভতে। গুর্ব্বনপেক্ষয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিষ্ট দর্শিত-মার্গানাদরেণ পূজাফলং ন সম্যগ্ ভবতীতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপদেষ্টৃগণকর্ত্তৃক যথাবিধানে উপদিষ্টা শ্রীহরিপূজা-বিধির ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান শ্রীগুরুমুখ হইতে বিশেষভাবে না জানিয়া বিধানানু-যায়ী ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করিলেও গুর্ব্বানুগত্যে গুরু-প্রদর্শিত বিধানানুসারে কৃত পূজাফলের শতাংশের একাংশ ফলমাত্র লভ্য হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গুরুদেবের অপেক্ষা না করিলে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিষ্টজন প্রদর্শিত পথের অনাদর করিলে শ্রীহরির পূজাফল সম্যগ্‌রূপে লভ্য হয় না।"

এজন্য বিষ্ণুযামলে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে দীক্ষা-গ্রহণের মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥
অতো গুরং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্ণীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ২।৭

অর্থাৎ "যেহেতু দিব্যজ্ঞান (অপ্রাকৃত সঙ্গন্ধজ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, এজন্য ভগবত্তত্ত্ববিৎ (সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ) পণ্ডিত-গণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।

এইহেতু শ্রীগুরুদেবকে এইরূপে প্রণতি করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্ব নিবেদনপূর্ব্বক যথাবিধানে দীক্ষা-পুরঃসর বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিবে।"

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদেও লিখিত আছে, —যাঁহারা সর্ব্বদুঃখহারিণী হরিদীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত তপস্বী ও প্রকৃত কর্ম্মনিষ্ঠ এবং তাঁহারা জ্ঞানাদিনিষ্ঠগণ হইতে পরমোত্তম।

তত্ত্বসাগরে লিখিত আছে—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

অর্থাৎ যেরূপ কোন (বিশুদ্ধ পারদাদি সংমিশ্রণ-জনিত) রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসাও সুবর্ণত্ব (বিষ্ণুসম্বন্ধিনী) হয়, তদ্রূপ সদ্‌গুরুসকাশে লব্ধ বৈষ্ণবী-দীক্ষা-বিধানের দ্বারা দীক্ষাপ্রাপ্ত নরমাত্রেরই দ্বিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রতা সাধিত হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকায় লিখিয়াছেন—**"নৃণাং সর্ব্বেষামেব, দ্বিজত্বং বিপ্রতা।"** এই বিপ্রতা বা ব্রাহ্মণতা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির ন্যায় দ্বিজত্ব নহে। এজন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ যথাবিধি সদ্‌গুরু-পাদাশ্রিত গৃহীতদীক্ষ ভগবৎপূজা-পরায়ণ শূদ্রকুলোদ্-ভূত বৈষ্ণবসজ্জনের শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে পর্য্যন্ত অধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন —"ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব"। 'স্ত্রীশূদ্রকর-সংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মম' ইত্যাদি বাক্য অদীক্ষিত অবৈষ্ণব স্ত্রীশূদ্রাদি সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে, কিন্তু "শূদ্রেষ্বন্ত্যজেদ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যতে" অর্থাৎ শূদ্র এমন কি বর্ণবাহ্য অন্ত্যজগণের মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা কখনই শূদ্রাদি সাম্যে বিচারিত হইবেন না। যেহেতু শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে-ছেন—'ভক্তিঃ পুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ' অর্থাৎ মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালগণকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন—'বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা' অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে গৃহীতদীক্ষ বিষ্ণুপূজাপরায়ণ বৈষ্ণবগণকে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্রই গণনা করা হইয়াছে। (হঃ ভঃ বিঃ ৫।২২২-২২৪ টীকা বিচার্য্য।) শ্রীশালগ্রামশিলাত্মক ভগবদ্ভজনে বিষ্ণুমন্ত্রে লব্ধদীক্ষ বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ স্ত্রীশূদ্রাদি সকলেরই যে অধিকার আছে, ইহা শাস্ত্রে বিশেষভাবে বিচারিত হইয়াছে। তবে 'ভক্তি' লইয়াই কথা। চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ভক্তিমান্ হইলেই তিনি মহাকুলপ্রসূত সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরও পূজার্হ হন। আবার ভক্তিহীন হইলে সহস্রশাখাধ্যায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও শূদ্রাধম হইয়া পড়েন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া-ছেন—

'নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার।
শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥"

"জাতিকুল—সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মাইলেন হরিদাসে অধমকুলেতে ॥"

শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধ-পাত্রদান-প্রসঙ্গে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, —হরিদাস !

"তোমাকে খাওয়াইলে হয় কোটিব্রাহ্মণ-ভোজন ॥"

প্রকৃত ভক্ত বৈষ্ণব বর্ণবাহ্য হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন। "বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুণাতি ভুবনত্রয়ম্ ।"

যাহা হউক, আমরা দীক্ষা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিতেছিলাম, তৎপ্রসঙ্গে আরও দুই-একটা কথা বলিতেছি। আমরা ব্রাহ্মণসমাজে অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণ উপনয়ন-সংস্কারের পরই সদ্-গুরুপাদাশ্রয়ে বৈষ্ণবীদীক্ষা গ্রহণ না করিয়াই শ্রীশালগ্রামাদিশিলা পূজা করিয়া বেড়ান। কিন্তু উপরিউক্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত যে তাহা অনুমোদন করিতেছেন না, ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবারও অধিকার নাই। শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারিতামূলে অনধিকার চর্চ্চা নানা অনর্থই উৎপাদন করিয়া থাকে।

আরও একটি বিষয় ব্রাহ্মণসমাজে লক্ষ্য করা যায়—অন্যমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিও বিষ্ণুপূজা করিবার দাবী করেন বা পূজা করিয়া বেড়ান। যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তিনি সেই মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতারই পূজাধিকার প্রাপ্ত হন। তবে বিষ্ণু সকল দেবতার আরাধ্য পরম দেবতা, এজন্য বিষ্ণূপাসক বিষ্ণুপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যদ্বারা সকল দেবতারই তর্পণ বিধান করিতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা এই যে, বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করিলে শাখা-পল্লবাদিতে যেমন আর পৃথক্ ভাবে জল সেচন করিতে হয় না—'মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা পল্লবের বল, শিরে বারি নহে কার্য্যকরী', প্রাণে আহার দিলে প্রাণবায়ু-সঞ্চারিত রসে যেমন ইন্দ্রিয়সকল পুষ্টি লাভ করে, সেইরূপ সকল মূলের মূল, সকল প্রাণের প্রাণ অচ্যুতগোবিন্দসেবা-দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই তৃপ্তি লাভ করেন - 'তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ'।

সমাজে আর একটি অদ্ভুত শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইতে হয় যে, প্রায়শঃ ব্রাহ্মণসন্তানগণ মৎস্য-মাংস-ডিম-পেঁয়াজ-রসুনাদি অত্যন্ত অসাত্ত্বিক অমেধ্য দ্রব্য ভক্ষণ এবং ধূমপানাদি কলিস্থান-পঞ্চকের সেবক হইয়াও শ্রীশালগ্রামস্পর্শের দাবী করেন, ইহা কি তথাকথিত ব্রাহ্মণবুবগণের করসংস্পর্শ শালগ্রামের শ্রীঅঙ্গে বজ্রপাততুল্য হয় না ? তথাকথিত বৈষ্ণব-নামধারীদের মধ্যেও ঐরূপ অসদাচার দৃষ্ট হয়, অথচ তাঁহাদের গলদেশে তুলসীমাল্য, কপালে তিলকাদিও দেখা যায়, খোলকরতাল লইয়া পালা কীর্ত্তন, অষ্টমপ্রহর বা চব্বিশপ্রহরব্যাপী নামকীর্ত্তনাদিতেও খুব উৎসাহ ও আড়ম্বর দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মুখেও শুনা যায়, আহারাদির সহিত আবার ভগবদ্ভজনের কি সম্বন্ধ আছে ? তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" এই বাক্যটি অনুধাবন করেন, তাহা হইলে আহারাদি সম্বন্ধে সদাচার পালনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, আহার শুদ্ধিতেই অন্তঃকরণ শুদ্ধি এবং শুদ্ধ অন্তঃকরণেই ভগবৎস্মৃতি অচলা অটলা হইয়া থাকে। তবে এবিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই রূপ-রসাদি আহার্য্যবস্তু আছে, ভগবৎসম্বন্ধ যোজনা ব্যতীত তাহাদিগের প্রকৃত পবিত্রতা সংরক্ষিত হয় না। হবিষ্যান্ন বাহ্যদর্শনে পরম পবিত্র হইলেও ভগবদর্পণ ব্যতীত তাহা অমেধ্যতুল্যই বিচারিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নৈবেদ্যে যে সকল দ্রব্য অর্পণ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেওয়া আছে, তাহাই শ্রীভগবানে ভক্তিসহকারে নিবেদিত হইলে তাহারই ভগবৎপ্রসাদাখ্যা হইয়া থাকে, এই 'প্রসাদসেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়'। ভগবদর্চ্চন—ভগবদ্ভক্তির একটি প্রধান অঙ্গ, তাহা যথাশাস্ত্র যথাবিধি অনুষ্ঠিত হউক, তাহা হইলেই ভগবৎপ্রসাদে সকলেরই প্রকৃত কল্যাণ হইবে। সাধনভজনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনানুমোদিত ও আচরিত শুদ্ধসচ্ছাস্ত্রবিধান অবগতির জন্য বেদাদিশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ ও ভজনবিজ্ঞ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য। আচার ও প্রচার-প্রমোদ শ্রীগুরুদেব স্নিগ্ধ শিষ্যকে ক্রমশঃ ভজন-রাজ্যের গূঢ় রহস্য জানাইয়া দেন এবং পরিত্যাজ্য

দুঃসঙ্গ কাহারা, সঙ্গযোগ্য সাধু কে ইত্যাদি ও ভক্তি-গ্রন্থানুশীলনের ক্রমনির্দ্দেশাদিবিষয়ে শিষ্যকে সদুপদেশ দান করেন।

কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি শ্রীগুরূপসত্তিবিষয়ে নানাপ্রকার কূটতর্ক উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগের সেই সকল তর্কের মীমাংসা-নিমিত্ত নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।৯ শ্লোকের সারার্থদর্শিনীটীকার কিয়দংশ উদ্ধার করিতেছি—

"যে গো-গর্দ্দভাদয় ইব বিষয়েষ্বেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি, কো ভগবান্ কা ভক্তিঃ কো গুরুরিতি স্বপ্নেহপি ন জানন্তি তেষামেব নামাভাসাদি রীত্যা গৃহীত-হরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যেবোদ্ধারঃ। হরির্ভজনীয় এব ভজনং তৎপ্রাপকমেব তদুপদেষ্টা গুরুরেব গুরূপ-দিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেক-বিশেষবত্ত্বেহপি—'নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক' ইতি (পদ্যাবলী ১৮ অঙ্কধৃত স্বামি-কৃত শ্লোক)-প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদি দৃষ্টান্তেন কিং মে গুরুকরণশ্রমেণ নামকীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎ-প্রাপ্তির্ভাবিনীতি মন্যমানস্ত গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণমহাপরাধা-দেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতীতি।"

অর্থাৎ "যে সকল ব্যক্তি গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় বিষয়েই সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চরাইয়া বেড়ায়, কে ভগবান্, ভক্তিই বা কি, কে-ই বা গুরু—এইসকল কথা স্বপ্নেও জানে না, সেই সকল ব্যক্তিও যদি নামাপরাধ-শূন্য অজামিলাদির ন্যায় নামাভাসাদি রীতি-অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদেরও, গুরু অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ব্যতীতই উদ্ধার হইতে পারে; কিন্তু ভজনীয় বস্তু—শ্রীহরি, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু (সাধুশ্রেষ্ঠ), গুরূপ-দিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বে পূর্ব্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়া-ছেন,—এইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও কৃষ্ণনাম-স্বরূপ মহামন্ত্র (সেবোন্মুখ) রসনাস্পর্শমাত্রই ফল দান করে, দীক্ষা, সৎক্রিয়া বা পুরশ্চর্য্যাদি বিধিকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না,—এই শাস্ত্রপ্রমাণদৃষ্টে এবং অজামিলাদির গুরুকরণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, 'আমার গুর্ব্বানুগত্যরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, নাম-কীর্ত্তনাদির দ্বারাই ত' আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে?' —এইরূপ মননশীল ব্যক্তিগণ গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণরূপ মহাপরাধ হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিলেই (অর্থাৎ মহান্তগুরু বা সাধুসঙ্গানুগত্য হইলেই) তাহাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।"

দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক এইসকল মহাজনবাক্য বিশেষ যত্নের সহিত অনুশীলন ও অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

আজকাল অনেক স্কুলকলেজের ছেলেকে সাধু, শাস্ত্র, গুরু, ভগবান্ না মানার নানা বাহাদুরী প্রকাশ করিতে দেখা যায়। জীব তাহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জাত অতিক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জ্ঞানদ্বারা অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ অপ্রাকৃত অসীম অনন্ত অপরিমেয় বস্তুকে মাপিয়া লইবার যে দম্ভ বা ধৃষ্টতা করিতে যায়, ইহা তাহা-দের অত্যন্ত হাস্যাস্পদ বালসুলভ চাপল্যমাত্র। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ভারতের শেষপ্রান্তে তাঁহার শম্যা-প্রাস নামক আশ্রমে বসিয়া চতুর্ভুজ গণাধিরাজকে দিয়া মানবজাতির বাস্তব কল্যাণবিধানার্থ যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবার পরি-বর্ত্তে, তাঁহার কৃপাবদানের একবর্ণও অনুধাবন করি-বার চেষ্টা না করিয়া তাহা নিরর্থক বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস নিতান্ত হাস্যাস্পদ বালচাপল্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে! ভারতমাতার প্রকৃত সুসন্তান যাঁহারা, তাঁহারাই তাঁহার (শ্রীব্যাসের) লেখনীপ্রসূত সত্যকে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসমোর্দ্ধ অবদানবৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকার করিতে নিঃসংশয়িত গৌরব অনুভব করিবেন। সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণের সৌভাগ্য না হইলে মানুষের হৃদয়ে সাধু-শাস্ত্র-গুরু-ভগবান্ না মানারূপ নাস্তিক্যাদি নানা দৌরাত্ম্য আসিয়া প্রবেশ করে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে।
একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতি ব্রাহ্মণগণের দুইটি চক্ষুস্বরূপ। ইহার একটি না মানিলে কাণা এবং দুইটি না মানিলে অন্ধ হইতে হয়। (অন্ধ অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধ।)

এইজন্য বেদ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে সচ্ছাস্ত্র শ্রবণ ও সচ্ছিক্ষা-গ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপদেশ করিয়াছেন। মুণ্ডক শ্রুতি (১।২।১২) বলিতেছেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥"

['সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ' পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।]

অর্থাৎ "সেই ভগবদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি-সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি (শিষ্য) সমিধ্ হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ও পরংব্রহ্ম কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ সদ্‌গুরুসমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। [এস্থলে শ্রীগীতোক্ত ৪।৩৪ শ্লোকের 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' বাক্যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিকেই ত্রিবিধ সমিধ-স্বরূপ জানিতে হইবে। তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমাকে জ্ঞান (সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক দিব্যজ্ঞান) উপদেশ করিবেন।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)]

ছান্দোগ্য (৬।১৪।২) শ্রুতি কহিতেছেন—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"।

অর্থাৎ "আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।"

কঠশ্রুতি (২।৩।১৪) বলিতেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥"

অর্থাৎ "স্বয়ং বেদপুরুষ সাধুগণের সম্বন্ধে হিতোপদেশ বলিতেছেন,—হে সাধুগণ! নানাবিধ বিষয়-চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হও, অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও, মহদ্ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া ভগবান্‌কে জানিবার জন্য সচেষ্ট হও। ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংসৃতি (সংসার) অতীব তীক্ষ্ণা অর্থাৎ বহু দুঃখকারিণী, দুরত্যয়া অর্থাৎ ভগবজ্‌জ্ঞান ব্যতীত সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। দিব্যসূরিগণ সেই সংসারনিবর্ত্তক ব্রহ্মকে অতিযত্নে প্রাপ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসার তরণের আর উপায় নাই।"

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও (৬।২৩) বলিতেছেন—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

অর্থাৎ "যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এইসকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

এইরূপে বেদাদিসকল শাস্ত্রেই সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৩৫)

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে।
অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষো বিদ্যানিধি-মহাশয়ঃ ॥

স্বকীয়ভাবমাস্বাদ্য রাধা-বিরহকাতরঃ।
চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষময়ে তাতাবদৎ স্বয়ম্ ॥

প্রেমনিধিতয়া খ্যাতিং গৌরো যস্মৈ দদৌ সুখী।
মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাৎ গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ ॥

তৎপ্রকাশবিশেষোঽপি মিশ্রঃ শ্রীমাধবো মতঃ।
রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতা বুধৈঃ ॥

—গৌঃ গঃ ৫৪ শ্লোক

'পূর্ব্বে বৃষভানুরূপে যিনি ব্রজমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, এক্ষণে সেই মহাশয় পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। চৈতন্য স্বকীয়ভাব অবলম্বন করিয়া রাধার বিরহে কাতর হইয়া পুণ্ডরীকাক্ষকে স্বয়ং পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। গৌরচন্দ্র সুখী হইয়া যাঁহাকে প্রেমনিধি উপাধি দিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে মাধবেন্দ্রের শিষ্য বলিয়া সর্ব্বদা গৌরব করিতেন। শ্রীমাধব মিশ্র তাঁহারই প্রকাশ বলিয়া সম্মত। ইঁহার ভার্য্যার নাম রত্নাবতী, পণ্ডিতগণ ইঁহাকে বৃষভানুপত্নী কীর্ত্তিদা বলিয়া কীর্ত্তন করেন।'

পিতা বাণেশ্বর* ও মাতা গঙ্গাদেবীকে অবলম্বন করিয়া পুণ্ডরীক প্রভু চট্টগ্রাম—চক্রশালায় মাঘমাসের বসন্তপঞ্চমী—শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের ছয় ক্রোশ উত্তরে 'হাট-হাজারি' থানা। উক্ত থানা হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্বে মেখলা গ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট ছিল। বিদ্যানিধির পিতা ঢাকা জেলার বাঘিয়া গ্রামনিবাসী বারেন্দ্র শ্রেণীর বিপ্র ছিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রামে চক্রশালা গ্রামের প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জমিদার। তাঁহার পত্নীর নাম রত্নাবতী।

চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামে জমিদার।
অতি ধনী হয়—অতি শুদ্ধাচার॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয়, কুলাংশে উত্তম।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হয় তাঁর নাম॥
কখন চাটিগ্রামে করয়ে বসতি।
নবদ্বীপে আসি কখন করেন স্থিতি॥
মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এই মহাশয়॥

—প্রেমবিলাস ২২

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু গঙ্গার তটে বাসের জন্য চক্রশিলা-চট্টগ্রাম হইতে শ্রীনবদ্বীপধামে আসিয়া পৌঁছেন। অন্তর্য্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর নবদ্বীপবাসের ইচ্ছা তাঁহার নবদ্বীপে আগমনের পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া 'পুণ্ডরীক, আরে মোর বাপরে, বন্ধুরে' বলিয়া অকস্মাৎ ক্রন্দন করিয়া উঠিলে ভক্তগণ ক্রন্দনের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয় এইভাবে প্রদান করিয়াছিলেন—'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিত্র অতি অদ্ভুত। তাঁহার নামশ্রবণে সংসার পবিত্র হয়, কিন্তু তিনি বিষয়ী ভোগীর ন্যায় পোষাক-পরিচ্ছদ ও বিলাসদ্রব্যসহ অবস্থান করেন। তাঁহাকে কেহ বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধুমাঝে নিমজ্জিত থাকেন। গঙ্গাতে পদস্পর্শভয়ে কখনও গঙ্গাস্নান করেন না। রাত্রিতে দূর হইতে গঙ্গাদর্শন করেন। গঙ্গাতে লোকেরা দিনের বেলা কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার এইসব অনাচার করে বলিয়া তিনি দুঃখিত হইয়া দিনে গঙ্গাদর্শন করেন না। তিনি গঙ্গাজল পান না করিয়া কখনও বিষ্ণুপূজা করেন না। তাঁহার চট্টগ্রামে ও নবদ্বীপে দুইস্থানেই বাড়ী আছে। শীঘ্রই তিনি নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিবেন। বিষয়ীর ন্যায় ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে তোমরা সহসা চিনিতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিতে না পারিয়া আমি অস্বস্তি অনুভব করিতেছি।'

নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ।
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে ঘনশ্বাস॥
নৃত্য করি' উঠিয়া বসিলা গৌর-রায়।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দে উভরায়॥
"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ৭।১১-১৩

অনুমিত হয় যে, যে সময়ে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট দীক্ষিত হন, সেই সময় শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুও মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে গুরুপদে বরণ করেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য বলিয়া নিজগুরুদেবের গুরুভ্রাতা এই বিচারে মহাপ্রভু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুকে মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতেও কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বড়শাখা জানি।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি॥

—চৈঃ চঃ আ ১০।১৪

* মতান্তরে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পিতা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। শ্রীবাণেশ্বর— শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশজাত বলিয়া কথিত।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীমুকুন্দ দত্ত, শ্রীবাসুদেব দত্ত চট্টগ্রামনিবাসী হওয়ায় শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর সহিত পরিচিত ছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পিতা শ্রীমাধব মিশ্রের সহিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। শ্রীমুকুন্দ দত্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির অতিমর্ত্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। পরন্তু শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী চট্টগ্রামনিবাসী হইলেও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির স্বরূপ না জানার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। যে সময় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময় মুকুন্দ দত্ত একদিন গদাধর পণ্ডিতকে এক অপূর্ব্ব বৈষ্ণব দর্শন করাইবার জন্য পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট লইয়া আসিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আকুমার ব্রহ্মচারী ও অত্যন্ত বিষয়বিরক্ত বৈরাগ্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি বিদ্যানিধিকে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার দুগ্ধফেননিভ শয্যা, অত্যন্ত মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ও তাঁহার কক্ষে আতরের গন্ধ, আলবোলা প্রভৃতি ভোগবিলাসদ্রব্য দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবরূপে চিনিতে না পারিয়া অন্তরে অশ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। শ্রীমুকুন্দ দত্ত গদাধর পণ্ডিতের সন্দেহযুক্ত বিরূপ মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার ভ্রম অপনোদনের জন্য কৃষ্ণলীলামহিমা-উদ্দীপক দুইটী শ্লোক উচ্চারণ করিয়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুকে শুনাইলেন—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

—ভাঃ ৩।২।২৩

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্ ॥

—ভাঃ ১০।৬।৩৫

'অহো কি আশ্চর্য্য! বকাসুর-ভগিনী দুষ্টা পূতনা প্রাণবিনাশেচ্ছাপ্রণোদিতা হইয়া যাঁহাকে কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য (কৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী অম্বিকা-কিলিম্বার প্রাপ্য গোলোকে) গতি লাভ করিয়াছিল, সেই পরম দয়ালু কৃষ্ণ বিনা আর কাহারই বা শরণাপন্ন হইব?'

'রক্তপায়িনী লোক-শিশুঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা হনন করিবার ইচ্ছায়ও শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দান করিয়া গোলোক-গতি লাভ করিয়াছিল!'

মুকুন্দ দত্তের মুখে কৃষ্ণমহিমাত্মক শ্লোকদ্বয় শুনিবামাত্র পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন, গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন, পদাঘাতে আলবোলা, বিলাসদ্রব্যাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীঅঙ্গে এতাদৃশ অলৌকিক অষ্টসাত্ত্বিক বিকারসমূহ দর্শন করিয়া গদাধর পণ্ডিত অত্যন্ত বিস্মিত ও নিজকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষাগ্রহণের দ্বারা উক্ত অপরাধ হইতে মুক্তির উপায় নিশ্চয় করিয়া গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দের নিকট প্রস্তাব দিলেন। শ্রীমুকুন্দ দত্ত গদাধর পণ্ডিতের অভিপ্রায় বিদ্যানিধির নিকট জ্ঞাপন করিলে বিদ্যানিধি প্রভু সানন্দে দীক্ষাপ্রদানের শুভদিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণলীলায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৃষভানুরাজ এবং গদাধর পণ্ডিত শ্রীমতী রাধিকা। এইজন্য শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভানুরাজ হওয়ায় শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত মহাপ্রভু 'পুণ্ডরীকরে', 'বাপরে' বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপার্ষদদ্বয় বিদ্যানিধি প্রভু ও গদাধর পণ্ডিতের পূর্ব্বের গাঢ় প্রীতিসম্বন্ধ প্রকটিত হইল।

বৈষ্ণবগণ কখন কি লীলা প্রকট করেন, তাহা তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত কেহই বুঝিতে সমর্থ নহেন।

'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
মুই কোন্ ছার শিশু অল্পমতি ॥'

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি পরম বৈষ্ণব হইয়াও বৈষ্ণবতাকে সঙ্গোপন করিয়া বিষয়ী ভোগীর ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। আধ্যক্ষিক জ্ঞানে নিজচেষ্টায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবকে চেনা যায় না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর চৈতন্যভাগবতে গৌড়ীয়ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

'কৃষ্ণের লীলা বিষয়ীর আধ্যক্ষিক জ্ঞানগম্য নহে। কৃষ্ণদাসগণও সময়ে সময়ে সেইরূপ অপরিচিত হইয়া বিষয়ের আবরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক জগতের

জীবকে বঞ্চনা করেন। সাধারণ ভোগদৃষ্টিসম্পন্ন মূঢ় বিচারকগণ কৃষ্ণকে অসৎ নায়ক মনে করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়। কেহ বা কৃষ্ণকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জন্ম-মরণযুক্ত অবস্থান্তরগত নরবিশেষ মনে করিয়া তাঁহার পরিচয় পায় না। কৃষ্ণের ভক্তগণও অনেক সময় অযোগ্যজনের নয়নে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইয়া বিষয়ীর লীলাভিনয় প্রদর্শন করেন। বাহ্য বেশ দর্শন করিয়া যাহারা ভ্রান্ত হইবার যোগ্য, তাহাদের জন্য প্রচ্ছন্ন গৌরাবতারে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আপনাকে বিষয়ীর সজ্জায় স্থাপন করিয়াছিলেন।'

একদিন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু মহাপ্রভুর দর্শন-উৎকণ্ঠায় কিছু অধিক রাত্রিতে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া পৌঁছিলে মহাপ্রভুকে দর্শন করামাত্রই প্রেম-বিহ্বলচিত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এমনকি তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। মহা-প্রভুও তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত বিদ্যানিধি প্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। মহাপ্রভু বিদ্যানিধিকে তৎ-ক্ষণাৎ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমাশ্রুদ্বারা তাঁহার কলেবরকে অভিষিক্ত করিয়া ফেলিলেন। মহাপ্রভু 'পুণ্ডরীক বাপ' 'প্রেমনিধি' ইত্যাদি শব্দে আহ্বান করতঃ ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন, বিদ্যানিধি প্রভু মহাপ্রভুর প্রিয়তম। বিদ্যা-নিধি প্রভু ভক্তগণের নিকট 'আচার্য্যনিধি' নামেও খ্যাত।

'পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দেন ঈশ্বর।
বাপ দেখিলাম আজি নয়ন গোচর ॥'
'নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে ॥'

—চৈঃ ভাঃ ম ৭।১৩১, ১৪৩

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেকালে শ্রীবাস-অঙ্গনে নিজপার্ষদ-গণসহ সংকীর্ত্তনবিলাস করিয়াছিলেন, সেকালে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁহার পার্ষদগণের অন্যতম ছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া কৃষ্ণনাম বিতরণের দ্বারা জীবোদ্ধারকালে জগাই মাধাইএর উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। জগাই-মাধাইএর উদ্ধারের পর মহাপ্রভু ভক্তগণ-মধ্যে জগাই-মাধাইকে লইয়া উপবিষ্ট হইলে জগাই-মাধাইএর মধ্যে বহু প্রেম-বিকার প্রকটিত হইয়াছিল। তৎকালে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তথায় উপস্থিত থাকিয়া উহা দর্শন করতঃ প্রেমাপ্লুত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা দর্শনের জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রতিবর্ষ চাতুর্ম্মাস্যকালে নীলাচলে যাইতেন। নীলাচলাভিমুখে যাত্রাকারী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যেও অন্যতম মুখ্য পার্ষদ ছিলেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু।

'অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি—যত দাস ॥
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে, রহে চারিমাস।
তা' সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১।২৫৫-২৫৬

পুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রাকালে শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর বা চন্দনপুকুরের জলে শ্রীমন্মহা-প্রভুর ভক্তগণের সহিত জলক্রীড়া লীলাকালে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুও সঙ্গী হইয়াছিলেন। স্বরূপ দামো-দরের সহিত বিদ্যানিধি প্রভুর অতি গাঢ় সখ্যভাব থাকায় নরেন্দ্রসরোবরে উভয়ে উভয়ের প্রতি জল-ক্ষেপণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

'দুই সখা—বিদ্যানিধি, স্বরূপ দামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর ॥'

—চৈঃ ভাঃ ম ৮।১২৪

পুরীতে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-লীলাতেও পুণ্ড-রীক বিদ্যানিধি প্রভু মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়া গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন সেবা এবং ভক্তগণের সহিত মহাপ্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন।

একদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পুনর্দীক্ষা-গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া কহিলেন—

"ইষ্টমন্ত্র আমি যে কহিনুঁ কারো প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি ॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মন-প্রসন্নতা হইবে আমার ॥"

শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কহিলেন—

"(প্রভু বলে—) তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান—তথা অপরাধী হও পাছে ॥

মন্ত্রের কি দায়, প্রাণো আমার—তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার ॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ১০।২৬-২৬

তচ্ছ্রবণে গদাধর কহিলেন — 'তিঁহো না আছেন এথা। তান পরিবর্ত্তে তুমি করাহ সর্ব্বথা।"

ইহাতে মহাপ্রভু কহিলেন—"তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি। অনায়াসে তোমারে মিলিয়া দিবে বিধি ॥" সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি মহাপ্রভু সবই জানেন। কহিলেন—'দিন দশের মধ্যেই শ্রীবিদ্যানিধি আমাকে দেখিবার জন্য এখানে (উৎকলে) আসিবেন।' তাহাই হইল। মহাপ্রভু 'বাপ আইলা, বাপ আইলা' বলিতে বলিতে প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন। শ্রীগদাধর দেবও তাঁহার নিকট পুনরায় ইষ্টমন্ত্র শ্রবণ করিলেন—

"গদাধর-দেবো ইষ্টমন্ত্র পুনর্ব্বার।
প্রেমনিধিস্থানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার ॥
আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা।
যাঁর শিষ্য গদাধর এই প্রেমসীমা ॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ১০।৭৯-৮০

পরমারাধ্য প্রভুপাদ উক্ত অ ১০।২৪ সংখ্যক পয়ারের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"ভোগময়ী চিন্তা পরিহার করিবার জন্য যে শব্দ-ব্রহ্মের প্রাপ্তি ঘটে, উহাই 'মন্ত্র'। অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিলে উপদেশকের চিত্তে মালিন্য প্রবেশ করে। দিব্যজ্ঞান সঙ্গদোষে নষ্ট হইলে পুনরায় দিব্যজ্ঞান সংগ্রহ করা আবশ্যক—ইহা জানিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগৌর-সুন্দরের নিকট তাঁহাকে পুনরায় দীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার পূর্ব্বগুরুর (বিদ্যানিধির) নিকট হইতে পুনরায় মন্ত্রোপদেশ শুনিবার বিচার বলিলেন।"

এস্থলে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, তাঁহাতে কোন সাধকোচিত অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কেবল তাঁহাকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যে,—অপাত্রে মন্ত্রোপদেশজন্য মন্ত্রের বীর্য্যহানি হয়, মন্ত্র পূর্ব্ববৎ সাধক-হৃদয়ে আনন্দের সহিত স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন না, এজন্য নিকটস্থ দীক্ষাগুরুর শ্রীমুখ হইতে সেই মন্ত্র পুনরায় শুনিয়া লইতে হয়। অন্য কাহারও নিকট শ্রবণ করা বিধিসম্মত নহে। সদ্গুরু কখনও পরিবর্ত্তনীয় হন না। 'না স্ফুরে ভাল মতি' অর্থাৎ ভালভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতেছে না—ইষ্টমন্ত্র জপকালে প্রেমোদয় হইতেছে না। —ইহাই শ্রীগদাধরের লোকশিক্ষার্থ দৈন্যোক্তি।

ওড়নষষ্ঠী*-যাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথের সেবকগণ শ্রীজগন্নাথ-বলরামকে মাড়যুক্ত বস্ত্র পরিধান করাইয়া থাকেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু শুদ্ধ সদাচারী বৈষ্ণব ছিলেন। জগন্নাথদেবের সেবকগণের ঐরূপ আচরণ দেখিয়া সুখ না হওয়ায় তিনি নিজসখা স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন—'মাণ্ডুয়া বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে ॥ এ দেশে ত' শ্রুতি স্মৃতি সকল প্রচুরে। তবে কেনে বিনা ধৌতে মণ্ডবস্ত্র পরে?' তদুত্তরে স্বরূপ দামোদর ঈশ্বরের আচার লৌকিক স্মৃতির শাসনাতীত, অতএব দোষরহিত এইরূপ বলিলেন। বিদ্যানিধি প্রভুর উক্ত বিচার মনঃপূত না হওয়ায় প্রত্যুত্তরে বলিলেন—ভগবানের সম্বন্ধে উহা সিদ্ধ হইলেও ভগবদ্দাসগণের শুদ্ধাচারে থাকা সঙ্গত। শ্রীবিগ্রহ নির্গুণ হওয়ায় সেখানে এই বিচার প্রযোজ্য হইতে পারে, কিন্তু সেবকগণ ত' আর নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন। সুতরাং তাঁহাদের গুণ দোষ বিচার থাকা আবশ্যক।' বিদ্যানিধি প্রভু পরমভক্ত হইলেও মহাপ্রভু নিজপ্রিয়-জনের মাধ্যমে জগন্নাথের ভক্তগণের আচরণে দোষ দর্শন করা ঠিক নহে, জগদ্বাসীকে এই শিক্ষা দিবার জন্য জগন্নাথরূপে রাত্রিতে স্বপ্নে বিদ্যানিধির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথের ক্রোধমূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিয়া বিদ্যানিধি ভীত হইলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন জগন্নাথ ও বলরাম উভয়েই তাঁহার দুই-

---

* ওড়নষষ্ঠী—'শীতাগমের প্রথম ষষ্ঠীকে ওড়নষষ্ঠী বলে। সেইদিন জগন্নাথদেবের অঙ্গে শীতবস্ত্র অর্পিত হয়। সেই শীতবস্ত্র মাড়ুয়া' বসন অর্থাৎ তন্তুবায়ের মাড়যুক্ত অধৌত বসন। দেবতাকে মাড়ুয়া বসন দেওয়ায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সে সম্বন্ধে একটু খুঁটিনাটি প্রকাশপূর্ব্বক উৎকলভক্তদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ ঘৃণা প্রকাশ করায় তাহার উপযুক্ত ফল লাভ করিয়াছিলেন।'

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গালে চপেটাঘাত করিতেছেন। বিদ্যানিধি প্রভু ভীত ও আর্ত্ত হইয়া 'কৃষ্ণ, রক্ষা কর, রক্ষা কর', 'অপরাধ ক্ষমা কর' চিৎকার করিয়া কান্দিতে থাকিলে জগন্নাথ বলিলেন,—'তোর অপরাধের অন্ত নাঞি ॥ মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাঞি। সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঁঞি ॥ তবে কেন রহিয়াছ, জাতি-নাশা স্থানে। জাতি রাখি চল তুমি আপন ভবনে ॥' স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে বিদ্যানিধি প্রভু প্রাতে জাগিয়া উঠিলে তাঁহার গালে চপেটাঘাতের চিহ্ন ও গালফুলা দেখিয়া ভক্তগণ হাসিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি প্রভু, মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের কত প্রিয় এই ঘটনাই তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভগবান্ নিজে আসিয়াই তাঁহাকে চাপড় মারিলেন। প্রিয়তমজনকেই আরাধ্যদেব স্নেহাতিশয্যবশতঃ শাসন করিয়া থাকেন।

'সেই রাত্রি জগন্নাথ-বলাই আসিয়া।
দুই ভাই চড়ান তারে হাসিয়া হাসিয়া ॥
গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৬।৮০-৮১

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর গৃহে শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব করিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

—ভক্তিরত্নাকর ১২।৩১৭৭

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া চৈতন্যভাগবতের উপসংহার করিয়াছেন—

'এ ভক্তের নাম লৈঞা গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দেন বিস্তর ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম মিলে ॥'

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র

দশাবতারের মধ্যে সপ্তম অবতার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র। পঞ্চবিংশ লীলাবতারের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র বিংশাবতার। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় ষড়্‌বিংশ বর্ষে ১ম সংখ্যায় ১৪ পৃষ্ঠায় 'মৎস্যাবতার' বর্ণন-প্রসঙ্গে বিষয়টী উল্লিখিত হইয়াছে। প্রদ্যুম্নরূপী দ্বিতীয় পুরুষাবতার শ্রীগর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু মৎস্য-কূর্ম্ম-রাম-নৃসিংহাদি লীলাবতারগণের মূল ভগবৎ-স্বরূপ। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁহার রচিত শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে পরাবস্থস্বরূপ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। 'নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেষু ষাড়্‌গুণ্যং পরিপূরিতম্। পরাবস্থাস্ত তে তস্য দীপাদুৎপন্নদীপবৎ ॥' —পদ্মপুরাণ। নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে ষাড়্‌গুণ্য বিদ্যমান্ আছে। যেমন, প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তরের উৎপত্তি হইলেও সকল প্রদীপই সমান ধর্ম্মাবলম্বী, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাম ও নৃসিংহের অভিব্যক্তি হইলেও, এই তিনজনই ষাড়্‌গুণ্যে পরাবস্থাপন্ন।' শ্রীরামলীলায় নীতির মর্য্যাদা সংস্থাপিত হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্রকে মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম বলা হয়। শ্রীরামলীলায় বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত প্রকটিত আছে, যদিও নীতি-প্রধান লীলা হওয়ার দরুণ বাৎসল্যরস সঙ্কুচিত হইয়াছে। নীতির মর্য্যাদা স্থাপনের জন্য দশরথ মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে বাধা প্রদান করিতে পারেন নাই; রামচন্দ্রও পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গিয়াছেন। রামের বিরহে দশরথ মহারাজ প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র একপত্নীব্রতধর, এজন্য কান্তরসের প্রাকট্য নাই। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ রামচন্দ্রকে পতিরূপে পাইবার ইচ্ছা করিলে রামচন্দ্র উহা তাঁহার কৃষ্ণলীলায় গোপীআনুগত্যে লভ্য হইবে বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, রাম-নৃসিংহাদি তাঁহার অংশ অথবা অংশাংশ—কলা। 'রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥' —ব্রঃ সং

৫।৩৯। 'কলাবিভাগে (অংশাংশভাবে) রামাদি মূর্ত্তিতে ভগবান্ জগতে নানাবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যে পরমপুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হন, সে আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।' 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥' —ভাঃ ১।৩।২৮। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার এবং পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্র—নারায়ণ, শ্রীলক্ষ্মণ—শেষ, ভরত—চক্র এবং শত্রুঘ্ন—শঙ্খরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।

'নিঃক্ষত্রিয়ামকৃত গাঞ্চ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো
রামস্তু হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ।
সোঽব্ধিং ববন্ধ দশবক্ত্রমহন্ সলঙ্কং
সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ ॥'

—ভাঃ ১১।৪।২১

'তিনিই হৈহয়কুলসংহারাগ্নি ভৃগুরামরূপে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন এবং লোকপাবনকীর্ত্তি শ্রীরামরূপে সমুদ্রবন্ধন ও লঙ্কাসহ রাবণের সংহার করিয়াছিলেন।'

ভারতের হিন্দুসমাজজীবনে ভগবান্ রামচন্দ্রের চরিত্রের বহু শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মূল বাল্মীকি-রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে—প্রচেতা ঋষির বংশে দশমাধস্তনরূপে আবির্ভূত মুনিবর বাল্মীকি স্নানার্থ গঙ্গার নিকটবর্ত্তী তমসা নদীতটে গমন করেন। তথায় নিজশিষ্য ভরদ্বাজমুনির সহিত অবস্থানকালে এক ব্যাধ-কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চ নিহত হইলে ক্রৌঞ্চীকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া মুনিবর ব্যথিতচিত্তে ব্যাধকে এইরূপ ছন্দোবদ্ধ বাক্যে বলিয়া উঠিলেন—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

'হে ব্যাধ, তুমি চিরকালে কোনদিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না, কারণ তুমি ক্রৌঞ্চমিথুনের একটীকে কামমোহিত অবস্থায় বধ করিয়াছ।'

অতঃপর মুনিবর সেই তীর্থে স্নানাদি সম্পাদন পূর্ব্বক আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া শোকার্ত্তচিত্তে স্বীয়-মুখনিঃসৃত সেই শ্লোকটির বিষয়ই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় স্বয়ং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তৎকালে চিন্তিত বাল্মীকির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ বলিলেন,—মুনিবর! 'আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখে ঐরূপ বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অধিক চিন্তিত না হইয়া তুমি দেবর্ষি নারদের উপদিষ্ট রামচন্দ্রের চরিত্রকথা বর্ণন কর।' ব্রহ্মার আদেশক্রমে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিলেন।

'বিশ্বকোষে' কিংবদন্তীরূপে একটী প্রসঙ্গের বর্ণন দৃষ্ট হয়। তাহার সারকথা এই—বল্মীক হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বাল্মীকি হইয়াছে। ভগবান্ রামচন্দ্র চিত্রকূটের নিকট বাল্মীকির আশ্রমে শুভাগমন করিলে বাল্মীকি তাঁহার নিকট রামনামের মহিমা ও নিজ জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্যাধের সংসর্গবশতঃ কদর্য্য হিংস্রস্বভাববিশিষ্ট হইয়াছিলেন। একটি শূদ্রার গর্ভে তাঁহার অনেক সন্তান হয়। তাহাদের ভরণপোষণের জন্য তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। একদিন কতকগুলি ঋষিকে আক্রমণ করিতে গেলে তাঁহাকে ঋষিগণ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে বলেন, কারণ দস্যুবৃত্তি দ্বারা যে পাপ হইবে, সে পাপের ফল তাঁহাকেই ভোগ করিতে হইবে, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাহা গ্রহণ করিবে না। তিনি গৃহে যাইয়া পিতামাতা-স্ত্রী-জ্ঞাতিবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, কেহই তাঁহার পাপের ভাগী হইবেন না। তখন তিনি নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া উক্ত পাপ হইতে মুক্তির উপায় ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে ঋষিগণ তাঁহাকে প্রথমে 'রাম' নাম জপ করিতে বলিলে তাঁহার মুখে রাম নাম উচ্চারিত না হওয়ায় 'মরা' 'মরা' বলিবার জন্য উপদেশ করিলেন। সহস্র যুগ পর্য্যন্ত 'মরা' জপিতে জপিতে তাঁহার মুখে রাম নাম উচ্চারিত হইয়া রামনামে সিদ্ধি প্রদান করিল। তাঁহার শরীরে বল্মীকের ঢিপি উঠিয়াছিল, এইজন্য ঋষিগণ তাঁহার নাম বাল্মীকি রাখিলেন।

শ্রীকৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়) লিখিত বাংলা রামায়ণে উপরিউক্ত বর্ণনের কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শ্রীচ্যবন মুনি বাল্মীকির পিতা ছিলেন। যৌবনে তাঁহার নাম ছিল রত্নাকর, দস্যুবৃত্তি করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন। একদিন তিনি ব্রহ্মা ও

নারদকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও নারদ রত্নাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এই পাপের ভাগী কে হইবে? রত্নাকর গৃহে যাইয়া পিতামাতা স্ত্রী সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার পাপের ভাগী কেহই হইবে না। তখন তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া এই পাপ হইতে নিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে 'রাম' নাম উচ্চারণ করিতে বলিলেন। অত্যন্ত পাপহেতু তাঁহার মুখে 'রাম' নাম না আসায় ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে উল্টা নাম 'মরা' জপিতে লাগিলেন। 'মরা' 'মরা' জপিতে জপিতে তাঁহার মুখে রাম নামের স্ফূর্ত্তি হইল। বহুকাল জপ করায় তাঁহার শরীর বল্মীকের ঢিপিতে আবৃত হইয়া পড়ায় ইন্দ্র বারিবর্ষণের দ্বারা তাঁহাকে উন্মোচন করিলেন। বল্মীকের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বাল্মীকি হয়। নারদের নির্দ্দেশে তিনি 'রামায়ণ' লিখেন।

রামায়ণ ভারতের আদিকাব্যরূপে প্রসিদ্ধ। রামায়ণের সময় আর্য্যসমাজে সংস্কৃত কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। বাল্মীকি-রামায়ণে আর্ষপ্রয়োগের বাহুল্য আছে। সুদূর যবদ্বীপে পর্য্যন্ত রামায়ণের বিশেষ সমাদর দৃষ্ট হয়। যবদ্বীপের রামায়ণ বৃহৎ গ্রন্থ হইলেও তাহাতে কাণ্ডবিভাগ নাই, অধ্যায়-বিভাগ আছে। বাল্মীকি-রামায়ণ তিন প্রকার উদীচ্য, দাক্ষিণাত্য ও গৌড়ীয়। উদীচ্য অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ও দাক্ষিণাত্যের রামায়ণে বিষয় ও সর্গে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না, কিন্তু গৌড়ীয় রামায়ণে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। রামায়ণের ২৮।২৯টী টীকা আছে। ভারতের সকল দেশীয় ভাষায় রামায়ণ লিখিত হইয়াছে। দেশীয় ভাষায় রচিত রামায়ণের মধ্যে কম্বলের খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে রচিত তামিল রামায়ণ, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে রচিত কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ এবং খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে রচিত তুলসীদাস-কৃত হিন্দী রামায়ণ প্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্ত্য-দেশে প্রথম ইটালিভাষায় রামায়ণ রচনার কথা শ্রুত হয়।

বাল্মীকি-রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে লিখিত হইয়াছে —যথা ঃ—আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড। রামায়ণ অতি বৃহৎ গ্রন্থ। সনাতনধর্ম্মাবলম্বী মাত্রই রামায়ণের সহিত সুপরিচিত। সুতরাং রামায়ণে লিখিত রামচরিত্র এখানে বিস্তৃতভাবে লেখার আবশ্যক করে না। সপ্তকাণ্ডে সংক্ষিপ্ত সারকথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

আদিকাণ্ড— নারদ-কর্ত্তৃক রামচরিত বর্ণন, বাল্মীকির রামায়ণ রচনা, কুশীলবের রামায়ণ গান, দশরথের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন, নারায়ণের দশরথের পুত্রত্ব গ্রহণে স্বীকার, বালী, সুগ্রীব, হনুমান্ বানরগণের উৎপত্তি, রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের জন্ম, রাক্ষস তাড়নার্থে বিশ্বামিত্রের অযোধ্যায় আগমন, বিশ্বামিত্রকে দশরথের রাম ও লক্ষ্মণকে প্রথমে দিতে অসম্মতি, পরে স্বীকৃতি, তাড়কা-মারীচের জন্মবিবরণ, রাম কর্ত্তৃক তাড়কাবধ, কুশবংশ বিবরণ, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক গঙ্গার উৎপত্তির বিবরণ, সগররাজার ষাট হাজার পুত্রলাভ, কপিল মুনির হুঙ্কারে সগরবংশ ধ্বংস ভগীরথের ব্রহ্মার বরলাভ, গঙ্গার পাতাল গমন ও সগরপুত্রগণের উদ্ধার, ইন্দ্র-কর্ত্তৃক দিতির গর্ভচ্ছেদ, অহল্যা ও ইন্দ্রের শাপবিবরণ অহল্যার শাপবিমোচন, রাম-লক্ষ্মণের রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমিতে গমন, বিশ্বামিত্রের বশিষ্ঠাশ্রমে আগমন, বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক শবলাগাভী হরণ, বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের পরাজয়, বিশ্বামিত্রের তপস্যা, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য লাভ, জনকের হরধনু প্রাপ্তি, রাম-কর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গ এবং সীতাকে পত্নীরূপে গ্রহণ, রামচন্দ্রাদির বিবাহ, পরশুরামের দর্প চূর্ণ, পুত্রবধূর সহিত দশরথের অযোধ্যায় প্রবেশ, ভরতের মাতুলালয় যাত্রা।

অযোধ্যাকাণ্ড— রামকে যৌবরাজ্যাভিষেকের জন্য দশরথের সঙ্কল্প, রাম ও দশরথের নিকট বশিষ্ঠের গমন, কৈকেয়ী ও মন্থরার কথোপকথন, কৈকেয়ীর রামনির্ব্বাসন ও ভরতাভিষেকের বর প্রার্থনা, দশরথের বিলাপ, রামের পিতৃসত্যপালনে বনগমন সঙ্কল্প, রামের সহিত সীতা ও লক্ষ্মণের বনগমন, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার বল্কল পরিধান, দশরথের বিলাপ, রামের নিষাধরাজ গুহকের সহিত সাক্ষাৎ, গুহকের অপূর্ব্ব রামভক্তি, রামের চিত্রকূট ও বাল্মীকির নিকট গমন, সুমন্ত্রের মুখে রামের কথা শুনিয়া দশরথের পুনর্বিলাপ, কৌশল্যার বিলাপ, দশরথের ঋষি-

কুমার বধবৃত্তান্ত বর্ণন, দশরথের মৃত্যু, ভরতকে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ, পিতার মৃত্যুশ্রবণে ভরতের বিলাপ, রাজ্যগ্রহণে ভরতের অস্বীকার, ভরতের সসৈন্যে চিত্রকূট আগমন, পিতার মৃত্যুসংবাদে রামচন্দ্রের বিলাপ, রামের প্রতি জাবালির ধর্ম্মকথা, রামের পাদুকা লইয়া ভরতের প্রত্যাগমন, গুরুকে রাজ্যভার প্রদান, ভরতের নন্দীগ্রামে গমন, চিত্রকূটে রাম ও কুলপতির কথা, অত্রি মুনির আশ্রম।

অরণ্যকাণ্ড—রামের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ, বিরাধ রাক্ষস বধ, রামের নিকট সুতীক্ষ্ণ মুনির ইল্বল-বাতাপি-কথা ও অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, রামচন্দ্রের সহিত জটায়ুর সাক্ষাৎ, পঞ্চবটী বনে রামের বাস, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পনখার নাসিকা কর্ত্তন, খর-কর্ত্তৃক প্রেরিত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ, দূষণ-ত্রিশিরা-খর রাক্ষসত্রয়ের সংহার, খর-দূষণের মৃত্যুতে রাবণের ক্রোধ, মারীচের আশ্রমে গমন, সীতাহরণের কল্পনা, মারীচ নিষেধ করিলেও সূর্পনখার পরামর্শে সীতা-হরণের সঙ্কল্প, মারীচের সুবর্ণ মৃগরূপ ধরিয়া দণ্ড-কারণ্যে গমন, মৃগরূপী মারীচবধের জন্য রামের যাত্রা, সীতার কটূক্তিতে লক্ষ্মণের যাত্রা, রাবণ-কর্ত্তৃক সীতা-হরণ, রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ, রাবণের রথ হইতে সীতার অলঙ্কার নিক্ষেপ, অশোকবনে সীতাকে রাখিয়া রাবণের অন্তঃপুরে গমন, সীতাদেবীর অদর্শনে রাম-চন্দ্রের বিলাপ, মুমূর্ষু জটায়ুর মুখে রামের সীতার বৃত্তান্ত শ্রবণ, জটায়ুর শেষকৃত্য সমাপন, রাম-লক্ষ্মণের দ্বারা কবন্ধের বাহুদ্বয় কর্ত্তন, রাম-লক্ষ্মণের পম্পা সরোবরে গমন এবং শবরীর সহিত সাক্ষাৎ, ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে যাওয়ার জন্য লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—ভিক্ষুবেশে হনুমানের রামের সহিত সাক্ষাৎ, রাম-লক্ষ্মণকে পিঠে করিয়া হনু-মানের সুগ্রীবের নিকটে আগমন, সীতাউদ্ধারে সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা এবং বালীবধে রামের প্রতিজ্ঞা, রামকর্ত্তৃক সপ্ততালভেদ, বালীর সহিত যুদ্ধে সুগ্রীবের প্রথমবার পরাজয়, দ্বিতীয়বার রামবাণে বিদ্ধ হইয়া বালীর পতন, সুগ্রীবের হস্তে অঙ্গদকে দিয়া বালীর প্রাণত্যাগ, তারার খেদ, সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, সীতার বিরহে রামের বিলাপ, লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সুগ্রীবের চিন্তা, চতুর্দ্দিকে সীতাঅন্বেষণের জন্য দূত প্রেরণ, হনুমান্‌কে রামের অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দান, সীতার সন্ধান না পাইয়া বানরগণের প্রত্যাবর্ত্তন, হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণের ময়দানবের মায়ায় মোহিত হইয়া বিলের মধ্যে তপস্বিনীর সহিত সাক্ষাৎ, হনুমানাদির বিল হইতে নিষ্ক্রামণ, সীতার সন্ধান না পাইয়া অঙ্গদাদির প্রায়োপবেশন, সম্পাতির নিকট সীতার সন্ধান লাভ, সমুদ্রতীরে বানরগণের গমন, বানরগণের নিজবিক্রম প্রদর্শনকালে জাম্বুবানের হনু-মানের জন্মবৃত্তান্ত কথন, হনুমানের কলেবর বৃদ্ধি।

সুন্দরকাণ্ড—মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপর হইতে হনু-মানের লম্ফপ্রদান, সিংহিকার বধ, হনুমানের রাক্ষসী রূপধারিণী লঙ্কাপুরীর সহিত যুদ্ধ, রাবণের অন্তঃপুরে হনুমানের প্রবেশ, অশোকবনে হনুমানের সীতাদেবীর অন্বেষণ, সীতার দুরবস্থা দেখিয়া হনুমানের খেদ, ত্রিজটা রাক্ষসীর স্বপ্নবৃত্তান্ত, সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ, হনুমানের প্রমোদবন ভঞ্জন, হনুমানের সহিত রাক্ষসদের ঘোরতর যুদ্ধ, হনুমান্-কর্ত্তৃক জাম্ববান-বিরূপাক্ষ-অক্ষয়কুমার প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাক্ষসগণের নিধন, ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক হনুমান্ আবদ্ধ ও রাবণরাজার সভায় নীত, হনুমান্‌কে বধ করার জন্য রাবণের আজ্ঞা, রাবণের প্রতি বিভীষণের উক্তি, হনুমানের লাঙ্গুল পোড়াইবার জন্য রাবণের আদেশ, হনুমান্-কর্ত্তৃক লঙ্কাদাহ, সীতার সহিত হনুমানের পুনরায় সাক্ষাৎ, হনুমানের মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রত্যাগমন, সীতার সংবাদে বানরগণের আনন্দে মধুবন ভঙ্গ, রামচন্দ্রের নিকট হনুমান্-কর্ত্তৃক জানকীপ্রদত্ত অভি-জ্ঞানাদি দান।

লঙ্কাকাণ্ড—হনুমানের নিকট সীতার বিলাপ শুনিয়া রামচন্দ্রের বিলাপ, সেতুবন্ধনের জন্য রামের প্রতি সুগ্রীবের উপদেশ, বিভীষণের রাবণকে বুঝাই-বার চেষ্টা, রাবণের গর্ব্বোক্তি, বিভীষণের রাবণকে ত্যাগ এবং রামের নিকট আগমন, রাবণ-কর্ত্তৃক বানর সৈন্যগণের মধ্যে শুক নামে দূত প্রেরণ, রামের সেতুবন্ধন, শুকের মুক্তি ও রাবণ-সভায় যাত্রা, রাব-ণের পুনরায় চর প্রেরণ, রাবণ-কর্ত্তৃক সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন করায় সীতার বিলাপ, সরমা ও সীতার মধ্যে বার্ত্তালাপ, রাবণের প্রতি মাল্যবানের হিতোপদেশ, রামচন্দ্রের সুবেল পর্ব্বত হইতে লঙ্কা

দর্শন, রামের সসৈন্যে লঙ্কা বেষ্টন, যুদ্ধারম্ভ, ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রাম-লক্ষ্মণের বন্ধন, বানরসৈন্যের বিষাদ, লক্ষ্মণের অবস্থা দেখিয়া রামের বিলাপ, গরুড়স্পর্শে রাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্তি, ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন ও প্রহস্ত যুদ্ধে নিহত হইলে রাবণের যুদ্ধ, রাবণ পরাজিত হইলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা-ভঙ্গ, রাবণের প্রতি কুম্ভকর্ণের ভর্ৎসনা, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণের সুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কা প্রবেশকালে সুগ্রীব-কর্ত্তৃক তাহার নাসিকাচ্ছেদন, কুম্ভকর্ণের পুনরায় যুদ্ধযাত্রা, রাম-কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণ বধ, নরান্তক, দেবান্তক, মহোদর, ত্রিশিরা ও অতিকায় রাক্ষসগণের বধ, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধগমন ও জয়লাভ, হনুমানের ওষধিপর্ব্বত আনয়ন, বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কাদাহ, অকম্পন, নিকুম্ভ, মকরাক্ষ রাক্ষসগণের বধ, ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক মায়াসীতা বধ, নিকুম্ভিলা যজ্ঞের জন্য ইন্দ্র-জিতের লঙ্কাপুরী প্রবেশ, হনুমানের মুখে সীতাবধের কথা শুনিয়া রামের বিলাপ, লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ, রাবণের বিলাপ, রাবণ-কর্ত্তৃক লক্ষ্মণ শক্তিশেলে বিদ্ধ, হনুমান্-কর্ত্তৃক গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন এবং লক্ষ্মণের শেল মোচন, রাম রাবণে মহাযুদ্ধ, ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাম-কর্ত্তৃক রাবণ বধ, মন্দোদরীর বিলাপ, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, হনুমানের নিকট সীতার যুদ্ধজয়ের সংবাদ শ্রবণ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামের সীতাদেবীকে গ্রহণ, মহাদেব-কর্ত্তৃক আনীত দশরথের সহিত রামের কথোপকথন, দেবরাজ ইন্দ্রের অমৃত সিঞ্চনে বানরসৈন্যের পুনর্জীবন লাভ, পুষ্পকারোহণে রামের অযোধ্যা যাত্রা, ভরদ্বাজ ও গুহক প্রভৃতির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ।

উত্তরকাণ্ড—রামের রাজ্যাভিষেক, কুবেরের জন্ম, তপস্যা এবং লঙ্কায় বাস, অগস্ত্যমুনি-কর্ত্তৃক রাক্ষস-গণের উৎপত্তি বিবরণ, দেবগণের মহাদেবের নিকট গমন, মহাদেবের আদেশে দেবগণের বিষ্ণুসমীপে গমন, রাক্ষসগণের সুরলোকে যুদ্ধযাত্রা, সুমালী-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মাল্যবানের পাতালে পলায়ন, সুমালী-কন্যার বিশ্রবার নিকটে গমন এবং তদ্‌গর্ভে রাবণা-দির জন্ম, রাবণাদির তপস্যা, রাবণের লঙ্কাগ্রহণ ও রাজ্যাভিষেক, ইন্দ্রজিতের জন্ম, কুবেরের সহিত যুদ্ধের জন্য রাবণের গমন, কুবেরের পরাজয়, রাবণের প্রতি বেদবতীর অভিশাপ, নারদের উপদেশে যমের সহিত রাবণের যুদ্ধ, রাবণের বলীর নিকট গমন, রাবণের সূর্য্যলোকে জয়লাভ, মান্ধাতার সহিত সখ্য, পাতালে কপিল দর্শন, রাবণের লঙ্কায় প্রবেশ, পতিশোকসন্তপ্তা সূর্পনখার প্রতি দণ্ডকারণ্যে যাইবার আদেশ, মধু-দৈত্যের সহিত মৈত্রী, ইন্দ্রকে লইয়া ইন্দ্রজিতের লঙ্কায় প্রবেশ, ইন্দ্রের মুক্তি ও অহল্যার বৃত্তান্ত কথন, রাবণ ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের যুদ্ধাদি কথন, বালীর সহিত রাবণের মৈত্রী, হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত, বালী ও সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্ত, রাবণের শ্বেতদ্বীপে গমন, বানর ও রাক্ষসদিগের স্বস্থানে গমন, সীতা ও রামের অশোকবনবিহার বর্ণন, সীতার অপবাদ শুনিয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতাবর্জ্জনার্থ রামের আদেশ, বাল্মী-কির তপোবনে লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক সীতা বর্জ্জন, রামসমীপে লক্ষ্মণের আগমন, লক্ষ্মণকে রামের নিমি-বশিষ্ঠ-বৃত্তান্ত কথন, যযাতির উপাখ্যান, শত্রুঘ্নের প্রতি রামের লবণ বধার্থ আদেশ, বাল্মীকির আশ্রমে কুশ ও লবের জন্ম, মান্ধাতার উপাখ্যান, শত্রুঘ্ন-কর্ত্তৃক লবণ বধ ও মথুরারাজ্য স্থাপন, রাম-কর্ত্তৃক তপস্যারত শূদ্র শম্বুকের শিরশ্ছেদন, বৃত্রবধ ও ইন্দ্র অশ্বমেধ বর্ণন, রামের নৈমিষারণ্যে গমন, রামযজ্ঞে সশিষ্য বাল্মীকির আগমন এবং কুশীলবের রামায়ণ গান, রামসভায় সীতার আগমন ও সীতার পাতালপ্রবেশ, কৌশল্যাদির দেহত্যাগ, অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর রাজ্যাভিষেক, রামের নিকট তাপসরূপ কালের আগমন, দুর্ব্বাসার আগমন, রামের লক্ষ্মণবর্জ্জন, কুশীলবের অভিষেক, বানর, রাক্ষস ও পৌরাদির সহিত রামের সরযূ প্রবেশ, রামায়ণ-মাহাত্ম্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজের পঞ্চমবার বিদেশ যাত্রা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সম্প্রতি ১৪ই সেপ্টেম্বর সোমবার কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে Air India বিমানযোগে কানাডা যাত্রা করিলেন। তথা হইতে তিনি ক্রমশঃ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি পশ্চিমী মহাদেশগুলিতে ছয়মাসকাল শ্রীগৌরবাণী প্রচারান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আশা পোষণ করিয়া গিয়াছেন। তদ্দেশীয় ভক্ত-সজ্জনগণের পুনঃ পুনঃ সাদর আহ্বানই স্বামীজীর উৎসাহবর্দ্ধক ও বিবিধ ক্লেশ স্বীকার করতঃ যাত্রার কারণ।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬০ পৃষ্ঠার পর]

নন্দগ্রামনিবাস হইতে যাত্রা, গোকুল মহাবন মঠে রাত্রিতে অবস্থিতি—(৩ কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ২০ অক্টোবর, ১৯৮৪ শনিবার) পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ অদ্য প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় রিজার্ভ বাসযোগে যাত্রা করেন। পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় কোশীতে আসিয়া পৌঁছিলে ছোট স্রোতঃস্বিনী খালের পার্শ্বে পানীয় জলের কূপ, পাকা গৃহাদি ও বহু বৃহৎ বৃক্ষরাজি সুশোভিত স্থানে মধ্যাহ্নে ভোজনের ব্যবস্থার জন্য বাসনপত্র দ্রব্যাদি বাস হইতে নামান হয়। তৎপরে বাসে ভক্তগণ বড় বৈঠান, ছোট বৈঠান, চরণ-পাহাড়ী প্রভৃতি দর্শনে যান। দর্শনান্তে সকলে মাধ্যাহ্নিক ভোজনস্থানে কোশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রসাদ সেবনান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম গ্রহণের পর ভক্তগণ পুনরায় বাসযোগে যাত্রা করতঃ পথে সেরগড়, রামঘাট প্রভৃতি দর্শন করিয়া রাত্রি পৌনে ৮টায় গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-নিবাসস্থানে আসিয়া পৌঁছেন। কোশীতে স্রোতঃস্বিনীর ধারে বৃক্ষাদির ছায়ার নীচে প্রসাদ সেবনকালে ভক্তগণের মধ্যে অনেকেরই পূর্ব্বে পদব্রজে বনযাত্রা ও বন ভোজনের কথা স্মরণ হইল। সকলেরই তথায় প্রসাদ সেবন করিয়া তৃপ্তি হইয়াছিল।

উক্তদিবস নন্দগ্রাম হইতে যাত্রার প্রাক্কালে কলিকাতা নিবাসী পরিক্রমাকারী বৃদ্ধা মহিলা পাবন সরোবরের তটে স্বধামপ্রাপ্তা হন। সেই বৃদ্ধার কন্যাও সঙ্গে ছিলেন। মঠের পক্ষ হইতে শ্রীমদ্ কৃষ্ণরঞ্জন বনচারী ও অন্যান্য কতিপয় সেবকগণের সহায়তায় বৃদ্ধার শেষকৃত্য তথায় সম্পন্ন হয়। বহু পুণ্যফলেই ব্রজমণ্ডলে পাবন সরোবরের তটে প্রয়াণের সৌভাগ্য হয়।

বৈঠান গ্রাম (বড় বৈঠান, ছোট বৈঠান)—

"শ্রীপণ্ডিত শ্রীনিবাস নরোত্তমে কয়।
আগে এই দেখহ 'বৈঠান'-গ্রাম হয়॥
যবে যে করয়ে পরামর্শ গোপগণ।
এইখানে আসিয়া বৈসয়ে সর্ব্বজন॥
গোপগণ বৈসে—এই হেতু এ বৈঠান।
এবে লোকে কহে "ছোট" "বড়" দুই নাম॥
ব্রজবাসি স্নেহে বদ্ধ হৈয়া হর্ষমনে।
সনাতন গোস্বামী ছিলেন এইখানে॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।২৩৩৯-৪২

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে—বড় বৈঠানে শ্রীকৃষ্ণবলরামের বৈঠক গৃহ। ছোট বৈঠানে কুন্তল-কুণ্ড আছে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে সখাগণসহ কেশ বিন্যাস করেন।

চরণ-পাহাড়ী—বৈঠান গ্রামের নিকটেই চরণ-পাহাড়ী অবস্থিত।

"'চরণ-পাহাড়ী' এই পর্ব্বতের নাম।
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অনুপম॥
সখা-সুবেষ্টিত কৃষ্ণ চড়িয়া পর্ব্বতে।
গো-গণ চরয়ে দূরে দেখে চারিভিতে॥

ভুবনমোহনবেশে বংশী করে লৈয়া।
দাঁড়াইয়া বৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥
বংশীবাদ্যারম্ভমাত্রে জগত মাতিল।
যে যথা ছিলেন সবে ধাইয়া আসিল ॥
বংশীগান শ্রবণে স্থগিত সবে হৈলা।
তুলনা কি গানে ?—এই পর্ব্বত দ্রবিলা ॥
বংশীধ্বনি শুনিয়া যে আইল এথায়।
তা' সবার পদচিহ্ন দেখহ শিলায় ॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মচিহ্ন এ রহিল।
এই হেতু 'চরণপাহাড়ী' নাম হৈল ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৩৯১-৯৭

ভক্তবৃন্দ চরণ-পাহাড়ী দর্শনান্তে একটী বড় মন্দির ও কুণ্ডের নিকটে আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণনানুযায়ী কুণ্ডটি কৃষ্ণকুণ্ড এবং গ্রামটি হারোয়াল গ্রাম এইরূপ অনুমিত হয়। হারোয়াল গ্রাম নাম হওয়ার কারণ রাধারাণী কৃষ্ণকে পাশাখেলায় হারাইয়াছিলেন।

কোশী—'কোশী' শব্দের তাৎপর্য্য গুরুবর্গের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি। কঃ অসি=কোঽসি—তুমি কে ? কোশীতে আসিয়া নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক। স্বরূপনির্ণয়ে ভুল হইলে নিজ কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, স্বার্থ বিচারে ভুল হইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজপার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামীর মাধ্যমে এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও পরম যত্নের সহিত শ্রীসনাতন-শিক্ষা চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

"প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেইসব ॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর দ্বারা প্রশ্ন করাইয়া জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।' 'সম্বন্ধ তত্ত্ব জ্ঞান সম্যক্ না হইলে অভিধেয় সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারিত হয় না এবং অভিধেয়ের দ্বারা প্রাপ্য বস্তু সাধ্য-প্রয়োজন নির্দ্ধারিত হয় না।' নিঃশ্রেয়সার্থীর পক্ষে সম্বন্ধ-বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা অত্যাবশ্যক। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার মধ্যে মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী সদ্‌গুরুতে প্রপত্তির দ্বারা সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়ক জ্ঞান নিঃশ্রেয়সার্থী সাধক জানিয়া লইবেন।

সেরগড় (খেলনবন)—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ প্রকারের খেলার স্থান। খেলনবন চব্বিশ উপবনের মধ্যে অন্যতম।

'দেখহ 'খেলনবন'—এথা দুই ভাই।
সখাসহ খেলে—ভক্ষণের চেষ্টা নাই ॥
মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ-বলরাম।
এ খেলনবনের 'শ্রীখেলাতীর্থ' নাম ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৪৩৪-৩৫

রামঘাট—

'অহে শ্রীনিবাস ! এই 'রামঘাট' হয়।
এথা রাসলীলা করে রোহিণীতনয় ॥
যথা কৃষ্ণ প্রিয়া সহ কৈল রাসকেলি।
তথা হৈতে দূর—এ রামের রাসস্থলী ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৪৩৬-৩৭

'রামঘাট' খেলনবনের অন্তর্গত। ভক্তগণ রাম-ঘাটে প্রণাম করতঃ যমুনার জল মস্তকে ধারণ করিলেন। পাণ্ডাগণ খেলনবনে (সেরগড়ে) কয়েকটি পুরাতন মন্দির দর্শন করাইলেন।* (ক্রমশঃ)

* দাউজীর মন্দির, যমরাজের চরণ, রাধামদনমোহন, নন্দমহারাজ ও যশোদা, রাধাগোপীনাথ, রাধাবল্লভ, শ্রীবজ্রাঙ্গজী, শ্বেতশিবলিঙ্গ প্রভৃতি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪
২৭ কেশব, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ২ ডিসেম্বর ১৯৮৭ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬২ পৃষ্ঠার পর]

মহাপ্রভু বাগানের মালী-হিসাবে আমার ভোগের ফুলের তোড়া আমাকে যোগা'বেন। এই বুদ্ধি—ভোগবুদ্ধি ; ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর বস্তু। যাঁ'রা ইতর-ব্যোমের শব্দের বাহাদুরী ল'য়ে 'ভবানীভর্ত্তা' হ'বার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ কর্‌ছেন, তাঁ'দের 'বিরুদ্ধমতিকৃতদোষ' মহাপ্রভু দেখিয়েছেন। যে সকল ব্যক্তির সৌভাগ্য হয়, তাঁ'রাই এসকল কথা বুঝ্‌তে পারেন ; যা'রা ভাগ্যহীন, 'তা'রা কথা শ্রবণ কর্‌ছে' মনে কর্‌লে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শুন্‌লে না—বঞ্চিত হোলো। আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয় বস্তুর সেবা কর্‌বার জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তা' হলেই আমাদের কাণে কথা যা'বে—আমরা কথা শুন্‌তে পার্‌ব—ধর্‌তে পার্‌ব। যা'র যে অবস্থা, সে অবস্থা হ'তে উন্নত হ'তে হবে—ভাল হ'তে হবে—যমে ছাড়্‌বে না গায়ে বিষ্ঠা মাখ্‌লে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দৈবী মায়া ভগবদ্বিমুখতার রাজ্যে উপস্থিত করাচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাক্‌বে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ কর্‌বে। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শুন্‌ব,—নিষ্কপটে সাধুর সেবা না কর্‌ব, সেই সেই মুহূর্ত্তটুকুর সুযোগ পেয়েই মায়া আমাদিগকে গ্রাস কর্‌বে।

পশুর যে বৃত্তি, তা'র সঙ্গে যা'রা মানুষের বৃত্তিকে সমান মনে ক'রে চেতনতার বৃত্তিকে হারিয়ে ফেলেছে, তা'রা নির্গুণ হরিকথা শুন্‌তে পারে না। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য—কোথায় হরিকথা হচ্ছে—সত্যি সত্যি চেতন থেকে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হচ্ছে, সেইদিকে মনোযোগ রাখা। জগতে অনুস্বার-বিসর্গ নিয়ে মাথা ও জিহ্বার কসরৎ করার লক্ষ লক্ষ দল আছে ; পরব্যোম হ'তে আবির্ভূত চেতনময় শব্দের তাৎপর্য্য তা'দের উপলব্ধি হ'বে না, তা'রা হরিকথা বল্‌তে পারে না, তা'দের কথা গ্রামোফোনের গানের মত'। তা'রা বিষয়েই ডুবে যা'বে—সত্যের উপলব্ধি হ'বে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিচার করেন, আমাদের যেন বাস্তবিক মঙ্গল হয় এবং সে মঙ্গল হ'তে যেন কোনদিন বঞ্চিত হ'তে না হয়। জড়-

জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সেই সকল বস্তু তা'দের বিপরীত ধর্ম্ম উদয় করাবে—পাণ্ডিত্য, 'মূর্খতা' আন্‌বে—সুখ 'দুঃখ' আন্‌বে—দুঃখ 'সুখ' আন্‌বে ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তির পূর্ব্বে সদুদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কিছু-দিন পরে তা'র আবার অসদুদ্দেশ্য হলো কেন? সে নির্গুণ হরিকথায় সময় দেয় নাই, কিম্বা শুন্‌বার ছল ক'রে অন্যমনস্ক হয়েছে; সে আপাত-প্রয়োজনীয় সুখের চেষ্টা হ'তে বিরত হ'তে আদৌ চেষ্টা করেনি, অসৎ লোকের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়জ সুখের জন্য ব্যস্ত হয়েছে। ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি, তা'তে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, বল থাকুক্ আর না-ই থাকুক্, কিছুতেই অসুবিধা নাই। জীব যে নির্গুণবস্তু; জীব যখন নিজকে গুণবদ্ধবস্তু মনে করে, তখনই তার সগুণ জগতের প্রতি আসক্তি হয়।

ভগবানের দাস-সমূহ মানবগণের উপকারের জন্য ইহজগতে আগমন করেন। তাঁ'দের জগতের কোন কর্ত্তব্য নেই—এ জগতে আস্‌বার কোন আবশ্য-কতা নেই—জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়দের একমাত্র কর্ত্তব্য। ক্ষুধিতকে অন্নদান প্রভৃতি পণ্ডশ্রম হ'য়ে যায়, যদি মূল বিষয় হ'তে আমরা তফাৎ হই।

ভোগরাজ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবকে আকর্ষণ করছে, মায়া টোপ দেখিয়ে আমাদিগকে সর্ব্বদা বিদ্ধ করছে, স্ত্রী-হাতী দ্বারা বনের পুরুষ-হাতী বশ ক'রে শৃঙ্খলিত কর্‌বার মত মায়া যোষিৎসঙ্গাদির লোভ দেখিয়ে জীবকে সংসারে আবদ্ধ করছে। অসদ্‌বস্তুকে সত্য জ্ঞান ক'রে তা'তে উপকার হ'বে মনে ক'রে জীব দৌড়াচ্ছে। মায়া সুখটাকে রেখেছে মানুষকে বঞ্চনা কর্‌বার জন্য। জগতে যা কিছু আমার ভোগের চক্ষে সুন্দর—ভালো, সেগুলি সব বড়্‌শী। যে ভোগী হ'বে, সে বঞ্চিত হ'বে—বিদ্ধ হ'বে। খাবে দাবে নরকে যাবে—এই বুদ্ধি, বিচারসম্পন্ন মানবজাতিকে গ্রাস ক'রেছে—এর চেয়ে আর লজ্জার কথা কি!

এই বুদ্ধির হাত হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য Sugar coating দিয়ে Quinine খাওয়াবার ন্যায় গৌর-সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। ইতর-ব্যোমের অসৎশব্দ মানুষকে সর্ব্বদা ইতর বিষয়ে টেনে নিচ্ছে—এই শব্দটাই যত গোলমাল করছে। মানুষ এই শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে মৃগের ন্যায় মায়াবী ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হচ্ছে। তাই গৌরসুন্দর হরিকথার সঙ্গে তাল-মান-লয় সংযোগ ক'রে 'জিলেটিং' দিয়ে কুইনাইন খাওয়া-বার ব্যবস্থা করছেন। তৌর্য্যত্রিক—যাহা পাপের আকর—মহাপাপিষ্ঠদের কার্য্য; তাহা কামদেবের সেবায় নিযুক্ত না হ'লে বিষ উদ্‌গীরণ কর্‌বেই কর্‌বে।

যে সকল সাধু জীবগণকে বিপথগামী না করেন, সেই সকল সাধুর আদর নাই। হরিকথার নামে বর্ত্তমানকালে যাঁ'রা লোককে বিপথগামী করছেন, তাঁ'দের নিকট হ'তে বঞ্চিত হওয়াই বর্ত্তমানকালের একটা যুগধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁ'রা প্রকৃত সাধু—যাঁ'রা অসাধুকে ধোরে দিতে চাচ্ছেন, অসাধুগণ, কপটগণ, চোরগণ তা'দিগকে আবার উল্টো "ঐ চোর"—"ঐ অসাধু"—"ঐ ভণ্ড" ব'লে লোককে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের পালা'বার একটু ফাঁক খুঁজে নিচ্ছে। মায়া কিছুতেই মানুষকে নিষ্কপট হ'তে দেবে না—কতরকম ক'রে খাঁটি সাধুর কাছ থেকে দূরে রেখে দেবার কল-কৌশল সৃষ্টি করছে।

কুলিয়ায় রাসলীলার গান হচ্ছে—কত শ্রোতা! আর কীর্ত্তনীয়ারই বা কত তাল-মান ভাঁজার কসরৎ; কিন্তু বিদ্যাসুন্দর শুন্‌লে যে নরকের পথে ধাবিত হ'তে হয়, রাই-কানুর গান (?) শুনেও তাই হচ্ছে। এতে অদ্বিতীয় কামদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হচ্ছে না, সেখানে নিজেরাই কামদেব সাজ্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। রাই-কানুর গান এদের মুখ হ'তে বের হ'তে পারে না। কৃমি যেমন মানুষের সব রক্ত খেয়ে ফেলে—মানুষকে পুষ্ট হ'তে দেয় না, তেম্‌নি এদের যত চেষ্টা সব অমঙ্গলের পথে যাওয়ার সোপান মাত্র। যা'দের ইন্দ্রিয় জয় হয়নি, তা'রা কি ক'রে রাই-কানুর গান গাইতে বা শুন্‌তে পারে? মহাদেবের জন্য যে ব্যবস্থা, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর জন্যও কি সে ব্যবস্থা হ'তে পারে? এত লোক যে কালকূট-বিষ পান কর্‌তে ধাবিত হচ্ছে—'সুধা' মনে ক'রে গরলের ভাণ্ড বরণ ক'রে নিচ্ছে তখন আচার্য্যের

চীৎকার কি একবারও এদের কাণে যাবে না? সদ্‌বৈদ্য রোগীর মঙ্গলের জন্য বিনা দর্শনীতে প্রাণ-পণে চেষ্টা কর্‌ছেন, আর রোগিগণ সেই বৈদ্য-বিনাশ-কার্য্যে উঠে পড়ে লেগেছে! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌ছে! যে-শাখায় বসেছে, সেই শাখাই কাট্‌ছে! (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬৪ পৃষ্ঠার পর]

তত্র মাধুর্য্যমপি শ্রীকৃষ্ণাপ্রকটলীলায়াম্ [১১।৩১।৬]

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয়্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্ ॥৪১॥

[১১।৩১।৯-১০]

সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্।
গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ ॥
ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তে তু দৃষ্টাযোগগতিং হরেঃ।
বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা ॥৪২

গোপান্ কৃষ্ণঃ গোলোকং দর্শয়তি [১০।২৮।১৩-১৫, ১৭]

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥৪৩॥

ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম ॥৪৪॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥৪৫॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

মাধুর্য্যময় ভগবদ্ধামের সূচনা করিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ যে সময় অপ্রকট হইলেন, তখন সর্ব্বলোকের মনোহারী স্বতনু অর্থাৎ দ্বিভুজ সুন্দররূপ, যাহা ধারণা-ধ্যানের মঙ্গলময় আস্পদ, ক্ষুদ্র যোগীদের ন্যায় যোগাগ্নিতে দগ্ধ না করিয়াই যোগমায়াদ্বারা স্বীয় কৃষ্ণধামে প্রবেশ করিলেন। ৪১ ॥

সৌদামিনী আকাশে যেরূপ অভ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া যায়, তদ্রূপ সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি মর্ত্ত্যলোকের অলক্ষ্য গতিতে অপ্রকট হইতে লাগিল। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সেই কৃষ্ণ দেবতার মহাযোগ-গতি ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিস্মিত হইয়া প্রশংসা করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় লোকে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

এখন কৃষ্ণলোক-বর্ণন করিতেছেন। একদিন কৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন যে, আমার গোপসকল কেহ কেহ বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছে! লৌকিক লীলায় তাহারা জীবসকলের দুঃখ দেখিয়া কিছু ভগ্নমন হইতে পারে। এই লোকে জীবসকল অবিদ্যা কাম-কর্ম্মের দ্বারা স্বীয় গতি জানিতে না পারিয়া উচ্চ এবং নীচগতিতে ভ্রমণ করিতেছে, আমরাও কি সেই-রূপ এবম্বিধ তর্ক সাধনসিদ্ধ গোপদিগের মধ্যে হইতে পারি ॥ ৪৩ ॥

ভগবান্ এই চিন্তা করিয়া সাধনসিদ্ধ গোপদিগের প্রতি মহাকারুণিক হইয়া তাহাদিগকে মায়াপারে স্বলোক অর্থাৎ নিত্য গোলোক দেখাইয়াছিলেন ॥৪৪॥

সেই গোলোক কিরূপ তাহা বলিতেছেন,—সত্য-জ্ঞান অনন্তরূপ সনাতন ব্রহ্ম সেই ধামের জ্যোতিঃ-স্বরূপ। সত্ত্ব, রজঃ, তমোরূপ গুণ পরিহার করিয়া শুদ্ধপ্রেমী মুনিগণ সমাহিত হইয়া তাঁহার দর্শন পান; নির্গুণ চিন্তায় পরব্যোমগমনাদি জ্ঞানী যোগীদের সম্ভব কিন্তু নির্গুণ ভক্তিযোগে লিঙ্গশরীর ভঙ্গ করিয়া প্রেমযোগিগণ কেবল গোলোক প্রাপ্ত হন আর কেহ তাহা পান না। ইহাই সাধারণ পরব্যোম অপেক্ষা গোলোকের উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠতা ॥ ৪৫ ॥

নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।
কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥৪৬॥

তদবতারবিষয়াঃ। সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।৩।১]
জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥৪৭॥

[১।৩।৫-২৮]
এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতীর্য্যঙ্নরাদয়ঃ ॥৪৮॥
স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্ ॥ ৪৯ ॥

দ্বিতীয়স্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥৫০॥
তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ ॥৫১॥
তুর্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ ॥৫২॥
পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্ ॥৫৩॥
ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনুসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্ ॥৫৪॥

নন্দাদি নিত্যসিদ্ধ প্রেমময় গোপসকল গোলোক দর্শন করিয়া এবং কৃষ্ণকে ছন্দসকল স্তব করিতেছে দেখিয়া বিস্মিত এবং পরমানন্দে নির্বৃত হইলেন। নন্দাদির স্বরূপে গোলোকাগত নিত্যসিদ্ধ প্রেমময় গোপগণ এবং দ্রোণাদির উপকারের জন্য গোলোক প্রদর্শিত হইল। বস্তুতঃ গোকুল ও গোলোক একই তত্ত্ব। গোলোক গোকুলের বৈভব। সেই বৈভব গোকুলে যোগমায়াকর্ত্তৃক একটু আবৃত। সে তত্ত্ব আবৃত হয় না। দ্রষ্টা মায়াবদ্ধ জীবের চক্ষুই আবৃত হয় ॥ ৪৬ ॥

এখন ভগবদবতারগণের কথা বলিতেছেন। লোক সৃজন করিবার মানসে ভগবান্ মহদাদি সংযুক্ত হইয়া ষোড়শ-কলা-বিশিষ্ট পৌরুষরূপ ধারণ করিলেন। সেই পুরুষ বিষ্ণু; তাঁহার তিনটী পৃথক্ পৃথক্ অবল অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদকশায়ী—এই তিনটী পুরুষাবতার। নানাবতারের নিধানরূপ অব্যয় বীজ বিষ্ণু, যাঁহার অংশ ও কলাতে দেব-তির্য্যক্-নরাবতারাদি হন ॥৪৭-৪৮॥

সেই পুরুষ প্রথমে কৌমাররূপে অবতার হইলেন। ব্রাহ্মণ হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য আচার করিয়াছিলেন। পৃথিবী রসাতলগত হয়; তাহাকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে যজ্ঞেশ শৌকরবপু ধারণ করেন ॥ ৫০ ॥

তৃতীয়ে দেবর্ষি নারদরূপ ঋষিসর্গ অবলম্বনপূর্ব্বক, কর্ম্ম হইতে নৈষ্কর্ম্ম্য শিক্ষা দেয়—এমত একটী সাত্বত তন্ত্র রচনা করেন। তাহাকে নারদপঞ্চরাত্র* বলে ॥ ৫১ ॥

চতুর্থ ধর্ম্মকলা-সর্গে নরনারায়ণ ঋষি হইয়া আত্মোপশম হয়, এরূপ দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। ॥ ৫২ ॥

পঞ্চমে সিদ্ধেশ্বর কপিল হইয়া কালবিপ্লুত সাংখ্যতত্ত্ব বিনির্ণয় করেন। আসুরিকে তাহা শিক্ষা দেন ॥ ৫৩ ॥

ষষ্ঠে অনুসূয়ার গর্ভে অত্রিপুত্র† হইয়া অলর্ক ও প্রহ্লাদাদিকে আন্বিক্ষিকী বিদ্যা বলিয়াছিলেন ॥৫৪॥

(ক্রমশঃ)

* পঞ্চরাত্র—১। বৈষয়িক-জ্ঞান, ২। যৌগিক-জ্ঞান, ৩। জন্ম-মরণ-জরাপহ-জ্ঞান, ৪। মুক্তিপ্রদ-জ্ঞান, ৫। কৃষ্ণভক্তিপ্রদ-জ্ঞান, এই পঞ্চপ্রকার জ্ঞান-সম্বলিত গ্রন্থ। রাত্র—জ্ঞান।

† অত্রিপুত্র—দত্তাত্রেয়। অত্রি—ন (নাই) ত্রি (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বন্ধন) যাহার।

বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হইতে পাওয়া যায়—ভক্তিই আত্মার নিত্যসিদ্ধবৃত্তি বা স্বভাব। শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন —"হে অর্জ্জুন, অনন্য ভক্তিদ্বারাই জীব আমাকে যথার্থরূপে জানিতে, দর্শন করিতে ও আমার লীলা-মাধুর্য্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।" (গীঃ ১১।৫৪ দ্রষ্টব্য) শ্রীগৌরপ্রিয়তম শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ এই ভক্তির সাধন, ভাব ও প্রেম—এই ত্রিবিধ অবস্থার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধনভক্তির সংজ্ঞা এই-রূপ ঃ—

(১) "কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥"
—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ ২য় শ্লোক

ভাবভক্তির সংজ্ঞা—

(২) শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥
—ঐ ৩য় লঃ ১ম শ্লোক

এবং প্রেমভক্তির সংজ্ঞা—

(৩) সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥
—ঐ ৪র্থ লঃ ১ম শ্লোক

অর্থাৎ (১) "সাধ্যভাবভক্তি যখন কৃতি (বা ইন্দ্রিয়)-সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধন-ভক্তি' বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই সাধ্যতা।"

(২) প্রেমসূর্য্যের কিরণস্থলীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব রূপ রুচি দ্বারা চিত্তকে যে তত্ত্ব মসৃণ করে, তাহাকেই 'ভাব' বলে।

(৩) যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতা দ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতসকল 'প্রেম' বলিয়া উক্তি করেন।"

—চৈঃ চঃ ২২শ ও ২৩শ পঃ অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাধনভক্তির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জানাইতেছেন—

"চিৎকণ জীবে স্বভাবতঃ চিৎসূর্য্য কৃষ্ণের যে আনন্দকণ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া তাহা ইহকালে লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকটন-যোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধবস্তুর সাধ্য অবস্থা হইল। সেই সাধ্য ভাব রূপ ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহারই নাম 'সাধনভক্তি'। অনুকূলভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই সেই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। অন্যাভিলাষ ত্যাগ এবং জ্ঞানকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ছেদন-দ্বারা সেই স্বরূপলক্ষণ প্রেমধন উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও (শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের) সাধ্য নয়। কেবল-মাত্র শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তেই তাহার উদয় সম্ভব। অতএব শুদ্ধ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ক্রিয়াই প্রধা-নতঃ সাধনভক্তি।"

এই সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দুই প্রকার। যাঁহাদের শ্রীভগবানে রাগ অর্থাৎ অনুরাগ বা আসক্তির উদয় হয় নাই, এমতাবস্থায় শাস্ত্রের আদেশে যে ভজন-প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই 'বৈধী ভক্তি'। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করিয়া ম্রিয়মাণ পুরুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানমুখে বলিতে-ছেন—

তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥
—ভাঃ ২।১।৫

অর্থাৎ 'হে ভরতবংশাবতংস (মহারাজ পরী-ক্ষিৎ), যিনি সর্ব্বভয়নিবারক সর্ব্বানন্দময় পুরুষার্থ-লাভরূপ অভয় ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে সকল জীবের পরমাত্মা, অভয়প্রদাতা ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় এবং স্মরণীয়।"

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি শ্লোকে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-ভক্ত্যঙ্গা-নুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিতেছেন—

"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥"
—ভাঃ ২।২।৩৬

অর্থাৎ "অতএব হে রাজন্, (যাহা হইতে অন্য নির্ব্বিঘ্ন পথ আর নাই, সেই ভক্তিযোগ যাহা হইতে উদিত হয়,) মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বাত্মা দ্বারা সর্ব্বত্র এবং সকল সময় সেই হরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।"

শ্রীউগ্রশ্রবা সূত গোস্বামী ভার্গব শৌনকাদি ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥"
—ভাঃ ১।২।১৪

অর্থাৎ "(পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে—'হে শৌনকাদি ঋষিগণ, বর্ণাশ্রম বিভাগক্রমে মানবগণের উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ত্রিবর্গান্তর্গত স্বধর্ম্মের চরমফল শ্রীহরির সন্তোষ।') "সেই কারণে সর্ব্বক্ষণ একান্তভাবে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছাশূন্য হইয়া ভক্তজনপালক ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও পূজা করা কর্ত্তব্য।"

এইপ্রকারে সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতে উপরিউক্ত তিনটি শ্লোকেই ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-ভক্ত্যঙ্গের প্রাধান্য ত্রিসত্য করিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। আবার নিম্নোক্ত শ্লোকে কীর্ত্তনভক্ত্যঙ্গেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥"
—ভাঃ ২।১।১১

অর্থাৎ "হে রাজন্, যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্তভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম যোগিপুরুষ—সকলের পক্ষেই শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তন সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন (আমরা এস্থলে মূল সংস্কৃত টীকার মর্ম্মানুবাদ মাত্র প্রদান করিতেছি।)—

"যদি বল অত্র শাস্ত্রে ভক্তিকেই অভিধেয়রূপে জানা যায়, তত্রাপি ভক্ত্যঙ্গসকল মধ্যে মহারাজচক্রবর্ত্তিবৎ কি একটিকে মুখ্যরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে? তাহাতে বলা হইতেছে—নামানুকীর্ত্তনকেই মুখ্যরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে। সমস্ত ভক্ত্যঙ্গমধ্যে 'তস্মাদ্ভারত' শ্লোকে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই অঙ্গত্রয়কে মুখ্য বলা হইয়াছে। এই তিনটি অঙ্গমধ্যে আবার কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা, সেই কীর্ত্তনে আবার নাম-রূপ-গুণ-লীলাসম্বন্ধি কীর্ত্তনমধ্যে নামকীর্ত্তনেরই অধিকতর শ্রেষ্ঠতা। তন্মধ্যে আবার সেই নামের 'অনুকীর্ত্তন' অর্থাৎ স্বভক্তি অনুরূপ নামকীর্ত্তন বা 'অনু' বলিতে নিরন্তর কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণকর্ত্তৃকই নির্ণীত হইয়াছে, অধুনা কেবল আমা-কর্ত্তৃকই ইহা নির্ণীত হইল, তাহা নহে। সুতরাং এস্থলে ইহার 'প্রমাণ' সম্বন্ধে কোন প্রশ্নেরই অবকাশ হইতে পারে না, ইহাই ভাব। ইহা কীদৃশ? তাহাতে বলিতেছেন—'অকুতোভয়ম্'। দেশ-কাল-পাত্রোপকরণ-বিশুদ্ধি-অশুদ্ধিগত ভয়াভাবের কি কথা, ভগবৎসেবাদির কথা যাহারা সহ্যই করিতে পারে না, এমন যে ম্লেচ্ছগণও যাহা অস্বীকার করে না, ইহাই ভাব। আরও বিশেষ এই যে, সাধক ও সিদ্ধগণের পক্ষেও ইহা হইতে পরম অধিক শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই। এজন্য বলা হইতেছে—নির্ব্বিদ্যমানানাম্ অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বকাম হইতে নির্ব্বেদপ্রাপ্তগণের। ইচ্ছতাং অর্থাৎ তৎসমুদয়-কামিগণের। সুতরাং নির্ব্বিদ্যমান একান্তভক্তগণের, ইচ্ছতাং—স্বর্গ-মোক্ষাদি কামিগণের এবং আত্মারাম যোগিগণেরও ইহাই যথাযোগ্য সাধন ও সাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, ইহাই ভাব।"

এইরূপে নিরন্তর নামকীর্ত্তনকেই অভিধেয় ভক্ত্যঙ্গসকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ বলা হইতেছে।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদও তাঁহার 'ভাবার্থদীপিকা' নাম্নী টীকায় লিখিতেছেন—

"সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমন্যৎ শ্রেয়োঽস্তীত্যাহ এতদিতি। ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎফলসাধনমেতদেব, নির্ব্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনমেতদেব, যোগিনাং জ্ঞানিনাং ফলঞ্চৈতদেব নির্ণীতং নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥"

অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধগণেরও ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন শ্রেয়ঃ নাই। কামী, মোক্ষসাধনেচ্ছু

মুমুক্ষু, যোগী, জ্ঞানী—সকলেরই পক্ষে শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তনই চরমফল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ইহার আর প্রমাণ বলিতে হইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাই বলিয়াছেন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৭০-৭১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদপ্রবর শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এবং তদনুগবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে অনন্ত অঙ্গবিশিষ্ট বৈধীভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গের কথা বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥" এই পাঁচটি অঙ্গকে 'সকল সাধনশ্রেষ্ঠ' বলিয়া ইঁহাদের 'অল্পসঙ্গ-প্রভাবে' অর্থাৎ আংশিক অনুষ্ঠানপ্রভাবেই কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয়, ইহা জানাইয়াছেন—"সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্পসঙ্গ ॥" তবে—"এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ। 'নিষ্ঠা' হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥" 'নিষ্ঠা' শব্দটিই বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। "ভজনানুষ্ঠান-ফলে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হইলেই নিষ্ঠার উদয় হয়; নিষ্ঠা হইতে প্রেম জাত হয়।" (অনুভাষ্য) 'নিষ্ঠা' বলিতে 'অবিক্ষেপেণ সাতত্যম্'—অর্থাৎ চিত্ত-বিক্ষেপরহিত যে নৈরন্তর্য্য, তাহাই নিষ্ঠাভক্তির লক্ষণ। এই নৈষ্ঠিকী বা নিশ্চলা ভক্তির উদয়েই রজস্তমো-গুণোত্থ কামাদি বাসনারূপ ভজনবিঘ্ন অভদ্র বা অমঙ্গলসমূহে অভিভূত না হইয়া মন শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানে আসক্ত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে। ভগবদ্-ভজনপ্রভাবে প্রশান্তচিত্ত অতএব কামাদিবাসনাশূন্য সাধকের ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান বা ভগবৎসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত লাভ হয়। শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গই কিন্তু নিখিল ভক্ত্যঙ্গের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত। 'মহৎ সাধু-গণের একমাত্র বন্ধু কৃষ্ণ'। মহৎসঙ্গে পরমপাবন কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে সম্মুখরিত শ্রীনাম কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করতঃ অন্তর্যামী চৈত্যগুরুরূপে জীবের যাবতীয় পাপবাসনা সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন। ভক্তভাগবত বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা করিতে করিতে তন্মুখে গ্রন্থভাগবত শ্রবণ-ফলে জীব-হৃদয়ের নামাপরাধ-লক্ষণাত্মক যাবতীয় কামাদি কষায় বিনষ্টপ্রায় হইলে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে অচলা ও বিক্ষেপরহিতা ভক্তির উদয় হয়। উহাকেই নৈষ্ঠিকী ভক্তি বলে। উহার উদয়েই চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বে স্থিত হইয়া প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করে ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়।

—ভাঃ ১।২।১৭-২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া জীবের কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায় দেখিয়া পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বেদপুরাণাদি শাস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সেই শাস্ত্রসম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রদানার্থ তিনিই আবার মহান্ত গুরুরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। সেই গুরুপদিষ্ট শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান প্রদানার্থ তিনিই আবার অন্তর্যামী গুরু বা চৈত্যগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করতঃ ঐ মহান্তগুরু-রূপে ব্যাখ্যাত শাস্ত্রার্থ বুঝিবার শুদ্ধ বিবেক প্রদান করেন। তখন গুরুকৃপায় জীব বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণই আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস, একমাত্র তিনিই আমার ত্রাণকর্ত্তা—

'মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥
'শাস্ত্র-গুরু-আত্ম'রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১২২-১২৩

এইরূপ সাধু-গুরু-কৃপায় শাস্ত্রাদি হইতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ক্রমে যে ভক্তি লভ্য হয়, তাহাই বৈধী ভক্তি। এই ভক্তিমার্গে সাধনফলে যে প্রেমোদয় হয়, তাহা ব্রজভাব-গত প্রেম নহে, ঐ প্রেমসাধারণ্যে সুদুর্ল্লভ ব্রজভাব পাওয়া যায় না।

ব্রজবাসী ভক্তগণের যে রাগাত্মিকা বা রাগস্বরূপা ভক্তি, তাহাই মুখ্যা, সেরূপ ভক্তি আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। ব্রজবাসীর সেই রাগস্বরূপা ভক্তির অনুগতা হইয়া যে ভক্তি বিরাজমানা, তাহাই রাগা-নুগা ভক্তি। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তি-

রসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ সাধনভক্তিলহরীর ২৭২ সংখ্যক শ্লোকে সেই রাগাত্মিকা ভক্তির সংজ্ঞা এইরূপ জানাইয়াছেন ঃ—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্‌ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ।।"

অর্থাৎ ইষ্টবস্তুতে স্বীয় সিদ্ধরসোপযোগিনী স্বাভাবিকী গাঢ়তৃষ্ণাময়ী যে পরমাবিষ্টতা অর্থাৎ তদভিনিবেশময়ী সেবনপ্রবৃত্তি, তাহারই নাম 'রাগ'। কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (তদ্রূপ রাগময়ী) হইলে 'রাগাত্মিকা' নামে উক্ত হন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিতেছেন—

ইষ্টে 'গাঢ়তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ-লক্ষণ-কথন ।।১৪৬
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ।। ১৪৭
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ।।১৪৮

* * * *

বাহ্য, অভ্যন্তর—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ।। ১৫১
'মনে' নিজসিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ।। ১৫২
'সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ।।'১৫৩

[অর্থাৎ "রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)]

'নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ।।' ১৫৪
'কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদবাসং ব্রজে সদা ।।' ১৫৫

[অর্থাৎ 'কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজনির্ব্বাচিত প্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন। শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে মনে মনেও ব্রজবাস করিবেন।' —অঃ প্রঃ ভাঃ]

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৪৫-১৫৫ দ্রষ্টব্য

অর্থাৎ অভীষ্টবস্তুতে গভীর তৃষ্ণারূপ রাগই রাগের স্বরূপ অর্থাৎ মুখ্যলক্ষণ। কার্য্য-দ্বারা জ্ঞানকেই তটস্থ লক্ষণ বলে। এস্থলে 'আবিষ্টতা'ই তটস্থ লক্ষণ।

১৪৮ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিতেছেন—

"ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইয়া তদ্ভাবেচ্ছানুগমনেই রাগানুগ ভক্তগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। জাতরুচি ভক্তগণ স্বভাবক্রমেই শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্য ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিতে আসিলে তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি কুপথাশ্রিত সম্প্রদায় বাস্তবিক অজাতরুচি হইয়া রাগানুগাভিমানে ভক্তিগ্রন্থের আলোচনা ও শ্রীরূপানুগ পথ পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ স্ত্রীলম্পট ও মূর্খজনোচিত প্রাকৃতরুচির পোষণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। তাহারা বঞ্চিত ও দুর্ভাগা।"

বস্তুতঃ "ব্রজবাসিগণের ভাবাদি মাধুর্য্যশ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাহাই রাগানুগা ভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তি-লক্ষণ নয়।" —ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরী ২৯২ শ্লোক—অঃ প্রঃ ভাঃ

১৫৪ সংখ্যক পয়ারের অর্থ এই যে,—

"ব্রজবাসিভক্তগণই কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে যিনি যে ব্রজভক্তের মাধুর্য্যে (আকৃষ্ট হইয়া) লোভপূর্ব্বক তদনুগমনে অভীষ্ট সেবা মনে করেন, তিনি তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্মনা হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন।" —অঃ প্রঃ ভাঃ

স্বয়ং শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ রাগানুগ ভক্তগণকে প্রণাম জানাইতেছেন—

"পতি-পুত্র-সুহৃদ্-ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ।।"
—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে ৩০৮ শ্লোক

[অর্থাৎ "পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা, মিত্র ইত্যাদিরূপে হরিকে সর্ব্বদা উদ্যোগী হইয়া যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে বারবার নমস্কার।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিতেছেন—

"এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয় 'প্রীতি' ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫৮-১৫৯

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই—শ্রীরায় রামানন্দ 'প্রেমভক্তি—সর্ব্বসাধ্যসার' বলিয়া তৎকৃত নিম্নোক্ত দুইটি শ্লোক কহিলেন—

(১) "নানোপচার-কৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে ॥"

(২) "কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈ র্ন লভ্যতে ॥"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে উহার অর্থ ও তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিতেছেন—

(১) 'যেমত জঠরে যে পর্য্যন্ত তীব্র ক্ষুধাপিপাসা থাকে, ততক্ষণই ভক্ষ্য-পেয় বস্তুসকল সুখদায়ক হয়, সেইরূপ আর্ত্তবন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও তাহা প্রেমযুক্ত হইলেই ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে গলিত হয়।'

(২) 'কোটিজন্মকৃত সুকৃতিদ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটি মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত মতি যাঁহা হইতেই পাও ক্রয় করিয়া ফেল।'

"উক্ত দুইটি কবিতার মধ্যে **প্রথমটি শ্রদ্ধামূলক বৈধভক্তির** সূচনা করিতেছে। **দ্বিতীয়টি লোভমূলক রাগানুগাভক্তির** সূচনা করিতেছে। ইহার পরে এই রাগানুগাভক্তি অবলম্বন করিয়াই রায় রামানন্দের কথিত বচনগুলি ব্যবহৃত হইবে, অর্থাৎ এখন হইতে তিনি রাগভক্তিসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতেছেন এবং বৈধীভক্তির কথা পরিত্যাগ করিলেন।"

—চৈঃ চঃ ম ৮।৬৯-৭০ অঃ প্রঃ ভাঃ

সুতরাং ইষ্টবিষয়ে স্বারসিকী বা স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ, কৃষ্ণভক্তি সেইরূপ রাগময়ী বা স্বাভাবিকী প্রেমময়ী তৃষ্ণাবিশিষ্টা হইলেই তাহা রাগাত্মিকা ভক্তি নাম ধারণ করে। ব্রজবাসিগণই এইরূপ স্বভাবসিদ্ধা ভক্তির অধিকারী। ইহার অনুগতা ভক্তিই রাগানুগাভক্তি। যে ব্যক্তির এরূপ রাগ উদিত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রবিধিই ভক্তির প্রবর্ত্তক। বৈধী শ্রদ্ধাই এই বৈধীভক্তির অধিকার জন্মায়। লোভময়ী শ্রদ্ধাই রাগানুগা ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে। ব্রজবাসীর শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য যিনি লুব্ধ হন, তিনিই উক্ত রাগানুগাভক্তির অধিকারী হন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য বুদ্ধি যাহা অপেক্ষা করে, তাহাই তল্লোভোৎপত্তির লক্ষণ। বৈধভক্ত্যধিকারী কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি—শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা করে, কিন্তু রাগানুগামার্গে বুদ্ধি শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা করে না, কেবল সেই সেই ব্রজবাসীদিগের ভাবের প্রতি যে লোভ, তাহাকেই অপেক্ষা করে।"

সুতরাং "রাগানুগাভক্তিতে লোভ বা রুচিই একমাত্র সদ্ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। যাঁহার হৃদয় নির্গুণ, তাঁহারই ব্রজজনের আনুগত্যে রুচি জন্মে।"

অতএব এই লোভ অতীব দুর্ল্লভ বস্তু। কামাদি কলুষিতহৃদয় ব্যক্তির কৃত্রিম ভাবে লোভ বা রুচি প্রদর্শন-দ্বারা রাগানুগাভক্তির যজনযাজনাভিনয় অত্যন্ত গর্হণীয়। বিধিমার্গে বিধিভক্তিতে ব্রজভাব পাওয়া যায় না, ঐ বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে প্রেম শিথিল হয় অর্থাৎ প্রেমের গাঢ়তা থাকে না, শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র এজন্য 'ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত' বলিয়া বিধিভক্তির অতীত রাগমার্গীয় প্রেমভক্তি প্রচারার্থ কলিযুগারম্ভে আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া কলিযুগপাবনাবতারী গৌরহরিরূপে আবির্ভূত হইলেন এবং কলিযুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তনকে ব্রজের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গার (বা মধুর) রসের সহিত প্রদান করতঃ সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইবার সঙ্কল্প করিলেন—

'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নামসংকীর্ত্তন।
চারি ভাবভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন ॥'

—চৈঃ চঃ আ ৩।১৯

শ্রীমন্মহাপ্রভু অনর্পিতচরী অদত্তপূর্ব্বা) উন্নত

অর্থাৎ সম্বর্দ্ধিত উজ্জ্বলরস অর্থাৎ শৃঙ্গাররস আছে যাহাতে এমন যে স্বভক্তি-সম্পত্তি অর্থাৎ নিজপ্রেম-শোভা দান করিবার জন্য কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া নামসংকীর্ত্তনকেই তাহার প্রধান সাধনরূপে বিচার করিলেন। গম্ভীরার নিভৃতকক্ষে মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদপ্রবর স্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দাতিশয্যে কহিতে লাগিলেন—

"(হর্ষে প্রভু কহেন,—) শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
(কৃষ্ণবর্ণং ইত্যাদি—)॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
(চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ইত্যাদি—)॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥"

সুতরাং এই নামসংকীর্ত্তনই অপ্রাকৃত লৌল্যরূপ মূল্য সংগ্রহ করাইয়া কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি—ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণসেবারসভাবনাময়ী বুদ্ধি ক্রয় করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিবেন—ব্রজের রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার দিয়া রাগভক্তিলভ্য সর্ব্বব্রজরস-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নামে যে সর্ব্বশক্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। নিরপরাধে সেই নাম লইতে পারিলে নাম 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' ন্যায়ে ব্রজের সকল রস-মাধুরী আস্বাদনেরই সৌভাগ্য প্রদান করিবেন। বিশেষতঃ নামী অপেক্ষাও নামের করুণা যে অঘটন-ঘটনপটীয়সী—সর্ব্বশুভদায়িনী, নাম 'ঈষৎ বিকশি' পুন দেখায় নিজরূপগুণ চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ। পূর্ণ বিকশিত হঞা ব্রজে মোরে যায় লঞা দেখায় নিজস্বরূপবিলাস॥" কৃপাময় নামের তদাশ্রিত নিষ্কপট ভক্তপ্রতি অদেয় কিছু নাই—নামই সাধন, নামই সাধ্যরূপে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ প্রণীত একাদশ শ্লোকাত্মক 'উপদেশামৃত' গ্রন্থের ৭ম ও ৮ম শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য। সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-চরিতাদি সুমিষ্ট মিশ্রিতুল্য হইলেও তাহা অবিদ্যা অর্থাৎ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা রূপ পিত্ত-দ্বারা প্রপীড়িত জিহ্বায় রুচিপ্রদ হয় না। কিন্তু সেই কৃষ্ণনাম-চরিতাদিরূপ মিশ্রি যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর সেবন করা যায়, তাহা হইলে নামমিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়-ভোগব্যাধিও উপশম হয়। এস্থলে কৃষ্ণনামাদিকে মিশ্রির সহিত ও অবিদ্যাকে পিত্তের সহিত উপমা দেওয়া হইতেছে। পিত্তপ্রপীড়িত রসনায় প্রথম প্রথম মিশ্রি অত্যন্ত বিস্বাদ লাগে বলিয়া মিশ্রিখণ্ড না ফেলিয়া দিয়া যদি চোষা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ পিত্তদোষদুষ্ট জিহ্বার তিক্তাস্বাদ কমিয়া গিয়া মিশ্রি-খণ্ডের প্রকৃত স্বাদুত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়। ঐ মিশ্রি আবার পিত্তরোগের ঔষধস্বরূপও বটে। তাই "প্রতিদিন যদি আদর করিয়া সে নাম কীর্ত্তন করি। সিতপল যেন নাশি' রোগমূল ক্রমে স্বাদু হয় হরি॥" —ইহাই মহোপদেশ।

অষ্টম শ্লোকে বলা হইতেছে, ঐ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি আবার নিবৃত্তানর্থ সাধকের রাগাধিকারপ্রদ—

"তন্নামরূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥"

অর্থাৎ "ক্রমপন্থানুসারে কৃষ্ণভিন্ন অন্য রুচিপর রসনাকে এবং কৃষ্ণভিন্ন অন্য চিন্তাপর মনকে সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলার সম্যক্ কীর্ত্তনে এবং অনুক্ষণ স্মরণাদিতে নিযুক্ত করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাসপূর্ব্বক ব্রজবাসিজনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে, ইহাই সমস্ত উপদেশের সার।"

ঐ শ্লোকে 'অজাতরুচি সাধককে অন্যরুচিপর রসনা ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রমপন্থানুসারে কৃষ্ণ-

নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাস করতঃ ব্রজবাসি-জনের অনুগমনপূর্ব্বক নিখিলকাল যাপন করিবে'—ইহাকেই সকল উপদেশের সার বলা হইয়াছে। ইহাতে আদৌ রসনাদ্বারা কীর্ত্তন, পশ্চাৎ সেই কীর্ত্তন-প্রভাবান্বিত মনের দ্বারা স্মরণ, এইরূপ ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে—"কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে"।

ঐরূপ ক্রমানুসরণে জাতরুচি-ক্রমেই ব্রজবাসাধিকার ও ব্রজজনানুগত্যে নিখিলকাল যাপনের সৌভাগ্য হয়। ব্রজবাসীর অপ্রাকৃত রাগাত্মিকা বা রাগময়ী ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া কোন ভাগ্যবান্ সাধকের তাহাতে নিষ্কপট লোভোদয় হয়। এই লোভ বা লৌল্যই একমাত্র রাগভক্তি-জন্মমূল। এই লোভোদয়েই বাহ্যে সাধকদেহে শ্রবণকীর্ত্তন অনুশীলন এবং মনে সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া দিবারাত্র নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ব্রজজনানুগমনে নিজভাবানুরূপ কৃষ্ণ-সেবা সম্পাদন চলিতে থাকে। শান্তরসে গো-বেত্র-বিষাণ-কদম্বাদি; সখ্যরসে বলদেব, শ্রীদাম, সুদামাদি; বাৎসল্যরসে নন্দ-যশোদাদি; মধুররসে রাধিকা, ললিতাদি ব্রজবাসী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে মানস-সেবনাদিই উপদেশ-সার।" —শ্রীল প্রভুপাদের অনুবৃত্তি দ্রষ্টব্য।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৩৬)

শ্রীগদাধর দাস

রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশ্যো-গদাধরঃ ॥
পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেব প্রিয়াগ্রণীঃ।
সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরং ॥
—গৌঃ গঃ ১৫৪-১৫৫

'পূর্ব্বকালে যিনি শ্রীরাধিকার ভূষণস্বরূপা চন্দ্রকান্তি ছিলেন, তিনি এক্ষণে গৌরাঙ্গের নিকটে দাসবংশ গদাধর।

ব্রজে যিনি বলরামের প্রিয়তমা পূর্ণানন্দা ছিলেন, তিনি কার্য্যবশতঃ গদাধরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দাস গদাধরের স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—'ইনি শ্রীরাধার কান্তি; শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী যেমন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীরূপা, শ্রীল গদাধর দাসও তেমনি শ্রীমতীর অঙ্গশোভা। রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত গৌরের তিনি দ্যুতিস্বরূপ। গৌরগণোদ্দেশে তিনি বৃষভানুনন্দিনীর বিভূতিরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তিনি গৌর ও নিত্যানন্দ উভয়ের গণেই গণিত হন। গৌরগণ ব্রজের মধুর রসের রসিক, নিত্যানন্দগণ—শুদ্ধভক্তি-প্রধান সখ্যাদি রসের রসিক। শ্রীদাস গদাধর নিত্যানন্দগণ হইলেও সখ্যভাবময় গোপাল নহেন; তিনি মধুর রসিক ছিলেন। কাটোয়ায় তাঁহার গৌরার্চ্চা ছিল।'

কলিকাতা হইতে চার ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী-তীরে এড়িয়াদহ গ্রামে ইঁহার শ্রীপাট। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় চলিয়া আসেন। কাটোয়া হইতে ক্রমশঃ তিনি এড়িয়াদহ গ্রামে* আসিয়া বাস করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে, গদাধর দাস নবদ্বীপে অবস্থানকালে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; তাঁহারা অন্তর্ধান করিলে তিনি কাটোয়ায় যাইয়া গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে কাটোয়ায় মহাপ্রভুর বাটী বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ তাহা গদাধর দাসেরই দেবালয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন এইরূপ আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে সময়ে

* এড়িয়াদহগ্রাম—২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত। কলিকাতা হইতে ৮ মাইল উত্তরে, ভাগীরথী তটে।

গৌড়দেশে আসিয়া শান্তিপুরে কুমারহট্টে ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া পাণিহাটীতে রাঘব-ভবনে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে গদাধর দাসের সহিত মহাপ্রভুর মিলন হইয়াছিল। মহাপ্রভু স্নেহাবিষ্ট হইয়া গদাধর দাসের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করিয়াছিলেন ঃ—

"রাঘব-মন্দিরে শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধর দাস ধাই' আইলা সত্বর ॥
প্রভুর পরম প্রিয়—গদাধর দাস।
ভক্তিসুখে পূর্ণ যাঁর বিগ্রহ প্রকাশ ॥
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তা'ন শিরে ॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৫।৯২-৯৪

যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে নীলাচল হইতে গৌড়দেশে প্রেম বিতরণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ বৈদ্য, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বরী দাস, পুরন্দর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন। নীলাচল হইতে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত আসিবার কালে পথে নিত্যানন্দ-পার্ষদগণের বিভিন্ন প্রকার অত্যদ্ভুত ভাবাবেশ প্রকটিত হইয়াছিল। নিত্যসিদ্ধ ব্রজজন গদাধর দাসের অপ্রাকৃত রাধিকার ভাব। গদাধর দাস গোপীভাবে প্রমত্ত হইয়া 'দই চাই, দই' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে অট্টঅট্ট হাস্য করিয়াছিলেন। রামদাস (অভিরাম ঠাকুর) গোপালভাবে মাঝপথে ত্রিভঙ্গ হইয়া ৯ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া ছিলেন। কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বরী দাস গোপালভাবে 'হৈ হৈ' করিতেছিলেন। পুরন্দর পণ্ডিত গাছে উঠিয়া 'মুঞিই অঙ্গদ' বলিয়া লাফাইয়া পড়িলেন ঃ—

"হইলা রাধিকাভাব—গদাধর দাসে।
দধি কে কিনিবে? বলি' অট্ট অট্ট হাসে ॥
* * *
কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বরী দাস দুইজন।
গোপালভাবে 'হৈ হৈ' করে অনুক্ষণ ॥"

—চৈঃ ভাঃ ৫।২৩৮, ২৪০

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে আসিয়া গঙ্গার উভয় পার্শ্বের গ্রামে গ্রামে পর্য্যটনকালে একদিন গদাধর দাসের গৃহে আসিয়া দেখিলেন, গদাধর দাস গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া মস্তকে গঙ্গাজলের কলস লইয়া 'দুধ নেবেগো, দুধ' বলিয়া নিরন্তর ডাকিতেছেন। শ্রীগদাধরের ভাব দেখিয়া গদাধর-মন্দিরের বালগোপাল মূর্ত্তিকে বক্ষে ধারণ করতঃ নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন ঃ—

* "গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনাকে গোপী হেন বাসে ॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৫।৩৮১

শ্রীমাধবানন্দ ঘোষ গদাধর-মন্দিরে দানখণ্ডলীলা কীর্ত্তন করিলে নিত্যানন্দপ্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশ প্রকটিত হইল। এইজন্য গদাধরের মন্দির দানলীলা-ক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ। [দানখণ্ডলীলা—দানকেলিকৌমুদী বর্ণিত ব্যাপার বিষয়ক গান।] এঁড়িয়াদহ গ্রামে ধর্ম্মের বিরোধী, হরিসংকীর্ত্তনে বিদ্বেষযুক্ত একজন প্রবল পরাক্রমশালী কাজী বাস করিতেন। গদাধর দাস প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া রাত্রিতে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে উক্ত কাজীর গৃহে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন। কাজী তখন নিজগণসহ উপবিষ্ট ছিলেন। গদাধর দাস তথায় পৌঁছিয়াই কাজীকে হরিনাম করিবার জন্য আদেশ করিলেন। কাজী প্রথমে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেও গদাধর দাসের ভাব দেখিয়া পরে শান্ত হইলেন, তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গদাধর দাস তদুত্তরে বলিলেন—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু জগতে অবতীর্ণ হইয়া সকলকেই হরিনাম করাইলেন; কেবলমাত্র তুমিই হরিনাম কর নাই তাই তোমাকে হরিনাম করাইতে আসিয়াছি, হরিনাম করিলে তোমার সব পাপ দূর হইবে।' কাজী হিংস্রস্বভাববিশিষ্ট হইলেও হাসিয়া গদাধরকে বলিলেন—কাল আমি হরিনাম করিব। আজ তুমি ঘরে যাও।' তাহাতে গদাধর দাস আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন—'আর কালি কেনে। এই ত বলিলা হরি আপন বদনে ॥ আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ। যখন করিলা হরিনামের গ্রহণ ॥' —চৈঃ ভাঃ অ ৫।৪০৯-৪১০।

* 'শ্রীগদাধর দাস আপনার স্বরূপসিদ্ধিতে নিরন্তর বাস করিয়া বাহ্যে সখীর বেশ গ্রহণ করেন নাই। তিনিই সর্ব্বদা গোপীর ভাবে মগ্ন ছিলেন; বেশে কপটতা দেখান নাই।' —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

গদাধর দাস তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে দুর্দ্দান্ত কাজীকে উদ্ধার করিলেন। গদাধর দাসের কৃষ্ণাবেশের দ্বারাই এই অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হইয়াছে।

'হেনমত গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্যপার্ষদ মধ্যে যাঁহার গণনা ॥'
'প্রেমভক্তি রসময় গদাধর দাস।
যাঁ'র দর্শনমাত্র সর্ব্ব পাপ নাশ ॥'
—চৈঃ ভাঃ অ ৫।৪১৩, ৭২৭

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে গদাধর দাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'শ্রীরামদাস আর শ্রীগদাধর দাস।
চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে ॥'
—চৈঃ চঃ আ ১১।১৩-১৪

'গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈলা নিত্যানন্দ ॥'
—চৈঃ চঃ আ ১১।১৭

'নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥
রামদাস, গদাধর আদি কত জনে।
তোমার সহায় লাগি দিলুঁ তোমার সনে ॥'
—চৈঃ চঃ ম ১৫।৪২-৪৩

নিত্যানন্দপ্রভুর আদেশক্রমে যেকালে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাণিহাটী গ্রামে বৈষ্ণবসেবার জন্য চিড়া-দধি মহোৎসব করিয়াছিলেন, সেকালে গদাধর দাস তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীগদাধর দাসের শিষ্য, ইহা 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থদৃষ্টে জানা যায় ঃ—

"শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞবর।
যাঁর ইষ্টদেব—প্রভু দাস গদাধর ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ৯।৩৫২

কার্ত্তিকমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিবাসরে শ্রীগদাধর দাসের তিরোভাব হয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অধ্যক্ষতায় গদাধর দাসের তিরোভাব উপলক্ষে যে বিরাট্ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই উৎসবটি খেতুরী মহোৎসবের ন্যায় বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ ঃ—

"কি বলিব কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে।
মোর প্রভু অদর্শন হৈলা এইখানে ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ৯।৩৬২

কাটোয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটীতে কেশব ভারতীর সমাধির নিকটেই গদাধর দাসের সমাধিস্থান।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭৮ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধে শ্রীরামচন্দ্রের যে বংশবিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়—সূর্য্যবংশে রামচন্দ্রের আবির্ভাব। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু সূর্য্যবংশের আদি। ইক্ষ্বাকু হইতে ক্রমশঃ মান্ধাতা, ত্রিশঙ্কুপুত্র হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত, তৎপরে মহারাজ সগর—অসমঞ্জস—অংশুমান্—দিলীপ—ভগীরথ—তদ্‌বংশে অশ্মক—বালিক রাজা। পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণকালে স্ত্রীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বালিক রাজা পরশুরামের কোপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। এইজন্য ইঁহার নাম—'নারীকবচ'। ক্ষত্রবংশের মূল বলিয়া ইনি 'মূলক' নামে প্রসিদ্ধ। বালিকের বংশপরম্পরায় মহারাজ চক্রবর্ত্তী খট্বাঙ্গের আবির্ভাব হয়। খট্বাঙ্গ হইতে দীর্ঘবাহু—রঘু—অজ। অজের পুত্র মহারাজ দশরথ ঃ—

"খট্বাঙ্গাদ্দীর্ঘবাহুশ্চ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ।
অজস্ততো মহারাজস্তস্মাদ্দশরথোঽভবৎ ॥"
—ভাঃ ৯।১০।৯

দেবতাগণের প্রার্থনায় ভগবান্ শ্রীহরি স্বীয় অংশ অংশাংশের সহিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চতুর্মূর্ত্তিতে দশরথ মহারাজের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের বর্ণনানুযায়ী সুমন্ত্রের পরামর্শে তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া দশরথ মহারাজ উপরিউক্ত চতুর্মূর্ত্তি ভগবান্‌কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যজ্ঞাবশেষ চরু ভক্ষণ করিয়া প্রধানা মহিষী কৌশল্যাদেবী গর্ভবতী হইলে ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া পুনর্বসু নক্ষত্র কর্কট লগ্নে চৈত্রমাসের শুক্লা নবমীতিথিতে আবির্ভূত হইলেন। পুষ্যা নক্ষত্রে মীনলগ্নে কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং অশ্লেষা নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের আবির্ভাব হয়।

শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমলস্পর্শে পাষাণময়ী অহল্যা অভিশাপমুক্তা হইয়াছিলেন। মহর্ষি গৌতম অহল্যার পতি ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া অহল্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিলে গৌতম রুষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে ও অহল্যাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। গৌতমের অভিশাপে অহল্যা বহু বর্ষ নিরাহারে বাত ভক্ষণ করিয়া পাষাণের ন্যায় হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পদস্পর্শে বহুকাল পরে অভিশাপমুক্ত হইয়া নিজপতি গৌতমের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় নীতির মর্য্যাদাপ্রদান প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং লীলাটি অত্যন্ত করুণরসোদ্দীপক। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হইলে আমরা দুর্নীতি ও অধর্ম্ম হইতে রক্ষিত হইতে পারি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা শিক্ষা দিবার জন্য নিজে রামের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন এইভাবে—'রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।' ভগবান্ রামচন্দ্র গুরুগ্রহণের অত্যাবশ্যকতা ও গুরুসেবার আদর্শ, পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রাতার কর্ত্তব্য, স্ত্রীর কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম ও নীতিকে রক্ষার জন্য সুদুস্ত্যজ রাজ্যসম্পৎ ত্যাগ ও সর্ব্বোত্তমা স্ত্রীত্যাগ, সর্ব্ববিধ কষ্ট বরণপূর্ব্বক বনে প্রবিষ্ট হইয়া অনাহারে, অনিদ্রায় কালযাপন, অতিকোমলপদে কণ্টকাকীর্ণ বনপথে বিচরণ, ভক্তবাৎসল্যহেতু গুহক চণ্ডালের প্রতি কৃপা প্রদর্শন, শরণাগতের রক্ষকরূপে বিভীষণকে আশ্রয়দান*, স্ত্রৈণ পুরুষের কি প্রকার দুর্গতি হয় তাহা প্রদর্শন, বেষকেই যাহারা সাধু মনে করে তাহারা বঞ্চিত হইবে ও দুর্গতিপ্রাপ্ত হইবে তাহা প্রদর্শন, রাবণ কুম্ভকর্ণাদি রাক্ষস বধের দ্বারা জীবের অন্তঃকরণস্থ রাক্ষসবৃত্তির নাশ, প্রজারঞ্জনের জন্য এবং প্রজাগণের শিক্ষার জন্য নিজে কষ্টবরণ—সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও বনবাস, তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তির তপস্যা নিষিদ্ধ, কারণ তাহার দ্বারা জগতে অনর্থ উৎপন্ন হয় তাহা শিক্ষা দিবার জন্য তপস্যারত শূদ্র শম্বুককে বধ—এইসকল বহু শিক্ষণীয় বিষয় নিজে আচরণমুখে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধে শুকদেব গোস্বামী সংক্ষিপ্তভাবে ভগবান্ রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনে মুখ্য বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাগবতে তৎপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—রামচন্দ্রের লীলা বালগজের ন্যায় অতি অদ্ভুত। তিনি সীতার স্বয়ম্বরগৃহে বীরগণের মধ্যে তিনশত বাহকের দ্বারা আনীত অত্যন্ত গুরুভারযুক্ত শিবধনুকে অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়া জ্যা আরোপণপূর্ব্বক মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি রাজর্ষি জনকের হরধনু ভঙ্গ করিয়া তাঁহার অযোনিসম্ভবা কন্যা নিজানুরূপ গুণ ও স্বভাববিশিষ্টা লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবীকে স্বয়ম্বরে জয় করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাগমনকালে পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্যকারী পরশুরামের অতি বর্দ্ধিত দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। রামায়ণের বর্ণনানুযায়ী মিথিলায় সীতার সহিত রামের বিবাহকালে মহারাজ দশরথ পুত্র অমাত্য ঋষিবৃন্দসহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় লক্ষ্মণের সহিত মিথিলাধিপতি শীরধ্বজ জনকের কন্যা উর্ম্মিলার এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত কুশধ্বজের দুইকন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হয়। স্ত্রৈণ পুরুষের দুর্গতি কি প্রকার হয় তাহা দেখাইবার জন্য রামচন্দ্র

* [সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥ —রামায়ণে বিভীষণ রামচন্দ্রের নিকট আসিলে রামচন্দ্রের উক্তি। "আমার ব্রত এই যে, যদি কেহ প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রপন্ন হইয়া একবারও 'তোমার আমি' এই কথা বলিয়া আমার অভয় যাচঞা করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহা সর্ব্বদা দিয়া থাকি।"]

স্ত্রীর ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য সুবর্ণ হরিণের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন। রাবণ-প্রেরিত মারীচ সুবর্ণ হরিণরূপ ধারণ করিয়াছিল। রামচন্দ্রের অনুপস্থিতির সুযোগে রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিলে রামচন্দ্র প্রিয়ার বিরহে কাতর হইয়া স্ত্রীসঙ্গিগণের দুঃখময়ী গতি প্রখ্যাপন করতঃ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দীনবৎ বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত দাক্ষিণাত্যে রামভক্তের দৃষ্টান্ত আলোচনীয়। তমোগুণসম্পন্ন রাক্ষস রাবণ নির্গুণ পরব্রহ্ম রামচন্দ্রের নির্গুণাশক্তি সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে —রামায়ণে উল্লিখিত হওয়ায় রামভক্ত বিপ্র অত্যন্ত দুঃখী হইয়া আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাকে বুঝাইলেন—তামসিক রাবণ নির্গুণ সীতাদেবীকে আদৌ দেখেই নাই, তখন হরণ করিবে কি করিয়া! রাবণ মায়াসীতা বা ছায়াসীতা হরণ করিয়াছে। বেদব্যাসমুনি-রচিত কূর্ম্মপুরাণে মায়াসীতাহরণের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

রামলীলায় ভরতের চরিত্রের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য খ্যাপিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম রামচন্দ্রের সেবায় বাধা প্রদান করায় তিনি তাঁহার জননীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ["গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥" ভাঃ ৫।৫।১৮]* যখন রামচন্দ্র রাবণাদিকে নিধন করার পর বনবাসব্রত সমাপনান্তে পুষ্পক রথে সীতাদেবীকে লইয়া হনুমান্, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, প্রজাগণ ও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আনন্দিত হইলেও ভ্রাতা ভরতকে বল্কল পরিধানযুক্ত, গোমূত্র-সিদ্ধ যবান্ন ভোজন এবং কুশশায়ী ও জটাধারী অবস্থায় আছেন শুনিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে ভরত নিজমস্তকে রামচন্দ্রের পাদুকা ধারণপূর্ব্বক পুরজন অমাত্য পুরোহিত ও গীতবাদ্যাদিসহ নন্দীগ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া রামচন্দ্রের পাদপদ্মে নিপতিত হইয়াছিলেন। প্রেমে তাঁহার নয়ন আদ্রীভূত হইয়াছিল। ভরতের কি অদ্ভুত চরিত্র! এখনকার দিনের মানুষের পক্ষে এইরূপ আদর্শ বিষয়ে ধারণা অসম্ভব। বর্ত্তমানে শাসনবিভাগের ব্যক্তিগণ নিজেদের গদি-কর্ত্তৃত্ব রক্ষার জন্য যে কোন প্রকার গর্হিত কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হন না। গদির মোহ যেখানে বেশী, সেখানে সুশাসন হইতে পারে না। রামচন্দ্রের ও ভরতের চরিত্র হইতে শাসকগণের চরিত্র কি প্রকার হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে আমরা শিক্ষা লাভ করিতে পারি। দীর্ঘকাল পরে প্রজাগণ আপনাদের প্রিয় অধিপতি রামচন্দ্রকে দেখিয়া মাল্যবর্ষণ করিলেন ও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভরত পাদুকাদ্বয়, সুগ্রীব ও বিভীষণ দুইজন চামর ও উৎকৃষ্ট ব্যজন, হনুমান্ শ্বেতছত্র, শত্রুঘ্ন ধনুক ও তূণ, সীতাদেবী তীর্থোদক পূর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গদ খড়্গ এবং জাম্ববান সুবর্ণ কবচ ধারণ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র অযোধ্যায় আসিয়া গুপ্তবেশে ভ্রমণকালে কোন একজন প্রজার সীতাদেবীর চরিত্রের প্রতি কটাক্ষোক্তি শুনিতে পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সীতাদেবীকে গর্ভবতী অবস্থায় পরিত্যাগ করিলেন। প্রজাগণের শিক্ষার জন্য কি অদ্ভুত আদর্শ ও ত্যাগপ্রবৃত্তি!

ইতি লোকাদ্বহ্মুখাদ্দুরারাধ্যাদসংবিদঃ।
পত্যা ভীতেন সা ত্যক্তা প্রাপ্তা প্রাচেতসাশ্রমম্ ॥
—ভাঃ ৯।১১।১০

অজ্ঞ দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির নানা কথায় ভীত হইয়া পতি রামচন্দ্র গর্ভবতী পত্নী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিলেন। সীতাদেবী রাম-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বাল্মীকির আশ্রমে গমন করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এমন কি তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকেও বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক দূতরূপে প্রেরিত তাপসরূপধারী কাল 'কেহ যাহাতে শুনিতে না পায়' এই সর্ত্তে ব্রহ্মার বক্তব্য রামচন্দ্রকে জানাইতে স্বীকৃত

* বলি মহারাজ গুরু শুক্রাচার্য্যকে, বিভীষণ স্বজন রাবণকে, প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে, ভরত নিজমাতা কৈকেয়ীকে, খট্টাঙ্গরাজা দেবতাগণকে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণ স্বীয় পতি যাজ্ঞিকবিপ্রগণকে তাঁহাদের ভগবদ্বিমুখতার জন্য দুঃসঙ্গ বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

হইলে এবং কেহ তাঁহাদের গোপন কথাবার্ত্তা দেখিলে বা শুনিলে তিনি রামচন্দ্রের বধ্য হইবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে যখন কালের সহিত রামচন্দ্রের কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, রামচন্দ্রের নির্দ্দেশক্রমে লক্ষ্মণ দ্বার-রক্ষকরূপে ছিলেন। সেই সময় দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। তাঁহার ক্রোধমূর্ত্তি দেখিয়া লক্ষ্মণ ভীত হইয়া তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুমতি দিতে রামচন্দ্রের নিকট আদেশ লইতে গিয়াছিলেন। বশিষ্ঠের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীরামচন্দ্র নিজবাক্য রক্ষার জন্য প্রাণপ্রিয় লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলেন।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃবৎ পূজ্য ইহা প্রদর্শন এবং নিজ ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য লক্ষ্মণ সমস্ত সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনে বনে চৌদ্দ বৎসর থাকিয়া যে সেবা করিয়াছিলেন, তাহা আদর্শস্থানীয়। লক্ষ্মণের প্রতি বনবাসের আদেশ না থাকিলেও তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেবার জন্য পশ্চাতে চলিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে রাবণপুত্র ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎকে বিভীষণের সাহায্যে নিকুম্ভলাযজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইয়া বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর যিনি অনাহারে থাকিতে পারিবেন ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন, তিনিই ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন, এইরূপ বর ইন্দ্রজিৎ পাইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ চৌদ্দবৎসর বনবাসকালে আহার করেন নাই এবং তিনি জিতেন্দ্রিয়ের লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর নিকট সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিয়া সেবা করিলেও তিনি কখনও সীতাদেবীর পাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখেন নাই।

শ্রীরামশক্তি সীতাদেবীও শ্রীরামচন্দ্রের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও পতির সেবার জন্য সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া সতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতঃ পতির অনুগমন-আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর বিশুদ্ধ প্রেমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বশীভূত ছিলেন, কিন্তু প্রজারঞ্জনরূপ রাজার ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য নিজেকে কষ্ট প্রদান করিয়া নিজাভিন্নস্বরূপ সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা ও বনবাস বিধান দিয়াছিলেন। যে সময়ে বশিষ্ঠাদি মুনিগণের পৌরোহিত্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই সময় যিনি যজ্ঞ করিবেন তাঁহাকে প্রথমে সস্ত্রীক দীক্ষিত হইতে হয় এইরূপ নিয়ম থাকায় রামচন্দ্রকে পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্য প্রস্তাব প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু রামচন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া সীতার সুবর্ণ-প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া সস্ত্রীক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সীতার সর্ব্বোত্তম সতীত্ব ও বিশুদ্ধ প্রেমের ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আর কি হইতে পারে! তথাপি প্রজাগণের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য তিনি নৈমিষক্ষেত্রে গোমতি-তীরে অনুষ্ঠিত উক্ত যজ্ঞে ঋষি, মুনি, নৃপতি সকলকে, এমন কি বানরগণসহ সুগ্রীবকে, রাক্ষসগণসহ বিভীষণকে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকিও কুশ ও লবসহ উক্ত যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুশ ও লবের নিকট বাল্মীকি রচিত রামায়ণ গান শুনিয়া রামচন্দ্রের বিশ্বাস হইল ইহারা তাঁহার পুত্র। বাল্মীকি মুনির আজ্ঞাক্রমে দূতগণের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে সকলের সম্মুখে নিজপবিত্রতা প্রমাণের জন্য যজ্ঞস্থলীতে আনয়ন করিলেন। সীতাদেবী দেখিলেন দুইবার পরীক্ষাতেও সকলের সন্দেহ দূরীভূত হইতেছে না, এইবার তিনি রসাতলে প্রবিষ্ট হইবেন, এই সঙ্কল্প লইয়া যজ্ঞস্থলীতে আসিলেন এবং ধরিত্রীদেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—(১) "হে দেবি! যদি আমি রাঘব ছাড়া অন্য কাহাকেও মনে মনে চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি দুইভাগ হও, আমাকে আশ্রয় দাও; (২) যদি আমি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীরামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, রামভিন্ন আর কাহাকেও জানি না—এই কথা যদি সত্য হয়, হে দেবি! তুমি দুইভাগ হও, আমাকে আশ্রয় দাও।"

সকলে স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন—পৃথিবীর মধ্য হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। সীতাদেবী তাহাতে বসিলে উহা রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। সীতা রসাতলে প্রবিষ্ট হইলে সকলে 'ধন্য' 'ধন্য' এইরূপ উচ্চপ্রশংসা করিলেন, শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞের দণ্ডে ভর দিয়া অধোমুখে সীতার বিরহে বহুক্ষণ রোদন করিলেন।

রামায়ণে রামদাসগণের মধ্যে হনুমানের সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। হনুমানের ইষ্টনিষ্ঠা

আদর্শস্থানীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাপুষ্টির জন্য হনুমান্ মুরারি গুপ্তরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তের মাধ্যমে ইষ্টনিষ্ঠার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা সর্ব্বোত্তম বলিয়া বুঝাইলে মুরারি গুপ্ত কৃষ্ণের আরাধনা করিবেন বলিয়া মহাপ্রভুর নিকট বাক্য দিয়াও শেষ পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পতিত হইয়া ক্রন্দন করতঃ এইরূপ বলিয়াছিলেন—

'রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।*
কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথচরণ ছাড়ানো না যায়।
তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়॥
তা'তে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৫।১৪৯-১৫১

মহাপ্রভু মুরারিকে আশ্বস্ত ও প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন—

'এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈলুঁ বারে বারে॥
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরামকিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণকমল॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৫।১৫৫-১৫৬

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র নিজদাস হনুমানের মহিমা মহর্ষি অগস্ত্য মুনিকে বলিতে গিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—'বালী ও রাবণের বল অতুলনীয় হইলেও হনুমানের সমান নহে। শৌর্য্য, বীর্য্য, দক্ষতা, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি—হনুমান্ সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। সাগর লঙ্ঘন, সীতার সংবাদ আনয়ন, রাক্ষস বধ, লঙ্কাদাহ প্রভৃতি হনুমান্ একাকী করিয়াছে। যম, ইন্দ্র, কুবেরেরও এইরূপ কীর্ত্তি শুনা যায় না। হনুমানের বাহুবলেই আমি লঙ্কা জয়, সীতা উদ্ধার করিয়াছি এবং শক্তিশেলে পতিত লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভ দেখিয়াছি।'

এখানে যদি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—হনুমান্ এতই বলিষ্ঠ হইয়া থাকিলে বালী সুগ্রীবের বিরোধকালে তিনি বালীকে কেন বধ করিলেন না? তদুত্তরে অগস্ত্যমুনি বলিতেছেন—বায়ুর ঔরসে ও অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়। সন্তান প্রসব করার পর অঞ্জনা বনে ফল আনিতে গেলেন। শিশু হনুমান্ তখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ সূর্য্যকে দেখিয়া ফল মনে করিয়া খাইবার জন্য লাফ দিলেন। পুত্রকে সূর্য্যের তাপ হইতে রক্ষা করার জন্য বায়ু সুশীতল হইয়া বহিতে লাগিলেন। শিশু হনুমান্ সূর্য্যের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেও ইঁহার দ্বারা মহৎ কার্য্য হইবে চিন্তা করিয়া সূর্য্য তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না। সেইদিন আবার সূর্য্যকে রাহু গ্রাস করিতে গিয়াছিল। হনুমান্ রাহুকে দেখিয়া তাহাকে খাইতে গেলেন। রাহু ভয়ে পলায়ন করিয়া ইন্দ্রের নিকট পৌঁছিয়া অভিযোগ করিল—সে সূর্য্যকে গ্রাস করিতে গিয়াছিল, তখন দেখে আরেকজন রাহু তাহাকে আক্রমণ করিতেছে। ইন্দ্র রাহুকে আশ্বস্ত করিয়া তাহাকে অগ্রে পাঠাইয়া পরে নিজে ঐরাবতে চড়িয়া সূর্য্যের নিকট আসিলেন। হনুমান্ পুনরায় রাহুকে দেখিয়া ফল মনে করিয়া ধরিতে গেলে রাহু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র ঐরাবত লইয়া আসিলেন। ঐরাবতকে প্রকাণ্ড ফল মনে করিয়া হনুমান্ তাহাকেও ধরিতে গেলেন। ইন্দ্র তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বজ্রাঘাত করিলেন। হনুমান্ বামহনু ভগ্ন হওয়ায় পর্ব্বতে পতিত হইলেন। শিশুপুত্রের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া বায়ু পুত্রকে লইয়া গুহায় প্রবেশ করিলেন। বায়ুর অন্তর্ধানে সমস্ত প্রাণী নিঃশ্বাস প্রশ্বাস মলমূত্র বন্ধ হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়িল। দেবাসুর নিজেদের প্রাণরক্ষার জন্য ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা বায়ুর কোলে কাঞ্চনবর্ণ শিশুকে দেখিয়া করুণা ও স্নেহপরবশ হইয়া স্পর্শ করিলে হনুমান্ পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। বায়ু সন্তুষ্ট হইয়া বহিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন—এই শিশুর দ্বারা মহৎকার্য্য হইবে, তোমরা ইহাকে বর দাও। ইন্দ্র এইরূপ বর দিলেন—বজ্রাঘাতে হনু-

* শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

মানের মৃত্যু হইবে না ; বজ্রের দ্বারা হনু ভাঙ্গিয়াছি তজ্জন্য এর নাম হইবে হনুমান্। সূর্য্য তাঁহার তেজের শতভাগের একভাগ হনুমান্‌কে দিলেন এবং এইরূপ বর দিলেন—হনুমান্ শাস্ত্রজ্ঞানী ও বাগ্মী হইবে। বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি সকলেই হনুমান্‌কে বর দিলেন। ব্রহ্মা বায়ুকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—হনুমান্ মিত্রগণের অভয়প্রদ, অমিত্রগণের ভয়প্রদ, অজেয়, অব্যাহতগতি ও কীর্ত্তিমান্ হইবে। বরলাভে বলশালী হইয়া হনুমান্ শৈশবকালে চাঞ্চল্য-বশতঃ ঋষিগণের আশ্রমে উপদ্রব করিতে লাগিলেন। তখন ঋষিগণ তাঁহাকে সংযত করিবার জন্য এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, দীর্ঘকাল তিনি নিজের শক্তি নিজে জানিতে পারিবেন না, কেহ জানাইয়া দিলে তখন তিনি নিজের বল জানিতে পারিবেন। তারপর হইতে হনুমান্ শান্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে হনুমানের বিশেষ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত অঞ্চলে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রায় সকলেই হনুমানের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া হনুমানের আরাধনা করেন। তুলসীকৃত রামায়ণ হইতে তাঁহারা হনুমানের মহিমা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে যুগাবতার বর্ণন-প্রসঙ্গে কলিযুগের অবতারের কথা বিবৃত হইয়াছে ও তাহাতে কলিযুগের অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা বেদব্যাসমুনি দুইটি শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ দুইটি শ্লোক রামচন্দ্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইতে পারে ঃ—

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধি-পোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥"

—ভাঃ ১১।৫।৩৩

'হে প্রণতপালক ! হে মহাপুরুষ ! সর্ব্বদা ধ্যেয় (মায়ার) নির্য্যাতন-নাশন, অভীষ্টদাতা, সর্ব্বতীর্থের আধার, শিব-বিরিঞ্চিপূজিত, আশ্রয়স্বরূপ, সেবক-দুঃখহারী, সংসার-সমুদ্র-তারণ আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি।'

"ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥"

—ভাঃ ১১।৫।৩৪

'হে মহাপুরুষ ! ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ ! আপনি সুদুস্ত্যাজ্য, দেবতাগণের বাঞ্ছিত রাজ্যসম্পদ্ ও লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যের বাক্যরক্ষার জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন এবং নিজের প্রিয়ার বাঞ্ছাপূর্ত্তির জন্য মায়ামৃগের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, আমি আপনার চরণকমল বন্দনা করি।'

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং,
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশবধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

—শ্রীজয়দেবকৃত দশাবতারস্তোত্রম্

'হে কেশব ! আপনি রাম আকার গ্রহণ করিয়া রাবণের কমনীয় দশমুণ্ড ছেদনপূর্ব্বক দিক্‌পতিগণকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, হে জগদীশ হরে ! রামরূপী আপনার জয় হউক।'

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮০ পৃষ্ঠার পর]

গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিবাস—(৪ কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ২১ অক্টোবর, ১৯৮৪ রবিবার) অদ্য প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও পূজনীয় বৈষ্ণবগণের অনুগমনে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ গোকুল মহাবনস্থ শ্রীমঠ

হইতে বাহির হইয়া প্রায় ৪৫ মিঃ চলিবার পর যমুনার তটবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে আসিয়া পেঁৌছেন। অধিকাংশ ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডঘাটে স্নান ও সন্ধ্যা-তর্পণাদি করেন। ব্রহ্মাণ্ডঘাটে যমুনায় পূর্ব্বে যেরূপ কচ্ছপ পরিদৃষ্ট হইত এখন তদ্রূপ দেখা যায় না। ভগবদ্ধামের সৌন্দর্য্য প্রেমনেত্রে দর্শনীয়। তথাপি বাহ্য দর্শনেও স্থানটী খুবই রমণীয়। গোকুল মহাবনে মঠ সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডঘাটেই ধর্ম্মশালায় ও তাঁবুতে পরিক্রমাপার্টি অবস্থান করিত। তথায় শ্রীমঠ হইতে আনীত প্রসাদের (পুরী, তরকারী, হালুয়া) দ্বারা ভক্তগণের প্রাতঃকালীন জলযোগ মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সকলেই বিভিন্ন স্থানে বসিয়া মহাপ্রসাদ পরমানন্দে সেবা করিয়াছিলেন। ভক্তগণ ব্রহ্মাণ্ডঘাটে পেঁৌছিয়া প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডবিহারী শ্রীগোপালজীর মন্দির দর্শন, উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে উক্ত মন্দির পরিক্রমা, শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন ও দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনান্তে যমুনায় স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপরে জলযোগ প্রসাদ সেবনান্তে সংকীর্ত্তনসহ শ্রীবজ্রাঙ্গজী, পূতনা বধ স্থান, যমলার্জ্জুনভঞ্জন স্থান, নন্দকূপ, নন্দভবন (চৌরাশী খাম্বা), গর্গমুনি, ধর্ম্মরাজ, শকটাসুর ও তৃণাবর্ত্তাসুর-বধ স্থান, যোগমায়াদেবী (নন্দনন্দন কৃষ্ণের জন্মস্থান), দ্বারকাধীশ মন্দির প্রভৃতি দর্শনান্তে দ্বিপ্রহরে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যমলার্জ্জুন ভঞ্জনস্থান হইতে নন্দভবন যাওয়ার পথে ও প্রত্যাবর্ত্তনকালে ব্রজবাসী বালকগণ কৃষ্ণের ন্যায় বংশীধারণ আদি নানাবিধ ভাবে বসিয়া ও শুইয়া থাকিয়া ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভক্তগণও তাঁহাদিগকে প্রণামী দিয়া উল্লসিত হন। বহুদিন যাবৎ এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ভক্তগণ মঠে ফিরিয়া আসিলে মধ্যাহ্নে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করা হয়। গোকুল মহাবন মঠের কম্পাউণ্ডের ভিতরে পাকাঘরে ও তাঁবুতে সাধুগণের এবং গৃহস্থ ভক্তগণের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেইদিন অপরাহ্ণে ভক্তগণ পরিক্রমায় বাহির হন নাই। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্রিতে সভামণ্ডপে স্বামীজিগণ বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করেন।

মহাবন—দ্বাদশ বনের অন্যতম। মথুরা হইতে প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে যমুনার অপরপারে। ইহার নামান্তর বৃহদ্‌বন (ভাঃ ১০।১১।২১) বা প্রাচীন গোকুল। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী গোকুল মহাবনেরই অন্তর্গত। চব্বিশ উপবনের অন্তর্গত রূপেও গোকুলকে বর্ণনা করা হয়। 'গোকুল' ও 'মহাবন' দুইটী যুক্ত করিয়া গোকুল মহাবন এইরূপ বলা হইয়া থাকে। গোকুল মহাবন শ্রীনন্দনন্দনের আবির্ভাব ও বাল্যলীলাস্থলী। এই বনটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্ বলিয়া ইহা 'বৃহদ্‌বন' নামেও প্রসিদ্ধ। কংস প্রেরিত অসুরগণের দ্বারা অত্যাচারিত হইয়া এবং উক্ত অত্যাচার বৃদ্ধির আশঙ্কায় নন্দমহারাজ গোকুল হইতে গোপগণের সহিত নন্দগ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (আদিবরাহ পুরাণে) 'মহাবন' অষ্টমবন রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

'মহাবনং চাষ্টমন্তু সদৈব তু মম প্রিয়ম্।
তস্মিন্ গত্বা তু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে॥
যমলার্জ্জুনতীর্থঞ্চ কুণ্ডং তত্র চ বর্ত্ততে।
পর্যন্তং যত্র শকটং ভিন্নভাণ্ডকোটীঘটম্॥'

—আদিবরাহ, ভক্তিরত্নাকর ৫।১৭৬৭-৬৮

'অষ্টম মহাবন' তাহা সর্ব্বদাই আমার প্রিয়। মনুষ্য তথায় গমন করিলে ইন্দ্রলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। সেই মহাবনে যমলার্জ্জুনতীর্থ ও কুণ্ড বিদ্যমান। যমলার্জ্জুন তীর্থস্থানে বালকৃষ্ণ দধি দুগ্ধাদির ভাণ্ড ও কটী-কলস ভগ্ন করিয়া একটি শকটকে উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

দেখ নন্দ-যশোদা আলয় মহাবনে।
এথা যে যে রঙ্গ তা কে বর্ণিতে জানে॥
এই দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল।
পুত্রমুখ দেখি এথা নন্দাদি বিহ্বল॥
ব্রজ-গোপ-গোপী ধাই-আইসে এই অঙ্গনে।
পুত্র-জন্মোৎসব হইল এইখানে॥

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৭১৪-১৬

ব্রহ্মাণ্ডঘাট—এখানে কৃষ্ণ বাল্যলীলা-ছলে মৃদ্ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকে মাটি খাইতে দেখিয়া প্রথমে গোপবালকগণ, পরে কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম যশোদা মাতার নিকট নালিশ করিলে যশোদাদেবী উদ্বিগ্ন হইয়া ছুটিয়া আসেন। কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে কি না যশোদাদেবী জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ প্রথমে

অস্বীকার করতঃ পরে নিজের মুখ খুলিয়া মুখবিবরে মাতাকে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করেন। মাতা পুত্রের মুখ-বিবরে নিজেকে, নন্দ মহারাজ, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, নদী প্রভৃতি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। মাতাকে বিহ্বল দেখিয়া ঐশ্বর্য্য ভাবের দ্বারা মাতার বাৎসল্য প্রেম সঙ্কুচিত না হয় তজ্জন্য কৃষ্ণ উক্তরূপ সম্বরণ করিলেন। শুদ্ধ বাৎসল্যহেতু যশোদামাতা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ মাতাকে নিজ মুখবিবরে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম ব্রহ্মাণ্ডঘাট হয়।

"এথা কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ কৈল মুখে।
ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড দেখিল কৃষ্ণমুখে॥
এ হেতু 'ব্রহ্মাণ্ডঘাট'-নাম সে ইহার।
দেখ যমুনার তীর শোভা চমৎকার॥
যশোদা আনন্দে বসি' গোপীগণ-সনে।
দেখয়ে পুত্রের চারু-শোভা এ অঙ্গনে॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৫৪৬-৪৮

পূতনাবধস্থান (পূতনাখাল)—এইরূপ কথিত হয় যে বলিমহারাজের কন্যা (রত্নাবলী) পূতনা রাক্ষসীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সময় ভগবান্ বামনদেব উপনয়ন সংস্কারের পর নর্মদা নদীর তটে ভৃগুকচ্ছ ক্ষেত্রে বলিমহারাজের যজ্ঞস্থলীতে ভিক্ষার জন্য আসিয়াছিলেন, সেই সময় বামনদেবের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও মধুরবাণীতে যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বলিমহা-রাজের কন্যার বটু বামনকে বাৎসল্যভাবে আদর করতঃ স্তন পান করাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। পরে বামনদেবের প্রার্থনানুসারে পিতৃদেব কর্ত্তৃক ত্রিপাদে ভূমি সমর্পিত হইলে বামনদেব ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করতঃ দুইপদে ত্রিলোক অধিকার ও শরীরের ধারা নভমণ্ডল আচ্ছাদন করিলেন। আরও একপদ ভূমি দিতে না পারায় বামনদেব বলি মহারাজকে বরুণ-পাশে আবদ্ধ করিলে বলি মহারাজের কন্যার বাৎ-সল্যের পরিবর্ত্তে ক্রোধ প্রকটিত হইল, স্তনদুগ্ধ পানের পরিবর্ত্তে বিষ প্রয়োগের ইচ্ছা হইল। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীবামনদেব তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ত্তি করিলেন কৃষ্ণ-লীলায়। সেই বলি মহারাজের কন্যাই পূতনা রাক্ষসী হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

অস্মদীয় পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়-পার্ষদ ও অধস্তনবর ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের প্রিয়শিষ্য প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং গভর্ণিংবডির সভ্য-গণের সেবাব্যবস্থায় অত্র শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও আগামী ২৭ নারায়ণ, ১৬ পৌষ, ১ জানুয়ারী (১৯৮৮) শুক্রবার হইতে ২ মাধব, ২০ পৌষ, ৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পঞ্চদিবসব্যাপী ভক্ত্যনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

১৭ পৌষ, ২ জানুয়ারী শনিবার শ্রীবিগ্রহগণের রথযাত্রা—নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা। ১৮ পৌষ, ৩ জানুয়ারী রবিবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেক ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, উপরিউক্ত ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানসমূহে সবান্ধব যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২৬।১১।৮৭

শ্রীসজ্জনকিঙ্কর
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৯৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৯৪
২৬ নারায়ণ, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৭ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর]

কপটতা একটা আলাদা জিনিষ, আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। আচার্য্যকে ঠকাব—বৈদ্যের চোখে ধূলি দেবো—আমার অসৎপ্রবৃত্তি-কালসাপকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধকলা দিয়ে পুষ্‌ব—লোককে জান্‌তে দেবো না—লোকের কাছে 'সাধু' বলে প্রতিষ্ঠা নেবো—এ সকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতামাত্র নহে কিন্তু ভীষণ কপটতা ; এদের কোনকালেই মঙ্গল হয় না। মঙ্গলের পথটাকে যা'রা প্রথম মুখেই রুদ্ধ করেছে, তা'দের মঙ্গল হ'বে না। সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে—নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে, বিনীতভাবে সাধুদের মুখ-বিগলিত কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমপথে মঙ্গল হয়। যদি আমরা লোক-দেখান সাধুসঙ্গ করি, তা'হলে আমাদের নরক-প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাক্‌বে। গৌরসুন্দর যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তা'তে কপটতার স্থান নাই। ছোট হরিদাসের আদর্শে কপটতা ছিল। আমার মত সাধুর বেশ ধারণ ক'রে যদি কেহ অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে যায়—'ত্রিদণ্ড' নিয়ে রাবণের ন্যায় সীতাহরণের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তাহ'লে সে নিজের গলায় নিজে ছুরি দিলো—হরিভজনের নামে আর কিছু কর্‌লো! লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে তা'তে বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি—সাধুর বেশ, সাধুর নাম নিয়ে সীতাহরণের প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হই, তা'হলে অসুবিধা-সর্পীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফেললাম। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নয়। কপটের প্রতি কখনও গৌরসুন্দরের কৃপা হয় না—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ স্বশৃগালভক্ষ্যে ॥"

—ভাঃ ২।৭।৪২

[ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা যদি কপটতা-রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে

তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐ সকল কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য দেহে 'আমি" ও "আমার" বলিয়া শরণাগত ভক্তের অভিমান থাকে না।]

'আমি কে'—এই কথা আলোচনা না হ'লেই আমাদের দুর্গতি ঘটে—সংসারের নানাপ্রকার প্রলোভনে আমাদিগকে ডুবিয়ে দেয়। যে মুহূর্ত্তে আমরা একটুকুও অসতর্ক হই, সেই মুহূর্ত্তেই মায়া-রাক্ষসী আমাদের গলা টিপে আমাদিগকে গ্রাস ক'রে ফেলে। পারমহংসী কথা, নিয়ত শ্রবণ না কর্‌লে এই মায়ার কবল হ'তে উদ্ধার পাওয়ার আর কোন উপায়ই নেই—

"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥"

—ভাঃ ৬।৩।২৮

[মুকুন্দপদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গবর্জ্জিত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে সকল অসদ্‌ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহেই একান্ত আসক্ত, (হে দূতগণ!) তাহাদিগকেই তোমরা আমার সমীপে আনয়ন করিবে।]

আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন কপটতা-রাক্ষসী আমাকে আশ্রয় না করে; কারণ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবগণ ব'লেছেন সরলতার অপর নামই —বৈষ্ণবতা। পরমহংস-বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল; তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জব-লক্ষণঃ"

আমি কোন ব্যক্তিকে কোন কটাক্ষ ক'রে বল্‌ছি না, প্রকৃতপ্রস্তাবে যা'তে আমি সরল হ'য়ে নির্গুণ ভগবানের সেবা কর্‌তে পারি, আমাকে সকলে মিলে সেই আশীর্ব্বাদ করুন্। বড় বিপন্ন আমি,—আমার তুল্য বিপন্ন আর কেহ নাই, আপনারা আমায় রক্ষা করুন্—সকলের চরণে আমার এই বিজ্ঞপ্তি—আপনারা আমার মঙ্গল বিধান করুন্। আপনারা যদি আমার মঙ্গল বিধান করেন তা'হলে পরম লাভবান্ হ'বেন। আমাকে যে রক্ষা কর্‌বে, ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁ'কে রক্ষা কর্‌বেন। আমি হরিকথা জানিনে—হরিকথা শুনবার জন্যে আমার চেষ্টা থাকে মাত্র; কিন্তু প্রতি পদে পদে কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম আমাকে বাহ্যবিষয়ে প্রধাবিত করিয়ে কপটতা শিখায়। আপনারা দয়া ক'রে আমার মঙ্গল বিধান করুন্—এই আমার প্রার্থনা সকলের চরণে।

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৪ পৃষ্ঠার পর]

ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্ ॥৫৫॥
অষ্টমে মেরুদেব্যাস্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥৫৬॥
ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।
দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥ ৫ ॥
রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্ ॥৫৮॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

সপ্তমে আকূতিগর্ভে রুচিপুত্র যজ্ঞ হইয়া যামাদি দেবগণের সাহায্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

অষ্টমে নাভিপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে উরুক্রম (ঋষভদেব) অবতার হইয়া সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃত ধীরগণের ধর্ম্মপথ দেখাইয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

নবমে ঋষিদিগের প্রার্থনায় পৃথু হইয়া সেই সুন্দরপুরুষ (রূপে) পৃথিবী হইতে ওষধি দোহন

সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্ ।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥ ৫৯ ॥
ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ ।
অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥৬০
চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জিতম্ ।
দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্যথা ॥ ৬১ ॥
পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ ।
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্ । ৬২॥
অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্ ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্ ॥ ৬৩॥
ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥ ৬৪

করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র-সংপ্লবে মৎস্যাবতার হইয়া মহীময়ী নৌকায় আরোপিত করতঃ বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

যখন দেবাসুর সমুদ্র মন্থন করে, তখন কূর্ম্মরূপী হইয়া একাদশ অবতারে পৃষ্ঠে মন্দরাচল ধারণ করেন ॥ ৫৯ ॥

দ্বাদশে ধন্বন্তরীরূপে এবং ত্রয়োদশে মোহিনী-রূপে স্ত্রীবেশে অসুরগণকে মোহিত করিয়া দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

হিরণ্যকশিপু প্রবল অপরাধী হইলে চতুর্দ্দশে নৃসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক কটকৃদ্‌গণ যেরূপ এরকা বিদারণ করে, তদ্রূপ ঐ অসুরকে উরুদেশে রাখিয়া নখের দ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

পঞ্চদশে বামন হইয়া বলির যজ্ঞে গমন করেন। সেখানে পদত্রয় ভূমি যাচ্ঞা করেন; ত্রিপিষ্টক ইন্দ্রকে দিবেন মনে করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

ষোড়শ অবতারে নৃপগণকে ব্রহ্মদ্রোহী দেখিয়া কুপিতভাবে পরশুরাম-মূর্ত্তি গ্রহণপূর্ব্বক একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্র করিলেন ॥ ৬৩ ॥

সপ্তদশে সত্যবতীর গর্ভে পরাশর হইতে জাত হইয়া (শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাস) অল্পবুদ্ধি লোকের উপকারের জন্য বেদতরুর শাখা প্রণয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া ।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্যাণ্যতঃ পরম্ ॥৬৫॥
একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী ।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্ ॥ ৬৬ ॥
ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্ ।
বুদ্ধোনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ৬৭ ॥
অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়ং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু ।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥৬৮
অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥৬৯॥
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥৭০॥

অষ্টাদশে শ্রীরামরূপে নরদেব হইয়া দেবকার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে সমুদ্র-নিগ্রহ প্রভৃতি অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

ঊনবিংশতি ও বিংশতি অবতারে বৃষ্ণিবংশে উৎপন্ন হইয়া ভগবান্ (বল-) রাম-কৃষ্ণ-স্বরূপে ভূমির ভার হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

কলি সংপ্রবৃত্ত হইলে অসুরদিগকে মোহন করিবার অভিপ্রায়ে কীকটাদি দেশে বুদ্ধনামা অঞ্জনসুত হইবেন ॥ ৬৭ ॥

যুগসন্ধিতে রাজাগণ দস্যুপ্রায় হইলে বিষ্ণুযশা হইতে উৎপন্ন এবং কল্কিনামে জগৎপতি অবতার হইবেন ॥ ৬৮ ॥

হে শৌনকাদি দ্বিজগণ! যেরূপ বৃহৎ জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র জলপ্রবাহ বাহির হয়, সেইরূপ সত্ত্বনিধি ভগবান্ হরির অসংখ্য অবতার হইয়া থাকে। কয়েকটী বলিলাম। বলিতে অনেক বাকী রহিল। অতিপ্রধান কোন অবতার কলিতে ছন্নরূপে হইবেন, তাঁহার উল্লেখ করিলাম না ॥ ৬৯ ॥

এই সকল অবতারের মধ্যে অনেকেই পুরুষাবতারের স্বাংশ, আবার অনেকেই শক্ত্যাবেশ-বিভিন্নাংশ এবং অংশকলা। কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্। এই কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিবে। ইহারা সকলেই অসুরপীড়িত লোকসকলকে যুগে যুগে পালন করেন ॥ ৭০ ॥

প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ [৭।৯।৩৮]

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥ ৭১ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞান-বিষয়ে
ভগবৎ-স্বরূপতত্ত্বনিরূপণং নাম চতুর্থঃ কিরণঃ ।

প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—হে কৃষ্ণ ! তুমি এই-প্রকার নর-তির্য্যক্-ঋষি-দেব-মৎস্য ইত্যাদি-রূপে লোকদিগকে বিভাবিত কর এবং জগৎ-শত্রুদিগকে বিনাশ কর। হে মহাপুরুষ ! কলিকালে যুগানুবৃত্ত নামকীর্ত্তনধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে। এইজন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেন না ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে
ভগবৎস্বরূপতত্ত্বনিরূপণে চতুর্থ-কিরণে মরীচি-
প্রভানাম-গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবাই তদ্দত্ত মন্ত্রের প্রধান পুরশ্চরণ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

সাত্বত স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১৭শ বিলাসের প্রথমেই পুরশ্চরণ-মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্র লাভ করিয়া পুরশ্চরণ-কৃত্য বিষয়ে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করতঃ তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া পুরশ্চরণে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই পুরশ্চরণকৃত্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আগমে লিখিত আছে—পুরশ্চরণ-ব্যতীত শতবর্ষব্যাপী মন্ত্রজপদ্বারা মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। উহাদ্বারাই সাধকের বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। সুতরাং সেই পুরশ্চরণ করা মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিকামী সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য। পুরশ্চরণসম্পন্ন মন্ত্রই ফলদায়ক হয়। পুরশ্চরণ-সম্পন্ন না হইলে কি হোম, কি জপ, কি মন্ত্রবিষয়ক বহু পরিশ্রম—সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়। পুরশ্চর্য্যাই মন্ত্রের প্রধান বীর্য্য অর্থাৎ শক্তি। শক্তিহীন ব্যক্তি যেমন কোন কার্য্যও করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পুরশ্চরণবর্জ্জিত মন্ত্রও শক্তিহীনতাবশতঃ সাধকের সাধনমার্গে কোন ফলদানে সমর্থ হয় না। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে—'এই দুঃখবহুল সংসারে যিনি আত্মার সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি ভক্তি-সহকারে পঞ্চাঙ্গ উপাসনা-দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করুন। এই পঞ্চাঙ্গউপাসনাই ভক্তগণ-কর্ত্তৃক পুরশ্চরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে বিদ্বদ্বরেণ্য সুতীক্ষ্ণ, এই পুরশ্চরণই সংসারবন্ধন ছেদনের হেতু-স্বরূপ। হে তপোধন, এই পুরশ্চরণের তুল্য ধর্ম্ম নাই, তপস্যা নাই, অভীষ্টসিদ্ধির অপর কোনরূপ সাধনাই নাই।' ইহার সংজ্ঞা এইরূপ—

"পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ।
হোমোব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥
গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসাদেন যথাবিধি।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং সিদ্ধ্যৈ পুরশ্চৈতদ্ বিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ 'প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই ত্রিকালে নিত্যপূজা, নিত্য জপ, নিত্য তর্পণ, নিত্য-হোম ও নিত্য ব্রাহ্মণভোজন—এই পঞ্চাঙ্গকে 'পুরশ্চরণ' বলে। গুরুর প্রসাদক্রমে প্রাপ্ত মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য প্রথমেই পঞ্চাঙ্গোপাসনার বিধান, এইজন্যই ইহা 'পুরশ্চরণ' নামে কথিত।".

টীকা—'এতৎপঞ্চাঙ্গোপাসনং পুরঃ প্রথমং বিধীয়তে'—ইতি পুরশ্চরণমুচ্যত ইতি অর্থাৎ শ্রীগুরু-প্রসাদলব্ধ মন্ত্রের সিদ্ধিনিমিত্ত এই পঞ্চাঙ্গোপাসনা পুরঃ অর্থাৎ প্রথমেই বিহিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম পুরশ্চরণ।

পুরশ্চরণ-কৃত্যে নিত্যপূজা, নিত্যজপ, জপের দশাংশ হোম, তদ্দশাংশ তর্পণ, তদ্দশাংশ মার্জ্জন (আপনাকে দেবজ্ঞানে অঞ্জলিতে বারি গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তর্পণের দশাংশ সংখ্যায় স্বীয় শিরোদেশ সিঞ্চন) এবং তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণভোজনের বিধান

আছে। কিন্তু এইরূপ পুরশ্চরণ নিশ্ছিদ্ররূপে যথা-বিধি সম্পাদন খুবই কঠিন। এজন্য সংক্ষিপ্ত পুর-শ্চরণ-বিধিতে কথিত হইয়াছে—

'ততো মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থং গুরুং সংপূজ্য তোষয়েৎ।
এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ দেবতা চ প্রসীদতি ॥
অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য চ্ছায়ানুযায়ী স্যাদ্‌ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিধ্যেন্ন সংশয়ঃ ॥
যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্‌গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়োভবেৎ ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১২৮, ১৩০

অর্থাৎ তদনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীগুরুদেবের সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিবে। এইপ্রকার করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং মন্ত্রদেবতাও প্রসন্ন হন।

অথবা শ্রীগুরুদেবকে দেবতারূপে (শ্রীভগবদ-ভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহরূপে) চিন্তন করতঃ প্রকৃষ্টরূপে তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং ভক্তিযুক্ত চিত্তে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইয়া থাকিবে।

সাধনভজনাদি যাবতীয় কর্ম্ম গুরুমূলক, সুতরাং নিত্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজন করিতে হইবে। পুর-শ্চরণাদি কৃত্য রহিত হইলেও ঐরূপ শ্রীগুরুসেবারূপ কৃত্যদ্বারা মন্ত্রী (অর্থাৎ প্রাপ্তমন্ত্র সাধক) নিঃসং-শয়িতভাবে সিদ্ধিলাভ করিবেন।

এ বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ানুসারে সিদ্ধ পারদাদি রসসংস্পর্শে যেমন তাম্রও সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সান্নিধ্যপ্রভাবে শিষ্যও বিষ্ণুময় হইয়া উঠেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু টীকায় লিখিতেছেন—
'কেবলং শ্রীগুরুপ্রসাদেনৈব পুরশ্চরণ-সিদ্ধিঃ স্যাৎ'।

—হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৩০ টীঃ

অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রীগুরুপ্রসাদেই পুরশ্চরণ-সিদ্ধি হইয়া থাকে। সিদ্ধমন্ত্রের লক্ষণবিষয়ে বৌধায়নে উক্ত হইয়াছে—যাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি দাতা ও ভোক্তা হইয়াও (টীঃ দাতা ভোক্তাপি সন্ অযা-চকঃ কমপি ন যাচত ইত্যর্থঃ) কাহারও নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না। কেবল তাহাই নহে বর্ত্তমান শরীরেই তাঁহার তন্ত্রোক্ত সর্ব্বজ্ঞতাদি সিদ্ধি-সমূহ প্রকাশ পায়।

নারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রীভগবানের উক্তিতে আছে যে, যিনি মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থ নিয়মবান্ হইয়া মন্ত্রসাধনে তৎপর হন, তাঁহাকে প্রথম বৎসরত্রয় নানা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু তাহাতে বিচলিত না হইয়া মন্ত্র-সাধনে তৎপরতা থাকিলেই তিন বৎসরান্তে দেখা যায়, অত্যন্ত গর্ব্বিত ও মাননীয় ভূপতিগণও তৎপ্রতি অনু-কূল হন, কেহই তাঁহাকে কোন কঠোর বাক্য বলিতে সমর্থ হন না। এইরূপ নয় বৎসর অতীত হইলে সাধক বাহ্যদেশেই আত্মানন্দপ্রদ বিবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, তিনি বলে পরিপূর্ণ, তেজে সূর্য্যতুল্য, কান্তিতে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ ও গমনে বিহঙ্গের ন্যায় হন; অল্পাহারেও তাঁহার দেহ কৃশ হয় না, আবার ভূরিভোজনেও তাঁহাকে খিন্ন হইতে হয় না; তাঁহার মল-মূত্র অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, তিনি নিদ্রাজয়ী, সতত জপ-ধ্যানপরায়ণ ও মৌনী হন, কিছুতেই খেদপ্রাপ্ত হন না এবং তিনি পানাহার ব্যতীতও একপক্ষ বা একমাস কাল স্বচ্ছন্দে যাপন করিতে পারেন। এইসকল বিস্ময়কর চিহ্নসমূহ প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হই-য়াছে। কিন্তু সিদ্ধিকামী ব্যক্তি কখনও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকামী হইয়া নিজেকে সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়া জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। সিদ্ধিকামী ব্যক্তি মন্ত্রপ্রসাদজনিত কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন স্বীয় গুরু-দেব ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। আবার সিদ্ধমন্ত্র হইলেই যে তাঁহার আর সাধনভজন থাকিবে না, তাহা নহে। সিদ্ধমন্ত্র ব্যক্তিও প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা কৃষ্ণপূজা করিবেন কিম্বা যথানিয়মে একসন্ধ্যা অর্চ্চন ও অষ্টোত্তরশত (১০৮) বার (অষ্টদশাক্ষর) মন্ত্র জপ করিবেন। (টীঃ একসন্ধ্যং বা অর্চ্চয়েৎ, তত্র চাষ্টোত্তরশতবারান্ নিজমন্ত্রং জপেদিত্যর্থঃ।)

শ্রীপুরীধামে রথযাত্রার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদ-পদ্ম বিদায়গ্রহণকালে কুলীনগ্রামবাসী শ্রীমালাধর বসু বা গুণরাজ খান (শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থকর্ত্তা)-বংশোদ্ভূত শ্রীরামানন্দ বসু ও তৎপিতা সত্যরাজ খান গৃহস্থ বৈষ্ণবের কৃত্যসম্বন্ধে জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু কহিলেন—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নিরন্তর কৃষ্ণ-

নামসংকীর্ত্তনই বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য। তচ্ছ্রবণে সত্যরাজ কহিলেন—কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন সহজে বোধগম্য হইলেও বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে ত' বৈষ্ণবসেবা-কার্য্যটি করা বড়ই কঠিন হয়। অতএব হে প্রভো, বৈষ্ণব কে এবং তাঁহার সামান্য বা সাধারণ লক্ষণ কি, কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন। ভক্তরাজ সত্যরাজের এইরূপ প্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তিনবৎসর তিন অধিকারের বৈষ্ণবলক্ষণ জানাইয়াছেন। প্রথম বৎসর কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ কহিলেন—'যাঁর মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥" —চৈঃ চঃ ম ১৫।১০৬। দ্বিতীয় বৎসরে ঐরূপ প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবের লক্ষণ কহিলেন—"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥" পুনরায় তৃতীয় বৎসরে ঐরূপ প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু কহিলেন—'যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥" —চৈঃ চঃ ম ১৬।৭২, ৭৪। এই প্রকারে মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্যে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম—এই তিনপ্রকার বৈষ্ণবের লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তিনপ্রকার বৈষ্ণবের সেবাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। এস্থলে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"সুতরাং গৃহস্থ লোকের পক্ষে বৈষ্ণবসেবার জন্য এক কৃষ্ণনামপরায়ণ বৈষ্ণব হইলেই সেবা-কার্য্য সিদ্ধি হয়। 'মন্ত্রদীক্ষিত বৈষ্ণব'কে এস্থলে বিচারে আনা হয় নাই, ইহার কারণ এই যে, বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞানশূন্যতাবশতঃ মায়াবাদাদি-দোষে দূষিত থাকিতে পারেন, কিন্তু নামাপরাধশূন্য কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী বৈষ্ণবের সে-সব দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও 'শুদ্ধবৈষ্ণব',— গৃহস্থ বৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন।" * * * "যাঁহারা কেবল বৈষ্ণবীদীক্ষা মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ একবারও নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন নাই, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবসেবা প্রযোজ্য নয়, কেবল 'সুহৃৎ' অতিথি বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করা আবশ্যক।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ চৈঃ চঃ ম ১৫।১১১ ও ম ১৬।৬৯-৭৫ দ্রষ্টব্য

'একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়' এইরূপ শ্রদ্ধাসহ নিরপরাধে একবারও কৃষ্ণনাম গ্রহণকারিব্যক্তিকেই মহাপ্রভু কনিষ্ঠ বৈষ্ণব, ঐরূপ নিরপরাধে নিরন্তর নামগ্রহণকারীকে মধ্যম বৈষ্ণব এবং যাঁহাকে দর্শনমাত্রেই মুখে কৃষ্ণনামোদয় হয়, তাঁহাকেই উত্তম বৈষ্ণব-জ্ঞানে সেবাযোগ্য বৈষ্ণব বলিয়া জানাইলেন।

প্রথমবর্ষের প্রশ্নোত্তরদান প্রসঙ্গে মহাপ্রভু 'যাঁর মুখে শুনি একবার কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য, শ্রেষ্ঠ সবাকার'— এই বাক্যের পর ১০৭—১১১ পয়ারে নিম্নোক্ত আরও কএকটি নামমাহাত্ম্যসূচক কথা বলিয়াছেন—

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥"

'আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নোদীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং
মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥'
(পদ্যাবলী ২৬ অঙ্কধৃত শ্রীধরস্বামি কৃত শ্লোক)

['বহুসুকৃত সাধুদিগের চিত্তের আকর্ষণ-স্বরূপ, পাপনাশক, মূক ব্যতীত চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকের সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশকারী,— এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই মহামন্ত্র রসনাস্পর্শমাত্রেই ফল দান করে, দীক্ষাদি সৎকার্য্য বা পুরশ্চরণ, এসকলকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না।']

"অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান।"

মহামন্ত্রনাম ও পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষামন্ত্র সম্বন্ধে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"নামের দীক্ষা-বিধির নিরপেক্ষতা,—পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র অপ্রাকৃত জ্ঞানের উদয় করাইয়া প্রাকৃতাভিনিবেশ ধ্বংস করে। অপ্রাকৃত (জ্ঞানের উদয়) হইলে মন্ত্র ও দেবতার অভিন্ন বুদ্ধি হয়। নাম ও মন্ত্রে 'শব্দ-

সামান্য' (ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর মনঃকল্পিত অন্য সাধারণ শব্দের সহিত সমান, এইরূপ) বুদ্ধি করিলে নরকে অবস্থিতি হয় ['শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ'—পদ্মপুরাণ]। অপ্রাকৃত বুদ্ধিতেই মন্ত্রদেবতার অর্চ্চন বিধেয়। দীক্ষা-পুরঃসর শাস্ত্রের বিধানানুসারেই মন্ত্র-গ্রহণ-বিধি ; কিন্তু কৃষ্ণনাম বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই আদরণীয় অর্থাৎ বদ্ধজন কৃষ্ণনাম গ্রহণে প্রাকৃতজ্ঞান হইতে মুক্ত হন, আবার মুক্ত হইয়াই শুদ্ধকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারেন। "কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।" (চৈঃ চঃ আ ৭ম পঃ ৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ মহামন্ত্র হওয়ায় কোন পাঞ্চরাত্রিক বিধানের অনুগত নহেন।"

নামের পুরশ্চর্য্যা-বিধি-নিরপেক্ষতা,—মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা ; শ্রীনাম-মহামন্ত্রের তাদৃশ পুরশ্চরণবিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার নামের উচ্চারণ-ফলেই যখন পুরশ্চর্য্যার প্রাপ্য সর্ব্বফল-লাভ ঘটে, তজ্জন্য শ্রীনামের পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই।

নামের জিহ্বা-স্পর্শে উদ্ধার সাধন,—এখানে জিহ্বা-শব্দে 'সেবোন্মুখ' জিহ্বাকেই বুঝিতে হইবে, নতুবা জড়ভোগোন্মুখ জিহ্বাতে অপরাধ বর্ত্তমান থাকায় তাহাতে শ্রীকৃষ্ণনাম কখনই উদিত হন না—(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে—) "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" চৈঃ চঃ ম ১৭ পঃ ১৩৪ সংখ্যা—"অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৫৬-২৭৬ ও ২৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) চৈঃ চঃ অ ৩য় পঃ ৫৯-৬৯, ৭৫, ৮০, ১৭৬-১৮০, ১৮২-১৮৭, ঐ ২০ পঃ ১১, ১৩ সংখ্যা এবং ভাঃ ১।১।১৪, ৬।২।২৯, ৩৯ দ্রষ্টব্য।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৪ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—

'(দীক্ষাদি অপেক্ষা) যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎ সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদ্ ঋষি প্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি। যথা শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং—"বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা॥" ইতি॥"

অর্থাৎ "যদিও জীবের স্বরূপতঃ দীক্ষার অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদি সম্বন্ধবশতঃ কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষগণের তত্তৎপ্রবৃত্তির সঙ্কোচার্থ শ্রীঋষি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে কোন কোন মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। যথা শ্রীরামমন্ত্রের উদ্দেশ্যে রামার্চ্চনচন্দ্রিকার উক্তি—'হে বিপ্রবর! এই মন্ত্র দীক্ষা, পুরশ্চরণ এবং ন্যাস-বিধান ব্যতীত জপমাত্রেই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে।"

যাহা হউক, শ্রীগুরুসেবাকেই প্রধান পুরশ্চরণ জানিয়া শ্রীগুরুদেব যাহাতে প্রসন্ন হন, এইভাবে নিষ্কপটে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে এবং মন্ত্রদেবতাও প্রসন্ন হইবেন।

অনেকে প্রশ্ন করেন—শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটকালে কিভাবে তাঁহার সেবা করিতে হইবে ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—শিষ্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবকে তাঁহার অপ্রকটলীলায়ও নিত্যপ্রকট বলিয়া জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহার প্রকটকালীয় মনোহভীষ্ট পালনে যত্নবান্ হইবেন। তাহা হইলেই তিনি প্রসন্ন হইবেন। 'চক্ষুদান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই"।

শ্রীলক্ষ্মণদেশিক (শ্রীরামানুজাচার্য্য) শ্রীবরদরাজ বিষ্ণুমন্দিরে শ্রীযামুনাচার্য্যশিষ্য শ্রীমহাপূর্ণমুখে শ্রীযামুনাচার্য্যরচিত স্তোত্ররত্ন-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া শ্রীযামুন মুনির দর্শনলাভার্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে শ্রীযামুনাচার্য্যের অপ্রকটবার্ত্তাশ্রবণে অত্যন্ত ব্যথিত হন। অতঃপর অতিকষ্টে বিরহবিহ্বলচিত্তে শ্রীরঙ্গমে শ্রীযামুনমুনির চিদানন্দময় কলেবরসম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তিনটি অঙ্গুলী সঙ্কুচিত দর্শনে বুঝিতে পারিলেন যে, এই মহাপুরুষের তিনটি জগন্মঙ্গলকর মনোহভীষ্ট অপূর্ণ আছে। অনুসন্ধানদ্বারা ক্রমে

সেই অভীষ্টত্রয় জানিতে পারিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিলেন— "(১) আমি শ্রীবৈষ্ণবমতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অজ্ঞানমোহিত জীবগণকে পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন, দ্রাবিড়আম্নায়ে পারদর্শী ও সর্ব্বদা প্রপত্তিধর্ম্ম নিরত করাইব ; (২) জগজ্জীবের কল্যাণার্থ পরমতত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক বেদান্তসূত্রের 'শ্রীভাষ্য' রচনা করিব ; (৩) পরাশর ঋষি জীব, ঈশ্বরাদি ও তাঁহাদের স্বভাব, তাঁহাদের সাধন ও প্রয়োজন প্রদর্শনপূর্ব্বক পুরাণরত্ন শ্রীবিষ্ণুপুরাণ রচনা করিয়াছেন। আমি সেই মুনিবরের ঋণ পরিশোধ-কল্পে কোন মহাপ্রাজ্ঞ বৈষ্ণবকে সেই নামে অভিহিত করিব।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই তিনটি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযামুনাচার্য্যের তিনটি অঙ্গুলি ক্রমান্বয়ে একে একে সরল হইয়া গেল। এই ঘটনার পর শ্রীলক্ষ্মণদেশিক শ্রীবরদরাজবিষ্ণুর আদেশে শ্রীযামুনাচার্য্যের শিষ্য শ্রীমহাপূর্ণের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ করেন এবং শ্রীবরদরাজদ্বারাই শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের শ্রীরামানুজাচার্য্য নামকরণ হয়। অনন্তর শ্রীলক্ষ্মণ তাঁহার পত্নী আম্বার শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে শ্রদ্ধাভাব লক্ষ্য করতঃ কৌশলে তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া শ্রীবরদরাজ-মন্দির সম্মুখস্থ 'অনন্তসরোবর' তটে শ্রীযামুনাচার্য্যকে স্মরণ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এইরূপ মহাপুরুষের মহান্ আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটলীলাবিষ্কারে শিষ্যের শ্রীগুরুমনোহভীষ্ট সেবায় ব্রতী হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলেই শিষ্যের মন্ত্রসিদ্ধি—সর্ব্বার্থসিদ্ধি।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের শ্রীচরণসন্নিধ্য প্রার্থনা করিতেছেন—

"শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোহয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্ ॥"

আবার আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মও সেই শ্রীরূপপদরেণুরই প্রার্থনাদর্শ প্রদর্শন করিয়া কহিতেছেন—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্ রূপপদাম্ভোজ-ধূলিঃস্যাহ জন্ম জন্মনি ॥"

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৩৭)

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর

"পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥"
—গৌঃ গঃ ২১৭ শ্লোক

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যশাখায় গণিত হন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি বৃন্দাবনে মধুমতী প্রাণসখী, তিনি নরহরি দাস সরকার ঠাকুররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে তিনি বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হইয়া সেই কুলকে ধন্য করিয়াছেন। ইনি শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণের মধ্যে মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ। বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটে শ্রীখণ্ড রেলষ্টেশন। শ্রীখণ্ড ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণের মধ্যে নরহরি সরকার ঠাকুর ব্যতীত শ্রীমুকুন্দ, শ্রীরঘুনন্দন শ্রীচিরঞ্জীব, শ্রীসুলোচন, শ্রীদামোদর কবিরাজ, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, শ্রীবলরাম দাস, শ্রীরতিকান্ত, শ্রীরামগোপাল দাস, শ্রীপীতাম্বর দাস, শ্রীশচীনন্দন, শ্রীজগদানন্দ মুখ্য ছিলেন। নরহরি সরকার ঠাকুরের বৈদ্যকুলে আবির্ভাব সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক 'চন্দ্রপ্রভায়' এইরূপ লিখিয়াছেন—

'শ্রীখণ্ড নাম নগরী রাঢ়ে বঙ্গেষু বিশ্রুতা।
সর্ব্বেষামেব বৈদ্যানামাশ্রয়ো যত্র বিদ্যতে ॥

যত্র গোষ্ঠীভূতা বৈদ্যা যঃ খণ্ডোঽভূদ্ ভিষক্‌প্রিয়ঃ।
বিশেষতঃ কুলীনানাং সর্ব্বেষামেব বাসভূঃ ॥'

'খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥
এইসব মহাশাখা চৈতন্য-কৃপাধাম।
প্রেমফল-ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান ॥'

—চৈঃ চঃ আ ১০।৭৮-৭৯

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে নরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব সন ১৪০১ শকাব্দ, মতান্তরে ১৪০২ শকাব্দ—এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীনারায়ণ দাস, মাতার নাম শ্রীগোয়ী। শ্রীগোয়ী মুরারি সেনের কন্যা ছিলেন। নারায়ণ দাসের তিনপুত্র। শ্রীমুকুন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীনরহরি।

'ভাগ্যবন্ত নারায়ণদাসের নন্দন।
মুকুন্দ, মাধব, নরহরি—তিনজন ॥
মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর।
ইঁহার দর্শনে সব তাপ হয় দূর ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ১১।৭৩০-৭৩১

ঝামটপুরের নিকটে কোগ্রামনিবাসী শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর ইঁহার শিষ্য ছিলেন। এইজন্য শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীনরহরি দাস ঠাকুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে খণ্ড-বাসী ভক্তগণের মহিমা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয় নাই।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার গুরুদেব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

'শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহাকুল-প্রভাব যাঁহার ॥
অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জনে না বুঝান প্রেম বিনু ॥
বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যাঁর।
রাধাপ্রিয় সখী তিহোঁ মধুর ভাণ্ডার ॥
এবে কলিকালে গৌরসঙ্গ নরহরি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের ভাণ্ডারে অধিকারী ॥'

পিতা শ্রীনারায়ণ দাস অপ্রকট হইলে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমুকুন্দ নবদ্বীপে শ্রীনরহরি দাসের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপ শ্রুত হয়, শ্রীমুকুন্দ সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বাদশাহের গৃহচিকিৎসকের কার্য্যও করিয়াছিলেন। নরহরি সরকার ঠাকুর অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সুপণ্ডিত ও ভক্তিরসজ্ঞ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাসূচক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভু যে-সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিরন্তর অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন, সেই সময় নরহরি সরকার ঠাকুর মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। নরহরি সরকার ঠাকুরের নির্দ্দিষ্ট অন্তরঙ্গসেবা—চামর-ব্যজন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'শ্রীগৌর-আরতি' কীর্ত্তনে নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি খণ্ড-বাসী ভক্তগণের নির্দ্দিষ্ট সেবা চামর-ব্যজন উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

'নরহরি আদি করি চামর ঢুলায়।
সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ আদি গায় ॥'

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল', 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত', 'শ্রীচৈতন্য সহস্র নাম', 'শ্রীশচীনন্দনাষ্টক', 'শ্রীরাধাষ্টক'—গ্রন্থসমূহ ভক্ত-গণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ।

তাঁহার জীবনচরিতে এইরূপ একটি অদ্ভুত ঘটনা শ্রুত হয় ঃ—একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যা-নন্দ প্রভু শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাটে যাইয়া নরহরির নিকট মধু পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহার শ্রীপাটের নিকটবর্ত্তী একটি পুষ্করিণীর জলকে নিজশক্তি-প্রভাবে মধুরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। উক্ত পুষ্করিণীর জলের দ্বারা নরহরি দাস ঠাকুর মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন, তদবধি উহা মধুপুষ্করিণী নামে খ্যাত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে নরহরি সরকার ঠাকুর যে তিনটী গৌরবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীখণ্ডে, কাটোয়ায় ও গঙ্গানগরে সেবিত হইয়া-ছিলেন।

নরহরি সরকার ঠাকুর পুরুষোত্তমধামে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলারও সঙ্গী হইয়াছিলেন।

'নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দ সেন সঙ্গে মিলিলা সবে আসি ॥'
—চৈঃ চঃ ম ১১।৩২

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যবাসিগণকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের দ্বারা উদ্ধার করতঃ শ্রীপুরুষোত্তমধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কালাকৃষ্ণ-দাসকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন,—মহাপ্রভুর পুরীতে প্রত্যাগমন-সংবাদ গৌড়দেশের ভক্তগণকে দিবার জন্য। পুরীতে মহাপ্রভুর প্রত্যাগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া গৌড়দেশীয় ভক্তগণ যখন পুরী যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সেই সময় খণ্ডবাসী ভক্তগণ তাঁহাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন।

'মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে ॥'
—চৈঃ চঃ ম ১০।৯০

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর অনবসর কালে মহাপ্রভু ভগবদ্দর্শনবিরহে আলালনাথে যাইয়া থাকিতেন, পুনঃ গৌড় হইতে ভক্তগণের পুরীতে আগমন-সংবাদ পাইয়া ভক্তগণকে দর্শন দিবার জন্য পুরীতে ফিরিয়া আসিতেন। তৎকালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যের ইচ্ছাক্রমে গোপীনাথ আচার্য্য ভক্তগণের পরিচয়-প্রদান কালে খণ্ডবাসী ভক্তগণেরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

'মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব, আর সুলোচন ॥
কতেক কহিব, এই দেখ যত জন।
চৈতন্যের গণ, সব চৈতন্যজীবন ॥'
—চৈঃ চঃ ম ১১।৯২-৯৩

শ্রীপুরুষোত্তমধামে জগন্নাথদেবের রথাগ্রে গৌড়-দেশীয় ভক্তগণ যে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সপ্তম সম্প্রদায়ে খণ্ডবাসী ভক্তগণ ছিলেন। সপ্তম সম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তনে নরহরি সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দন নৃত্য করিয়াছিলেন।

'খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন ॥'
—চৈঃ চঃ ম ১৩।৪৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু মুকুন্দ, রঘুনন্দন ও নরহরিকে সেবাকার্য্য বিভাগকালে নরহরি সরকারকে 'ভক্তসহ-অবস্থানরূপ' সেবা প্রদান করিয়াছিলেন। —চৈঃ চঃ ম ১৫।১৩২

অনেকে ভ্রমবশতঃ 'ভক্তিরত্নাকর'-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তীর সহিত নরহরি সরকার ঠাকুরকে এক করিয়া ফেলেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী, যিনি ঘনশ্যাম দাস নামে প্রসিদ্ধ, পৃথক্ ব্যক্তি। তাঁহার জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলায়। ইঁহার পিতা শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের শিষ্য ছিলেন। ইনি গোবিন্দজীর আদেশে পাচকের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া 'রসুইয়া পূজারী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত গীতিটী নরহরি সরকার ঠাকুর-রচিত বলিয়া কথিত ঃ—

'আওল গৌর, পুনহি নদীয়া পুর,
হোয়ত মনহি উল্লাস।
ঐছে আনন্দ কন্দ, কিয়ে হেরব,
করবহি কীর্ত্তন-বিলাস ॥
হরি হরি কব হাম হেরব সো মুখচাঁদ।
বিরহ পয়োধি কবহু, দিন পাঙ রব,
টুটব হৃদয়ক বাঁধ ॥
কুন্দন কনক পাঁতি কেব হেরব,
যজ্ঞ কি সূত্র বিরাজ।
বাহুযুগল তুলি, 'হরি' হরি' বোলব,
নটন ভকতগণ মাঝ ॥
এত কহি নয়ন মুদি, বহু সব জন,
গৌর প্রেম ভেল ভোর।
নরহরি দাস আশ, কব পূরব,
হেরব গৌরকিশোর ॥'

নরহরি সরকার ঠাকুর আনুমানিক ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণা-একাদশী তিথিতে অপ্রকট হন। তৎকালে নরহরি সরকার ঠাকুরের যে তিরোভাব উৎসব হইয়াছিল, তাহার ব্যবস্থা সুষ্ঠু-রূপে শ্রীনিবাস আচার্য্য করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কেহো কহে,—"ওহে ভাই! শীঘ্র না যাইব।
শ্রীখণ্ডেতে প্রেমের সমুদ্র উথলিব ॥
অগ্রহায়ণে কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি।
যা'তে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি ॥
সেই একাদশীকে আছয়ে দিন চারি।
হবে যে উৎসব তা' দেখিবা নেত্র ভরি' ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৯।৫১২-৫১৪

শ্রীবলদেবাবতার

শ্রীবলদেবপ্রভু দশাবতারের মধ্যে অষ্টম অবতার। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদের ২৪৫ পয়ারের অনুভাষ্যে যে পঞ্চবিংশ লীলাবতারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'প্রলম্বারি বলরাম' দ্বাবিংশ লীলাবতার।

অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ সনাতনধর্ম্মাবলম্বীকে বহ্বীশ্বরবাদী বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন তর্থাৎ 'তাঁহারা এক ঈশ্বরকে মানেন, সনাতনিগণ বহু ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন'। সনাতনধর্ম্মের বিচারের গভীর তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অনুধাবন করিতে না পারিয়াই তঁাহারা ঐরূপ দোষারোপ করেন। সনাতনিগণ 'পরমেশ্বর বহু' এই কথা কোথায়ও বলেন নাই। পরমেশ্বর—অসীম—পূর্ণ, কখনও দুই-তিন-চার-হাজার হন না। অসীমের বাহিরে কোনও কিছুর কল্পনা করিলে অসীমের অসীমত্ব, পূর্ণের পূর্ণত্বের হানি হয়। এজন্য পূর্ণ—অসীম—সর্ব্বশক্তিমান্ এক, একমেবাদ্বিতীয়ম্। পরমেশ্বরের—সর্ব্বশক্তিমানের অনন্তৈশ্বর্য্য। পরমেশ্বরের অধীন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশ্বর থাকিতে পারেন, কিন্তু পরমেশ্বর কখনও বহু নহেন, পরমেশ্বর এক। পরমেশ্বরের পরমৈশ্বর্য্য—তাঁহার চিদ্বৈভব, তটস্থবৈভব, অচিদ্বৈভব যাঁহারা দেখিতে পান, তাঁহাদের জ্ঞান অধিক অথবা যাঁহারা দেখিতে পান না, তাঁহাদের জ্ঞান অধিক—সুধী ব্যক্তিগণ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। পৃথিবীর সমস্ত মাটীই মাটী—ইহা একপ্রকার জ্ঞান; কিন্তু পৃথিবীর মাটীর মধ্যে বিচিত্র বৈভব ও বৈশিষ্ট্য যাঁহারা দেখিতে পান, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞানী বলে। চিদ্-বৈজ্ঞানিক ভগবানের অনন্তৈশ্বর্য্য দেখিতে পান, সেই জ্ঞানটী উচ্চ পর্য্যায়ের জ্ঞান, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বহ্বীশ্বরবাদী অথবা তাঁহারা বহু পরমেশ্বর বলিতেছেন—এইরূপ বুঝিতে হইবে না। কিন্তু পরমেশ্বর এক হইলেও তিনি অনন্তরূপে অনন্ত লীলা করিতে পারেন। যদি কেহ বলেন, না তিনি পারেন না, তাহা হইলে তাঁহাকে (তাঁহার ধারণার পরমেশ্বরকে) পরমেশ্বর বা সর্ব্বশক্তিমান্ বলা নিরর্থক। পরমেশ্বর এক হইলেও তাঁহার লীলাগত পার্থক্য রহিয়াছে। পরমেশ্বরকে 'বিষ্ণু' বলে। 'য ইদং বিশ্বং ব্যাপ্নোতি ইতি' বিষ্ণু—পূর্ণ বস্তু। দেবদেবীগণ তাঁহার শক্তির প্রকাশ, তাঁহার অধীন তত্ত্ব, তাঁহারা বিষ্ণু নহেন। বিষ্ণুতত্ত্বে কোনও ভেদ নাই, কিন্তু লীলাগত পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন দৃষ্টান্ত-স্বরূপ King in Court & King in Harem —রাজা দরবারে এবং রাজা অন্দরমহলে। এখানে রাজা দুই নহেন, তাঁহার দুইস্থানে দুইপ্রকার প্রকাশ—দরবারে ঐশ্বর্য্য ভাব, অন্দরমহলে মাধুর্য্য ভাব। তদ্রূপ ভগবান্ অনন্তরূপে অনন্ত লীলা করিতেছেন। ঐশ্বর্য্যরূপে তিনি নারায়ণ, মর্য্যাদারূপে শ্রীরামচন্দ্র, মাধুর্য্যরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং ঔদার্য্যরূপে তিনি শ্রীগৌরহরি। বীভৎস রসের প্রাকট্য মৎস্য ভগবানে, ভয়ানক ও বাৎসল্যরসের প্রাকট্য নৃসিংহ ভগবানে—এইরূপ মৎস্যাদি অবতারগণের মধ্যে লীলাগত পার্থক্য বিদ্যমান। দ্বাদশ রসের (পঞ্চ মুখ্য ও সপ্ত গৌণ রসের) পরিপূর্ণতম প্রাকট্য একমাত্র নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণে। এইজন্য ভগবত্তত্ত্বসমূহ এক হইলেও স্বয়ংরূপ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে রসোৎকর্ষতা সর্ব্বাধিক আছে।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥"

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব বিভাগ ২।৩২ শ্লোক।

অর্থাৎ "নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গাররসবিচারে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন, এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।"

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি ভাগবত ১ম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে যে ভগবানের দ্বাবিংশ অবতারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ লিখিয়াছেন—"একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী। রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্ ॥" —ভাগবত ১।৩।২৩। অর্থাৎ 'ঊনবিংশ ও বিংশ অবতারদ্বয়ে ভগবান্ শ্রীহরি যদুকুলে রাম ও কৃষ্ণ-নামদ্বয় গ্রহণ করিয়া জগতের ভার হরণ করিয়াছিলেন।' উক্তপ্রসঙ্গে ভগবানের অসংখ্য অবতার* এইরূপ বিচার প্রদর্শন করতঃ পরিশেষে কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম বৈশিষ্ট্য প্রখ্যাপনের জন্য লিখিয়াছেন—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥' —ভাগবত ১।৩।২৮। পূর্ব্বে যে সমস্ত অবতারের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা কেহ পরমেশ্বরের অংশ, কেহ বা কলা (অংশাংশ)—তাঁহারা যুগে যুগে অবতীর্ণ হন দৈত্য-নিপীড়িত জগৎকে সুখী করিবার জন্য—কিন্তু কৃষ্ণ ইঁহাদের সমপর্য্যায়ের নহেন তিনি স্বয়ং ভগবান্। [এখানে রসের প্রাকট্যের তারতম্যহেতু অংশী, অংশ, অংশাংশের বিচার প্রদত্ত হইয়াছে। নন্দনন্দন কৃষ্ণে সমস্ত রসের প্রাকট্য, এজন্য তিনি স্বয়ংভগবান্ বা অবতারী বা অংশী] 'যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥' —চৈঃ চঃ আ ২।৮৮। এখানে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'বিধেয়' ও 'অনুবাদের' বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। অপরিজ্ঞাত বিষয়কে 'বিধেয়' ও পরিজ্ঞাত বস্তুকে 'অনুবাদ' বলে।

'তৈছে ইঁহ অবতার, সব তাঁ'র জ্ঞাত।
কার অবতার—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥
'এতে'-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাঁহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥
অতএব 'কৃষ্ণ'-শব্দ আগে অনুবাদ।
'স্বয়ং ভগবত্তা' পিছে বিধেয় সংবাদ ॥"
—চৈঃ চঃ আ ২।৭৯-৮২

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীবলদেব মূল-সঙ্কর্ষণ ব্রজে গোপবেশ, পুরে (দ্বারকায়) ক্ষত্রিয়বেশ। দ্বারকায় আদি চতুর্ব্যূহান্তর্গত সঙ্কর্ষণ —মূল-সঙ্কর্ষণ গোপবেশ বলদেবের অংশ। বৈকুণ্ঠে নারায়ণের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহান্তর্গত সঙ্কর্ষণতত্ত্ব দ্বারকাস্থিত আদ্যকায়ব্যূহান্তর্গত ক্ষত্রিয়বেশ মূল সঙ্কর্ষণের অংশ মহাসঙ্কর্ষণ। মহাসঙ্কর্ষণের অংশ প্রথম পুরুষাবতার প্রকৃতির অন্তর্য্যামী কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু। মায়াপ্রকৃতিতে কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণহেতু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকট্য হইলে তিনি এক অংশে সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী দ্বিতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধ—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবিষ্ট হন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ তৃতীয় পুরুষাবতার প্রদ্যুম্নরূপী শ্রীক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—ব্যষ্টি জীবের ও ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুই দেবতাগণের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া যুগে যুগে অবতীর্ণ হন সাধুগণের পরিত্রাণ অসুরনিধন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনাদির জন্য। শ্রীক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ শেষ শ্রীঅনন্তদেব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিত্যানন্দতত্ত্ব নিরূপণে শ্রীবলদেব-তত্ত্ব এইরূপ ভাবে নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীবলদেব অভিন্ন-নিত্যানন্দ তত্ত্ব।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ
পয়োহব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ
শরণং মমাস্তু ॥
(চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত স্বরূপদামোদর
গোস্বামীর কড়চা)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগোবিন্দতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া শ্রীবলদেবকে গোবিন্দেরই বৈভবরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "গাং

* অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ —ভাঃ ১।৩।২৬
"হে শৌনকাদি ঋষিগণ, যেরূপ অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বসাগর শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতারসমূহ প্রবর্ত্তিত হন।"

বিন্দতি ইতি গোবিন্দঃ"—গো' অর্থে বিদ্যা, ইন্দ্রিয়, পৃথিবী ও গাভী ইত্যাদি। গোবিন্দ পঞ্চরূপে প্রকাশিত হন—(১) স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ, (২) পরস্বরূপ, (৩) বৈভবরূপ, (৪) অন্তর্য্যামীরূপ ও (৫) অর্চ্চারূপ। স্বরূপ বা স্বয়ংরূপই ব্রজেন্দ্রনন্দন। গোবিন্দই সর্ব্বকারণ-কারণ। 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)। পরস্বরূপ বা পরতত্ত্বস্বরূপ বলিতে বৈকুণ্ঠ পরব্যোমনাথ শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ।

বৈভবপ্রকাশ মূল নারায়ণ বলদেবপ্রভু—গোবিন্দেরই প্রকাশমূর্ত্তি। সকল বিষয়ের মূল কারণ—স্বয়ংরূপের বৈভব—Individuality-র Propagating Prime cause-ই অর্থাৎ Personal Godhead-এর All-Pervading Function-holder-ই বলদেব; তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁহার বর্ণ—শ্বেতবর্ণ—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্। কৃষ্ণের বাঁশী অপেক্ষা অধিক শব্দ করিবার জন্যই তিনি শিঙ্গাধৃক্। প্রকাশ' অর্থে তদ্বস্তুপরতা এবং 'বিলাস' অর্থে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা, প্রভুতা' অর্থে নিগ্রহানুগ্রহ-সামর্থ্য, 'বিভুতা' অর্থে সর্ব্বালিঙ্গনযোগ্যতা; শ্রীবলদেব—তাদৃশ গুণবিশিষ্ট (Fountain-head or Prime Source of All-embracing, All-pervading, All-extending Energy)। এই সকল পরিভাষা পরিমিত-রাজ্যের ভাষা-দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও উহাদের প্রকৃত অর্থ কখনই সম্যগ্‌রূপে বুঝা যাইবে না। 'বিভু' ও 'প্রভু'—পরস্পর অন্যোন্যাশ্রিত। বৈভব-প্রকাশরূপে যিনি—প্রকাশমান, তিনিই 'বিভু'; আর যাঁহা হইতে তিনি প্রকাশমান, তিনিই 'প্রভু'। বিভু'তে ও 'প্রভু'তে অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ। 'প্রভু'—বাসুদেব; বিভু'—সঙ্কর্ষণ। 'বিভু'র ও 'প্রভু'র একদিক্—তৃতীয়দর্শন প্রদ্যুম্ন; 'বিভু'র ও 'প্রভু'র অন্যদিক্—চতুর্থদর্শন অনিরুদ্ধ। দ্বারকায় সকল চতুর্ব্যূহের অংশীস্বরূপ—আদি-চতুর্ব্যূহ এবং পরব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে তাঁহাদেরই দ্বিতীয়-প্রকাশ—দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহ। ইঁহারাও আদি-চতুর্ব্যূহের প্রকাশানুরূপ তুরীয় ও বিশুদ্ধ। কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলদেব—মূলসঙ্কর্ষণ; পরব্যোমে সেই শ্রীবলরামের স্বরূপাংশই মহা-সঙ্কর্ষণ। তাঁহা হইতেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপী প্রথমপুরুষাবতার। তিনি—রাম-নৃসিংহাদি অবতারের কারণ, গোলোক-বৈকুণ্ঠের কারণ, ভূমার কারণ ও বিশ্বের কারণ।

বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত পঞ্চস্বরূপ, সকলেই সমানধর্ম্মা—মূলদীপ হইতে যেরূপ বহু দীপের প্রজ্বলন, তদ্রূপ; মূলদীপ—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। যেমন, প্রথম দীপ হইতে প্রজ্বলিত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমাদি যে কোনও একটী দীপ—সমস্ত বস্তুকে দগ্ধ করিতে সমর্থ, তদ্রূপ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বিষ্ণুবিগ্রহের যে-কোনও একটী স্বরূপের সহিত অপর বিষ্ণুবিগ্রহের তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই, কেবল লীলাগত বৈচিত্র্যভেদমাত্র। —শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড—'শ্রীগোবিন্দ'

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে অবতারী শ্রীকৃষ্ণের অবতারসমূহের দিগ্‌দর্শন প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপ—(১) স্বয়ংরূপ, (২) তদেকাত্মরূপ ও (৩) আবেশরূপ। পুনঃ স্বয়ংরূপ দ্বিবিধ—(১) স্বয়ংরূপ ও (২) স্বয়ংপ্রকাশ। 'স্বয়ংরূপে—এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি'। স্বয়ংপ্রকাশ দ্বিবিধ—(১) প্রাভব ও (২) বৈভব। 'সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে। ভাবাবেশভেদে নাম বৈভবপ্রকাশে॥ বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্রভেদ সব—কৃষ্ণের সমান॥'

পুনঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব এইরূপভাবে নিরূপিত হইয়াছে—

"সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়॥
সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥
শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন।
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলাকার্য্য করে ধরি' চারি কায়॥

সৃষ্ট্যাদিক সেবা, তাঁর আজ্ঞার পালন।
'শেষ'রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ ॥'

—চৈঃ চঃ আ ৫।৪-১১

সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ শ্রীবলরাম—মহাসঙ্কর্ষণ, কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও শেষ—এই পঞ্চরূপে কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আদ্যকায়ব্যূহ শ্রীবলরামকে মূল-সঙ্কর্ষণ বলা যাইতে পারে; যেহেতু তিনি তদীয় দ্বিতীয় স্বরূপগত অংশরূপে 'মহাসঙ্কর্ষণ' এবং কলাস্বরূপে কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ—এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ী—এই চারিরূপে সৃষ্টিলীলা কার্য্য করেন। 'শেষ'-সংজ্ঞক অনন্তরূপে কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করেন। এই সর্ব্বরূপে সেই বলরাম কৃষ্ণসেবানন্দ আস্বাদন করেন।"

"সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥
সহস্রবদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গান, অন্ত নাহি পান ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥
ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ॥
এত মূর্ত্তি-ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৫।১২০-১২৪

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনুভাষ্যে লঘুভাগবতামৃতের বলদেবের টীকা উল্লেখ করতঃ লিখিয়াছেন—"শার্ঙ্গধনুর্ধারী বিষ্ণুর শয্যারূপ আধারশক্তি 'শেষ'—ঈশ্বর-কোটি এবং ভূধারী 'শেষ' শক্ত্যাবিষ্ট জীব-কোটির অন্তর্গত। যিনি দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ, তিনি ভূধারী 'শেষে'র সহিত মিলিত হইয়া 'রাম'রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভূধারী ও ভগবানের শয্যারূপভেদে 'শেষ' দ্বিবিধ। ভূধারী 'শেষ' সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার, এজন্য তাঁহাকেও সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকে। যিনি শয্যারূপ, তিনি আপনাকে শার্ঙ্গধরের দাস এবং সখা বলিয়া অভিমান করেন।"

শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবলদেবরূপে নিজের সেবা নিজে করিয়া থাকেন, এজন্য বলদেব আকর গুরুতত্ত্ব। বলদেবের কৃপা হইলেই কৃষ্ণসেবা লাভ হয়। গুরুদেব সাক্ষাৎ বলদেবাভিন্নস্বরূপ বা নিত্যানন্দাভিন্নস্বরূপ। বলদেবের সহিত গুরুদেবের পার্থক্য এই—শ্রীবলদেব বিষ্ণুতত্ত্ব—শক্তিমান্‌তত্ত্ব, গুরুদেব শক্তিতত্ত্ব। বলদেবের চরণে তুলসী অর্পিত হয়, কিন্তু গুরুদেব শক্তিতত্ত্ব বলিয়া তচ্চরণে তুলসী অর্পিত হয় না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ডে' শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গে এইরূপ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন—

"শ্রুতি বলেছেন (মুণ্ডক ৩।২।৪)—
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না কর্‌লে মঙ্গল হবে না। যে বলদেব প্রভু কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁর অনুগ্রহ পেলেই আমাদের মঙ্গল হয়। যখন আমরা গুরুদেবের সঙ্গে তর্কপথ আবাহন করি, যখন আমরা নিজেদের অক্ষজজ্ঞানে গুরুকে শোধন বা 'দোরস্ত' করবো, কেবল তাঁর কৃত্রিম অনুকরণ ক'রে নেবো, তাঁর অনুসরণ করবো না, তখন আমাদের শ্রৌতপথের পরিবর্ত্তে অশ্রৌতপথ বা তর্কপথ আহূত হ'য়ে পড়ে। এই সকল দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে, তাঁর চরণে যখন আত্মসমর্পণ করি, তখনই শ্রৌতপথানুসরণে আমাদের মঙ্গল লাভ হয়।"

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে শ্রীবলদেবের আবির্ভাবলীলা বর্ণিত হইয়াছে। পৃথিবীদেবী দৈত্যগণের পাপভারে পীড়িতা হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মা দেবগণসহ ক্ষীরসমুদ্রের তটে যাইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা সমাধিস্থ অবস্থায় 'বিষ্ণু শীঘ্রই ভূভারহরণের জন্য অবতীর্ণ হইবেন' এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবগণকে উহা জানাইলেন এবং তাঁহাদিগকে পত্নীগণসহ ভগবানের সেবার জন্য যদুবংশে ও পাণ্ডবকুলে জন্মগ্রহণের জন্য আদেশ প্রদান করি-

লেন। অতঃপর বসুদেবের সহিত দেবকীর বিবাহ সম্পাদিত হইলে কংস ভগ্নীর প্রীতির জন্য স্বয়ং রথ পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল—'দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কংসকে নিধন করিবে।' উক্ত দৈববাণী শুনামাত্র কংস দেবকীকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইলে বসুদেব কংসকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়াও যখন উক্ত গর্হিত কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন কংসের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, যখনই তাঁহার সন্তান হইবে, তখনই তাহাকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। সাধু বসুদেব তাঁহার বাক্য অবশ্যই রক্ষা করিবেন—কংসের এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় থাকায় তিনি ভগ্নীর বধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। যথাকালে দেবকীর প্রথমপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব তাঁহার বাক্য রক্ষার জন্য পুত্রকে লইয়া কংসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কংস প্রথমে পুত্রটিকে ফিরাইয়া দিলেও নারদের নিকট ব্রজবাসী ও যাদবগণের স্বরূপ, নিজের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত এবং অষ্টমগর্ভ প্রথম কিংবা শেষদিক্ হইতে গণনা হইবে—এইরূপ সন্দেহজনক বাক্য শুনিয়া বসুদেব-দেবকীকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। কংস ক্রমে ক্রমে দেবকীর ছয়টী পুত্রকে বিনাশ করিলেন এবং পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া যাদবগণের সহিত বিরোধ করিতে লাগিলেন। যাদবগণ জরাসন্ধ, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি অসুরগণের দ্বারা অত্যাচারিত হইয়া বিভিন্ন রাজ্যে পলায়ন করিলেন। শ্রীবলদেব দেবকীর সপ্তমগর্ভে আবির্ভূত হইলে ভগবানের নির্দ্দেশক্রমে যোগমায়া সকলের অলক্ষ্যে দেবকীর সপ্তমগর্ভকে আকর্ষণ করিয়া গোকুলে বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলেন। যোগমায়ার দ্বারা দেবকীর গর্ভ আকর্ষিত হইয়া রোহিণীর গর্ভে নীত হইয়াছিলেন বলিয়া এই ভূতলে রোহিণীনন্দন সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হইলেন। গোকুলবাসী লোকসমূহের আনন্দবিধানহেতু তিনি 'রাম' এবং বলাধিক্যহেতু তিনি 'বলভদ্র' নামে কীর্ত্তিত হইলেন। মথুরার পুরবাসিগণ দেবকীর গর্ভ ভ্রষ্ট হইল মনে করিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন।

সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ বলদেব প্রভুর আবির্ভাবের পর রোহিণী-নক্ষত্রসংযুক্ত ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। বলদেবের আবির্ভাবতিথি ভাদ্রমাসের পূর্ণিমায়। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ সেবার জন্য বলদেবপ্রভু জ্যেষ্ঠভ্রাতা রূপে প্রকটিত হইলেন। রামলীলায় তিনি কনিষ্ঠভ্রাতারূপে (লক্ষ্মণরূপে) প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সেবা সম্যক্প্রকারে করিতে পারেন নাই, এইজন্য কৃষ্ণলীলায় জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে আসিলেন। নন্দমহারাজ, যশোদাদেবীও বালগোপালের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বলরামের উপর সমর্পণ করিয়াছিলেন। বলরাম সখাগণসহ কৃষ্ণের সহিত বন-ভ্রমণাদি লীলাকালে সর্ব্বদা কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকিতেন। অঘাসুর নিধনের পর কৃষ্ণ সরোবরের তটে গোপবালকগণের সহিত পুলিনভোজনে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিয়া সুমেরু পাহাড়ের গহ্বরে সম্বৎসরকাল রাখিয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তৎকালে গোবৎস ও গোপবালকরূপ ধারণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে গোপগোপীগণ এবং গাভীগণ কেহই বুঝিতে পারেন নাই তাঁহাদের সন্তানগণ অপহৃত হইয়াছে। গোপগোপীগণ সন্তানকে স্পর্শ করিয়া অদ্ভুত প্রেমবিকারসমূহ প্রকটিত করিলে এবং গাভীগণ পুরাতন বৎসগণের সংস্পর্শে প্রেমাপ্লুত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকিলে, ইহার কারণ ব্রজবাসিগণ বুঝিতে না পারিলেও, বলদেবপ্রভু বুঝিয়াছিলেন 'কৃষ্ণই গোপবালকরূপে ও গোবৎসরূপে আসায় ব্রজবাসিগণের ঐরূপ প্রেমবিকার'। কালীয়দমন লীলাকালেও গোপগোপীগণ কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া কালীয়ের বিষদুষ্ট জলে প্রবিষ্ট হইতে গেলে কৃষ্ণের মহিমাবিষয়ে অভিজ্ঞ বলদেব প্রভু তাঁহাদিগকে উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীবলদেব প্রভু তালবনে ধেনুকাসুর বধলীলা এবং ভাণ্ডীরবনে প্রলম্বাসুর বধলীলা সম্পাদন করিয়াছিলেন। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ডকাল প্রাপ্ত হইলে নন্দমহারাজাদি গোপগণ তাঁহাদিগকে গাভী পালনে নিয়োজিত করিলেন। একদিন বলরাম-শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত বিভিন্ন বন ভ্রমণ করিতে করিতে তালবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গর্দ্দভরূপধারী মহাবলী ধেনুকাসুর এবং তাহার বলশালী জ্ঞাতিবর্গ

তথায় অবস্থান করিয়া তাল রক্ষা করায় কোন প্রাণী উক্ত তালফল খাইতে পারিত না। বহু তালবৃক্ষ ফলে পরিপূর্ণ, সুপক্ব তালের গন্ধে তালবন এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান আমোদিত হওয়ায় সখাগণ উক্ত তালফলগুলি পাইবার জন্য কৃষ্ণ-বলরামের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। সখাগণের অভিলাষ পূর্ত্তির জন্য রাম-কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে লইয়া হাসিতে হাসিতে তালবনে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণের প্রতি স্নেহবশতঃ বলদেবই অগ্রে তালবনে প্রবেশ করিয়া মত্তহস্তীর ন্যায় তাল-বৃক্ষগুলিকে কম্পিত করিলে তালসমূহ দুম্‌দাম্‌ শব্দে নীচে পতিত হইল। তালফলগুলির পতন শব্দে ক্রুদ্ধ হইয়া গর্দ্দভাসুর তৎক্ষণাৎ সেখানে আসিয়া তাহার পিছনের দুই পদের দ্বারা বলরামের বক্ষে সজোরে আঘাত করিল এবং বিকট শব্দ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। গর্দ্দভা-সুর পুনরায় পদদ্বারা বলদেবকে আঘাত করিতে আসিলে বলদেব তাহার সেই দুইপদ ধরিয়া এমনভাবে প্রবলবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন যে, সেই ঘূর্ণনফলেই অসুরের প্রাণ বাহির হইয়া যায়। বলদেব অসুরের বিরাট্‌ দেহকে তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলে সমস্ত তালবৃক্ষগুলি একটার দ্বারা একটা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূপাতিত হইল। ধেনুকাসুরের জ্ঞাতি-বর্গ ক্রোধান্বিত হইয়া আসিলে তাহারাও নিহত হইল। কালীয়দমন লীলার পরেই তালবনে ধেনুকা-সুর বধলীলা হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ধেনুকাসুর বধের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'যে সকল অসুরকে শ্রীবলদেব নাশ করিয়া থাকেন সেই অনর্থগুলি সাধক নিজের চেষ্টায় দূর করিবেন। ইহাই ব্রজভজনের রহস্য; ভারবাহিত্বরূপ কু-সংস্কারই ধেনুকাসুর। স্ব-স্বরূপ, নাম-স্বরূপ ও উপাস্য-স্বরূপ-সম্বন্ধে অজ্ঞান ও অবিদ্যা—তাহাই ধেনুকাসুর।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে প্রলম্বাসুর-বধলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বিহার-স্থলী ব্রজধাম গ্রীষ্মকালেও বসন্তঋতুর ন্যায় মনোজ্ঞ-রূপ ধারণ করিয়াছিল। কৃষ্ণ-বলরাম একদিন সখাগণকে লইয়া খেলাধূলায়, নৃত্যগীতে প্রমত্ত হইলে প্রলম্বাসুর গোপবেশ ধারণ করিয়া সখাগণের ভিতরে প্রবিষ্ট হইল। সখাগণ ইহা বুঝিতে না পারিলেও সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ নবাগত গোপকে কপট গোপ বুঝিতে পারিলেও তাহাকে বধ করিবার জন্য সখারূপে গ্রহণ করিলেন। খেলার জন্য গোপবালকগণ দুইভাগে বিভক্ত হইলেন—একদলের নায়ক কৃষ্ণ, অপরদলের নায়ক বলরাম। খেলার সর্ত্ত হইল, যে যাহার দ্বারা পরাস্ত হইবে তাহাকে সে স্কন্ধে বহন করিবে। খেলা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলরামপক্ষে শ্রীদাম ও বৃষভ জয়ী হইল। তখন কৃষ্ণ শ্রীদামকে এবং ভদ্রসেন বৃষভকে স্কন্ধে বহন করিলেন। এদিকে প্রলম্বাসুর বলরামের নিকট পরাস্ত হইয়া কৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে বলরামকে স্কন্ধে বহন করিয়া পলায়ন করিল। 'উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্‌ শ্রীদামানং পরা-জিতঃ। বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্‌ ॥' —ভাঃ ১০।১৮।২৪। বলরাম অসুরের দুষ্ট অভি-প্রায় বুঝিতে পারিয়া অসুরের স্কন্ধে এমন গুরুভার প্রদান করিলেন যে, সে বলরামকে বহন করিতে সমর্থ হইল না। তখন কপটবেশধারী অসুর নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিল। অসুরের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া হলধর বলদেব প্রথমে একটুকু শঙ্কিতভাব প্রকাশ করিলেও দৈত্যবধের জন্য ইন্দ্র যে প্রকার বজ্রবেগে গিরিকে প্রহার করেন, তদ্রূপ অসুরের মস্তকে ভীষণ মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। উক্ত মুষ্ট্যাঘাতে প্রলম্বাসুরের মস্তক বিদীর্ণ হইল। সে রক্তবমি করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। বলদেবের এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া গোপগণ ও দেবতাগণ ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রলম্বা-সুর বধের তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন—শ্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাপ্রতীক প্রলম্বাসুর।

(ক্রমশঃ)

জম্মু, নিউদিল্লী ও পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে জম্মু, নিউ-দিল্লী ও পাঞ্জাবে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের বিচার-বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু নরনারী শুদ্ধভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীগৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন। জম্মুতে শ্রীগীতাভবনে ২৭ ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার হইতে ৭ আশ্বিন, ২৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ; নিউ-দিল্লীতে পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে ২১ কার্ত্তিক, ৮ নভেম্বর রবিবার হইতে ২৮ কার্ত্তিক, ১৫ নভেম্বর রবিবার ; পাঞ্জাবে ভাটিণ্ডা সহরে ২৯ কার্ত্তিক, ১৬ নভেম্বর সোমবার হইতে ৭ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর মঙ্গলবার এবং ভাটিণ্ডা থার্মেল কলোনীতে ৮ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর বুধবার হইতে ১২ অগ্র-হায়ণ, ২৯ নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও মঠের ত্রিদণ্ডিযতিগণ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ববিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তিসহ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ২৪ নভেম্বর ভাটিণ্ডা ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার কলোনীতে 'সনাতন ধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহসেবার বৈশিষ্ট্য' এবং ২৭ নভেম্বর ভুচ্চো-মণ্ডীতে 'সাধুসঙ্গের মহিমা' সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদত্ত হয়। জম্মুতে প্রত্যহ প্রাতে গীতাভবনে ও অপ-রাহ্ণে রাণীতালাবে এবং প্রথম পাঁচদিন প্রত্যহ রাত্রিতে গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে ও শেষের ছয়দিন প্রত্যহ রাত্রিতে গ্রীণবেল্টস্থ শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। ভাটিণ্ডা সহরেও স্থানীয় পাব্লিক ধর্ম্মশালায় এবং থার্মেল কলোনীতে শ্রীহরিমন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

জম্মুতে ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার, নিউদিল্লীতে ১০ নভেম্বর মঙ্গলবার, ভাটিণ্ডা সহরে ২১ নভেম্বর শনি-বার প্রত্যহ অপরাহ্ণে এবং ভাটিণ্ডা থার্মেল কলো-নীতে ২৮ নভেম্বর শনিবার প্রাতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। প্রত্যেক স্থানে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

জম্মুর প্রচারে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-সেবায় আনুকূল্য করিয়াছেন—কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রী শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তি-হর ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বরীষ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাস, শ্রীআর-সি মিত্তল ও শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতেও বহু ভক্ত জম্মুর ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

নিউদিল্লী ও ভাটিণ্ডায় প্রচার পার্টিতে ছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানু-ভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাস। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ নিউদিল্লীর প্রচারে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সেবা-কার্য্যের জন্য ১২ নভেম্বর কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়চরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীআর-সি মিত্তল ও শ্রীভগবান্ দাস ভাটিণ্ডায় প্রচারকালে উপস্থিত ছিলেন। গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী ও গৌহাটী মঠের শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী আসামে প্রত্যাবর্ত্তনের

প্রাক্কালে নিউদিল্লীতে দুইদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

জম্মু, নিউদিল্লী, ভাটিণ্ডা সহর ও ভাটিণ্ডা কলোনী এবং ভুচ্চোমণ্ডীস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রযত্নে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবা বিপুলভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হয়।

বিরহ-সংবাদ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রচারক ও বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ বিগত ১৫ কেশব (৫০১ শ্রীগৌরাব্দ), ৩ অগ্রহায়ণ (১৩৯৪ বঙ্গাব্দ), শুক্রবার অমাবস্যা তিথিতে রাত্রি ১২টার পর, ইংরাজী মতে ২১ নভেম্বর (১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে শ্রীল গুরুদেবের সমাধি মন্দিরের সন্নিকটে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে ধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধাম-প্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৮০ বৎসর। আসামে কামরূপ জেলার অন্তর্গত (বর্ত্তমানে বরপেটা জেলান্তর্গত) উত্তর ভেরভেরী অঞ্চলে তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল শ্রীদশরথ বর্ম্মণ। তাঁহার পিতার নাম শ্রীরামচন্দ্র বর্ম্মণ। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের আসাম প্রচার-ভ্রমণ-কালে ইং ১৯৫০ সালে তিনি তাঁহার সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ লাভ করেন। শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন এবং তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে শ্রীল গুরুদেবের নিকট প্রথমে শ্রীহরিনামাশ্রিত হন এবং উক্ত বৎসর অক্টোবর মাসে মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শ্রীদীননাথ দাসাধিকারী নাম প্রাপ্ত হন। গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বতোভাবে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠে যোগদানের পর তাঁহার নাম হয় শ্রীদীননাথ দাস বনচারী। পরে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে শ্রীল গুরুদেবের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণান্তে তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

পূর্ব্বাশ্রমে থাকাকালে তাঁহার অভিনয়াদি বিষয়ে দক্ষতা ছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মুক্তিযোদ্ধারূপে (Freedom Fighter-রূপে) মাসিক সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হইত। তিনি অসমীয়া ও বাংলাভাষায় হাস্যরসযুক্ত উদাহরণসহ সুন্দর হরিকথা বলিতে পারিতেন। তাঁহার প্রচারকার্য্যে উৎসাহ ছিল। তিনি দীর্ঘদিন সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে থাকিয়া উক্ত মঠের মঠ-রক্ষকরূপে সেবা পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে একটী পাকাগৃহ এবং শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে একটী ভজনকুটীর নির্ম্মাণে আনুকূল্য বিধান করিয়াছিলেন। তিনি গোয়ালপাড়া মঠে ও হায়দরাবাদস্থ শ্রীমঠেও কিছুদিন অবস্থান করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি অধিকাংশ সময় শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানে থাকিয়া ভজন করিতেন। তাঁহার সমাধিকৃত্য শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

বিগত ১৭ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর শুক্রবার কলিকাতা মঠে তাঁহার বিরহোৎসব সম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস রাত্রিতে বিরহ-সভায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার মহিমা বর্ণনমুখে ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তি স্থান শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানেও মঠের প্রধান বৈষ্ণবগণ উপস্থিত থাকিতে পারেন এইরূপ একটী শুভবাসরে তাঁহার বিরহোৎসব সম্পন্ন হইবে।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২০০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমথুরাধামে কংসকারাগারে দেবকীর অষ্টম-গর্ভজাত সন্ত নরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে চতুর্ভুজ, পরে বসুদেব-দেবকীর প্রার্থনায় দ্বিভুজ হইলে বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রাখিয়া যোগমায়াকে লইয়া আসিলে তাঁহার ক্রন্দনে প্রহরিগণের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তাহারা ছুটিয়া গিয়া কংসকে সংবাদ দিলে কংস আসিয়া দেখেন পুত্রের পরিবর্ত্তে দেবকী কন্যা প্রসব করিয়াছেন। তথাপি সেই কন্যাকে উঠাইয়া মারিবার জন্য উদ্যত হইলে কন্যা হস্ত হইতে নির্গত হইয়া অষ্টভুজা যোগমায়া মূর্ত্তি ধারণ করতঃ এইরূপ বলিলেন —'রে কংস, তোমাকে বধিবে যে, অন্যত্র বাড়িছে সে'। কংস ভীত হইয়া মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতির জন্য ব্রজমণ্ডলে যত সদ্যোজাত শিশু আছে তাহাদিগকে বিষযুক্ত স্তন পান করাইয়া মারিবার জন্য বকাসুরের ভগ্নী বকী পূতনা রাক্ষসীকে আদেশ করিলেন। কংস কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পূতনা রাক্ষসী নগরে, জনপদে, গোষ্ঠে শিশুহত্যা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পরীক্ষিত মহারাজ উহা শুনিয়া ভীত হইলে শুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, যাঁহারা কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করেন, তাঁহাদের পূতনা হইতে কোনও ভয় নাই। একদিন নিশাকালে পূতনা আকাশপথে নন্দ-গোকুলে আসিয়া পরমাসুন্দরী নারী মূর্ত্তি ধারণ করতঃ নন্দালয়ে শিশু-কৃষ্ণ যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন সেখানে প্রবিষ্ট হইল। শ্রীভগবানের লীলাশক্তিপ্রভাবে যশোদাদেবী ও রোহিণীদেবী উহা দেখিয়াও বাধা প্রদান করিলেন না। পূতনা প্রচ্ছন্ন বালকরূপী কৃষ্ণকে সাধারণ বালক মনে করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলে কৃষ্ণও শিশুবালক লীলার ছলে রাক্ষসীকে দেখিয়া ভয়ে চক্ষু বন্ধ করিলেন। পূতনা বালককে আদরপূর্ব্বক কোলে লইল। একজন পরমাসুন্দরী নারী পুত্রকে কোলে করিয়া আদর করিতেছে দেখিয়া যশোদার সুখ হইল। রাক্ষসীর দুষ্ট অভিপ্রায় যশোদাদেবী ও রোহিণীদেবী বুঝিতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহারা রাক্ষসীকে বাধা প্রদান করেন নাই। কিন্তু অন্তর্য্যামী ভগবান্ শিশু-লীলার ছলে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার রমণীয় ছোট হস্ত-দ্বারা রাক্ষসীর স্তন জোরে ধরিলেন। রাক্ষসীও জোরপূর্ব্বক ভীষণ বিষমিশ্রিত স্তন শিশুর মুখে প্রবেশ করাইলে, শিশু কৃষ্ণ এমন তীব্রবেগে উক্ত স্তন-পান করিতে লাগিলেন যে, পূতনা রাক্ষসী ভীষণ যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে শিশুকে স্তনপান হইতে নিবৃত্ত করিতে এইরূপ বলিল, 'অনেক পান করিয়াছিস্, এইবার ছাড়িয়া দে'। কিন্তু কৃষ্ণ তাহার কথা না শুনিয়া তাহার স্তন পান করিতে করিতে প্রাণশুদ্ধ পান করিয়া ফেলিলেন। পূতনা বিকট শব্দ করিয়া ভীষণ রাক্ষসী মূর্ত্তিতে বিগতপ্রাণা হইয়া ১২ মাইল ব্যাপ্তা হইয়া ভূপতিতা হইল। এইপ্রকার ভীষণ রাক্ষসীমূর্ত্তি দেখিয়া ব্রজের গোপ-গোপীগণ ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শিশু কৃষ্ণ পূতনার বক্ষে ক্রীড়ারত ছিলেন। গোপীগণ কৃষ্ণকে তাহা হইতে উঠাইয়া যশোদার ক্রোড়ে প্রদান করিলে যশোদা প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। নন্দমহারাজ নানা-প্রকার অশুভ লক্ষণ দেখিয়া বসুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মথুরা হইতে ব্রজে দ্রুত ফিরিয়া আসিতেছিলেন। ব্রজের কাছাকাছি আসিয়া প্রথমে চন্দনের গন্ধ অনুভব করিয়া পরে পূতনা রাক্ষসীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণ স্তন পান করায় পূতনা রাক্ষসীর শরীর পরমাকর্ষণীয় সুগন্ধে পরিণত হইয়াছিল। বিষ্ণুর একটী বিশেষ গুণ তিনি 'হতারিসুগতিদায়কঃ'। পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পূতনা কপটভাবেও মাতৃভাব প্রদর্শন করায় ধাত্রীগতি লাভ করিয়াছিলেন।

'অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥'

—ভাঃ ৩।২।২৩

পূতনার বিশাল শরীরের ভারে যে স্থানে পূতনা পতিত হইয়াছিল সেইস্থানটি গর্ত্ত হইয়া যায়। এই-জন্য সেইস্থানের নাম 'পূতনা-খাল' হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বৃহদ্‌বনমাহাত্ম্যে মহাবন পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

'পূতনা বধিলা এথা ব্রজেন্দ্র কুমার।
এইখানে অগ্নিক্রিয়া হইল পূতনার।'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৭৩০

পূতনা বধের পর পূতনার বিশাল শরীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দাহ করিতে হইয়াছিল। পূতনার শরীর দাহকালে সর্ব্বত্র চন্দনের গন্ধ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি লিখিত 'হরিবংশে' পূতনা বধলীলা কথঞ্চিৎ অন্যপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনের সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—কংসের আদেশে কংসধাত্রী পূতনা শকুনী-বেশ ধারণ করিয়া মধ্যরাত্রে নন্দালয়ে আসিয়াছিল। নন্দালয়ে আসিয়া শকুনী রূপধারিণী পূতনা একটি গোশকটে অক্ষের উপর বসিয়া বিকট শব্দ করিতে করিতে ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতেছিল। সেই সময় গৃহস্থিত সকলেই নিদ্রাভিভূত ছিলেন। সেই সুযোগে শকুনীরূপধারিণী পূতনা বালকৃষ্ণকে স্তন পান করাইতে লাগিল। কিন্তু স্তন পান করাইলেও বালকৃষ্ণের মৃত্যু হইল না। পক্ষান্তরে অনতিবিলম্বে শকুনীবেশধারিণী পূতনা ছিন্নস্তনী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে করিতে ভূতলে পতিতা হইয়া পাণত্যাগ করিল। পূতনার ভীষণ চিৎকারে নন্দাদি গোপ-গোপীগণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা উঠিয়া পূতনা রাক্ষসীর মৃতদেহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। রাক্ষসী কোথা হইতে আসিল এবং কেন মরিল তাহা তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। [বিশ্বকোষ গ্রন্থে প্রসঙ্গটির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে।]

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের অসুরবধাদি লীলাদ্বারা সাধকগণ নিজ নিজ অনর্থনাশের যত্ন করিবেন। অনর্থনাশের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধারতি লাভ হয়। পূতনাবধলীলায় শিক্ষণীয় সম্বন্ধে তিনি বলেন—পূতনা ভুক্তি-মুক্তি-শিক্ষক কপট-গুরু। ভুক্তি-মুক্তিপ্রিয় কপট সাধুগণও পূতনাতত্ত্ব। শুদ্ধভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া বালকৃষ্ণ স্বীয় নবোদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনা বধ করেন।

যমলার্জ্জুনভঞ্জনস্থল ঃ—রুদ্রের অনুচর কুবেরের পুত্রদ্বয় নলকূবর ও মণিগ্রীব ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া কৈলাস পর্ব্বতস্থ সুরম্য উপবনে মন্দাকিনীতটে বারুণী নাম্নী মদিরা পান করিয়া বিবস্ত্রা স্ত্রীগণের সহিত নগ্নাবস্থায় বিহার করিতেছিল। নারদ গোস্বামী যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলে, তাহারা কামের দ্বারা এইরূপ হৃতজ্ঞান হইয়াছিল যে, নারদ ঋষিকে দেখিয়াও ঐরূপ গর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইল না। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ততাহেতু নারদ ঋষিকে অগ্রাহ্য করিল। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে দারিদ্র্যই কল্যাণকর বুঝিয়া মহাভাগবত নারদ গোস্বামী করুণাপরবশ হইয়া জড়তাপ্রাপ্ত নলকুবের ও মণিগ্রীবকে উদ্ধারের জন্য 'বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেও নলকূবর ও মণিগ্রীব যাহাতে পুনরায় অপরাধ না করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পূর্ব্বস্মৃতি প্রদান করিলেন। তিনি তাহাদিগকে এইরূপ আশীর্ব্বাদও দিলেন—দৈব শতবর্ষ পরে* শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করতঃ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হইয়া পুনরায় দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে। মহাভাগবত বৈষ্ণবের ক্রোধের দ্বারাও জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয়। বদ্ধজীবের কামোত্থ ক্রোধে জীবের অকল্যাণ হয়। প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবদ্ভক্তগণ সৌভাগ্যবান্ জীবগণের কল্যাণবিধানের জন্য কোন কোন সময় তাঁহাদের প্রতি ক্রোধের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। দেবর্ষি নারদের অভিশাপরূপ আশীর্ব্বাদে নলকূবর ও মণিগ্রীব গোকুলে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিলেন। (ক্রমশঃ)

* দৈব শতবর্ষ—'দৈবদিবস=মনুষ্যমানে এক বৎসর।' —অমরার্থচন্দ্রিকা। অর্থাৎ দৈব শতবর্ষ মনুষ্যমানে=৩৬৫০০ বৎসর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name......................................
Vill.......................................
P. O.......................................
Dist.......................................
Pin.......................................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা
মাঘ, ১৩৯৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সংঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৯৪
২৭ মাধব, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, শনিবার, ৩০ জানুয়ারী ১৯৮৮ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—নির্শাচটি, মানভূম

সময়—রবিবার, অপরাহ্ণ, ১২ই চৈত্র ১৩৩৪ সন, ২৫শে মার্চ্চ ১৯২৮

প্রদ্যুম্নমিশ্রের যেমন রায়রামানন্দের চরিত্র দেখে' ভুল হচ্ছিল, সেরূপ অনেকের ভুল হচ্ছে—নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার বলে গৌড়ীয় মঠের প্রচার বুঝ্‌তে গিয়ে। যেহেতু কতকগুলি লোক 'ধর্ম্মবীর' 'কর্ম্মবীর' নাম নিয়ে 'ইয়ং বেঙ্গলের' তরুণ-বঙ্গের মাথা খেয়ে দিয়েছে, সেজন্য আমাদের শত শত গ্যালন রক্ত নষ্ট কর্‌তে হচ্ছে। তথাপি প্রকৃত সত্য কথা খুব কম লোকই ধর্‌তে পার্‌ছে। সত্য কথা বহু লোক নেয় না,—এটা চিরন্তন সত্য, কারণ সত্য কথা 'প্রেয়ঃ' নহে, তাহা 'শ্রেয়ঃ'।

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ
সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥"

অর্থাৎ, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটীই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ ঐ দুইটীর তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটী—মুক্তির কারণ, অপরটী—বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা 'প্রেয়ঃ' পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তিগণ 'যোগ' অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও 'ক্ষেম' অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ,—এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥

অর্থাৎ, এই শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক বহু পাওয়া যায় না, দুই চার জন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়াও অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। আর শ্রেয়ো বিষয়ের তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ বক্তা অতীব দুর্ল্লভ। আবার যদিও এইরূপ সুদুর্ল্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও সুদুর্ল্লভ।

জগতের লোকগুলি অবিদ্যার সাগরে হাবুডুবু

খেয়ে আপনাদিগকে পণ্ডিত 'সব বুঝ্‌দার' মনে কর্‌ছে। কপটতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে কেবল সংসারে ওঠা-নামা কর্‌ছে। এই সকল অন্ধের দ্বারা চালিত হ'য়ে জগতের সমস্ত অন্ধসমাজ খানায় ডোবায় প'ড়ে মর্‌ছে —

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥"

'গৌড়ীয়ে'র শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর যে দুইটী Motto (নয়বাক্য) আছে—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।"
"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।"

—এ'র মানে সংস্কৃতপাঠীর লাখ-করা একজনও বুঝ্‌তে পারে না—বাংলা ক'রে দিলেও তা'র মানে বোঝে না। যে দিন মানে বুঝ্‌বে, সে দিন বুঝ্‌তে পার্‌বে যে তা'রা এতকাল যা'কে 'ধর্ম্ম' ব'লে মনে করেছে—যা'কে 'ত্যাগ', 'তপস্যা' ব'লে মনে করেছে, —তা'রা এতকাল যত চেষ্টা করেছে—দুনিয়ার কাছে যত বাহাদুরী দেখিয়েছে, সব ভুল করেছে—বৃথা সময় নষ্ট ক'রেছে মাত্র।

যে নিরপেক্ষ নয়, সেরূপ অনন্তকোটী বক্তা নরকে চ'লে যাবে ; কিন্তু নির্ভীক হ'য়ে যে নিরপেক্ষ সত্য বলা হচ্ছে, শত শত জন্ম পরেও—শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ ইহার নিগূঢ় সত্য বুঝ্‌তে পারবে। কণ্টাজিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটী লোককে সতকথা বোঝান যায় না—'সাধুত্ব' কাহাকে বলে, শিক্ষকগণ তা' শেখাতে পারেন না।

শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ যে-ধর্ম্মের প্রচার ক'রেছিলেন, প্রেয়ঃপন্থী সমাজ তা'কে বিকৃত ক'রে কিরূপ ক'রে ফেলেছে! শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা —গোস্বামিগণের শিক্ষা—শ্রীনিবাসাদি আচার্য্য প্রভু-ত্রয়ের শিক্ষা আজ অতল জলধিগর্ভে নিমজ্জিত হ'য়েছে। আচার্য্যের কাজটা এখন ব্যবসাদারীতে পরিণত হ'য়েছে—গুরুর নাম নিয়ে শিষ্যের গোলামী কর্‌ছে—বেশ্যাকে মন্ত্র দিচ্ছে। প্রত্যেক বিলাসী ধনীর বেশ্যা আছে, বৃষলীপতি গুরুব্রুবগণের দ্বারা নিজ নিজ বেশ্যাদিগকে মন্ত্র দিচ্ছে—ব্যবসাদার গুরু-ব্রুবগণের ব্যবসায় ক্ষতি হ'বে জেনে এহেন অবৈধ অধর্ম্ম আপত্তি করবার উপায় নেই—ধনীর হুকুম তামিল না কর্‌লে তা'রা গুরুকে নাকাচ্ ক'রে দেবে। কতকগুলি লোক নির্জ্জনে বসে' বসে' বাজাচ্ছে—কেউ বা পিত্তি বৃদ্ধি কর্‌ছে। ওরূপ মুষার পলায়নে বা ছুঁচোর কীর্ত্তনে কোন মঙ্গল হ'বে না। আর একটা ভাষায় বল্‌তে গেলে ও সব চেষ্টা—ধর্ম্ম নয়, 'দালালী বা বদ্‌মায়েশীর প্রলোভন'। 'দয়া'র নাম ক'রে অপস্বার্থপর মানুষ যে কাজ কর্‌ছে, যদি স্পষ্টভাষায় বলা যায়, তবে তা' ছাড়া আর কিছুই নয়। মাছ যেমন বড়শীর লোভে, পশু যেমন ব্যাধের বাঁশী শুনে' নিহত হয়, আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আশায় মনুষ্যজাতিও সেরূপ নরকের পথে যাচ্ছে। তা'দের অপকার্য্যে এগোবার চেষ্টায় বাধা দেওয়াই গৌড়ীয় মঠের একটা কার্য্য।

আমরা একজনের জন্য দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় কর্‌তে প্রস্তুত আছি—যদি একটী লোকেরও সত্যি-কথা শুন্‌বার কাণ হয়। গৌড়ীয় মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই মনুষসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎশরীর পুষ্টির জন্যে দু'শ গ্যালন রক্তপান করাইয়া ব্যয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাকুক্। লাখ্ লাখ্ বদমায়েশ লোক সরল-প্রকৃতি হিতাহিতবোধ-হীন ধনীর নিকট গিয়ে ধনীদের নরকপথে পাতিত কর্‌ছে ; গৌড়ীয় মঠ সেরূপ হিংসার কার্য্য কখনও করেন না, বা প্রশ্রয় দেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

পঞ্চম-কিরণঃ—ভগবৎ-শক্তিতত্ত্বম্

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তম্ [১০।৮৭।১৪]

জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
কৃচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥১॥

ব্রহ্মা ভগবন্তম্ [২।৯।২৬]

যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্।
বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা ॥
ক্রীড়স্যমোঘসঙ্কল্প ঊর্ণনাভির্যথোর্ণুতে।
তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব ॥২॥

তস্যা শক্তরনন্তপ্রকারত্বম্। সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।১৮।১৯]

কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো
মহদ্‌গুণত্বাদ্‌যমনন্তমাহুঃ ॥ ৩ ॥

তস্যৈব যোগমায়াত্বম্ ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ [১০।১৪।২১]

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ৪ ॥

ধ্রুবো ভগবন্তম্ ত্রিশক্তিত্বং চিচ্ছক্তিজীবশক্তিমায়াশক্তিরূপত্বঞ্চ তস্যাঃ [৪।৯।১৫]

ত্বং নিত্যমুক্ত-পরিশুদ্ধ-বিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে ॥৫॥

ধরণী ধর্ম্মম্ [১।১৬।৩২]

ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথৎ যদপাঙ্গমোক্ষ-
কামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায়
যৎ পাদসৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা ॥৬॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

শ্রুতিগণ (ভগবান্‌কে) কহিলেন,—হে অজিত, তোমার জয় হউক। মহাদোষরূপ-তিনগুণবিশিষ্ট-অজা যে মায়া, তাহাকে তুমি বিনাশ কর, যেহেতু তাহার ক্ষয়ে তোমার কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। তুমি আত্মশক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তিদ্বারা আপনাতে আপনি অখিল ঐশ্বর্য্যযুক্ত আছ এবং চরাচর-বিশ্বের অখিল-শক্তির অববোধক তোমাকে উপনিষদ্ আত্মশক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া স্থানে স্থানে ব্যক্ত করেন এবং মায়া-শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া মায়িকবিশ্বসম্বন্ধে অনুবর্ণন করেন। ১ ॥

(ব্রহ্মা ভগবান্‌কে কহিলেন)—আত্মমায়া স্বরূপ-শক্তি। তাঁহার যোগে নানাশক্তিদ্বারা উপবৃংহিত এই বিশ্বকে সৃজন, গ্রহণ ও সংহার কর। আত্মশক্তি-দ্বারা আপনাকে আপনি ধারণ কর। ঊর্ণনাভি যেরূপ তন্তু বিস্তার করে, তদ্রূপ অমোঘ-সঙ্কল্প তুমি সর্ব্বত্র ক্রীড়া কর। হে মাধব, সেইরূপ আমাকে তদ্বিষয়া অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়া মনীষা অর্থাৎ বুদ্ধি দান কর ॥ ২ ॥

(ভগবানের শক্তি অনন্তপ্রকার, তৎসম্বন্ধে) সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন,—(যখন) দৌষ্কুল্য-রূপ আমাদের আধি মহত্তমদিগের নাম উচ্চারণে যায়, তখন ভগবানের নাম যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের আর কথা কি? মহত্তমদিগের একান্তগতি অনন্তশক্তিবিশিষ্ট সেই ভগবান্; তাঁহাতে অনন্ত মহদ্‌গুণ আছে বলিয়া তাঁহাকে 'অনন্ত' বলে ॥৩॥

সেই আত্মমায়ার নাম যোগমায়া। ব্রহ্মা (কৃষ্ণকে) কহিলেন,—হে ভূমা পুরুষ! হে কৃষ্ণ! হে পরাত্মা! হে যোগেশ্বর! এই ত্রিলোকীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ইহা জানে যে, তুমি কোথায় কিরূপে কোন্ সময়ে তোমার যোগমায়া অর্থাৎ স্বরূপশক্তিবিস্তারপূর্ব্বক (কোন্) ক্রীড়া করিয়া থাক ॥ ৪ ॥

ধ্রুব (ভগবান্‌কে) কহিলেন,—হে ভগবান্! তুমি নিত্যমুক্ত, পরিশুদ্ধ, বিবুদ্ধ আত্মা, কূটস্থ আদি-পুরুষ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়া-

হলাদিনীসন্ধিনীসম্বিদ্রূপাস্তৎশক্তের্বৃত্তয়ঃ শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৩৯।৫৫]

শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জ্জয়া।
বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥৭॥

নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণম্ [১০।১৬।৪৬]

নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসম্বিদে ॥৮॥

গজেন্দ্রো ভগবন্তম্ [৮।৩।২৮]

নমো নমোস্তুভ্যমসহ্যবেগ-
শক্তিত্রয়ায়াখিলধীগুণায়।
প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে
কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে ॥৯॥

ভগবান্ স্বয়ং আত্মবস্তু ; তদতিরিক্তসর্ব্বমপি তৎশক্তিরূপম্। ধ্রুবঃ [৪।৯।১৬]

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়োহ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যাৎ।
তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥১০॥

মনুঃ ধ্রুবম্ [৪।১১।১৮]

স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
করোত্যকর্ত্তৈব নিহন্ত্যহন্তা
চেষ্টা বিভূম্নঃ খলু দুর্বিভাব্যা ॥১১॥

দ্রুমিলঃ নিমিম্ [১১।৪।২]

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
ননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ ॥১২॥

শক্তি—এই তিন শক্তির অধীশ্বর। জীব হইতে তুমি ব্যতিরিক্ত তত্ত্ব। অখণ্ডিত আত্মদৃষ্টিদ্বারা জীবের বুদ্ধ্যবস্থিত-অবস্থার দ্রষ্টা। স্থিতি-কালে তুমি অধিমখ বিষ্ণু। জীবে ও তোমাতে এইরূপ নিত্যভেদ। তুমি স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত, পরিশুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার অনাদি ভগবান্ গুণাধীশ। জীব স্বভাবতঃ তোমার প্রসাদে মুক্ত হয়, মলিন হইবার যোগ্য, অল্পজ্ঞ, মায়াবিকারপ্রবণ, অণুচৈতন্য, ভগহীন, শক্তিহীন ও ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতাবশতঃ পরতন্ত্র ॥ ৫ ॥

(ধরণী ধর্ম্মকে বলিলেন),—দেখ, হে ভগবন্! তোমার মহিমা কি বলিব? ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি বহুসময়ে যাঁহার কৃপা-কটাক্ষের জন্য (ভগবৎ) প্রপন্ন হইয়া যাঁহার প্রতি তপ আচরণ করেন, সেই শ্রীশক্তি স্বীয় পদ্মবনরূপ নিজবাস পরিত্যাগ করিয়া অনুরক্তভাবে তোমার পাদশৌভগ ভজনা করিয়া থাকেন ॥৬॥

সেই স্বরূপশক্তির হলাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎরূপা তিনটী নিরন্তর-বৃত্তি। শ্রী পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, ঊর্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া এই সকল শক্তি-বিশেষণ। 'শ্রী' এস্থলে সম্পৎসমূহের সম্পদাত্রী সন্ধিনীপ্রভাব। 'পুষ্টি'—স্বরূপ পোষয়িত্রী শক্তি। 'গী'—বাক্‌শক্তি বেদাদি। 'কান্তি'—শোভা, যদ্দ্বারা কৃষ্ণস্বরূপের সর্ব্বমাধুর্য্য। 'কীর্ত্তি'—যশবিস্তারিণী। 'তুষ্টি'—হলাদিনী। 'ইলা'—ভূশক্তি। 'ঊর্জা'—লীলাশক্তি। 'বিদ্যা'—যথার্থজ্ঞানশক্তি। 'অবিদ্যা'—হলাদিনী-পোষিকা অবতরণ-শক্তি। এই সমস্ত অন্তরঙ্গা-শক্তি-গত। এতদ্ব্যতিরিক্ত বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তৎপ্রাপ্ত তত্ত্বৎশক্তির বিকার বিশেষ। এই সমস্ত শক্তিদ্বারা ভগবান্ পরিসেবিত ॥ ৭ ॥

(নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন)—সকল অপ্রাকৃত গুণপ্রদীপস্বরূপ গুণস্বরূপাচ্ছন্নকারী গুণবৃত্তিদ্বারা উপলক্ষিত স্বীয় সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা সর্ব্বগুণদ্রষ্টা যে তুমি, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

(গজেন্দ্র ভগবান্‌কে স্তব করিতেছেন),—অসহ্যবেগশক্তিত্রয়বিশিষ্ট অখিল-ধী-গুণসম্পন্ন প্রপন্নপালক, দুরন্তশক্তিবিশিষ্ট, জড়েন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য পথ যে তুমি, তোমাকে বারবার নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

(ধ্রুব স্তব করিতেছেন),—আমি সেই এক আনন্দমাত্র অনন্ত আদ্য বিশ্বজনক অবিকার ব্রহ্মকে প্রপত্তি করি যে, ব্রহ্মকে নিত্যরূপে বিদ্যাদি বিবিধ শক্তি আনুপূর্ব্বভাবে পরস্পর বিরুদ্ধগতি হইলেও অবনত হইয়া নিরন্তর সেবা করে ॥ ১০ ॥

(মনু ধ্রুবকে বলিতেছেন),—সেই বিভক্তবীর্য্য ভগবান্ কালশক্তিদ্বারা গুণপ্রবাহক্রমে অকর্ত্তা হইয়া এই বিশ্বকে সৃজন ও পালন করেন এবং অহন্তা হইয়া বিনাশ করেন ; সেই বিভুর চেষ্টা দুর্ব্বিভাব্য ॥১১॥

(দ্রুমিল ঋষি মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন),

—অনন্ত পুরুষের অনন্ত গুণ। যিনি তাহা অনুক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বালবুদ্ধি। ভূমির রেণু-সকল কোন প্রকারে গণিত হইতে পারিলেও অখিল-কালে অখিলশক্তিধাম ভগবানের গুণসমূহ কখনই সংখ্যা করিতে পারা যায় না ॥ ১২ ॥

(ক্রমশঃ)

ভক্ত ও ভগবানের "সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিণী লীলা"

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

দ্বাপরে শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ যেমন তাঁহার ব্রজলীলায় অদ্ভুত অদ্ভুত লীলা করিয়াছেন, তিনিই আবার কলিযুগারম্ভে তাঁহার শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত গৌরলীলায়ও বিবিধ বিস্ময়কারিণী লীলা প্রকট করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণের চরিত্রও বিবিধ বিচিত্র বিস্ময়কারিণী লীলা-তরঙ্গসমূহের আশ্রয়স্থল বারিধি-স্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে একবার তাঁহার প্রিয়তম ভক্তপ্রবর শ্রীশিবানন্দ সেন তাঁহার পরমা ভক্তিমতী পত্নী ও কনিষ্ঠপুত্র পরমানন্দ পুরীদাস সহ রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধামে আসিয়া মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। একদিন শ্রীশিবানন্দ স্বীয় পুত্র পুরীদাসকে সঙ্গে লইয়া গম্ভীরায় মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। নিজে প্রভুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পুত্রকেও তদ্রূপ প্রণাম করাইলেন। মহাপ্রভু বালককে পুনঃ পুনঃ 'কৃষ্ণ কহ' 'কৃষ্ণ কহ' বলিয়াও সেই বালককে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইতে পারিলেন না। বালকের পিতা শ্রীসেন শিবানন্দও বহু চেষ্টা করিয়া সেই বালককে কৃষ্ণনাম কহাইতে সমর্থ হইলেন না, ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু সবিস্ময়ে কহিতে লাগিলেন—

"(প্রভু কহে—) আমি নাম জগতে লওয়াইলুঁ।
স্থাবরে পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম করাইলুঁ ॥
ইহারে নারিলুঁ কৃষ্ণনাম কহাইতে।"

—চৈঃ চঃ অ ১৬।৬৯-৭০

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই বাক্যশ্রবণে তৎপ্রিয়তম অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী কহিলেন—"প্রভো, আমার মনে হয়, বালককে আপনি কৃষ্ণ-নামমন্ত্র উপদেশ করিলেন। বালক সেই মন্ত্র পাইয়া উহা কাহারও সম্মুখে প্রকাশ করিতেছে না। আপনার প্রদত্ত মন্ত্র মনে মনে জপ করিতেছে, উহার মনের ভাব আমি ইহাই অনুমান করি।"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তৎকৃত "তুমি কৃষ্ণ-নাম মন্ত্র কৈলা উপদেশে। মন্ত্র পাঞা কার আগে না করে প্রকাশে ॥"—এই পয়ারের 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—"শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত মন্ত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে মন্ত্রের বীর্য্য থাকে না। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আখ্যায়িকায় আমরা পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছি।" —চৈঃ চঃ অ ১৬।৭১ অনুভাষ্য

শ্রীবল্লভ ভট্ট প্রথমে বাৎসল্যরসে বালগোপাল-মন্ত্রে উপাসনা করিতেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গপ্রভাবে তাঁহার মধুররসে কিশোর-গোপাল উপাসনায় প্রবৃত্তি হইল—

"বল্লভভট্টের হয় বাৎসল্য-উপাসন।
বালগোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন ॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর-গোপাল-উপাসনায় মন দিল ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৭।১৪৪-১৪৫

শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিলেও পণ্ডিত গোস্বামী মন্ত্র-দানের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন—

"পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে—এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে ॥
আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনে আমি না হই স্বতন্ত্র ॥

তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৭।১৪৬-১৪৮

শ্রীবল্লভভট্টের মনে পাণ্ডিত্যাদির দম্ভ থাকায় তিনি প্রথমে সগণ মহাপ্রভুর প্রসন্নতা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই পরে তিনি মহাপ্রভুর কৃপালাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। আমরা এ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর লেখনী হইতে পাই—

"এইমত ভট্টের কথেকদিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হৈল ।"

—চৈঃ চঃ অ ৭।১৪৯

পরে শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট পূর্ব্বপ্রার্থিত মধুর-রসে কিশোরগোপালমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দিনান্তরে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার টোটা গোপীনাথ মন্দিরে ভিক্ষা গ্রহণকালে শ্রীবল্লভভট্ট তাঁহার সহিত তথায় মিলিত হইয়া শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের আদেশ প্রার্থনা করেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞা-ক্রমে শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট পূর্ব্বপ্রার্থিত কিশোরগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। তৎসম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"তাঁহাই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৭।১৬৭

বড়ই দুঃখের বিষয়—পরবর্ত্তিসময়ে শ্রীবল্লভভট্টের শিষ্যপারম্পর্য্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রতি তাদৃশ মর্য্যাদা প্রদর্শিত হইতে দেখা যায় না।

আমরা শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর চরিত্রে অপাত্রে মন্ত্র উপদেশ-জন্য মন্ত্রোপদেষ্টার চিত্তে যে মালিন্য প্রবেশ করে, তদ্বিষয়ে শিক্ষাদানার্থ স্বীয় দীক্ষাগুরু শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট পুনরায় দীক্ষাগ্রহণলীলা দেখিতে পাই। এই দীক্ষাগ্রহণ-লীলা-কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"গদাধর পণ্ডিতে তিঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।"

—চৈঃ চঃ ম ১৬।৭৮

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও দৃষ্ট হয়—

"একদিন গদাধরদেব প্রভুস্থানে।
কহিলেন পূর্ব্ব-মন্ত্রদীক্ষার কারণে ॥
'ইষ্টমন্ত্র আমি যে কহিলুঁ কারো প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি ॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মনঃপ্রসন্নতা হইবে আমার ॥'
প্রভু বলে,—তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান তথা অপরাধী হও পাছে ॥
মন্ত্রের কি দায়, প্রাণো আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার ॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ১০।২২-২৬

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' লিখিয়াছেন—"ভোগময়ী চিন্তা পরিহার করিবার জন্য যে শব্দব্রহ্মের প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই 'মন্ত্র'। অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিলে উপদেশকের চিত্তে মালিন্য প্রবেশ করে। দিব্যজ্ঞান সঙ্গদোষে নষ্ট হইলে পুনরায় দিব্যজ্ঞান সংগ্রহ করা আবশ্যক, ইহা জানিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহাকে পুনরায় দীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার পূর্ব্ব গুরুর নিকট হইতে পুনরায় মন্ত্রোপদেশ শুনিবার বিচার বলিলেন।"

শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী—সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীবৃষভানুরাজ-নন্দিনীর ভাব-স্বরূপ—জগদ্‌গুরু তিনি। তাঁহার এই লীলা হইতে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে অশ্রদ্দধান অপাত্র ব্যক্তিসমূহকে শ্রীগুরুদত্ত অতিগূঢ় মন্ত্রাদি দীক্ষা শিক্ষাদান সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আর সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে মন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া নিজের খেয়ালখুসীমত অন্য গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে যাওয়া অতি ভয়ঙ্কর গুর্ব্ববজ্ঞারূপ মহা অপরাধ।

[যাহা হউক, আমরা চৈঃ চঃ অ ১৬।৭১ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্য মধ্যে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আখ্যায়িকা অবলম্বনে কএকটি বিষয় আলোচনা করিলাম। অতঃপর শ্রীপুরীদাস-প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।]

অন্য আর একদিন মহাপ্রভু বালক পুরীদাসকে

কহিলেন—'পড়, পুরীদাস'। তখন পুরীদাস নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া ব্রজগোপীহৃদয়ভূষণ কৃষ্ণের জয়গান করিলেন—

'শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥"

অর্থাৎ 'যিনি শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্রমণিদাম, বৃন্দাবনরমণীদিগের অখিলভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হইতেছেন।"

—চৈঃ চঃ অ ১৬।৭৩

সাত বৎসরের শিশু, অধ্যয়নাদি নাই, তথাপি তন্মুখে ঐরূপ অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্যবিশিষ্ট শ্লোক শ্রবণ করিয়া সকলেই অতীব বিস্মিত হইলেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মাদি দেব যার নাহি পায় সীমা ॥"

—চৈঃ চঃ অ ১৬।৭৬

শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তকৃপা অঘটনঘটনপটীয়সী। অবশ্য শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীপরমানন্দ পুরীদাস—শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পরিকর, তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব হইতে পারে। তথাপি ভক্ত-ভগবৎকৃপা সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকারিণী। কিন্তু জানিতে হইবে—ভগবৎকৃপা সর্ব্বতোভাবে ভক্তকৃপানুগামিনী। তাই শ্রীভগবানের ভক্তশ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত আবশ্যকতা আছে—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে ॥

—চৈঃ চঃ আ দ্রষ্টব্য

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৩৮)

শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত

নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণ প্রেমময় ॥

—চৈঃ চঃ আ ১১।৩১

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত পূর্ব্বলীলায় বলদেবের প্রিয় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম বসুদাম সখা। 'বসুদাম সখা যশ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ।' —গৌঃ গঃ ১২৭

ইঁহার আবির্ভাবস্থান ও পিতৃমাতৃ পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে, ইনি চট্টগ্রাম জেলায় জাড়গ্রামে ১৩০৬ শকে চৈত্রী শুক্লা-পঞ্চমীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীপতি বন্দোপাধ্যায়, মাতার নাম কালিন্দী দেবী, পত্নীর নাম হরিপ্রিয়া। এতদ্‌সম্বন্ধে গৌরাঙ্গ মাধুরীতে ইহার অন্যপ্রকার বর্ণন দৃষ্ট হয়। তাহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—ইনি বীরভূম জেলায় বোলপুরের নিকটবর্ত্তী সিয়ান-মুলুক গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীআদিদেব বাচস্পতি ও মাতার নাম শ্রীমতী দয়াময়ী দেবী। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ চৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে এইটুকুমাত্র লিখিয়াছেন, 'কেহ কেহ বলেন, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রকৃত জন্মভূমি চট্টগ্রাম জেলায় জাড়গ্রামে।'

ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রধান শ্রীপাট ছিল বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট থানা কৈচর ডাকঘরের অন্তর্গত শীতলগ্রাম। কাটোয়া রেলষ্টেশন হইতে ৯ মাইল দূরে কৈচর ষ্টেশন। তথা হইতে এক মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে শীতলগ্রাম। সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে এবং জলন্দী গ্রামেও ইঁহার শ্রীপাট ছিল বলিয়া কথিত হয়। বর্দ্ধমান জেলায় মেমারি রেলষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত 'সাতদেউলে তাজাপুর' গ্রাম। এই সাতদেউলে তাজাপুর গ্রাম হইতে ২ মাইল দূরে সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রাম। বর্দ্ধমান জেলার প্রায় ১০ মাইল পূর্ব্বে

লোকনগর ডাকঘরের অন্তর্গত জলন্দী গ্রাম। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কোন বংশ নাই। শীতলগ্রামে যেসকল সেবায়েত আছেন তাঁহারা ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্যের বংশধর। জলন্দী গ্রামে সঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাটও বিদ্যমান্। কেহ বলেন এই সঞ্জয় পণ্ডিত ধনঞ্জয় পণ্ডিতের ভ্রাতা আবার কেহ বলেন শিষ্য ছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরীতে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের গার্হস্থ্য আশ্রমের কথা এবং তাঁহার পত্নীর নাম হরিপ্রিয়া এইরূপ উল্লিখিত আছে। আরও উল্লিখিত আছে ইনি বাল্যকালে তুলসীকে ত্রিকালীন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন। অল্প বয়সেই বিবাহ হইলেও তিনি কিছুদিনের মধ্যেই তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া যান। ইঁহার ধনাঢ্য পিতা ইঁহাকে পাথেয় বাবদ যে অর্থ দিয়াছিলেন, তৎসমুদয় ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া ভাণ্ড হাতে লইয়াছিলেন। বৈষ্ণব বন্দনা-গীতিতেও এই বিষয়টি এইরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'বিলাসী বৈরাগী বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয়। সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥'

শীতলগ্রামের প্রধান শ্রীপাটে ধনঞ্জয় পণ্ডিতসেবিত শ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ এবং শ্রীদামোদর বিগ্রহগণ বিরাজিত আছেন। শ্রীমন্দির হইতে কিছু-দূরে একটি বাগানে প্রতিবৎসর মাঘমাসের মাঝা-মাঝি শ্রীবিগ্রহগণ শুভবিজয় করেন এবং তথায় তিরোভাব উৎসব সম্পন্ন হয়। নবদ্বীপে শ্রীমন্মহা-প্রভুর সংকীর্ত্তনবিলাস লীলাকালে ইনি কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া সঙ্গী হইয়াছিলেন। তথা হইতে শীতলগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ তিনি বৃন্দাবন-ধাম দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে নিজ সহযাত্রী সেবক শিষ্যকে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাটের কোন নিদর্শন এখন দৃষ্ট হয় না। শীতলগ্রামে শ্রীমন্দিরের প্রবেশপথে বামদিকে একটি তুলসীবেদী আছে উহাই ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি-বেদী। পাষণ্ডদলনবানা পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদগণের মধ্যেও পাষণ্ডদলন শক্তির প্রাকট্য দৃষ্ট হয়। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত শীতলগ্রামের বহু দস্যু ও পাষণ্ডকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

'ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ॥'

—চৈঃ ভাঃ অ ৫।৭৭৩

কার্ত্তিক শুক্লা-অষ্টমী তিথিতে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব হয়।

বর্ষশেষে

অনন্ত কল্যাণগুণবারিধি পরমকরুণাময় শ্রীশ্রী-হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপার করুণায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ-প্রবর্ত্তিত 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের শ্রীমুখবিগলিত অমৃতময়ী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে সম্প্রতি সপ্তবিংশ বর্ষ উদ্‌যাপন করিলেন। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেছেন,—"কৃষ্ণ যথেষ্ট বিহার-পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিয়া মনে করিলেন—আমি চির-কাল (চিরকাল ব্যাপিয়া—এতাবৎকাল পর্য্যন্ত) 'উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং' অর্থাৎ উন্নত-সম্বর্দ্ধিত বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল অর্থাৎ শৃঙ্গার রসমাধুর্য্য আছে যাহাতে, এমন যে স্বভক্তি শ্রী অর্থাৎ নিজপ্রেম শোভা—জগৎকে কখনই দান করি নাই, সেই স্বভক্তিসম্পৎ অর্থাৎ ব্রজপ্রেমসম্পৎ বিতরণ করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হইব। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জগতের লোক বিধিভক্তিতে আমাকে ভজন করে; কিন্তু আমার পরমভাব যে ব্রজভাব, তাহা বিধিভক্তিতে পাওয়া যায় না, বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল থাকে, ঐশ্বর্য্যভাবে প্রেম শিথিল হয় অর্থাৎ সেই প্রেমে গাঢ়তা

থাকে না, সুতরাং 'ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে' আমি প্রীত হই না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে ভজনরত ভক্ত সার্ষ্টি (বিষ্ণুর সহিত সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি), সারূপ্য (বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজাদি অঙ্গবর্ণপ্রাপ্তি), সামীপ্য (বিষ্ণুর সমীপে অবস্থিতি) ও সালোক্য (বিষ্ণুলোকে বাস)-রূপ চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করতঃ বৈকুণ্ঠ-গতি লাভ করেন। ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ সাযুজ্য মুক্তি বিধিমার্গীয় ভক্তগণও প্রার্থনা করেন না। কিন্তু আমার ভজনরত ভক্ত প্রেমভক্তি পাইলে উক্ত চতুর্ব্বিধ মুক্তিকেও ত্যাগপূর্ব্বক আমার সেবাসুখ পাইয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকেন। **সেইপ্রকার বিধি-ভক্তির অতীত প্রেমভক্তি জগতে প্রচার করাই আমার অভীষ্ট।** আমি কলিযুগধর্ম্ম যে নামসংকীর্ত্তন, তাহা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গার-রসের সহিত জগৎকে দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইব ; আপনিও ভক্তভাব গ্রহণ করতঃ স্বীয় আচারদ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিব।" —চৈঃ চঃ আ ৩।১৩-২০ মূল ও অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ গোস্বামিবর্গ ভক্তিরস-গ্রন্থ প্রণয়নাদি দ্বারা তাঁহার উক্ত মনোহভীষ্ট প্রচারের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের শ্রীরূপানুগাভিমানী গুরুবর্গও সেই আদর্শ অনুসরণের মহদাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের বিঘসাশী কিঙ্করানুকিঙ্কর আমরাও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে তাঁহাদের কৃপালব্ধ স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে সেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট প্রচারের যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি। কিন্তু আচারহীন প্রচারকে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ কখনই অনুমোদন করেন নাই। তাই সেই প্রচার্য্য বিষয় সর্ব্বাগ্রে আচরণ করিয়া প্রচার করিবার শক্তিও তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। "কৃষ্ণ-(কৃপা) শক্তি বিনা নহে নাম প্রবর্ত্তন।।"

এস্থলে একটি বিচার্য্য বিষয় এই যে, বিধিভক্তিতে ব্রজভাব পাওয়া যায় না বলিয়া অনধিকারি-ব্যক্তিকে রাগমার্গে ভজন বা রাগভক্তি প্রচার করিবার দম্ভ করিতে গেলে 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভে চিরবঞ্চিত হইতে হইবে, শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থের পূর্ব্ব বিভাগে সাধনভক্তিলহরী ২৭২ শ্লোকে লিখিয়াছেন—"ইষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবনপ্রবৃত্তি, তাহার নাম রাগ, কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (তদ্রূপ রাগময়ী) হইলে 'রাগাত্মিকা' নামে উক্ত হন।" ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ ইষ্টে আবিষ্টতা—তটস্থ লক্ষণ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন —'ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইয়া তদ্ভাবেচ্ছানুগমনেই রাগানুগা ভক্তগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি।' তাদৃশী যোগ্যতা অর্জ্জনের পূর্ব্বেই রাগানুগা ভক্তির যজন-যাজন-চেষ্টা কখনই শুভফল প্রসবিনী হইতে পারে না। এজন্য অপ্রাকৃত রাগাধিকার লাভার্থ আমরা শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখে শ্রীনামানুশীলনেরই বিশেষ উপদেশ পাইয়াছি। শ্রীনামব্রহ্ম প্রসন্ন হইলেই আমরা রাগাধিকার প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিব। মহাজনবাক্যেও পাই—

"ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ রূপ গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ।
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় নিজ স্বরূপবিলাস।।"

"বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা-রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয় ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ।।"

এইসকল মহাজন-বাক্যের গূঢ়ার্থ ভজনবিজ্ঞ গুরুবর্গের শ্রীচরণাশ্রয়ে আলোচনা না করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ কাজী হইতে গেলে অনধিকার চর্চ্চার বিষময় ফল আমাদিগকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তাই সেই ব্রজভাব পাইবার অনুকূল রাগপথানুসরণের যোগ্যতা প্রদানের জন্য আমাদের রূপানুগ গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি। তাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদে আমরা সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা নাম-ব্রহ্মেরও কৃপালাভ করিয়া সুদুর্ল্লভ ব্রজ-প্রেমসম্পৎ লাভের উত্তরাধিকারী হইতে পারিব। সুতরাং শ্রীশ্রী-রাধামাধবসেবাপ্রাপ্তির সুমহতী আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তদনুকূল আচারপ্রচার যোগ্যতাই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীগুরুবর্গের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে ভারতের বিভিন্ন

স্থানে পাঠকীর্ত্তন-বক্তৃতাদিমুখে হিন্দী বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচারপ্রসারে যত্ন করা হইতেছে। চণ্ডীগড়, জলন্ধর, ভাটিণ্ডা, জম্মু-কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহাপ্রভুর বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন ও করিতেছেন। সম্প্রতি ভারতের রাজধানী দিল্লীতেও একটি মঠ বা প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের বিশেষ প্রয়াস চলিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জিউর কৃপায় এবার শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভগবদিচ্ছায় শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা নামক গ্রন্থ হইতে ব্রজের লীলাস্থান সমূহের মহিমা কীর্ত্তন করায় পরিক্রমার যাত্রিগণ খুবই আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষিত সমাজ ক্রমশঃ বেশ ভালভাবেই বুঝিতে পারিতেছেন—মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মাশ্রয় ব্যতীত জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের আর দ্বিতীয় কোন পন্থা বা উপায় নাই। মহাপ্রভু তাঁহার নামে সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন, এই মহাপ্রভাবশালী নামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে অচিরেই নামকৃপায় ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে এবং 'ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার" এই মহাবাক্যের সার্থকতাও অচিরেই উপলব্ধির বিষয় হইবে। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় পার্ষদ স্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষভরে যে "নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়" মহাবাক্য বলিয়াছিলেন, 'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ'—উৎকলে পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে সেই মহাবাণী জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া নামের স্বতঃসিদ্ধ মাহাত্ম্য পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সকল জগতেই অসমোর্দ্ধ্ব প্রভাব বিস্তার করিতেছেন ও আরও ব্যাপকভাবে করিবেন, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ইউরোপ আফ্রিকা আমেরিকা জার্ম্মাণাদি প্রদেশের বহু শিক্ষিত সজ্জন অধুনা মহাপ্রভুর শিক্ষাদীক্ষানুসরণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছেন। ভক্তির অনন্ত অঙ্গের মধ্যে চতুঃষষ্টি অঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আবার 'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন'—এই পঞ্চ অঙ্গকে দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যসম্পন্ন বলা হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তির সেই মুখ্য পঞ্চ অঙ্গমধ্যেও আবার নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বমুখ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের সর্ব্বপ্রথমে নামসংকীর্ত্তনেরই বিশেষভাবে জয়গান করা হইয়াছে। আমাদের এই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সমগ্র ভারতব্যাপী সকল মঠ বা প্রচারকেন্দ্র হইতেই দলে দলে প্রচারপার্টি বাহির হইয়া ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই মহাপ্রভুর শিক্ষাসার নামমহিমা প্রচারের যত্ন করিতেছেন। নামই প্রেমপ্রদাতা। আমাদের এই ব্যাপক প্রচারপ্রসারার্থ আমরা শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনমাত্রেরই সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

[২ অক্টোবর ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ, ১৫ আশ্বিন ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের কৃপা-প্রার্থনা-মুখে প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডির পরিচালনায় এবং বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে বর্ত্তমান বর্ষে পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জিউর অপার করুণায় শ্রীদামোদর ব্রত (বা উর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা) পালন এবং যমুনার পশ্চিমতীরস্থ মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির ও বৃন্দাবন—এই সাতটি এবং পূর্ব্বতীরস্থ ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর ও গোকুল মহাবন—এই পাঁচটি—মোট দ্বাদশবন এবং দ্বাত্রিংশৎ

উপবনাত্মক চৌরাশিক্রোশব্যাপী শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আমরা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণরজঃ শিরে ধারণ করতঃ ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব ও তাঁহাদের জয়গান করিতে করিতে গত ১৫ই আশ্বিন (১৩৯৪) ইং ২।১০।৯৮৭ শুক্রবার শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব—'বিজয়াদশমী ও শ্রীশ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব তিথিপূজা শুভবাসরে কলিকাতা-হাওড়া ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৫৫ মিঃ এর তুফান এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিবস ৩।১০ তারিখ অপরাহ্ণ প্রায় ৩-৩০ ঘটিকায় আগ্রা ক্যাণ্টনমেণ্টে পৌঁছাই। তথা হইতে বাসযোগে মথুরায় পৌঁছাই প্রায় ৫-৩০ ঘটিকায়। ভিয়ানী ধর্ম্মশালায় আমাদের অবস্থান-শিবির নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ১০৭ মূর্ত্তি যাত্রী, এক ধর্ম্মশালায় স্থান-সঙ্কুলান না হওয়ায় নিকটবর্ত্তী আরও একটি ধর্ম্মশালার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা (আগরতলা), উৎকল, অন্ধ্রপ্রদেশ (হায়দরাবাদ), বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব (চণ্ডীগড়, ভাটিণ্ডা, জলন্ধর, জম্মু প্রভৃতি ,—প্রমুখ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রিসমাগম হইয়াছিল। যাত্রিসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে প্রায় তিনশত পর্য্যন্ত হইয়া পড়ে। হিন্দীভাষাভাষী যাত্রীর সংখ্যাধিক্য থাকায় পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবকে বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষায় প্রত্যহ প্রত্যেক দর্শনীয় স্থানসমূহের মহিমা কীর্ত্তন করিতে হইয়াছে। প্রতিদিন অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতেও তাঁহাকে উভয় ভাষায় ভাষণ দিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ ব্রজের কঙ্কর-কণ্টকাকীর্ণ পথে পদব্রজে পরিক্রমাকালে তাঁহার দ্বিষষ্টিতম (৬২তম) বৃদ্ধবয়সেও তাঁহাকে যুবকের ন্যায় উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে দেখিয়া আমরা এবং সকলেই অতীব বিস্মিত হইয়া বলিয়াছি—শ্রীভগবানের একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত এইরূপ অমানুষী শক্তি কখনও সাধারণ মনুষ্যশরীরে সম্ভবপর হইতে পারে না। তাঁহার উভয় ভাষার ভাষণও পরিক্রমার যাত্রিগণের খুবই হৃৎকর্ণরসায়ন হইয়াছে। এবার পরিক্রমাকালে তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গভাষায় সম্পাদিত 'শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা'-গ্রন্থ পাঠ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ব্রজে বিভিন্ন লীলাস্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হওয়ায় উহা পরিক্রমার যাত্রিগণের খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। উহার হিন্দী সংস্করণও শীঘ্র প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প লওয়া হইয়াছে।

পরিক্রমাকালে আমাদের অবস্থানশিবির নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যথাক্রমে ১। মথুরা (ভিয়ানীওয়ালা ও পঞ্চায়েতী ধর্ম্মশালা)—এখানে ৩।১০ হইতে ৭।১০ তারিখ পর্য্যন্ত অবস্থান করা হয়; ২। গোবর্দ্ধন (মৈনাওয়ালী ধর্ম্মশালা)—৮।১০ হইতে ১০।১০ তাঃ; ৩। কাম্যবন (বিমল কুণ্ডের তটবর্ত্তী বিভিন্ন মন্দির)—১১।১০ হইতে ১৪।১০ তাঃ; ৪। বর্ষাণা (সন্ন্যাসীওয়ালী ও বেরিনীওয়ালী ধর্ম্মশালা)—১৫।১০ হইতে ১৭।১০ তাঃ; ৫। নন্দগ্রাম (পাবনসরোবরতটস্থ ইণ্টারকলেজ ও শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের ভজনকুটীর-সংলগ্ন সেবকখণ্ড)—১৮।১০ হইতে ২১।১০ তাঃ; ৬। কোসি (গয়াপ্রসাদ আগরওয়ালা ধর্ম্মশালা)—২২।১০ হইতে ২৪।১০ তাঃ; ৭। গোকুলমহাবন (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ)—২৫।১০ হইতে ৩০।১০ তাঃ; ৮। শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩১।১০—৫।১১ তাঃ পর্য্যন্ত।

ঐসকল স্থানকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল লীলাস্থান পরিক্রমা করা হইয়াছে, উপরিউক্ত 'শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা' গ্রন্থে তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-জিজ্ঞাসু কোতূহলী পাঠকপাঠিকাবৃন্দকে আমরা ঐ গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া লইবার জন্য সবিনয় প্রার্থনা জানাইতেছি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের মত এবারও পরিক্রমাকালে প্রত্যহ অষ্টকালীয় নিয়মসেবার পাঠকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যথাসাধ্য যথানিয়মে পালন করিবার যত্ন করা হইয়াছে। প্রত্যহ রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ভার দেওয়া হইয়াছিল—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের উপর। তিনি শ্রীভাগবত অষ্টম স্কন্ধ হইতে গজেন্দ্রমোক্ষণ-লীলা পাঠ সমাপ্ত করিয়া দশম স্কন্ধ হইতে দামবন্ধন ও যমলার্জ্জুন ভঞ্জন লীলা পাঠ করিয়াছেন। প্রত্যহ বিভিন্ন শিবিরে আহূত ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে ভাষণ দিয়াছেন—প্রত্যহ পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী ও বাংলাভাষায় এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়

মঠ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ঐ সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ (চণ্ডীগড়) প্রমুখ ব্রহ্মচারী ও ত্রিদণ্ডি-পাদগণ। মধুকণ্ঠ শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ মধ্যে মধ্যে সুমধুর কীর্ত্তন-দ্বারাও ভক্তবৃন্দের সুখবিধান করিয়াছেন।

আমরা প্রত্যহ সকাল ৬-৩০ বা ৭ ঘটিকায় বিভিন্ন শিবির হইতে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ পরিক্রমায় বাহির হইয়াছি। কোন কোন দিন পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ দুই বেলায়ই পরিক্রমা বাহির হইয়াছে। অধিকাংশ দিবসই প্রথম কীর্ত্তন ধরিয়াছেন স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে। পরে ব্রহ্মচারী শ্রীরামচন্দ্র দাস প্রভৃতি। রামচন্দ্রও সুকণ্ঠ। মধ্যে মধ্যে শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দ-লোচন দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ ব্রহ্মচারিবৃন্দও কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারাও সুকণ্ঠ গায়ক। মৃদঙ্গবাদন করিয়াছেন—শ্রীঅমরেন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

আমাদের দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে গত ৪।১০।৮৭—১৭ই আশ্বিন (১৩৯৪) রবিবার হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমামুখে নিয়মসেবার শুভারম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষেও নিয়মসেবার শুভারম্ভ করিয়া থাকেন।

এবার গত ২৮শে আশ্বিন (১৩৯৪), ইং ১৫।১০।৮৭ বৃহস্পতিবার শুভ বহুলাষ্টমী তিথি পালিত হইয়াছেন। ঐ দিবস শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডেরও প্রকটবাসর। আমরা এসময়ে বর্ষাণায় ছিলাম। আমাদের কোসি শিবিরে অবস্থানকালে গত ২৩শে অক্টোবর শ্রীশ্রী-গোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব এবং গোকুল-মহাবনে অবস্থানকালে ৩০শে অক্টোবর গোপাষ্টমী ও গোষ্ঠাষ্টমী তিথি-পূজা-মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। অতঃপর শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থানকালে গত ২রা নভেম্বর শ্রীশ্রীউত্থানৈকাদশী শুভবাসরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি-পূজা ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শুভ আবির্ভাবতিথি-পূজা-মহোৎসব এবং তৎপর-দিবস দ্বাদশী-তিথিতে চাতুর্ম্মাস্যব্রতের নিয়মভঙ্গ মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। একাদশী দিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে পুষ্পমাল্যবস্ত্রপতাকাদিবিমণ্ডিত সুসজ্জিত সিংহাসনে পরমপূজনীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের পুষ্পমাল্য ও বিচিত্র বস্ত্রাভরণমণ্ডিত আলেখ্যার্চ্চা সংস্থাপন করা হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের চতুরাশ্রমের শিষ্যবৃন্দ মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতেই সম্মিলিত কণ্ঠে শ্রীগুরুদেবের মহিমাসূচক কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিসহ সেই মহাসংকীর্ত্তনধ্বনিতে শ্রীমঠের আকাশ বাতাস মুখরিত। সেই অপূর্ব্ব পূতপরিবেশ-মধ্যে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে তদীয় জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের পূজায় ব্রতী হন। পূজারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীল আচার্য্যদেব পুষ্পমাল্য ও বস্ত্রাদি উপায়নদ্বারা শ্রীগুরু-দেবের সতীর্থ বৈষ্ণবগণের পূজা বিধান করেন। এই পূজা সমাপ্ত হইলে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের পূজা আরম্ভ করেন। মহাসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীগুরুদেবের ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সমাপ্ত হইলে গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণকৃত্য আরম্ভ হয়। পুরুষ ভক্তগণের পরে মহিলাভক্তগণের অঞ্জলিদানের ব্যবস্থা হয়। অতঃপর কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা ও প্রণতিবিধানের পর বিপুল জয়ধ্বনিতে সমগ্র মঠ মুখরিত হয়। তৎপর প্রসাদী ফলমূল মিষ্টান্নাদি অনুকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। কোন কোন ভক্ত নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া পরদিন পারণান্তে প্রসাদ সম্মান করেন। বলা বাহুল্য শ্রীগুরু-পূজারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের সতীর্থগণও পূজ্যপাদ মাধব মহারাজকে তাঁহাদের সতীর্থবোধে তদীয় আলেখ্যার্চ্চায় পুষ্পমাল্যাদি অর্পণদ্বারা যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন ও প্রণতি বিধান করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ভাষণদান করেন —পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামী মহারাজের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আচার্য্য—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ. প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ প্রভৃতি। বক্তৃতা হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই হইয়াছিল। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণপ্রারম্ভে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহা-রাজের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথাও কিছু বলিয়াছিলেন।

আমাদের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠের শিষ্যবৃন্দ এই শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সকলকেই আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীধামবৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে আমরা দর্শনীয় প্রায় সকল স্থানই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ দর্শন ও বন্দনা করিয়াছি। একদিন কেশীঘাটে যমুনা হাঁটিয়া পার হইয়া বিল্ববনও দর্শন করা হইয়াছে। কেবল মানসরোবরকে দূর হইতে প্রণতি জ্ঞাপন করা হই-য়াছে। এবার ব্রজবনে বর্ষাকালে বৃষ্টি না হওয়ায় যমুনা জলহীনা হইয়া পড়িয়াছেন। অবগাহন স্নান করার আর উপায় নাই, কোনগতিকে শুইয়া পড়িয়া স্নান সারিতে হইয়াছে। যমুনার এরূপ অবস্থা ইতঃ-পূর্ব্বে আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। একে যমুনা কৃষ্ণবিরহবিহ্বলা হইয়া অত্যন্ত ক্ষীণা হইয়া পড়িয়াছেন, তদুপরি আমাদের কৃষ্ণবিমুখতা-দর্শনে তিনি দিনে দিনে আরও বিষণ্ণা ও মলিনা হইয়া পড়িতেছেন।

কাম্যবনে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীকুণ্ডও ঐপ্রকার শ্রীহীনা হইয়া পড়িতেছেন। মায়া-বাদী প্রকাশানন্দের সহিত প্রবোধানন্দপাদকে এক করিবার পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া ব্রজলীলায় নিত্য-সিদ্ধপরিকর তুঙ্গবিদ্যা সখীর চরণে অমার্জ্জনীয় মহ-দপরাধ করায় তুঙ্গবিদ্যা সখীও আজ বিষণ্ণবদনা। শ্রীগোবর্দ্ধনে মানসীগঙ্গারও জল কম হইয়া যাওয়ায় তন্মধ্যস্থিত গিরিরাজ আত্মপ্রকাশ করতঃ যেন অপ-রাধী আমাদিগকে তৎসেবাবিমুখতা-জন্য তীব্রভাবে ধিক্কার প্রদান করিতেছেন। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যাম-কুণ্ডের অবস্থাও ঐরূপ। কাম্যবনের শ্রীকুণ্ডের ন্যায় শ্রীরাধাকুণ্ডও একই কারণে শ্রীহীনা। শ্রীরাধারাণীর প্রিয়সখী তুঙ্গবিদ্যার চরণে অপরাধ হইলে রাধারাণী-কে কখনও প্রসন্নবদনা দেখা যাইবে না। কৃষ্ণ-প্রিয়তমা রাধারাণীকে দুঃখ দিয়া—'বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেম-ধন ॥" —চৈঃ চঃ আ ৮।১৬

আমরা যমুনা, বৃন্দাবন, শ্রীকুণ্ড, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন, মানসীগঙ্গা—সকলেরই চরণে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কৃত সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা অদোষদরশী হইয়া আমাদিগকে ক্ষমা করুন, গিরিরাজ প্রসন্ন হউন।

৫ই নভেম্বর—রাসপূর্ণিমা। আমরা সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্রচরণে কোটি কোটি প্রণতি জ্ঞাপন-পূর্ব্বক তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা—প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। ব্রজের রাসলীলা—সর্ব্বলীলামুকুটমণি। তিনি আমাদিগকে অনন্যাভক্তি প্রদান করিয়া—অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলা প্রেমভক্তি দান করিয়া আমাদিগকে ঐ লীলারসাস্বাদনযোগ্যতা প্রদান করুন, ইহাই অদ্য শ্রীযুগলকিশোরচরণে একান্ত প্রার্থনা। জড়রসাস্বাদনস্পৃহা বর্জ্জন জড়ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম করাইয়া অপ্রাকৃতরসচমৎকারিতা পরিপূর্ণ শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে অপ্রাকৃত রসাস্বাদনযোগ্যতা প্রদান করেন—ইহাই একমাত্র সকাতর প্রার্থনা।

আমরা ৬ই নভেম্বর শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে বঙ্গা-ভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীনবনীবালা বাগ ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্তা আশ্রিতা শিষ্যা মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আনন্দপুরনিবাসী শ্রীযুক্তা নবনীবালা বাগ আনন্দপুরে তাঁহার নিজালয়ে গত ২৮. দামোদর. ১৭ কাত্তিক, বুধবার পূর্ণিমা তিথিতে ইংরাজী মতে ৫ নভেম্বর রাত্রি ১টায় স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধাম-প্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৬ বৎসর। তিনি ৫২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নবমন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি গুরু-ভক্তিপরায়ণা নিষ্ঠাবতী বৈষ্ণবী ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন মঠে সাধুনিবাসের একটী কক্ষ নির্ম্মাণের আনুকূল্য বিধান করেন এবং বহুদিন বৃন্দাবন—কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে অতিথি-ভবনের একটী কক্ষে থাকিয়া ভজন করিয়াছিলেন। নবনীবালা বাগ মেদিনীপুরের সম্ভ্রান্ত জমিদার প্রসিদ্ধ বাগপরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পতির নাম স্বধাম-গত গতিকৃষ্ণ বাগ। তাঁহার পতির মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা শ্রীবনবিহারী দাস সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সমস্ত কার্য্যের দেখাশুনা করিতেন।

তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ বিরহ দুঃখানুভব করিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শুভপদার্পণ

উত্তর ভারতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারান্তে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কলিকাতা সহরে ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া শ্রীমঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে তত্তস্থানে শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম বিপুল-ভাবে প্রচার করেন।

লেকটাউন্ ঃ— অবস্থিতি—২৬ অগ্রহায়ণ, ১৩ ডিসেম্বর রবিবার হইতে ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত। প্রথম দিন পাতিপুকুর পল্লীশ্রী-কলোনিস্থিত শ্রীকালিমন্দিরে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে লেকটাউনস্থিত শ্রীকৃষ্ণগোপাল মন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব অভিভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজও প্রথম দিন বক্তৃতা করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। ৭৭/১ এস-কে দেব রোডস্থিত মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারীর (শ্রীসুনীল রায় চৌধুরীর) গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণসহ অবস্থান করেন। শ্রীসুনীল রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীসলিল রায় চৌধুরী ধর্ম্মসভার ব্যবস্থায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। শ্রীসুনীল রায় চৌধুরীর পুত্র, পুত্রবধূ এবং পরিজনবর্গ বৈষ্ণব-সেবার জন্য আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণব-গণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

বেতাইজিৎপুর (নদীয়া) ঃ—অবস্থিতি ২ পৌষ, ১৮ ডিসেম্বর শুক্রবার এবং ৩ পৌষ, ১৯ ডিসেম্বর শনিবার। কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের ব্যবস্থায় এবং মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীনিতাই কুণ্ডুর বিশেষ আহ্বানে দিবসদ্বয়ব্যাপী ধর্ম্মসভার আয়োজন হয় প্রত্যহ বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৯-৩০টা পর্য্যন্ত। শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ ব্যতীত তথায় প্রত্যহ

ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। শেষ দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বরদাস বাবাজী মহারাজও বক্তৃতা করেন। ১৯ ডিসেম্বর শনিবার প্রাতে সভামণ্ডপ হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া বেতাই গ্রাম পরিভ্রমণ করেন। বেতাই-অঞ্চলে এইপ্রকার নগরসংকীর্ত্তন পূর্ব্বে কখনও অনুষ্ঠিত হইতে কেহ দেখে নাই। বৃহৎ সভামণ্ডপে স্থানীয় ও দূর দূর গ্রামাঞ্চলের বহু নর-নারীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীনিতাই কুণ্ডু. তাঁহার পিতৃদেব শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু এবং পরিজনবর্গ বৈষ্ণব-সেবার জন্য বিপুল ব্যবস্থা করিয়া শ্রীল আচার্য্য-দেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ঃ—অবস্থিতি ৪ পৌষ, ২০ ডিসেম্বর রবিবার। কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ ও তত্রস্থ ভক্তগণের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত দিবস মঠে অবস্থান করিয়া রাত্রিতে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহা-রাজও কিছু সময়ের জন্য বলেন।

শ্রীজগন্নাথ মন্দির (শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট) যশড়া ঃ—অবস্থিতি ৫ পৌষ. ২১ ডিসেম্বর সোমবার হইতে ৭ পৌষ, ২৩ ডিসেম্বর বুধবার। প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীল জগদীশ পণ্ডি-তের তিরোভাব উপলক্ষে ৬ ও ৭ পৌষ দিবসদ্বয়ব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। পরমপূজ্যপাদ পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজও এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৬ ও ৭ পৌষ তারিখে রাত্রির ধর্ম্মসভায় পরম-পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ বক্তৃতা করেন। ৭ পৌষ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথিতে মহোৎসব দিবস পূর্ব্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত মহতী ধর্ম্মসভায় দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন যথাক্রমে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহা-রাজ ও শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। ৬ পৌষ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় যশড়া ও চাকদহ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা দিয়া বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। ৭ পৌষ মধ্যাহ্নে মহোৎসবে অগণিত নরনারী মহা-প্রসাদ সেবা করেন। কলিকাতা হইতে এবং নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। ৭ পৌষ শ্রীল জগন্নাথদেবের পূজা ভোগ-রাগ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয়। স্থানীয় শুভানুধ্যায়ী ভক্ত শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় 'মালসা ভোগের' ব্যবস্থা নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করেন। যশড়া মঠের সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

চাঁচল (মালদহ) ঃ—অবস্থিতি ১০ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর শনিবার হইতে ১২ পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত। চাঁচল হিন্দু হোষ্টেলের পশ্চাতে মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারী (শ্রীসুনীল ঘোষের) বাসভবন প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সভামণ্ডপে প্রত্যহ রাত্রি ৬-৩০টা হইতে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভি-ভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক নারায়ণ মহারাজ। সভায় বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—(১) সংসার দুঃখ ও তৎ-প্রতিকার, (২) নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়, (৩) আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়। ১২ পৌষ অপ-রাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া চাঁচলের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করতঃ চাঁচলের মহারাজের মন্দির হইয়া সভামণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নগরসংকীর্ত্তনে শ্রীল আচার্য্যদেব উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনযোগে অগ্রসর হইলে নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহুশত নরনারী

মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং বৈষ্ণবগণ অবস্থান করেন। তাঁহার, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। তাঁহারা সকলেই শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীতারক রায়, শ্রীকানাই (শ্রীমায়াপুর), শ্রীবলরাম দাস (যশড়া) প্রভৃতি মঠের সেবকগণ শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় প্রচুরভাবে আনুকূল্য করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজেষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ১৯ ফাল্গুন ১৩৯৪, ইং ৩ মার্চ্চ ১৯৮৮ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

কার্য্য-তালিকা

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত বৎসরের সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক গত বৎসর প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসর শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৮১-৮২ ও ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে, তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তিকালের জন্য হিসাবপরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসর ব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান। (৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
৩০ জানুয়ারী ১৯৮৮

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-258

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ

[১৩৯৩ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৪ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫০১

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

সপ্তবিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা	১।১, ২।২১, ৩।৪১, ৪।৬০, ৫।৮১, ৬।১০১, ৭।১২১, ৮।১৪১, ৯।১৬১, ১০।১৮১, ১১।২০১, ১২।২২১
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা	১।২, ২।২২, ৩।৪৩, ৪।৬৩, ৫।৮৩, ৬।১০৩, ৭।১২৩, ৮।১৪৩, ৯।১৬৩, ১০।১৮৩, ১১।২০২, ১২।২২৩
সাধুসঙ্গ	১।৪
বর্ষারম্ভে	১।৮
চৈতন্যবাণী	১।৯
শ্রীপরশুরাম	১।১১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরতত্ত্বের শেষসীমা	১।১৫
মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১।১৮
শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন	১।২০
বেদসংজ্ঞিতাবাণীই নামসংকীর্ত্তন	২।২৪
দর্শন	২।২৭
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত	
শ্রীশিবানন্দ সেন	২।২৮
শ্রীমুকুন্দ দত্ত	৩।৪৯
শ্রীধর পণ্ডিত	৪।৬৮
শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত	৫।৮৯, ৬।১১০
নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর	৭।১২৮, ৮।১৪৮
শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি	৯।১৬৯
শ্রীগদাধর দাস	১০।১৯১
শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর	১১।২০৮
শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত	১২।২২৭
শ্রীমদ্ভক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজের জীবনী	২।৩৩
বিরহ-সংবাদ	
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল মহাযোগী মহারাজ	২।৩৫
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সজ্জন মহারাজ	৬।১১৬
ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস হরিজন মহারাজ	৬।১১৭
শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী	৭।১৩৮
শ্রীহরিচরণ দাস বনচারী	৭।১৩৮
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ	১১।২১৮
শ্রীনবনীবালা বাগ	১২।২৩৪
Statement about ownership and other Particulars about newspaper "Sree Chaitanya Bani"	২।৩৬
আসামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও শ্রীমঠের বিশিষ্ট প্রচারকবৃন্দ	২।৩৭, ৩।৫৫
কৃষ্ণদর্শন	৩।৪৫, ৪।৬৫
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব	৩।৫২
১৯৮৭ সালে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল	৩।৫৫
ঝাণ্টিপাহাড়ী (বাঁকুড়া)-তে ধর্ম্মসম্মেলন	৩।৫৮
বঙ্গীয় নববর্ষের শুভাভিনন্দন	৩।৫৮
বোলপুরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন	৩।৫৯
শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৩।৫৯, ৪।৭৭, ৫।৯৩, ৬।১১৩, ৮।১৫৬, ৯।১৭৯, ১০।১৯৮, ১১।২১৯
শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-জিউর বিজয়-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা	৪।৭১
কৃষ্ণনগরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	৪।৭১
আসাম প্রদেশের বিহপুরিয়া, লালুক ও নর্থ লখীমপুরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার	৪।৭২
চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান	৪।৭৩
উত্তরপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	৪।৭৪
শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের "রত্ন" উপাধি পরীক্ষার ফল	৪।৭৭

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
যশড়া শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের নবমন্দিরে বিজয়-মহোৎসব	৪।৮০
ভগবদ্‌ভজনে বেদনির্দ্দেশ	৫।৮৫
হোশিয়ারপুরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও প্রচারকবৃন্দ	৫।৯৭
জলন্ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরাধামাধব-মন্দির প্রতিষ্ঠা মহোৎসব পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান	৫।৯৮
রথযাত্রায় শ্রীগৌরানুগ গৌড়ীয়-মনোভাব	৬।১০৬
হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব	৬।১১৭
রথযাত্রা উপলক্ষে পুরুষোত্তমধামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক অনুষ্ঠান	৬।১১৯
শাস্ত্র কাহাকে বলে এবং তাহার সারশিক্ষা কি ?	৭।১২৫, ৮।১৪৫
যশড়া শ্রীপাটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব	৭।১৩৪
আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব	৭।১৩৬
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন	৭।১৩৯
শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও তৎশাখামঠসমূহে শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব	৮।১৫৪
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে কলিকাতা মঠে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসভা ও নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা	৮।১৫৫
সদ্‌গুরুসকাশে বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাগ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা	৯।১৬৪
ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র	৯।১৭৪, ১০।১৯৩
শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারে শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজের পঞ্চমবার বিদেশযাত্রা	৯।১৭৯
বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি	১০।১৮৫
নিমন্ত্রণ পত্র	
কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব	১০।২০০
শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবাই তদ্দত্ত মন্ত্রের প্রধান পুরশ্চরণ	১১।২০৪
শ্রীবলদেবাবতার	১১।২১১
জম্মু, নিউদিল্লী ও পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার	১১।২১৭
ভক্ত ও ভগবানের সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিণী লীলা	১২।২২৫
বর্ষশেষে	১২।২২৮
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১২।২৩০
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শুভপদার্পণ	১২।২৩৪
বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি	১২।২৩৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name.....
Vill.....
P. O.....
Dist.....
Pin.....

★

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া বৎসর মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬